শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থমালা

(শ্রীমদভীশ্বর-শঙ্করাচার্য্য-প্রণীত গ্রন্থ-
সমূহের সমাবেশ)

পণ্ডিতবর

শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক অনুবাদিত।

বসুমতী-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কালকাতা, ১১৫।৪ নং গ্রে ষ্ট্রীট, "বসুমতী প্রেসে"
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৪

[মূল্য ১৲ এক টাকা।

ভূমিকা।

শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থমালার পরিচয় প্রদান বাহুল্য মাত্র। যখন সৌগতগণ মেদিনীমণ্ডলে একাধিপত্য স্থাপন করিয়া বৈদিকী ক্রিয়ার বিলোপসাধন করে, আস্তিক্যবুদ্ধি জগৎ-সংসার হইতে একেবারে অপহৃত হয়, যাগযজ্ঞে মানবগণের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও আস্থার লেশমাত্র থাকে না। তখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুদয় দেখিয়া কৈলাসপতি শঙ্করাচার্য্যরূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হন। তাঁহার প্রভাবেই তাঁহার বিচারবলেই বৌদ্ধগণ নিরস্ত, পরাভূত ও সর্ব্বথা পলায়িত হইলে, জগতে পুনরায় বেদমত প্রবল হইয়া উঠে, মানবনিচয়ের হৃদয়ে আস্তিক্যবুদ্ধির উদয় হয়; সুতরাং সকলেই পুনরায় স্ব স্ব বর্ণাশ্রমবিহিত ধর্ম্ম-কর্ম্মানুষ্ঠানে সাগ্রহে ও সাদরে প্রবৃত্ত হয়।

কলিযুগে মানবগণ ক্ষীণায়ু এবং ক্রমশঃ ক্ষীণবুদ্ধি ও ক্ষীণজ্ঞান হওয়াতে বেদের গূঢ়মর্ম্ম বুঝিতে তাহাদিগকে অক্ষম দেখিয়া মহাযোগী শঙ্কর বেদের ভাষ্য প্রস্তুত করেন এবং পরিশেষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়া জগৎ-সংসারের মহোপকারসাধন করিয়া গিয়াছেন। ঐ সকল গ্রন্থে ব্রহ্মপরিজ্ঞান, অদ্বৈতব্রহ্মতত্ত্ব প্রভৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রকটীকৃত হইয়াছে। অধুনা সেই সকল উপাদেয় গ্রন্থ এক প্রকার দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় আমরা বহুব্যয়ে দ্রাবিড়, কর্ণাট, কাশী প্রভৃতি স্থান হইতে হস্তলিখিত পুস্তিকা আনাইয়া সমস্তগুলির একত্র সমাবেশ করত প্রকাশিত করিলাম; এখন সাধারণে সাদরে গ্রহণ করিলেই সফলপ্রযত্ন হইব; ইতি।

প্রকাশক।

সূচিপত্র

সূচিপত্র সম্পূর্ণ।

ভগবান্

শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থমালা।

মোহমুদ্গার।

মূঢ় জহীহি ধনাগমতৃষ্ণাং, কুরু তনুবুদ্ধিমনঃসু বিতৃষ্ণাম্।
যল্লভসে নিজকর্ম্মোপাত্তং, বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্তম্॥ ১॥
কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ, সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ।
কস্য ত্বং বা কুত আয়াতস্তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ॥ ২॥
মা কুরু ধনজনযৌবনগর্ব্বং, হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বম্।
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা, ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা॥ ৩॥
নলিনীদলগতজলমতিতরলং তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্।
ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা॥ ৪॥

হে মূঢ়! ধনাগমের তৃষ্ণা ত্যাগ কর; শরীরে, বুদ্ধিতে এবং মনে উহার প্রতি বিতৃষ্ণভাব প্রদর্শন কর। তুমি নিজ কর্ম্মফলে যাহা লাভ করিতে পার, তাহাতেই চিত্তের পরিতোষ জন্মাও॥ ১॥

কে তোমার স্ত্রী? তোমার পুত্রই বা কে? এই সংসারের ব্যাপার অতি বিচিত্র। তুমি কাহার এবং কোথা হইতেই বা আসিলে? হে ভ্রাতঃ! এই নিগূঢ় তত্ত্ব চিন্তা কর॥ ২॥

ধনজনযৌবনগর্ব্ব পরিত্যাগ কর। কাল নিমেষমধ্যে এই সমুদায় হরণ করিয়া লয়। মায়াময় এই নিখিল জগৎ পরিত্যাগ করিয়া, পরব্রহ্মপদ বিদিত হইয়া তাহাতে আশু প্রবেশ করিতে যত্নবান্ হও॥ ৩॥

পদ্মপত্রস্থিত জলের ন্যায় জীবন অতীব চঞ্চল। এই সংসারে সাধুসঙ্গই একমাত্র অবলম্বনীয়। উহাই সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইবার একমাত্র নৌকাস্বরূপ॥ ৪॥

যাবজ্জননং তাবন্মরণং, তাবজ্জননীজঠরে শয়নম্।
ইতি সংসারে স্ফুটতরদোষঃ, কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ॥ ৫॥
দিনযামিন্যৌ সায়ম্প্রাতঃ, শিশিরবসন্তৌ পুনরায়াতঃ।
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ুস্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ॥ ৬॥
অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং, দন্তবিহীনং জাতং তুণ্ডম্।
করধৃতকম্পিতশোভিতদণ্ডং, তদপি ন মুঞ্চত্যাশা ভাণ্ডম্॥ ৭॥
সুরবরমন্দিরতরুমূলবাসঃ, শয্যা ভূতলমজিনং বাসঃ।
সর্ব্বপরিগ্রহ-ভোগত্যাগঃ, কস্য সুখং ন করোতি বিরাগঃ॥ ৮॥
শত্রৌ মিত্রে পুত্রে বন্ধৌ, মা কুরু যত্নং বিগ্রহসন্ধৌ।
ভব সমচিত্তঃ সর্ব্বত্র ত্বং, বাঞ্ছস্যচিরাদ্ যদি বিষ্ণুত্বম্॥ ৯॥

যখন জন্মগ্রহণ হইল, তখনই তাহার মরণ পশ্চাদগামী হইয়াছে, এবং মৃত্যুর পশ্চাৎ পুনর্ব্বার জননীজঠরে প্রবেশ করিতে হইবে। সংসারে এই প্রকারস্বরূপ দোষ দৃষ্ট হইতেছে; অতএব হে মানব! তোমার ইহাতে সন্তোষের বিষয় কি আছে? ৫॥

দিন যাইতেছে, রাত্রি আসিতেছে, সন্ধ্যা গত হইতেছে, প্রাতঃকাল আবার উপস্থিত হইতেছে; শিশির এবং বসন্ত প্রভৃতি ঋতু-সকলের পুনঃপুনঃ পরিবর্ত্তন হইয়া আসিতেছে; কাল ক্রীড়া করিতেছে; জীবের পরমায়ু দিন দিন গত হইতেছে; তথাপি আশাবায়ুর কিছুতেই বিরাম হইতেছে না॥ ৬॥

শরীর গলিত হইতেছে, শিরোদেশ পলিত হইয়া পড়িতেছে, মুখমণ্ডল দন্তবিহীন হইয়া যাইতেছে, হস্তধৃত যষ্টিখানা হস্তের অবসন্নতাপ্রযুক্ত কম্পিত এবং স্খলিত হইতেছে; তথাপি আশা ভাণ্ড পরিত্যক্ত হইতেছে না॥ ৭॥

দেবমন্দিরের অভ্যন্তরে কিংবা তরুতলে অবস্থিতি, ভূমিতলে শয্যা কিংবা মৃগচর্ম্ম পরিধান ও সর্ব্বপ্রকার পরিগ্রহ এবং ভোগসুখ পরিত্যাগ, এ প্রকার বৈরাগ্য কাহার প্রীতি উৎপাদন না করে? ৮॥

শত্রু এবং মিত্র, পুত্র অথবা বন্ধুলোক, ইহাদিগের সকলেরই প্রতি সমান যত্ন করিবে, কাহারও প্রতি ন্যূনাতিরেক বোধ করিবে না; বিগ্রহ কিম্বা সন্ধি উভয়েই সমান যত্ন করিবে, যদি তুমি অচিরে বিষ্ণুপদ বাঞ্ছা কর, তবে সর্ব্বত্র সমভাবে দৃষ্টি করিবে॥ ৯॥

অষ্ট কুলাচলাঃ সপ্ত সমুদ্রাঃ, ব্রহ্মপুরন্দরদিনকররুদ্রাঃ।
ন ত্বং নাহং নায়ং লোকস্তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ॥ ১০
ত্বয়ি ময়ি চান্যত্রৈকো বিষ্ণুর্ব্যর্থং কুপ্যসি ময্যসহিষ্ণুঃ।
সর্ব্বং পশ্য আত্মন্যাত্মানং, সর্ব্বত্রোৎসৃজ ভেদজ্ঞানম্॥ ১১॥
বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তস্তরুণস্তাবত্তরুণীরক্তঃ।
বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ, পরমে ব্রহ্মণি কোঽপি ন লগ্নঃ॥ ১২॥
অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং, নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যম্।
পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ, সর্ব্বৈত্রেষা কথিতা নীতিঃ॥ ১৩॥
যাবদ্বিত্তোপার্জ্জনশক্তস্তাবন্নিজপরিবারো রক্তঃ।
তদনু চ জরয়া জর্জ্জরদেহে, বার্ত্তাং কোঽপি ন পৃচ্ছতি গেহে।

অষ্ট কুলাচল, সপ্ত সমুদ্র, ব্রহ্মা, দেবরাজ ইন্দ্র, দিবাকর, রুদ্রদেব, তুমি, আমি, এই লোক, কাহারও সহিত কাহারও সম্বন্ধ নাই; অতএব কি জন্য শোক করিতেছ? ১০॥

তোমাতে আমাতে এবং অন্যত্র সকল বস্তুতেই একমাত্র বিষ্ণু বিরাজ করিতেছেন, অতএব অসহিষ্ণু হইয়া আমার প্রতি কি জন্য কোপ করিতেছ? আত্মাকে অন্য আত্মা হইতে স্বতন্ত্র মনে করিও না এবং সর্ব্বভূতের আত্মাই তোমাতে দর্শন করিবে; সর্ব্বত্রই ভেদজ্ঞান পরিত্যাগ করিবে॥ ১১॥

বালক ক্রীড়াতেই আসক্ত হইয়া দিনযাপন করিতেছে, তরুণবয়স্ক তরুণীতে অনুরক্ত হইয়া রহিয়াছে, বৃদ্ধ কেবল চিন্তাতেই মগ্ন হইয়া দিনযাপন করিতেছে অতএব কেহই কোন সময়ে পরব্রহ্মে মন স্থির করিতে পারিতেছে না॥ ১২॥

প্রতিদিন কেবল বৃথা অর্থচিন্তা করিতেছ, সত্যই ইহাতে সুখের লেশমাত্র নাই। কেন না, ধনবান্‌দিগের পুত্র হইতেও ভীতিসঞ্চার হইতে দেখা যায়। এই নীতি সর্ব্বস্থলেই কথিত হইয়া থাকে॥ ১৩॥

যে পর্য্যন্ত তুমি অর্থ উপার্জ্জন করিতে সক্ষম থাকিবে, ততদিন নিজ পরিবার তোমাতে অনুরক্ত হইয়া থাকিবে। অনন্তর তোমার শরীর (বৃদ্ধাবস্থায়) জরাজীর্ণ হইলে যখন উপার্জ্জনে অক্ষম হইবে, তখন তোমার সংবাদ পর্য্যন্তও জিজ্ঞাসা করিবে না॥ ১৪॥

কামং ক্রোধং লোভং মোহং, ত্যক্ত্বাত্মানং পশ্যতি কোঽহম্।
আত্মজ্ঞানবিহীনা মূঢ়াস্তে পচ্যন্তে নরকে নিগূঢ়াঃ ॥ ১৫ ॥
ষোড়শপজ্ঝটিকাভিরশেষঃ শিষ্যাণাং কথিতোঽভ্যুপদেশঃ।
যেষাং নৈব করোতি বিবেকং, তেষাং কঃ কুরুতামতিরেকম্ ॥ ১৬ ॥

মণিরত্নমালা।

অপার-সংসার-সমুদ্রমধ্যে, সম্মজ্জতো মে শরণং কিমস্তি।
গুরো কৃপালো কৃপয়া বদৈতদ্বিশ্বেশপাদাম্বুজদীর্ঘনৌকা ॥ ১ ॥
বদ্ধো হি কো যো বিষয়ানুরাগী, কা বা বিমুক্তির্বিষয়ে বিরক্তিঃ।
কো বাস্তি ঘোরো নরকঃ স্বদেহস্তৃষ্ণাক্ষয়ঃ স্বর্গপদং কিমস্তি ॥ ২ ॥
সংসার-হৃৎ কঃ শ্রুতিজাত্মবোধঃ, কো মোক্ষহেতুঃ কথিতঃ স এব।
দ্বারং কিমেকন্নরকস্য নারী, কা স্বর্গদা প্রাণভৃতামহিংসা ॥ ৩ ॥

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া, আমি কে আত্মাকে এই ভাবে অনুসন্ধান করিবে। আত্মজ্ঞানবিহীন মূঢ় লোকেরাই নরকে নিমগ্ন হইয়া পচ্যমান হয় ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ শ্লোকটী পজ্ঝটিকা ছন্দে লিখিত হইল। এই ছন্দ অনুসারে অশেষ শিষ্যদিগকে যে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, ইহাতেও যাহাদিগের উপদেশ না হয় অথবা বিবেকের উদয় না হইল, তাহাদিগের বিবেক জন্মিবার অন্য কি উপায় হইবে, বুঝিতে পারা যায় না ॥ ১৬ ॥

শিষ্য। দয়াময়! গুরুদেব! অপার সংসার-সমুদ্রে নিমগ্ন রহিয়াছি, আমার আশ্রয় কি, দয়া করিয়া আমাকে বলিয়া দিউন।

গুরু। বিশ্বনাথের পাদপদ্মরূপ দীর্ঘ নৌকাই তোমার আশ্রয় ॥ ১ ॥

বদ্ধ কে?—যে বিষয়ানুরাগী। মুক্তি কি?—বিষয়ে বিরাগই মুক্তি। ভয়ানক নরক কি?—নিজদেহ। স্বর্গ কি?—বাসনাক্ষয় ॥ ২ ॥

কিসে সংসারবন্ধন ঘুচে?—শ্রুতিসম্মত আত্মজ্ঞান দ্বারা মুক্তির হেতু কি?—পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিসম্মত আত্মজ্ঞান। নরক প্রবেশের একমাত্র পথ কি?—নারী। কিসে স্বর্গলাভ হয়?—জীবের প্রতি অহিংসায় ॥ ৩ ॥

শেতে সুখং কস্তু সমাধিনিষ্ঠো, জাগর্ত্তি কো বা সদসদ্বিবেকী।
কে শত্রবঃ সন্তি নিজেন্দ্রিয়াণি, তান্যেব মিত্রাণি জিতানি যানি ॥ ৪ ॥
কো বা দরিদ্রো হি বিশালতৃষ্ণঃ, শ্রীমাংশ্চ কো যস্য সমস্ততোষঃ।
জীবন্মৃতঃ কস্তু নিরুদ্যমো যঃ, কো বাঽমৃতঃ স্যাৎ সুখদা নিরাশা ॥ ৫ ॥
পাশো হি কো যো মমতাভিমানঃ, সম্মোহয়ত্যেব সুরেব কা স্ত্রী।
কো বা মহান্ধো মদনাতুরো যো, মৃত্যুশ্চ কো বাপযশঃ স্বকীয়ম্ ॥ ৬ ॥
কো বা গুরুর্যো হি হিতোপদেষ্টা, শিষ্যস্তু কো যো গুরুভক্ত এব।
কো দীর্ঘরোগো ভব এব সাধো, কিমৌষধন্তস্য বিচার এব ॥ ৭ ॥
কিং ভূষণাদ্‌ভূষণমস্তি শীলং, তীর্থম্পরং কিং স্বমনো বিশুদ্ধম্।
কিমত্র হেয়ং কনকঞ্চ কান্তা, শ্রাব্যং সদা কিং গুরুবেদবাক্যম্ ॥ ৮ ॥
কে হেতবো ব্রহ্মগতেস্তু সন্তি, সৎসঙ্গতিদানবিচারতোষঃ।
কে সন্তি সন্তোঽখিলবীতরাগা, অপাস্তমোহা শিবতত্ত্বনিষ্ঠাঃ ॥ ৯ ॥

সুখে থাকে কে ?—সমাধিনিষ্ঠ ব্যক্তি। জাগরিত কে ?—যাহার সদসদ্‌বিবেক আছে। কাহারা শত্রু ?—আপনার ইন্দ্রিয়গণই শত্রু। জিতেন্দ্রিয় হইলে তাহারাই মিত্র হয় ॥ ৪ ॥

দরিদ্র কে ?—যাহার বলবতী আশা আছে। ধনী কে ?—যে সকল বিষয়েই সন্তুষ্টচিত্ত। কোন্ ব্যক্তি জীবন্মৃত ?—যে উৎসাহহীন। অমৃত কি ?—সুখদায়িনী নিরাশা ॥ ৫ ॥

সংসারে বদ্ধ হইবার পাশ কি ?—মমতা এবং অভিমান। সুরা যেমন মত্ত করে, এমন আর কিসে মত্ত করে ?—নারী। মহান্ধ কে ?—যে অধিক কামাতুর। মৃত্যু কি ?—নিজের অপযশ ॥ ৬ ॥

গুরু কে ?—যিনি হিতোপদেশ দেন। শিষ্য কে ?—যে গুরুভক্ত। দীর্ঘকালস্থায়ী রোগ কি ?—পুনঃ পুনঃ ভবযন্ত্রণা। তাহা নিবারণের ঔষধ কি ?—সদসদ্‌বিচার ॥ ৭ ॥

অলঙ্কার অপেক্ষা উত্তম ভূষণ কি ?—সচ্চরিত্রতা। পরম তীর্থ কি ?—নিজের মনের বিশুদ্ধতা। কোন্ বস্তু হেয় ?—কামিনী এবং কাঞ্চন। সর্ব্বদা কি শ্রবণ করা উচিত ?—গুরুর উপদেশ এবং বেদবাক্য ॥ ৮ ॥

ব্রহ্মলাভের কি কি কারণ ?—সৎসঙ্গ, উপযুক্ত দান, সদসদ্‌বিচার এবং সন্তোষ। কাহাকে সাধু বলা যায় ?—সমস্ত বিষয়ে যিনি বীতরাগ হইয়াছেন, যিনি মোহশূন্য এবং যিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়াছেন, তিনিই সাধু ॥ ৯ ॥

কো বা জ্বরঃ প্রাণভৃতাং হি চিন্তা, মূর্খোঽস্তি কো যস্তু বিবেকহীনঃ।
কার্য্যা প্রিয়া কা শিববিষ্ণুভক্তিঃ, কিং জীবনং দোষবিবর্জ্জিতং যৎ ॥ ১০ ॥
বিদ্যা হি কা ব্রহ্মগতি-প্রদা যা, বোধো হি কো যস্তু বিমুক্তি-হেতুঃ।
কো লাভ আত্মাবগমো হি যো বৈ, জিতং জগৎ কেন মনো হি যেন ॥ ১১ ॥
শূরান্মহাশূরতমোঽস্তি কো বা, মনোজবাণৈর্ব্ব্যথিতো ন যস্তু।
প্রাজ্ঞো হি ধীরশ্চ সমশ্চ কো বা, প্রাপ্তো ন মোহো ললনাকটাক্ষৈঃ ॥ ১২ ॥
বিষাদ্বিষং কিং বিষয়াঃ সমস্তা, দুঃখী সদা-কো বিষয়ানুরাগী।
ধন্যোঽস্ত কো যস্তু পরোপকারী, কঃ পূজনীয়ঃ শিবতত্ত্ব-নিষ্ঠঃ ॥ ১৩ ॥
সর্ব্বাস্ববস্থাস্বাপ কিন্ন কার্য্যং কিংবা বিধেয়ং বিদুষা প্রযত্নাৎ।
স্নেহশ্চ পাপং পঠনঞ্চ ধর্ম্মাঃ, সংসারমূলং হি কিমস্তি চিন্তা ॥ ১৪ ॥
বিজ্ঞান্মহাবিজ্ঞতমোঽস্তি কো বা, নার্য্যা পিশাচ্যা ন চ বঞ্চিতো যঃ।
কা শৃঙ্খলা প্রাণভৃতাং হি নারী, দিব্যং ব্রতং কিঞ্চ সমস্তদৈন্যম্ ॥ ১৫ ॥

প্রাণিগণের জ্বর কি?—চিন্তা। মূর্খ কে?—যে অবিবেকী। সংসারে কাহাকে প্রিয় করিতে হইবে?—শিব-বিষ্ণুভক্তি। প্রকৃত জীবন কিরূপ?—যাহা দোষবিবর্জ্জিত ॥ ১০ ॥

বিদ্যা কি?—যে বিদ্যা ব্রহ্মগতিপ্রদা। জ্ঞান কাহাকে বলে?—যাহা মুক্তির হেতু। লাভ কাহাকে বলে?—আত্মতত্ত্বজ্ঞান। কে জগৎ জয় করিয়াছে?—যে মন জয় করিয়াছে ॥ ১১ ॥

বীর অপেক্ষা মহাবীর কে?—যে স্মরশরে ব্যথিত হয় না। প্রাজ্ঞ ধীর এবং সমদর্শনবিশিষ্ট কে?—যে ললনার কটাক্ষে মোহিত হয় না ॥ ১২ ॥

বিষ অপেক্ষা বিষ কি?—সকল প্রকার বিষয়। সর্ব্বদা দুঃখী কে?—বিষয়ানুরাগী। ধন্য কে?—যে পরোপকারী। পূজনীয় কে?—যাহার শিবতত্ত্বে নিষ্ঠা আছে ॥ ১৩ ॥

সকল অবস্থায় জ্ঞানিদিগের অকর্ত্তব্য কি?—স্নেহ আর পাপ। জ্ঞানিদিগের কর্ত্তব্য কি?—সকল অবস্থায় বেদ-বেদান্ত-পাঠ ও ধর্ম্মকর্ম্ম। সংসারের মূল কি?—চিন্তা ॥ ১৪ ॥

বিজ্ঞ অপেক্ষা মহাবিজ্ঞতম কে?—যে ব্যক্তি পিশাচীস্বরূপা নারীদ্বারা বঞ্চিত হয় না। প্রাণিগণের শৃঙ্খল কি?—নারী। দিব্য ব্রত কি?—সকলের নিকটেই দীনভাব-প্রকাশ ॥ ১৫ ॥

জ্ঞাতুন্ন শক্যং চ কিমস্তি সর্ব্বৈর্যোষিন্মনো যচ্চরিতং তদীয়ম্।
কা দুস্ত্যজা সর্ব্বজনৈর্দ্দুরাশা, বিদ্যাবিহীনঃ পশুরস্তি কো বা ॥ ১৬ ॥
বাসো ন সঙ্গঃ সহ কৈর্বিধেয়ো, মূর্খৈশ্চ নীচৈশ্চ খলৈশ্চ পাপৈঃ।
মুমুক্ষুণা কিং ত্বরিতং বিধেয়ং, সৎসঙ্গতির্নির্ম্মমতেশভক্তিঃ ॥ ১৭ ॥
লঘুত্বমূলঞ্চ কিমর্থিতৈব, গুরুত্বমূলং যদযাচনঞ্চ।
জাতো হি কো যস্য পুনর্ন জন্ম, কো বা মৃতো যস্য পুনর্ন মৃত্যুঃ ॥ ১৮ ॥
মূকোঽস্তি কো বা বধিরশ্চ কো বা, বক্তুং ন যুক্তং সময়ে সমর্থম্।
তথ্যং সুপথ্যং ন শৃণোতি বাক্যং, বিশ্বাসপাত্রং ন কিমস্তি নারী ॥ ১৯ ॥
তত্ত্বং কিমেকং শিবমদ্বিতীয়ং, কিমুত্তমং সচ্চরিতং যদস্তি।
ত্যাজ্যং সুখং কিং স্ত্রিয়মেব সম্যক্, দেয়ং পরং কিং ত্বভয়ং সদৈব ॥ ২০ ॥
শত্রোর্মহাশত্রুতমোঽস্তি কো বা, কামঃ সকোপোঽনৃতলোভতৃষ্ণাঃ।
ন পূর্য্যতে কো বিষয়ৈঃ স এব, কিং দুঃখমূলং মমতাভিধানম্ ॥ ২১ ॥
কিং মণ্ডনং সাক্ষরতা মুখস্য, সত্যঞ্চ কিং ভূতহিতং সদৈব।
কিং কর্ম্ম কৃত্বা ন হি শোচনীয়ং, কামারিকংসারিসমর্চ্চনাখ্যম্ ॥ ২২ ॥

পুরুষের পক্ষে কি জানা কঠিন ?—নারীর মন ও চরিত্র। জীব সহজে পরিহার করিতে পারে না কি ?—দুরাশা। পশু কে ?—যে ব্রহ্মবিদ্যা-বিহীন ॥ ১৬ ॥

কাহার সঙ্গ করা ও কাহার সহিত বাস করা অবিধেয় ?—মূর্খ, পাপী এবং খলের সহিত বাস অকর্ত্তব্য এবং তাহাদের সঙ্গ পরিত্যজ্য। মুমুক্ষুদিগের আশু কর্ত্তব্য কি ?—সৎসঙ্গ, নির্ম্মমতা এবং ঈশ্বরে ভক্তি ॥ ১৭ ॥

লঘুতার মূল কি ?—যাচ্ঞা। মহত্ত্বের মূল কি ?—অযাচ্ঞা। কাহার জন্ম সফল ?—যাহার পুনরায় জন্ম হইবে না। প্রকৃত মৃত কে ?—যাহার আর মৃত্যু হইবে না ॥ ১৮ ॥

মূক কে ?—সত্য কথা কহিবার সময় যে সত্য কহে না। কোন্ ব্যক্তি বধির ?—সৎকথা-শ্রবণে যাহার আস্থা নাই। বিশ্বাসের অযোগ্য কে ?—নারী ॥ ১৯ ॥

একমাত্র তত্ত্ব কি ?—অদ্বিতীয় শিবতত্ত্ব। উত্তম কি ?—সাধুচরিত্র। ত্যাজ্য সুখ কি ?—কামিনীসঙ্গ-সুখ। দিবার উপযুক্ত কি ?—অভয় ॥ ২০ ॥

শত্রুগণমধ্যে মহাশত্রু কে ?—কাম, ক্রোধ, লোভ, অসত্য ও তৃষ্ণা। তৃপ্ত হয় না কি ?—আশা। দুঃখের কারণ কি ?—মমতা ॥ ২১ ॥

আস্যশোভা কি ?—বিদ্যাবত্তা। প্রাণিগণের হিতকর কি ?—সত্য। কি কার্য্য করিলে আক্ষেপ করিতে হয় না ?—শিব এবং শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা করিলে ॥ ২২ ॥

কস্যাস্তি নাশে মনসো হি মোক্ষঃ, ক সর্ব্বথা নাস্তি ভয়ং বিমুক্তৌ।
শল্যং পরং কিং নিজমূর্খতৈব, কে কে হ্যুপাস্যা গুরুদেববৃদ্ধাঃ॥ ২৩॥
উপস্থিতে প্রাণহরে কৃতান্তে, কিমাশু কার্য্যং সুধিয়া প্রযত্নাৎ।
বাক্কায়চিত্তৈঃ সুখদং যমঘ্নং, মুরারিপাদাম্বুজচিন্তনঞ্চ॥ ২৪॥
কে দস্যবঃ সন্তি কুবাসনাখ্যাঃ, কঃ শোভতে যঃ সদসি প্রবিষ্টঃ।
মাতেব কা যা সুখদা সুবিদ্যা, কিমেধতে দানবশাৎ সুবিদ্যা॥ ২৫॥
কুতো হি ভীতিঃ সততং বিধেয়া, লোকাপবাদাদ্ভবকাননাচ্চ।
কো বাতিবন্ধুঃ পিতরশ্চ কে বা, বিপৎসহায়ঃ পরিপালকা যে॥ ২৬॥
বুদ্ধা ন বোধ্যং পরিশিষ্যতে কিং, শিবপ্রসাদং সুখবোধরূপম্।
জ্ঞাতে তু কস্মিন্ বিদিতং জগৎ স্যাৎ, সর্ব্বাত্মকে ব্রহ্মণি পূর্ণরূপে॥ ২৭॥
কিং দুর্ল্লভং সদ্‌গুরুরস্তি লোকে, সৎসঙ্গতির্ব্রহ্মবিচারণা চ।
ত্যাগো হি সর্ব্বস্য শিবাত্মবোধঃ, কো দুর্জ্জয়ঃ সর্ব্বজনৈর্ম্মনোজঃ॥ ২৮॥
পশোঃ পশুঃ কো ন করোতি ধর্ম্মং, প্রাচীনশাস্ত্রেঽপি ন চাত্মবোধঃ।
কিন্তদ্বিষন্তাতি সুরোপমং স্ত্রী, কে শত্রবো মিত্রবদাত্মজাস্তাঃ॥ ২৯॥

কিসের বিনাশে মোক্ষ হয়?—চিত্তচাঞ্চল্য। কোথায় একেবারে নির্ভয় হওয়া যায়?—বিমুক্তিতে। অতিশয় দুঃখ কি?—নিজের মূর্খতা। কোন্ কোন্ ব্যক্তির সেবা করা কর্ত্তব্য?—গুরু, দেব ও প্রাচীন ব্যক্তির॥ ২৩॥

আসন্নকাল উপস্থিত হইলে সুধীব্যক্তির আশু কর্ত্তব্য কি?—শরীর, মন এবং বাক্যের দ্বারা যমভয়বারণ সুখদ হরিপাদপদ্ম স্মরণ করা কর্ত্তব্য॥ ২৪॥

কাহারা দস্যু?—নিজ কুবাসনানিচয়। সভাস্থলে শোভা পায় কে?—সদ্বিদ্বান্। জননীর ন্যায় সুখদায়িনী কে?—সুবিদ্যা। কোন্ বস্তু দান করিলেও ক্ষয় হয় না?—সুবিদ্যা॥ ২৫॥

সতত কোন্ ভয়ে ভীত হওয়া বিধি?—সংসারারণ্য ও লোকনিন্দা। পরম সুহৃদ কে?—যিনি বিপদকালে সাহায্য করেন। পিতা কে?—প্রতিপালক॥২৬॥

কোন্ বোধ হইলে অন্যবোধের আবশ্যক হয় না?—শিবের প্রসন্নতারূপ দিব্যসুখবোধ হইলে। কাহাকে জানিতে পারিলে জগৎসম্বন্ধীয় কিছুই অগোচর থাকে না?—সর্ব্বাত্মা পূর্ণব্রহ্মকে জানিতে পারিলে॥ ২৭॥

দুর্ল্লভ কি?—সদ্‌গুরু, সাধুসঙ্গ ও ব্রহ্মবিচারণা॥ সর্ব্বত্যাগের হেতু কি?—'স্বয়ং শিব' এই বোধ। সকলের পক্ষে দুর্জ্জয় কি?—কাম॥ ২৮॥

পশু অপেক্ষা মহাপশু কে?—যে ব্যক্তির আত্মজ্ঞান নাই, অথচ যে প্রাচীন-

বিদ্যুচ্চলং কিং ধনযৌবনায়ুর্দ্দানং পরং কিং চ সুপাত্রদত্তম্।
কণ্ঠং গতৈরপ্যসুভির্ন কার্য্যং, কিং কিং বিধেয়ং মলিনং শিবার্চ্চা ॥ ৩০ ॥
অহর্নিশং কিং পরিচিন্তনীয়ং, সংসারমিথ্যাত্মশিবাত্মতত্ত্বম্।
কিং কর্ম্ম যৎ প্রীতিকরং মুরারেঃ, ক্বাস্থা ন কার্য্যা সততং ভবাব্ধৌ ॥ ৩১ ॥
কণ্ঠং গতা বা শ্রবণং গতা বা, প্রশ্নোত্তরাখ্যা মণিরত্নমালা।
তনোতু মোদং বিদুষাং সুরম্যং, রমেশগৌরীশকথেব সদ্যঃ ॥ ৩২ ॥

মণিরত্নমালা সমাপ্তা।

বিজ্ঞান-নৌকা

ওঁ তপোযজ্ঞদানাদিভিঃ শুদ্ধবুদ্ধির্বিরক্তো নৃপাদৌ পদে তুচ্ছবুদ্ধ্যা।
পরিত্যজ্য সর্ব্বং যদাপ্নোতি তত্ত্বং, পরং ব্রহ্ম নিত্যং তদেবাহমস্মি ॥ ১

শাস্ত্রমতে ধর্ম্মানুষ্ঠানও করে না। কোন্ বিষ অমৃততুল্য বোধ হয়?—রমণী। মিত্রবৎ শত্রু কে?—পুত্র, কন্যা জায়া প্রভৃতি ॥ ২৯ ॥

চপলার ন্যায় ক্ষণস্থায়ী কি?—ধন, যৌবন এবং জীবন। সকল প্রকার দান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান কি?—সুপাত্রে দান। কণ্ঠাগত-প্রাণ হইলেও অকর্ত্তব্য কি?—যাহাতে অধর্ম্ম হয়। পাপী ব্যক্তির কর্ত্তব্য কি?—পতিতপাবন বিশ্বনাথের আরাধনা ॥ ৩০ ॥

অহর্নিশি ধ্যেয় কি?—সংসার অসত্য, শিবজ্ঞান সত্য। উত্তম কর্ম্ম কি?—যাহাতে শ্রীকৃষ্ণ প্রীত হন। কিসের প্রতি সর্ব্বদা অনাস্থা হইলে মঙ্গল?—অনিত্য সংসারে ॥ ৩১ ॥

সুরম্য হরিকথা বা শিবকথা শুনিলে যেমন সুধীগণ আমোদিত হন, সেইরূপ এই প্রশ্নোত্তরক্রমে কথিত "মণিরত্নমালা" পাঠ করিলে বা শ্রবণ করিলেও সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন ॥ ৩২ ॥

মণিরত্নমালা সম্পূর্ণ।

তপ ও যজ্ঞদানাদি শুদ্ধবুদ্ধি রাজপদ ইত্যাদিকে তুচ্ছ বিবেচনা করিয়া আসক্তিহীন এবং সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে স্বরূপ-তত্ত্বপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই তত্ত্বপদস্বরূপ পরব্রহ্মদেব আমি ॥ ১ ॥

দয়ালুং গুরুং ব্রহ্মনিষ্ঠং প্রশান্তং, সমারাধ্য ভক্ত্যা বিচার্য্য স্বরূপম্।
যদাপ্নোতি তত্ত্বং নিদিধ্যাস্য বিদ্বান্, পরং ব্রহ্ম নিত্যং তদেবাহমস্মি॥ ২॥
যদানন্দরূপং প্রকাশস্বরূপং, নিরস্তপ্রপঞ্চং পরিচ্ছেদশূন্যম্।
অহংব্রহ্ম বৃত্ত্যৈকগম্যং তুরীয়ং, পরং ব্রহ্ম নিত্যং তদেবাহমস্মি॥ ৩॥
যদাজ্ঞানতো ভাতি বিশ্বং সমস্তং, বিনষ্টং স চাপি যদাত্মপ্রবোধঃ।
মনোবাগতীতং বিশুদ্ধং বিমুক্তং, পরং ব্রহ্ম নিত্যং তদেবাহমস্মি॥ ৪॥
নিষেধে কৃতে নেতি নেতীতি বাক্যৈ, সমাধিস্থিতানাং যদাভাতি পূর্ণম্।
অবস্থাত্রয়াতীতমদ্বৈতমেকং, পরং ব্রহ্ম নিত্যং তদেবাহমস্মি॥ ৫॥
যদানন্দলেশৈঃ সদানন্দি বিশ্বং, যদাভাতি সত্ত্বে তদাভাতি সর্ব্বম্।
যদালোচনে হেমমন্যৎ সমস্তং, পরং ব্রহ্ম নিত্যং তদেবাহমস্মি॥ ৬॥
অনন্তং বিভুং সর্ব্বযোনিং নিরীহং, শিবসঙ্গহীনং যদোঙ্কারগম্যম্।
নিরাকারমত্যুজ্জ্বলং মৃত্যুহীনং, পরং ব্রহ্ম নিত্যং তদেবাহমস্মি॥ ৭॥

ভক্তিপূর্ব্বক দয়ালু প্রশান্ত ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর আরাধনা, স্বরূপবিচার এবং নিদিধ্যাসন (ধ্যানের) দ্বারা বিদ্বান্ ব্যক্তি যে স্বরূপ তত্ত্বপদ প্রাপ্ত হন, সেই তত্ত্বস্বরূপ নিত্য পরব্রহ্মদেব আমি॥ ২॥

যিনি আনন্দস্বরূপ স্বপ্রকাশ—যাঁহার অংশ, কল্পনা করা যায় না, যাঁহাকে জগৎ প্রপঞ্চ স্পর্শ করিতে পারে না, যিনি জাগ্রত, সপ্ন সুষুপ্ত্যাদি তিন অবস্থার অতীত এবং 'আমি ব্রহ্ম' এই একমাত্র তত্ত্ববৃত্তি দ্বারা যাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই নিত্য পরব্রহ্মদেব আমি॥ ৩॥

যে আত্মজ্ঞান অভাবে সমস্ত জগতের অস্তিত্ব প্রতীয়মান হয় এবং যে আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হইলে জগতের অস্তিত্ব উপলব্ধি হয় না, সেই আত্মজ্ঞানস্বরূপ শুদ্ধ, মুক্ত, মন ও বাক্যের অতীত নিত্য পরব্রহ্মদেব আমি॥ ৪॥

'ইহা ব্রহ্ম নহে, ইহা ব্রহ্ম নহে' এইরূপ উপনিষদুক্ত নিষেধ নির্দ্ধারণ দ্বারা ব্রহ্মপদার্থ নির্দ্ধারণকারী সমাধিমগ্ন ঋষিদিগের প্রজ্ঞায় যিনি পূর্ণরূপে প্রতীয়মান হয়েন, যিনি এক অদ্বিতীয় এবং জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার অতীত, সেই নিত্য পরব্রহ্মদেব আমি॥ ৫॥

যাঁহার আনন্দকণামাত্রে সমস্ত বিশ্ব আনন্দময় যিনি আত্মায় প্রকাশিত, যাঁহার সত্তায় সমস্ত প্রকাশ এবং যে স্থানে সমস্তই হেমময় উজ্জল জ্যোতিস্বরূপ, সেই নিত্য পরমব্রহ্মদেব আমি॥ ৬॥

যিনি অনন্ত, বিভু এবং সর্ব্বযোনি অথচ সর্ব্বচেষ্টারহিত শিব, নিঃসঙ্গ আর

যদানন্দসিন্ধৌ নিমগ্নঃ পুমান্ স্যাদবিদ্যাবিলাসসমস্তপ্রপঞ্চম্।
তদা ন স্ফুরত্যদ্ভুতং যৎ নিমিত্তং, পরং ব্রহ্ম নিত্যং তদেবাহমস্মি ॥ ৮ ॥
স্বরূপানুসন্ধানরূপস্তুরীয়ঃ, পঠেদাদরাদ্ভক্তিভাবো মনুষ্যঃ।
শৃণোতি বা নিত্যং মদযুক্তচিত্তো, ভবেদ্বিষ্ণুরত্রৈব বেদপ্রমাণাৎ।
পরং ব্রহ্ম নিতং তদেবাহমস্মি ॥ ৯ ॥
ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতা বিজ্ঞাননৌকা।

হস্তামলক।

কস্ত্বং শিশো কস্য কুতোঽসি গন্তা, কিং নাম তে ত্বং কুত আগতোঽসি।
এতদ্বদ ত্বং মম সুপ্রসিদ্ধং, মৎপ্রীতয়ে প্রীতিবিবর্দ্ধনোঽসি ॥ ১ ॥
নাহং মনুষ্যো ন চ দেবযক্ষৌ, ন ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাঃ।
ন ব্রহ্মচারী ন গৃহী বনস্থো, ভিক্ষুর্ন চাহং নিজবোধরূপঃ ॥ ২ ॥
নিমিত্তং মনশ্চক্ষুরাদিপ্রবৃত্তৌ, নিরস্তাখিলোপাধিরাকাশকল্পঃ।
রবির্লোকচেষ্টানিমিত্তং যথায়ং, স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ৩ ॥

যিনি ওঙ্কার (প্রণবের) গম্য, নিরাকার, অতিশয় উজ্জ্বল ও মৃত্যুহীন, সেই নিত্য পরব্রহ্মদেব আমি ॥ ৭ ॥

যে আনন্দসাগরে সিদ্ধপুরুষগণ নিমগ্ন হইলে যাহার প্রভায় এই অদ্ভুত অবিদ্যাবিলাসপ্রপঞ্চ প্রকাশ প্রাপ্ত হয় না, সেই নিত্য পরব্রহ্মদেব আমি ॥ ৮ ॥

স্বরূপ অনুসন্ধানেতে যিনি তুরীয় অর্থাৎ চতুর্থাবস্থা প্রাপ্ত, আর যে মনুষ্য আদর ও ভক্তিপূর্ব্বক ইহা পাঠ করেন এবং নিত্য বিষ্ণুরত-চিত্তে শ্রবণ করেন তিনিও বিষ্ণুস্বরূপ হন, ইহা বেদের প্রমাণ ॥ ৯ ॥

বিজ্ঞাননৌকা সমাপ্ত।

শিশো! তুমি কে? কাহার পুত্র? কোথায় যাইতেছ? তোমার নাম কি? কোথা হইতে আসিতেছ? ইহা সুস্পষ্ট বলিয়া আমাকে সন্তুষ্ট কর, তোমাকে দেখিয়া আমার অতিশয় আনন্দ হইতেছে ॥ ১ ॥

আমি মনুষ্য দেবতা কিংবা যক্ষ নহি; ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য কিংবা শূদ্র নহি; ব্রহ্মচারী গৃহী বানপ্রস্থ কিংবা ভিক্ষুও নহি; আমি নিজবোধস্বরূপ (আত্মা) ॥২॥

সূর্য্য যেমন লোকচেষ্টার কারণ, সেইরূপ যিনি মন ও চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়

যমগ্ন্যুষ্ণবন্নিত্যবোধস্বরূপং, মনশ্চক্ষুরাদীন্যবোধাত্মকানি।
প্রবর্ত্তন্ত আশ্রিত্য নিষ্কম্পমেকং, স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ৪ ॥
মুখাভাসকো দর্পণে দৃশ্যমানো, মুখত্বাৎ পৃথক্‌ত্বেন নৈবাস্তি জাতু।
চিদাভাসকো ধীষু জীবোঽপি তদ্বৎ, স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥৫॥
যথা দর্পণাভাব আভাসহানৌ, মুখং বিদ্যতে কল্পনাহীনমেকম্।
তথা ধীবিয়োগে নিরাভাসকো যঃ, ন নিত্যোপলব্ধিস্বরূপপোঽহমাত্মা ॥৬॥
মনশ্চক্ষুরাদের্ব্বিমুক্তঃ স্বয়ং যো, মনশ্চক্ষুরাদের্ম্মনশ্চক্ষুরাদিঃ।
মনশ্চক্ষুরাদেরগম্যস্বরূপঃ, স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ৭ ॥
য একোবিভাতি স্বতঃ শুদ্ধচেতাঃ, প্রকাশস্বরূপোঽপি নানেব ধীষু।
শরাবোদকস্থো যথা ভানুরেকঃ, স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ৮ ॥
যথানেকচক্ষুঃপ্রকাশো রবির্ন ক্রমেণ প্রকাশীকরোতি প্রকাশ্যম্।
অনেকা ধিয়ো যস্তথৈকপ্রবোধঃ, স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ৯ ॥

গ্রামের প্রবৃত্তি কারণ, সর্ব্বপ্রকার উপাধিহীন ও আকাশতুল্য, আমি সেই নিত্য-জ্ঞানস্বরূপ আত্মা ॥ ৩ ॥

অগ্নির উষ্ণতার ন্যায় নিত্যজ্ঞান যাহার স্বরূপ, যিনি নিশ্চল ও অদ্বিতীয়, যাঁহাতে আশ্রয় করিয়া জড়প্রকৃতি মন ও চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ নিজ নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, আমি সেই নিত্যজ্ঞানস্বরূপ আত্মা ॥ ৪ ॥

দর্পণে দৃশ্যমান মুখপ্রতিবিম্ব যেমন প্রকৃত মুখ হইতে পৃথক বস্তু নহে, সেইরূপ বুদ্ধিদর্পণে যে আত্মপ্রতিবিম্বরূপ আভাস জীব নামে কথিত তিনি ও ব্রহ্ম হইতে পৃথক নহেন; আমি সেই নিত্যবোধস্বরূপ আত্মা ॥ ৫ ॥

যেমন দর্পণাভাবে প্রতিবিম্বাভাব হইলে কেবল কল্পনাহীন মুখই থাকে, সেইরূপ বুদ্ধির অভাবে যিনি আভাসহীন হইয়া বিদ্যমান থাকেন, আমি সেই নিত্য-জ্ঞানস্বরূপ আত্মা ॥ ৬ ॥

যিনি মন ও চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়শূন্য হইলেও যিনি মনের মন, চক্ষুর চক্ষু এবং মন ও চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের অগম্য, আমি সেই নিত্যজ্ঞানস্বরূপ আত্মা ॥ ৭ ॥

যে অদ্বিতীয় পদার্থ নির্ম্মল চিত্তে স্বয়ং প্রকাশিত হয়, নানাপাত্রস্থিত জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যের ন্যায় যে প্রকাশস্বরূপ পদার্থ নানাবুদ্ধিতে নানারূপে প্রতীয়-মান হয়, আমি সেই নিত্যজ্ঞানস্বরূপ আত্মা ॥ ৮ ॥

যেমন বহু চক্ষুঃপ্রকাশক সূর্য্য যুগপৎ বহির্জগৎকে প্রকাশিত করেন, সেইরূপ যিনি এক হইয়াও একদা বহুবুদ্ধি প্রকাশিতবা উদ্ভাসিত, আমি সেই নিত্যজ্ঞানস্বরূপ আত্মা ॥৯॥

বিবস্বৎ প্রভাতং যথা রূপমক্ষং, প্রগৃহ্ণাতি না ভাতমেবং বিবস্বান্।
তথা ভাত আভাসয়ত্যক্ষমেকঃ, স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ১০ ॥
যথা সূর্য্য একোঽস্বনেকশ্চলাসু, স্থিরাস্বপ্যনন্যদ্বিভাব্যস্বরূপঃ।
চলাসু প্রভিন্নাসু ধীষ্বেক এবং, স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ১১ ॥
ঘনাচ্ছন্নদৃষ্টির্ঘনাচ্ছন্নমর্কং, যথা নিষ্প্রভং মন্যতে যাতি মূঢ়ঃ।
তথা বদ্ধবদ্ভাতি যো মূঢ়দৃষ্টেঃ, স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ১২ ॥
সমস্তেষু বস্তুষ্বনুস্যূতমেকং, সমস্তানি বস্তূনি যন্ন স্পৃশন্তি।
বিয়দ্বৎ সদা শুদ্ধমচ্ছস্বরূপং, স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ১৩ ॥
উপাধৌ যথা ভেদতা সন্মণীনাং, তথা ভেদতা বুদ্ধিভেদেষু তেঽপি।
যথা চন্দ্রকাণাং জলে চঞ্চলত্বং, তথা চঞ্চলত্বং তবাপীহ বিষ্ণো ॥ ১৪ ॥

ইতি হস্তামলকম্।

যেমন চক্ষু সূর্য্যালোকে প্রকাশিত হইয়া রূপ গ্রহণ করে, সেইরূপ সূর্য্য যাঁহার জ্যোতিতে প্রকাশিত হইয়া চক্ষুকে প্রকাশ করেন, আমি সেই নিত্যজ্ঞান-স্বরূপ আত্মা ॥ ১০ ॥

এক প্রতিবিম্ব সূর্য্য যেরূপ স্থির ও চঞ্চল ভেদে বহুবিধ জলোদরে বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ যিনি স্থির ও চঞ্চলভেদে বহুবিধ বুদ্ধিতে বহুরূপে প্রতীয়-মান হয়েন, আমি সেই নিত্যজ্ঞানস্বরূপ আত্মা ॥ ১১ ॥

অতি মূঢ় ব্যক্তি মেঘাচ্ছন্ন হইয়া যেমন সূর্য্যকে মেঘাচ্ছন্ন ও প্রভাহীন মনে করে, সেইরূপ যাহাকে মূঢ়দৃষ্টি ব্যক্তিগণ বদ্ধের ন্যায় বোধ করে, আমি সেই নিত্যজ্ঞানস্বরূপ আত্মা ॥ ১২ ॥

একমাত্র যিনি সমস্ত বস্তুতে অনুবিদ্ধ, সমস্ত বস্তুই যাহাকে স্পর্শকরিতে পারে না, যিনি আকাশের ন্যায় সর্ব্বদা শুদ্ধ ও স্বচ্ছস্বরূপ, আমি সেই নিত্যজ্ঞানস্বরূপ আত্মা ॥ ১৩ ॥

যেমন বিশুদ্ধ স্ফটিকাদি মণি, সন্নিহিত ভিন্নবর্ণ বস্তুর আভা দ্বারা রঞ্জিত বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধি দ্বারা তোমারও ভেদ কল্পিত হয়। যেমন জলে চন্দ্রের চঞ্চলতা, সেইরূপ বুদ্ধিভেদে হে সর্ব্বব্যাপিন্! তোমারও চাঞ্চল্য প্রতীত হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

হস্তামলক সমাপ্ত।

কৌপীনপঞ্চকম্

বেদান্তবাক্যেষু সদা রমন্তো, ভিক্ষান্নমাত্রেণ চ তুষ্টিমন্তঃ।
অশোকমন্তঃকরণে চরন্তঃ, কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ ॥ ১
মূলং তরোঃ কেবলমাশ্রয়ন্তঃ, পাণিদ্বয়ং ভোক্তুমমন্ত্রয়ন্তঃ।
কন্থামিব শ্রীমপি কুৎসয়ন্তঃ, কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ ॥
স্বানন্দভাবে পরিতুষ্টিমন্তঃ, সুশান্তসর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তঃ।
অহর্নিশং ব্রহ্মসুখে রমন্তঃ, কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ ॥ ৩
দেহাদিভাবং পরিবর্ত্তয়ন্তঃ, স্বাত্মানমাত্মন্যবলোকয়ন্তঃ।
নান্তং ন মধ্যং ন বহিঃ স্মরন্তঃ, কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ

বেদান্তশাস্ত্রোক্ত বাক্যে যিনি প্রতিনিয়ত প্রীতি প্রদর্শন করিয়া থাকেন এবং যিনি ভিক্ষালব্ধ অন্নেই পরিতৃপ্ত হন, যিনি শোকবিকারবিহীন, যিনি বিশুদ্ধচিত্তে নিয়ত বিচরণ করেন, বেশভূষাপরিশূন্য সেই কৌপীনধারী পুরুষই ভাগ্যবান, ইহাতে আর সন্দেহ নাই ॥ ১ ॥

বৃক্ষের মূলমাত্র যাঁহার আশ্রয়স্থল, যাঁহার হস্তদ্বয় কেবল ভোজ্যবস্তু আহরণের জন্য নহে, কাঁথার ন্যায় যিনি বিলাস-লক্ষীকে ঘৃণা করেন, এইরূপ কৌপীনধারী-সেই পুরুষ নিশ্চয় ভাগ্যবান বলিয়া অভিহিত হন ॥ ২ ॥

স্বকীয় হৃদয়ের আনন্দেই যিনি সদাকাল পরিতৃপ্ত হইয়া রহিয়াছেন; যাঁহার ইন্দ্রিয়বৃত্তি-সমূহ প্রশান্তভাবে সংস্থিত, দিবানিশি যাঁহারা ব্রহ্মসুখে রমণ করিতে-ছেন, ঈদৃশ কৌপীনধারী ব্যক্তি নিশ্চয়ই ভাগ্যবান বলিয়া অভিহিত হন ॥ ৩ ॥

শরীর এবং ইন্দ্রিয়াদিবিষয় যিনি পরিবর্ত্তন করিয়া থাকেন, স্বকীয় আত্মাতেই যিনি পরমাত্মার দর্শনলাভ করেন, যিনি কি শেষ, কি মধ্যভাগ, কি বাহির কিছুই চিন্তা করেন না, ঈদৃশ কৌপীনধারী পুরুষ নিশ্চয়ই ভাগ্যবান বলিয়া অভিহিত হন ॥ ৪ ॥

ব্রহ্মাক্ষরং পাবনমুচ্চরন্তো, ব্রহ্মাহমস্মীতি বিভাবয়ন্তঃ।
ভিক্ষাশিনো দিক্ষু পরিভ্রমন্তঃ, কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥ ৫ ॥
ইতি পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্করভগবদ্বিরচিতং কৌপীনপঞ্চকম্।

আত্মষ্টকম্।

নাহং দেহো নেন্দ্রিয়াণ্যং তরঙ্গং, নাহঙ্কারঃ প্রাণবর্গো ন বুদ্ধিঃ।
দারাপত্য-ক্ষেত্র-বিত্তাদি দূরে, সাক্ষী নিত্যঃ প্রত্যগাত্মা শিবোঽহম্॥ ১ ॥
রজ্জ্বজ্ঞানাদ্ভাতি রজ্জুর্যথাহি, স্বাত্মজ্ঞানাদাত্মনো জীবভাবঃ।
আপ্তোক্ত্যা হি ভ্রান্তিনাশে স রজ্জুর্জীবো নাহং দেশিকোক্ত্যা শিবোঽহম্॥ ২ ॥

পবিত্র ব্রহ্মনামের অক্ষর যিনি প্রতিনিয়ত উচ্চারণ করেন, "আমিই ব্রহ্ম" ইহাই যিনি প্রতিনিয়ত চিন্তা করেন, যিনি ভিক্ষালব্ধ বস্তু ভোজন করিয়া জীবন-যাপন করেন এবং সকল দিক্ পরিভ্রমণ করেন, ঈদৃশ কৌপীনধারী পুরুষ নিশ্চয়ই ভাগ্যবান বলিয়া অভিহিত॥ ৫ ॥

কৌপীনপঞ্চক সমাপ্ত।

আমি শরীর নহি; দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদন, স্পর্শ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের কার্য্য অথবা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় নহি; আমি অহঙ্কার অথবা প্রাণ, অপান, ব্যান উদান, সমান প্রভৃতি পঞ্চবিধ বায়ুও নহি এবং বুদ্ধিও নহি। দারা, ক্ষেত্র, বিত্ত ইত্যাদি দূরে থাকুক, সকলের সাক্ষী যে নিত্যপদার্থ প্রত্য-গাত্মা অর্থাৎ যিনি জীবাত্মার সহিত মিলিত হইয়া আছেন, সেই পরমাত্মাই আমি॥ ১ ॥

অজ্ঞানতাবশতঃ রজ্জুতে যেমন সর্পজ্ঞান হইয়া থাকে, সেইরূপ সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মাতেও মানবগণের জীবভাব বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে। জ্ঞানী লোকের উপদেশে সর্পভ্রান্তি বিনষ্ট হইলে যেমন রজ্জুকে আর সর্প বলিয়া বোধ থাকে না, রজ্জু বলিয়াই জ্ঞান হয়, তদ্রূপ বেদশাস্ত্রীদিগের উপদেশ পাইয়া অজ্ঞান তিরোহিত হইলে "আমি জীব নহি" অর্থাৎ আমি সেই মঙ্গলস্বরূপ পরমাত্মা বলিয়া জীবের জ্ঞান জন্মে॥ ২ ॥

মত্তো নান্যৎ কিঞ্চিদস্তীহ বিশ্বং, সত্যং বাহ্যং বস্তু মায়োপক৯প্তম্।
আদর্শান্তর্ভাসমানস্য তুল্যং, ময্যদ্বৈতে ভাতি তস্মাচ্ছিবোহহম্॥ ৩॥
আভাতীদং বিশ্বমাত্মন্যসত্যং, সত্যজ্ঞানানন্দরূপে বিমোহাৎ।
নিদ্রামোহাৎ স্বপ্নবত্তন্ন সত্যং, শুদ্ধঃ পূর্ণো নিত্য একঃ শিবোহহম্॥ ৪॥
নাহং জাতো ন প্রবৃদ্ধো ন নষ্টো, দেহস্যোক্তাঃ প্রাকৃতাঃ সর্ব্বধর্ম্মাঃ।
কর্ত্তৃত্বাদি চিন্ময়স্যাস্তি নাহংকারস্যৈব হ্যাত্মনো মে শিবোহহম॥ ৫॥
নাহং দেহো জন্ম মৃত্যুঃ কুতো মে, নাহং প্রাণঃ ক্ষুৎপিপাসা কুতো মে,
নাহং চিত্তং শোকমোহৌ কুতো মে, নাহং কর্ত্তা বন্ধমোক্ষৌ কুতো মে॥৬॥

এ বিশ্ব-সংসার আমা হইতে অন্য আর কিছুই নহে। বাহিরে নানাবিধ বস্তু দেখিতে পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু তৎসমুদায় কেবল দর্পণান্তর্গত প্রতিবিম্বের ন্যায় মায়াকল্পিত বলিয়া জানিবে। একমাত্র অদ্বৈতস্বরূপ আমাতেই সেই সকল অদ্বৈত পদার্থ প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে; অতএব আমিই সেই মঙ্গলস্বরূপ পরমাত্মা॥ ৩॥

যে প্রকার নিদ্রিত অবস্থায় অজ্ঞানতা হইতে নানাবিধ অসত্য পদার্থও সত্য বলিয়া প্রতীত হয়, তদ্রূপ মায়াময় বিশ্বসংসার সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মাতে সত্যবস্তু বলিয়া প্রকাশিত হইতেছে। ফলতঃ মোহাদিপরিশূন্য হইয়া একমাত্র পরমাত্মাই সত্য পদার্থ' তিনি আমা হইতে অভিন্ন প্রযুক্ত আমিই সেই মঙ্গলস্বরূপ পরমাত্মা॥ ৪॥

আমি যখন জন্ম লই নাই কিংবা বৃদ্ধও নই এবং বিনষ্টও হইব না, কেন না, জন্ম, মৃত্যু, জরা এই তিনিই দেহের পক্ষে সংঘটন হয়, ইহাকে দেহের প্রাকৃতিক ধর্ম্ম বলা যায়। সমুদায় কর্ত্তৃত্বাদি শক্তি কেবল চেতনাময় আত্মাতে বিদ্যমান আছে, ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। জীবত্বরূপ অহঙ্কারের ঐ সকল নাই, আত্মার ঐ সকল শক্তি আছে; অতএব জীবত্বভ্রমের বিনাশ হইলে আমিই সেই মঙ্গলস্বরূপ পরমাত্মা, এইরূপ জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে॥ ৫॥

আমি দেহ অর্থাৎ শরীর নহি; অতএব আমার জন্ম অথবা মৃত্যু কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? আমি প্রাণও নহি, সুতরাং আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা কি প্রকারে থাকিতে পারে? আমি চিত্ত নহি, সুতরাং আমার শোক, তাপ, মোহাদি থাকিবার বিষয় কি? আমি কর্ত্তাও নহি, সুতরাং আমার বন্ধন বা মোক্ষ কোথায়? ৬॥

ব্রহ্মনামাবলী-মালা।

সকৃৎ শ্রবণমাত্রেণ ব্রহ্মজ্ঞানং যতো ভবেৎ।
ব্রহ্মনামাবলীমালা সর্ব্বেষাং মুক্তিসিদ্ধয়ে ॥ ১ ॥
অসঙ্গোঽহমসঙ্গোঽহমসন্দেহঃ পুনঃ পুনঃ।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহমহমেবাহমব্যয়ঃ ॥ ২ ॥
নিত্যশুদ্ধো বিমুক্তোঽহং নিরাকারোঽহমব্যয়ঃ।
ভূমানন্দস্বরূপোঽহমহমেবাহমব্যয়ঃ ॥ ৩ ॥
নিত্যোঽহং নিরবদ্যোঽহং নিরাকারোঽহমক্ষরঃ।
পরমানন্দরূপোঽহমহমেবাহমব্যয়ঃ ॥ ৪ ॥
শুদ্ধচৈতন্যরূপোঽহমাত্মারামোঽহমেব চ।
অখণ্ডানন্দরূপোঽহমহমেবাহমব্যয়ঃ ॥ ৫ ॥
স্বয়ংপ্রকাশরূপোঽহং চিন্ময়োঽহং পরোঽস্ম্যহম্।
অদ্বৈতানন্দরূপোঽহমহমেবাহমব্যয়ঃ ॥ ৬ ॥

একবারমাত্র শ্রবণ করিলে যাহা হইতে মুক্তিলাভ হয়, সকলের মুক্তিসিদ্ধির নিমিত্ত সেই ব্রহ্মনামাবলী-মালা কহিতেছি ॥ ১ ॥

আমি সঙ্গরহিত, নির্লিপ্ত ও সন্দেহহীন, আমি নিত্যজ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ এবং আমিই অহংপদবাচ্য ক্ষয়রহিত ব্রহ্ম ॥ ২ ॥

আমি নিত্য-শুদ্ধভাব ও বিমুক্ত, আমি নিরাকার ও অব্যয়, আমি প্রভূত আনন্দস্বরূপ এবং আমিই অহংপদবাচ্য ক্ষয়রহিত ব্রহ্ম ॥ ৩ ॥

আমি নিত্য ও অনিন্দনীয়, আমি নিরাকার ও অক্ষয়, আমি পরমানন্দস্বরূপ ও অহংপদবাচ্য ক্ষয়রহিত ব্রহ্ম ॥ ৪ ॥

আমি শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ, আমি আত্মারাম, আমি অখণ্ডানন্দস্বরূপ ও আমিই অহংপদবাচ্য ক্ষয়রহিত ব্রহ্ম ॥ ৫ ॥

আমি স্বয়ংপ্রকাশ, আমি চিন্ময়, আমি পরমাত্মা ও আমি অদ্বৈতানন্দস্বরূপ অহংপদবাচ্য ক্ষয়রহিত ব্রহ্ম ॥ ৬ ॥

শাশ্বতানন্দরূপোঽহং শান্তোঽহং প্রকৃতেঃ পরঃ ।
প্রত্যক্‌ চৈতন্যরূপোঽহমহমেবাহমব্যয়ঃ ॥ ৭ ॥
তত্ত্বাতীতঃ পরাত্মাহং মধ্যাতীতঃ পরঃ শিবঃ ।
মায়াতীতঃ পরং জ্যোতিরহমেবাহমব্যয়ঃ ॥ ৮ ॥
নামরূপব্যতীতোঽহং চিদাকারোঽহমচ্যুতঃ ।
সুখপ্রকাশরূপোঽহমহমেবাহমব্যয়ঃ ॥ ৯ ॥
মায়া তৎকার্য্যদেহাদির্ম্ম নাস্ত্যেব সর্ব্বদা ।
স্বপ্রকাশৈকরূপোঽহমহমেবাহমব্যয়ঃ ॥ ১০ ॥
গুণত্রয়ব্যতীতোঽহং ব্রহ্মাদীনাঞ্চ সাক্ষ্যহম্‌ ।
অনন্তানন্দরূপোঽহমহমেবাহমব্যয়ঃ ॥ ১১ ॥
অন্তর্যামিস্বরূপোঽহং কূটস্থঃ সর্ব্বগোঽস্ম্যহম্‌ ।
পরমানন্দরূপোঽহমহমেবাহমব্যয়ঃ ॥ ১২ ॥
দ্বন্দ্বাদিসাক্ষিরূপোঽহমচলোঽহং সদোদিতঃ ।
সর্ব্বরূপস্বরূপোঽহমহমেবাহমব্যয়ঃ ॥ ১৩ ॥

আমি নিত্যানন্দস্বরূপ, আমি শান্ত ও প্রকৃতির পর, আমি সর্ব্বগতচৈতন্যস্বরূপ ও আমিই অহংপদবাচ্য ক্ষয়রহিত ব্রহ্ম ॥ ৭ ॥

আমি তত্ত্বাতীত পরমাত্মা, মধ্যভাবরহিত প্রধান ও শিবস্বরূপ এবং আমিই মায়াতীত পরমজ্যোতিঃস্বরূপ অহংপদবাচ্য ক্ষয়রহিত ব্রহ্ম ॥ ৮ ॥

আমি নাম ও রূপহীন জ্ঞানমূর্ত্তি, আমি অচ্যুত এবং আমিই সুখপ্রকাশস্বরূপ অহংপদবাচ্য ক্ষয়রহিত ব্রহ্ম ॥ ৯ ॥

আমার মায়া ও মায়ার কার্য্য দেহ প্রভৃতি নাই, আমিই সর্ব্বদা স্বপ্রকাশ-স্বরূপ অহংপদবাচ্য ক্ষয়রহিত ব্রহ্ম ॥ ১০ ॥

আমি ত্রিগুণাতীত, ব্রহ্মাদি দেবগণেরও সাক্ষীস্বরূপ এবং আমিই অনন্তানন্দ-স্বরূপ অহংপদবাচ্য ক্ষয়রহিত ব্রহ্ম ॥ ১১ ॥

আমি অন্তর্যামিস্বরূপ কূটস্থ ও সর্ব্বগত এবং আমিই অহংপদবাচ্য ক্ষয়রহিত ব্রহ্ম ॥ ১২ ॥

আমি দ্বন্দ্ব (সুখ ও দুঃখ, শীত ও গ্রীষ্ম ইত্যাদি) প্রভৃতি পদার্থের সাক্ষি-স্বরূপ, নিশ্চল ও নিত্যোদয় এবং আমিই সর্ব্বস্বরূপ অহংপদবাচ্য ক্ষয়রহিত ব্রহ্ম ॥ ১৩ ॥

নিষ্কলোঽহং নিষ্ক্রিয়োঽহং সর্ব্বাত্মা চ সনাতনঃ।
অক্ষরস্বরূপশ্চাহমহমেবাহমব্যয়ঃ ॥ ১৪ ॥
প্রজ্ঞানঘন এবাহং বিজ্ঞানঘন এব চ।
অকর্ত্তাহমভোক্তাহমহমেবাহমব্যয়ঃ ॥ ১৫ ॥
নিরাধারস্বরূপোঽহং সর্ব্বাধারোঽহমেব চ।
আত্মকামস্বরূপোঽহমহমেবাহমব্যয়ঃ ॥ ১৬ ॥
তাপত্রয়বিমুক্তোঽহং দেহত্রয়বিলক্ষণঃ।
অবস্থাত্রয়সাক্ষ্যস্মি অহমেবাহমব্যয়ঃ ॥ ১৭ ॥
দৃগ্‌দৃশ্যাদিপদার্থোঽস্তি পরস্পরবিলক্ষণঃ।
দৃগ্‌ব্রহ্মদৃশ্যা মায়েতি সর্ব্ববেদান্তডিণ্ডিমঃ ॥ ১৮ ॥
ঘটকুড্যাদিকং সর্ব্বং মৃত্তিকামাত্রমেব হি।
তদ্বদ্‌ব্রহ্ম জগৎ সর্ব্বমিতি বেদান্তডিম্‌ডিমঃ ॥ ১৯ ॥
অহং সাক্ষীতি যো বিদ্যাদ্ বিবিচ্যৈব পুনঃ পুনঃ।
স এব মুক্তো বিদ্বান্ স ইতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ ॥ ২০

আমি নিষ্কল, আমি ক্রিয়াহীন, আমি সকলের আত্মা ও সনাতন এবং আমিই অক্ষরস্বরূপ অহংপদবাচ্য ক্ষয়হীন ব্রহ্ম ॥ ১৪ ॥

আমি ঘনজ্ঞান ও ঘনবিজ্ঞানস্বরূপ, আমি অকর্ত্তা ও অভোক্তা এবং আমিই অহংপদবাচ্য ক্ষয়রহিত ব্রহ্ম ॥ ১৫ ॥

আমি নিরাধারস্বরূপ, আমিই সকলের আধার এবং আমিই স্বকীয় অভিলাষ-স্বরূপ অহংপদবাচ্য ক্ষয়রহিত ব্রহ্ম ॥ ১৬ ॥

আমি তাপত্রয়-(আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক) বিমুক্ত ও দেহ-ত্রয় (স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ) বিমুক্ত এবং আমিই অবস্থাত্রয়ের (জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি) সাক্ষিস্বরূপ অহংপদবাচ্য ক্ষয়রহিত ব্রহ্ম ॥ ১৭ ॥

দৃক্ ও দৃশ্য প্রভৃতি পদার্থসকল পরস্পর বিভিন্নস্বরূপ। দৃক্ ব্রহ্ম, দৃশ্য মায়া, ইহাই সকল বেদান্তশাস্ত্রের ঘোষণা ॥ ১৮ ॥

ঘট ও কুড্য প্রভৃতি সমস্তই মৃত্তিকামাত্র। তদ্রূপ এই সমস্ত জগৎ এক ব্রহ্ম-মাত্র, ইহাই সকল বেদান্তশাস্ত্রের অভিপ্রায় ॥ ১৯ ॥

যে ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ পর্য্যালোচনা করিয়া "আমিই সাক্ষিস্বরূপ" ইহা জানিতে পারেন, তিনিই মুক্ত পুরুষ এবং তিনিই বিদ্বান্, ইহাই সকল বেদান্ত-শাস্ত্রের অভিপ্রায় ॥ ২০ ॥

ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।
ইদমেব তু সচ্ছাস্ত্রমিতি বেদান্তডিম্ডিমঃ ॥ ২১ ॥
অন্তর্জ্যোতির্বহির্জ্যোতিঃ প্রত্যক্‌জ্যোতিঃ পরাৎপরঃ।
জ্যোতির্জ্যোতিঃ স্বয়ং জ্যোতিরাত্মজ্যোতিঃ শিবোঽস্ম্যহম্ ॥ ২২ ॥

ইতি পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্করভগবদ্‌বিরচিতা ব্রহ্মনামাবলীমালা।

নির্ব্বাণ-ষট্‌ক।

মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তাদিনাহং, ন শ্রোত্রং ন জিহ্বা ন চ ঘ্রাণনেত্রম্।
ন চ ব্যোম ভূমির্ন তেজো ন বায়ুশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্ ॥১॥
অহং প্রাণসংজ্ঞো ন তে পঞ্চ বায়ুঃ, ন বা সপ্তধাতুর্ন বা পঞ্চকোষাঃ।
ন বাক্যানি পাদো ন চোপস্থপায়ুশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্ ॥২॥
ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখং, ন মন্ত্রং ন তীর্থং ন বেদা ন যজ্ঞাঃ।
অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা, চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্ ॥৩॥

ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীবই ব্রহ্ম আর কেহ নহে, ইহাই উৎকৃষ্ট শাস্ত্র, এইটীই সকল বেদান্তশাস্ত্রের ঘোষণা ॥ ২১ ॥

আমি সকলের অন্তঃস্থ তেজস্বরূপ, বহিঃস্থ তেজঃস্বরূপ, শূন্যস্থ তেজঃস্বরূপ, জ্যোতির জ্যোতিঃস্বরূপ, স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ, স্বপ্রকাশ, পরাৎপর ও শিব-স্বরূপ ॥ ২২ ॥

আমি মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা, চক্ষু, আকাশ, ভূমি, তেজ কিংবা বায়ু নহি; আমি জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ শিব ॥ ১ ॥

আমি প্রাণাদি (প্রাণ, অপান, সমান ব্যান, উদান) পঞ্চ বায়ুর সমষ্টিস্বরূপ জীবন, স্বর্ণাদি সপ্তধাতু, অন্নাদিময় (অন্ন, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান ও আনন্দ) পঞ্চকোষ, বাক্য, পদ, উপস্থ ও পায়ু নহি; আমি জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ শিব ॥ ২ ॥

আমি পুণ্য, পাপ, সুখ, দুঃখ, মন্ত্র, তীর্থ, বেদ, যজ্ঞ, ভোজন, ভোজ্য কিংবা ভোক্তা নহি, আমি জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ শিব ॥ ৩ ॥

ন মে দ্বেষরাগৌ ন মে লোভমোহৌ, মদো নৈব মে নৈব মাৎসর্য্যভাবঃ।
ন ধর্ম্মো ন চার্থো ন কামো ন মোক্ষশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহমহং শিবোঽহম্ ॥৪॥
ন মৃত্যুর্ন শঙ্কা ন মে জাতিভেদাঃ, পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম।
ন বন্ধুর্ন মিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্যশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহমহং শিবোঽহম্ ॥ ৫ ॥
অহং নির্বিকল্পো নিরাকাররূপো, বিভুর্ব্যাপী সর্ব্বত্র সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাম্।
ন বা বন্ধনং নৈব মুক্তির্ন ভীতিশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহমহং শিবোঽহম্ ॥ ৬ ॥

ইতি পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যশ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং নির্ব্বাণষট্‌কম্।

আত্মবোধ।

তপোভিঃ ক্ষীণপাপানাং শান্তানাং বীতরাগিণাম্।
মুমুক্ষূণামপেক্ষ্যোঽয়মাত্মবোধো বিধীয়তে ॥ ১ ॥
বোধোঽন্যসাধনেভ্যো হি সাক্ষান্মোক্ষৈকসাধনম্।
পাকস্য বহ্নিবজ্‌জ্ঞানং বিনা মোক্ষো ন সিধ্যতি ॥ ২ ॥

আমার দ্বেষ, রাগ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম কিংবা মোক্ষ কিছুই নাই; আমি চিদানন্দস্বরূপ শিব ॥ ৪ ॥

আমার মৃত্যু, শঙ্কা, জাতিভেদ, পিতা, মাতা, জন্ম, বন্ধু, মৃত্যু, মিত্র, গুরু কিংবা শিষ্য কিছুই নাই; আমি চিদানন্দস্বরূপ শিব ॥ ৫ ॥

আমি নির্ব্বিকল্প, নিরাকার, সকল ইন্দ্রিয়ের বিভু ও সর্ব্বব্যাপী। আমার বন্ধন, মুক্তি কিংবা ভয় কিছুই নাই; আমি চিদানন্দস্বরূপ শিব ॥ ৬ ॥

নির্ব্বাণ-ষট্‌ক সমাপ্ত।

যাঁহারা তপস্যা করিয়া পাপক্ষয় করিয়াছেন এবং বিষয়ভোগের লালসাবিহীন হইয়া যাঁহারা শান্তিলাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, এবম্প্রকার মুক্তিলাভেচ্ছু সাধকদিগের জ্ঞানলাভের জন্য আত্মবোধনামক এই গ্রন্থ প্রচার করা যাইতেছে ॥১॥

কর্ম্মানুষ্ঠান প্রভৃতি মোক্ষসাধনের যে সকল উপায় আছে, তাহা অপেক্ষা আত্মজ্ঞানই একমাত্র মোক্ষলাভের প্রধান কারণ হইতেছে। অন্নব্যঞ্জনাদি রন্ধন

অবিরোধিতয়া কর্ম্ম নাবিদ্যাং বিনিবর্ত্তয়েৎ।
বিদ্যাঽবিদ্যাং নিহন্ত্যেব তেজস্তিমিরসংঘবৎ ॥ ৩ ॥
পরিচ্ছিন্ন ইবাজ্ঞানাত্তন্নাশে সতি কেবলঃ।
স্বয়ং প্রকাশতে হ্যাত্মা মেঘাপায়েঽংশুমানিব ॥ ৪ ॥
অজ্ঞানকলুষং জীবং জ্ঞানাভ্যাসাদ্বিনির্ম্মলম্।
কৃত্বা জ্ঞানং স্বয়ং নশ্যেজ্জলং কতকরেণুবৎ ॥ ৫ ॥
সংসারঃ স্বপ্নতুল্যো হি রাগদ্বেষাদিসঙ্কুলঃ।
স্বকালে সত্যবদ্ভাতি প্রবোধেঽসত্যবদ্‌ভবেৎ ৬ ॥

করিবার জন্য পাকপাত্র, কাষ্ঠ, জল ইত্যাদি বহুবিধ প্রয়োজনীয় পদার্থের আবশ্যক হইলেও একমাত্র অগ্নি যেমন রন্ধনের প্রধান সাধন, সেইরূপ অন্যান্য কারণ থাকিলেও অগ্নিরূপ আত্মজ্ঞান না জন্মিলে কিছুতেই মোক্ষলাভ ঘটে না ॥ ২ ॥

অবিদ্যা এবং কর্ম্ম এই উভয়ে কোন বিরোধ নাই, সুতরাং কর্ম্ম কখনও অবিদ্যাকে নাশ করিতে সক্ষম হয় না; কিন্তু আলোক যেমন অন্ধকারকে বিনষ্ট করে, সেইরূপ বিদ্যা অবিদ্যাকে বিনাশ করিতে সক্ষম হয় ॥ ৩ ॥

দিবাকরের কিরণ মেঘমালাতে আবৃত হইলে যেমন ভিন্ন ভিন্ন অর্থাৎ খণ্ড খণ্ডরূপে দৃশ্যমান হয়, মেঘমণ্ডল স্থানান্তরিত হইলে সূর্য্যরশ্মি যেমন অখণ্ডরূপে দৃষ্ট হইতে থাকে, সেইরূপ জীবের অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞানতার বিনাশ হইলে সেই উপাধিশূন্য পরমাত্মা স্বয়ং সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হন ॥ ৪ ॥

যে প্রকার নির্ম্মলীবীজের রেণু মলিনজলের মালিন্যসমুদয় বিনষ্ট করিয়া পশ্চাৎ আপনিও বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ জ্ঞানাভ্যাসহেতু অজ্ঞানকলুষরূপ জীবত্ব-ভ্রান্তিকে বিনষ্ট করিয়া আত্মতত্ত্বকে বিশেষরূপে নির্ম্মল করত জ্ঞানরূপা বিদ্যাও স্বয়ং বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

রাগ, দ্বেষ ইত্যাদি অসৎপ্রবৃত্তি-সহকৃত এই সংসার স্বপ্নের ন্যায় অলীক, কেন না, স্বপ্নাবস্থার ঘটনাগুলি কেবল স্বপ্নাবস্থাতেই সত্য বলিয়া প্রতীত হয়, জাগ্রত হইলেই তাহার কাল্পনিক ভাব বুঝিতে পারা যায়, সেই প্রকার যে অবস্থায় সত্য উপলব্ধি হয়, প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানলাভ হইলে তাহা অসত্য অথবা কাল্পনিক বলিয়া প্রতীতি হইতে থাকে ॥ ৬ ॥

তাবৎ সত্যং জগদ্ভাতি শুক্তিকা রজতং যথা।
যাবন্ন জ্ঞায়তে ব্রহ্ম সর্ব্বাধিষ্ঠানমদ্বয়ম্ ॥ ৭ ॥
সচ্চিদাত্মন্যনুস্যূতে নিত্যে বিষ্ণৌ বিকল্পিতাঃ।
ব্যক্তয়োর্ব্বিবিধাঃ সর্ব্বা হাটকে কটকাদিবৎ ॥ ৮ ॥
যথাকাশো হৃষীকেশো নানোপাধিগতো বিভুঃ।
তদ্ভেদাদ্ ভিন্নবদ্ভাতি তন্নাশাদেকবদ্ভবেৎ ॥ ৯ ॥
নানোপাধিবশাদেব জাতিনামাশ্রয়াদয়ঃ।
আত্মন্যারোপিতাস্তোয়ে রসবর্ণাদি-ভেদবৎ ॥ ১০ ॥
পঞ্চীকৃতমহাভূতসম্ভবং কর্ম্মসঞ্চিতম্।
শরীরং সুখদুঃখানাং ভোগায়তনমুচ্যতে ॥ ১১ ॥

যে প্রকার ঝিনুকে রূপা বলিয়া ভ্রম জন্মিলে যে পর্য্যন্ত ঝিনুকের জ্ঞান না জন্মে, তাবৎকাল তাহার শুক্তিতে রূপা বোধ থাকিয়া যায় এবং ঝিনুকের জ্ঞান জন্মিলে পরিশেষে তাহার রজতের অসত্যতা বোধ জন্মে, সেইরূপ যে পর্য্যন্ত সমস্ত বিশ্বভ্রান্তির আধার অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত না হওয়া যায়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত এই সংসার সত্যরূপেই ভাসমান হইতে থাকে ॥ ৭ ॥

এই জগৎ একমাত্র ব্রহ্মপদার্থে বিবিধ প্রকারে ভাসমান হইয়া মায়াদ্বারা কল্পিত হইয়া রহিয়াছে। একমাত্র স্বর্ণ হইতে যেমন কেয়ূর-কুণ্ডল প্রভৃতি বিবিধ অলঙ্কার নির্ম্মিত হয়, সেইরূপ একমাত্র ব্রহ্ম-পদার্থ হইতে এই পরিদৃশ্যমান জগতে বিভিন্ন প্রকারের নানা বস্তুর উৎপত্তি হইয়াছে ॥ ৮ ॥

এক বৃহৎ বস্তু আকাশ যেমন ঘটে, পটে, মঠে বিভিন্ন স্থানে থাকিয়া নানা-প্রকার উপাধিগত হয়, উপাধির বিভিন্নতা বশতঃ ঘটাকাশ, মঠাকাশ, ইত্যাদি বিভিন্ন উপাধি প্রাপ্ত হয় এবং ঘটাদির বিনাশ হইলে অর্থাৎ উপাধির বিনাশ হইলে যেমন পূর্ব্ববৎ এক আকাশপদার্থ একরূপই থাকে, সেইরূপ সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্ব-প্রকার ইন্দ্রিয়-প্রবর্ত্তক দেবতা-মনুষ্যাদি উপাধিগত বিভু ভিন্ন ভিন্নরূপ প্রতীতি হইয়া তৎসমুদয়ের বিনাশ হইলে পুনর্ব্বার একরূপেই প্রতীত হন ॥ ৯ ॥

যেরূপ একই প্রকার জলে ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর সংযোগে মধুর,অম্ল,নীল ও পীতাদি বর্ণ প্রভৃতি নানাবিধ বর্ণ ও রসের গুণ আরোপিত হইয়া থাকে, সেইরূপ নানা-প্রকার উপাধি প্রযুক্ত আত্মাতে জাতি,নাম,আশ্রয় প্রভৃতি আরোপিত হয় ॥ ১০ ॥

জীবদেহ পঞ্চভূতে বিনির্ম্মিত। পঞ্চভূত একমাত্র হইলে উহাকেই পঞ্চীকৃত বলে। ঐরূপ পঞ্চীভূত অর্থাৎ পঞ্চভূতময় দেহই মহাভূত নামে অভিহিত এবং

পঞ্চপ্রাণমনোবুদ্ধিদশেন্দ্রিয়সমন্বিতম্।
অপঞ্চীকৃতভূতোত্থং সূক্ষ্মাঙ্গং ভোগসাধনম্ ॥ ১২ ॥
অনাদ্যবিদ্যা নির্ব্বাচ্যা কারণোপাধিরুচ্যতে।
উপাধিত্রিতয়াদন্যমাত্মানমবধারয়েৎ ॥ ১৩ ॥
পঞ্চকোষাদিযোগেন তত্তন্ময় ইব স্থিতঃ।
শুদ্ধাত্মা নীলবস্ত্রাদিযোগেন স্ফটিকো যথা ॥ ১৪ ॥
বপুস্তুষাদিভিঃ কোষৈর্যুক্তং যুক্ত্যবঘাততঃ।
আত্মানমন্তরং শুদ্ধং বিবিচ্যাত্তণ্ডুলং যথা ॥ ১৫ ॥

প্রত্যেকে পঞ্চভূতের গুণ ধারণ করিয়া থাকে। এ প্রকার মহাভূত হইতে উৎপন্ন জীবের কর্ম্ম বশতই শরীর সুখদুঃখভোগের আয়ত্ত হইয়া থাকে, ইহাই ভোগায়তন বলিয়া অভিহিত ॥ ১১ ॥

প্রাণ অর্থাৎ বায়ু পঞ্চবিধ ;—প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান। মন, বুদ্ধি এবং শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ, এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় ; হস্ত, পদ, মুখ, গুহ্য ও লিঙ্গ এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয় ; সাকল্যে এই সপ্তদশ অবয়বযুক্ত অপঞ্চীকৃত ভূত-নির্ম্মিত সূক্ষ্মশরীর জীবের সুখদুঃখভোগের হেতু হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

যাহার আদি নাই, নির্ব্বাচন করিবার সামর্থ্যও নাই, তাহাই কারণদেহ বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু আত্মতত্ত্বজ্ঞান স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ এই তিন দেহ হইতে বিভিন্ন, ইহা অবধারণ করিবে ॥ ১৩ ॥

যেমন শুদ্ধ স্ফটিক, নীল, পীত, লোহিত ইত্যাদি বস্ত্রের সংযোগে সেই সেই বস্ত্রের বর্ণ নানাপ্রকার হয়, সেইরূপ পঞ্চ কোষাদির সংযোগে তত্তত্তুল্য হইয়া থাকে। কোষ পঞ্চবিধ ;—(১) অন্নময়, (২) প্রাণময়, (৩) মনোময়, (৪) বিজ্ঞানময় ও (৫) আনন্দময় ॥ ১৪ ॥

দেহ কখনই আত্মা হইতে পারে না, কেন না উহা মৃত্তিকা, জল, বায়ু ইত্যাদি জড়পদার্থসমূহের সমষ্টিমাত্র। উহা অনিত্য এবং অস্থায়ী পদার্থ, কখন আছে, কখন ছিল না এবং কখন থাকিবে না। প্রাণসমূহও আত্মা নহে, কেন না, উহা বায়ুবিশেষমাত্র ; সুতরাং উহাও জড়পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। মনকেও আত্মা বলা যাইতে পারে না ; কেন না, কামাদি রিপুর প্রাবল্য হইলে উহার বিকার জন্মে। বুদ্ধিবৃত্তিও আত্মা নহে ; কেন না, সুষুপ্তিসময় উহার কোন কার্য্যকারিতাই থাকে না, উহা অবিদ্যাতে বিলয় প্রাপ্ত হইয়া যায়। বুদ্ধির প্রলয় এবং উৎপত্তি ইত্যাদি অবস্থা ঘটনা হয় বলিয়া বুদ্ধিকে আত্মা বলা যাইতে

সদা সর্ব্বগতোঽপ্যাত্মা ন সর্ব্বত্রাবভাসতে।
বুদ্ধাবেবাবভাসেত স্বচ্ছেষু প্রতিবিম্ববৎ ॥ ১৬ ॥
দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিপ্রকৃতিভ্যো বিলক্ষণম্।
তদ্বৃত্তিসাক্ষিণং বিন্দ্যাদাত্মানং রাজবৎ সদা ॥ ১৭ ॥
ব্যাপৃতেষ্বিন্দ্রিয়েষ্বাত্মা ব্যাপারীবাবিবেকিনম্।
দৃশ্যতেঽভ্রেষু ধাবৎসু ধাবন্নিব যথা শশী ॥১৮॥
আত্মচৈতন্যমাশ্রিত্য দেহেন্দ্রিয়মনোধিয়ঃ।
স্বকীয়ার্থেষু বর্ত্তন্তে সূর্য্যালোকং যথা জনাঃ ॥১৯॥

পারে না। যে কারণ শরীর আনন্দময় কোষ বলিয়া কথিত হয়, তাহাও আত্মা হইতে পারে না। কেন না,তাহা সমাধিকালে বিদ্যমান থাকে না, উহা সমাধিতে বিলীন হইয়া যায়। অতএব উল্লিখিত পঞ্চকোষ হইতে ভিন্ন এবং বিপরীত-লক্ষণা-ক্রান্ত অখণ্ড চিদানন্দ আত্মশব্দের বাচ্য হইতে পারেন; অতএব এস্থলে বিশুদ্ধ আত্মতত্ত্ব এইরূপ হইতেছে। ধান্যাদি হইতে তণ্ডুল বাহির করিবার যে প্রণালী আছে অর্থাৎ তুষাদিতে আবৃতশরীর ধান্যাদিকে তুষাদি ত্যাগ করাইয়া তাহা হইতে যেমন বিশুদ্ধ তণ্ডুল বাহির করিতে হয়, সেই প্রকার যুক্তিরূপ অবঘাত দ্বারা দেহাদি কোষরূপ তুষাদিকে পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধতত্ত্ব লাভ হইয়া থাকে ॥১৫॥

সর্ব্বদা অবস্থিতি করিলেও আত্মা সর্ব্বত্র প্রকাশিত হন না, কেবল সদ্‌বুদ্ধি-তেই আত্মা প্রকাশিত হন। যেমন স্বচ্ছ বস্তুতেই সূর্য্যাদি তেজোময় পদার্থের প্রতিবিম্ব পড়ে, মলিন বস্তুতে তাহার প্রতিবিম্ব পড়ে না, সেইরূপ আত্মতত্ত্ব সর্ব্বগ হইলেও সকল আত্মাতে প্রকাশিত হয় না॥ ১৬॥

রাজক্ষমতা-প্রাপ্ত রাজপুরুষগণ যে সকল কার্য্য করেন, তাহাতে যেমন রাজা-রই ক্ষমতা প্রকাশ পায়,সেইরূপ দেহ ও ইন্দ্রিয়গণ যে সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করে, তাহাতে কেবলমাত্র আত্মার একমাত্র কর্ত্তৃত্ব প্রকাশিত হইয়া থাকে। আত্মা না থাকিলে কেহই স্ব-স্ব-ব্যাপারে ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে পারে না। এই নিমিত্ত আত্মাকে দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এবং প্রকৃতি এই সমস্ত হইতে বিপরীত-লক্ষণ-সম্পন্ন ও সমস্ত বিষয়ের সাক্ষীরূপে প্রকাশিত হয়, ইহা বিবেচনা করিবে॥ ১৭ ॥

আকাশে মেঘ সকল ধাবিত হইতেছে দেখিয়া অজ্ঞলোকেরা যেমন মনে করে, চন্দ্রই ধাবিত হইতেছে,সেইপ্রকার অজ্ঞলোকেরা জীবের ইন্দ্রিয়সমূহে স্ব স্ব বিষয়ে ধাবিত হইতে দেখিয়া আত্মতত্ত্বকেই ঐরূপ ব্যাপারশীল মনে করে॥ ১৮॥

দিবাকরের আলোকসমূহ আশ্রয় করিয়া যেমন মানবগণ স্বকীয়কার্য্যে প্রবৃত্ত

দেহেন্দ্রিয়গুণান্ কর্ম্মাণ্যমলে সচ্চিদাত্মনি।
অধ্যাস্যন্তেঽবিবেকেন গগনে নীলতাদিবৎ ॥২০॥
অজ্ঞানান্মানসোপাধেঃ কর্ত্তৃত্বাদীনি চাত্মনি।
কল্পতেঽম্বুগতে চন্দ্রে চলনাদির্যথাম্ভসঃ॥ ২১ ॥
রাগেচ্ছা-সুখদুঃখাদি বুদ্ধৌ সত্যাং প্রবর্ত্ততে।
সুষুপ্তৌ নাস্তি তন্নাশে তস্মাদ্বুদ্ধেস্তু নাত্মনঃ॥ ২২ ॥
প্রকাশোঽর্কস্য তোয়স্য শৈত্যমগ্নের্যথোষ্ণতা।
স্বভাবঃ সচ্চিদানন্দনিত্যনির্ম্মলতাত্মনঃ ॥ ২৩ ॥
আত্মনঃ সচ্চিদংশশ্চ বুদ্ধের্বৃত্তিরিতি দ্বয়ম্।
সংযোজ্য চাবিবেকেন জানামীতি প্রবর্ত্ততে ॥ ২৪ ॥

হয়, সেইরূপ আত্মচৈতন্যকে আশ্রয় করত দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি ইহারা আপন আপন বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া কার্য্য করিতে থাকে ॥১৯॥

প্রকৃত মর্ম্ম জানিতে না পারিয়া অজ্ঞানপ্রযুক্ত যেমন মেঘশূন্য নির্ম্মল আকাশে নীলবর্ণত্ব ইত্যাদি গুণের আরোপ করে, সেইরূপ আত্মগত বিবেকশক্তির অভাবে দেহ এবং ইন্দ্রিয়াদি গুণ আরোপিত হইয়া থাকে। উহা অজ্ঞানপ্রযুক্ত হয় ॥ ২০ ॥

যেমন জলের অভ্যন্তরে চন্দ্রমণ্ডল প্রতিবিম্বিত হইলে জলের সঞ্চালনাদি দ্বারা তন্মধ্যস্থিত চন্দ্রমণ্ডলাদির সচল অবস্থাই কল্পিত হইয়া থাকে, সেইরূপ অজ্ঞান-প্রযুক্ত অন্তঃকরণ উপাধির কর্ত্তৃত্বাদি আত্মাতেই আরোপ করিয়া থাকে ॥ ২১ ॥

জাগ্রত, স্বপ্ন এই উভয়ের অবস্থা অনুসারে বুদ্ধি বিদ্যমান থাকে আর বুদ্ধি বিদ্যমান থাকে বলিয়া অনুরাগ এবং ইচ্ছা, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি সমস্তই থাকে, কিন্তু সুষুপ্তিকালে জীবের বুদ্ধি স্বীয় কারণে বিলয়প্রাপ্ত হইয়া যায়; প্রস্তাবিত সুখ ও দুঃখ কিছুই থাকে না, অতএব তৎসমুদয় বুদ্ধির গুণ বলিয়া মনে করিয়া লইবে। উহা কখনই আত্মার গুণ নহে ॥২২॥

সূর্য্যমণ্ডলের যে প্রকার প্রকাশক গুণ ও জলের যেমন স্বভাব-শীতলত্ব গুণ দেখিতে পাওয়া যায় এবং উষ্ণতাই যেমন অগ্নির স্বভাবসিদ্ধ গুণ, সেইরূপ সত্তা, জ্ঞান, আনন্দ, নিত্য, নির্ম্মলতা প্রভৃতি আত্মার গুণ বলিয়া জানিবে ॥২৩॥

জীব, কেবল আত্মার সৎ চিদ্ অংশমাত্র; কেন না, উহাই সত্তাত্মক জ্ঞানের অংশমাত্র বলিয়া জানিবে।. উহা এবং বুদ্ধিবৃত্তিস্বরূপ অভিমান, এই দুই পদার্থকে অবিবেকের সহিত সংযোগ করত "আমি জানি" এই বাক্য বলিতে য় ২৪ ॥

আত্মনো বিক্রিয়া নাস্তি বুদ্ধের্বোধো ন জাত্বিতি।
জীবঃ সর্ব্বমলং জ্ঞাত্বা জ্ঞাতা দ্রষ্টেতি মুহ্যতি ॥২৫॥
রজ্জুঃ সর্পবদাত্মানং জীবো জ্ঞাত্বা ভয়ং বহেৎ।
নাহং জীবঃ পরাত্মেতি জ্ঞানঞ্চেন্নির্ভয়ো ভবেৎ ॥২৬॥
আত্মাবভাসয়ত্যেকো বুদ্ধ্যাদীনীন্দ্রিয়াণি চ।
দীপো ঘটাদিবৎ স্বাত্মা জড়ৈস্তৈর্নাবভাস্যতে ॥২৭॥
স্ববোধে নান্যবোধেচ্ছা বোধরূপতয়াত্মনঃ।
ন দীপস্যান্যদীপেচ্ছা তথা স্বাত্মা প্রকাশতে ॥২৮॥
নিষিধ্য নিখিলোপাধীন্নেতি নেতীতি বাক্যতঃ।
বিদ্যাদৈক্যং মহাবাক্যৈর্জীবাত্মপরমাত্মনোঃ ॥২৯॥

আত্মার বিকার নাই এবং বুদ্ধিরও বোধশক্তি নাই, কেবল জীব ঐ উভয়কে মিলিত জানিয়া আপনাকে জ্ঞাতা ও দ্রষ্টা ইহা মনে করিয়া মুগ্ধ হইয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥

অনিবিড় অর্থাৎ বিরল অন্ধকারময় স্থানে অবস্থিত একখণ্ড রজ্জু দেখিয়া কোন ব্যক্তি হঠাৎ সর্প বোধ করে এবং যে পর্য্যন্ত উহার যথার্থতত্ত্ব বুঝিতে না পারে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত মানসিক ভীতি কিছুতেই দূর হয় না, সেইরূপ অভয়-স্বরূপ আত্মাতে জীবত্ব আরোপ করা হইলে, সেই জীবই ভয় প্রাপ্ত হয়, পরিশেষে "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি মহাবাক্য দ্বারা যৎকালে সে জানিতে পারে যে, আমি জীব নহি, আমি পরমাত্মা, তৎকালে পরমাত্মার প্রকৃততত্ত্ব জানিতে পারিয়া তাহার জীবত্বের বিনাশ হইলেই আর কোন ভয় থাকে না ॥ ২৬ ॥

প্রজ্বলিত প্রদীপ আলোকে ঘটাদি সমুদায় বস্তুকে প্রকাশ করে, কিন্তু ঘট বা অন্য পদার্থসমুদায় কি প্রদীপকে আলোকিত করিতে পারে? সেই প্রকার আত্মা জীবদিগের বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়সমুদয়কে প্রকাশ করিতে পারেন, কিন্তু জড়স্বভাব বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি কখনও আত্মাকে প্রকাশ করিতে পারে না ॥ ২৭ ॥

প্রজ্বলিত প্রদীপের অবয়ব প্রকাশ করিবার জন্য অন্য কোন প্রকার প্রজ্বালত প্রদীপের প্রয়োজন নাই, সেই প্রকার আত্মার স্বরূপ জানিবার নিমিত্ত অন্য জ্ঞানের কোন প্রয়োজন হয় না। কেন না, আত্মা স্বয়ংই প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছেন ॥ ২৮ ॥

এটী আত্মা নহে, এটী আত্মা নহে, এইরূপে পূর্ব্বকথিত দেহ, ইন্দ্রিয় ইত্যাদি সমস্ত উপাধিকে নিষেধ করিয়া "তত্ত্বমসি" এইরূপ জ্ঞান জন্মিলে অর্থাৎ সেই

আবিদ্যকং শরীরাদিদৃশ্যং বুদ্বুদবৎ ক্ষরম্।
এতদ্বিলক্ষণং বিদ্যাদহং ব্রহ্মেতি নিম্মলম্॥ ৩০।
দেহান্যত্বান্ন মে জন্মজরাকার্শ্যলয়াদয়ঃ।
শব্দাদিবিষয়ৈঃ সঙ্গো নিরিন্দ্রিয়তয়া ন চ॥ ৩১॥
অমনস্ত্বান্ন মে দুঃখরাগদ্বেষভয়াদয়ঃ।
অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্র ইত্যাদি শ্রুতিশাসনাৎ॥ ৩২॥
নির্গুণো নিষ্ক্রিয়ো নিত্যো নির্ব্বিকল্পো নিরঞ্জনঃ।
নির্ব্বিকারো নিরাকারো নিত্যমুক্তোঽস্মি নির্ম্মলঃ॥ ৩৩
অহমাকাশবৎ সর্ব্ববহিরন্তর্গতোঽচ্যুতঃ।
সদা সর্ব্বসমঃ শুদ্ধো নিঃসঙ্গো নির্ম্মলোঽচলঃ॥ ৩৪॥

পরমাত্মা তুমি, এই মহাবাক্য দ্বারা সমস্ত প্রকার নিষেধবাক্যের অবধীভূত জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার একীকরণ হইতেছে, ইহা জানিতে পারিবে॥ ২৯॥

অবিদ্যাবিনির্ম্মিত দেহাদি দৃশ্যপদার্থসকল জলবুদ্বুদ তুল্য বিনশ্বর, কিন্তু ইহা হইতে বিপরীত-লক্ষণাক্রান্ত নির্ম্মল ব্রহ্মপদার্থস্বরূপ আমি, এইরূপ জ্ঞান করিবে॥ ৩০॥

আমি দেহ নহি, বরং আমি দেহ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; অতএব আমার জন্ম, জরা, কৃশভাব এবং লয় প্রভৃতি কিছুই নাই আর ইন্দ্রিয়পরিশূন্য হওয়াতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই সকল বিষয়ের সহিত আমার কিছুমাত্র সম্বন্ধও নাই॥৩১॥

মনোবিহীন অবস্থা বলিয়া আমার রাগ, দ্বেষ, ভয় প্রভৃতি কোন প্রকার বিকারের সম্ভাবনা নাই। যেহেতু, শ্রুতিতে উল্লিখিত আছে, আত্মা প্রাণবিহীন ও অমনা অর্থাৎ মনোবিহীন এবং স্বচ্ছপদার্থ; এই প্রকার শাসন দেখিতে পাওয়া যায় অর্থাৎ শাস্ত্রে এইরূপ বর্ণনা আছে॥ ৩২॥

আমি যে পদার্থ হইতেছি, তাহা নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় এবং নিত্য ও বিকল্পরহিত বলিয়া জানিবে। আমি নিরঞ্জন অর্থাৎ অবিদ্যাজনিত মলিনতাবিহীন এবং বিকার-শূন্য এবং চিরকালই মুক্তভাবে আছি। আমি নির্ম্মলস্বরূপ॥ ৩৩॥

আমি আকাশের ন্যায় সমস্ত পদার্থের বাহিরে এবং অন্তরে সকল বস্তুতে সমানভাবে অবস্থিতি করি। অথচ আমি শুদ্ধ, সঙ্গবিহীন এবং মালিন্যরহিত। আমি অচল অর্থাৎ স্বরূপ বা স্বভাব হইতে আমি কদাপি বিচলিত নহি॥ ৩৪॥

নিত্যশুদ্ধবিমুক্তৈকমখণ্ডানন্দমদ্বয়ম্।
সত্যং জ্ঞানমনন্তং যৎ পরং ব্রহ্মাহমেব তৎ ॥ ৩৫ ॥
এবং নিরন্তরং কৃত্বা ব্রহ্মৈবাস্মীতি বাসনা।
হরত্যবিদ্যা বিক্ষেপান্ রোগানিব রসায়নম্ ॥ ৩৬ ॥
বিবিক্তদেশ আসীনো বিরাগো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
ভাবয়েদেকমাত্মানং তমনন্তমনন্যধীঃ ॥ ৩৭ ॥
আত্মন্যেবাখিলং দৃশ্যং প্রবিলাপ্য ধিয়া সুধীঃ।
ভাবয়েদেকমাত্মানং নির্ম্মলাকাশবৎ সদা ॥ ৩৮ ॥
রূপবর্ণাদিকং সর্ব্বং বিহায় পরমার্থবিৎ।
পরিপূর্ণচিদানন্দস্বরূপেণাবতিষ্ঠতি ॥ ৩৯ ॥
জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়ভেদঃ পরাত্মনি ন বিদ্যতে।
চিদানন্দস্বরূপত্বাদ্দীপ্যতে স্বয়মেব হি ॥ ৪০ ॥

বেদশাস্ত্রমতে যে একমাত্র নিত্য পরিশুদ্ধ, মুক্তস্বরূপ, অদ্বিতীয় ও অখণ্ড আনন্দ-স্বরূপ পরমব্রহ্ম উক্ত হইয়াছেন, যিনি সত্যস্বরূপ ও জ্ঞানস্বরূপ, যিনি অনন্তস্বরূপে সর্ব্বত্র বিরাজিত, তিনিই আমি ॥ ৩৫ ॥

প্রকরণানুসারে নিরন্তর ধ্যানপরায়ণ হইলে এবং অবিরত ঐ উল্লিখিত ভাবে চিন্তা করিতে করিতে আমিই ব্রহ্ম, এই প্রকার জ্ঞানযোগ হইয়া থাকে। রসায়ন ঔষধি ব্যবহারে যেরূপ রোগসমূহ নষ্ট হইয়া যায়। সেইরূপ আমিই ব্রহ্ম, এইরূপ জ্ঞান হইলে অবিদ্যা বা মায়াকৃত অনৃত সংসারপ্রপঞ্চ স্বতই তিরোহিত হয় ॥ ৩৬ ॥

কামক্রোধাদি রিপুসমুদায় জয় করিয়া বিষয়ভোগবাসনাদি বিষয়ে অনুরাগ পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্জ্জনে উপবেশন করিবে এবং অন্য প্রকার বুদ্ধি পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই অসীম অনন্তস্বরূপ একমাত্র আত্মাকে চিন্তা করিবে ॥ ৩৭ ॥

সুবুদ্ধি সদ্‌জ্ঞানী পুরুষেরা দৃশ্যমান বস্তুসমূহকে আত্মাতেই লয় করিবেন, এক-মাত্র আমাকে নির্ম্মল আকাশের ন্যায় চিন্তা করিবেন এবং সর্ব্বদা এই পরমাত্মাকে চিন্তা করিবেন ॥ ৩৮ ॥

পরমার্থতত্ত্বপরায়ণ ব্যক্তিগণ বস্তুসমূহের রূপবর্ণাদি বিষয়ের চিন্তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরিপূর্ণ চেতনানন্দস্বরূপ পরমাত্মাতেই অবস্থিত করেন ॥ ৩৯ ॥

ইনি জ্ঞাতা, ইনি জ্ঞান, ইহা জ্ঞেয় পদার্থ, পরমাত্মাতে এ প্রকার কোনরূপ বিভিন্নতা নাই। মনের সংযোগে কেহ তাঁহাকে জানিতে পারে না; কিন্তু

এবমাত্মারণৌ ধ্যানমথনে সততং কৃতে।
উদিতাবগতিজ্জ্বালা সর্ব্বাজ্ঞানেন্ধনং দহেৎ ॥ ৪১ ॥
আরুণেনৈব বোধেন পূর্ব্বস্তৎতিমিরে হৃতে।
তত আবির্ভবেদাত্মা স্বয়মেবাংশুমানিব ॥ ৪২ ॥
আত্মা তু সততং প্রাপ্তোঽপ্যপ্রাপ্তবদবিদ্যয়া।
তন্নাশে প্রাপ্তবদ্ভাতি স্বকণ্ঠাভরণং যথা ॥ ৪৩ ॥
স্থাণৌ পুরুষবদ্‌ভ্রান্ত্যা কৃতা ব্রহ্মণি জীবতা।
জীবস্য তাত্ত্বিকে রূপে তস্মিন্ দৃষ্টে নিবর্ত্ততে ॥ ৪৪ ॥

তিনি জ্ঞানানন্দস্বরূপের হেতু বশতঃ স্বয়ংই ভক্তের নিকট প্রকাশিত হন ॥ ৪০ ॥

এই প্রকারে আত্মারূপ অগ্নিগর্ভ কাষ্ঠমধ্যে সর্ব্বদা ধ্যানরূপ দাহক্রিয়া করিলে উহাতে জ্ঞানরূপ অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া সমস্ত অজ্ঞানকাষ্ঠাদি ভস্মীভূত করিবে ॥ ৪১ ॥

সূর্য্যদেব পূর্ব্বদিকে উদিত হইবার পূর্ব্বে স্বকীয় কিরণের অরুণতা দ্বারা যেমন তমোময় ভাব বিনষ্ট করিয়া থাকেন এবং পরিশেষে উদিত হন, সেই প্রকার জ্ঞানচ্ছটা বিকীর্ণ করিয়া অজ্ঞানতিমির বিনাশপূর্ব্বক অনন্তর আত্মা স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া থাকেন ॥ ৪২ ॥

যদি স্বকীয় কণ্ঠস্থিত আভরণ কোন ব্যক্তির কোন প্রকারে বিস্মৃত হইলে তাহা তৎকালে অপ্রাপ্তবৎ বোধ হয়, তখন ভ্রমবশতঃ তাহার শরীরস্থ থাকিলেও সে তাহা অপহৃতবৎ বলিয়া মনে করে, ভ্রম দূর হইলে পরিশেষে তাহা প্রাপ্তবস্তুর পুনঃপ্রাপ্তি মনে করিয়া থাকে, সেইরূপ সর্ব্বদা আত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াও অবিদ্যা-প্রভাবে তাহা অপহৃতবৎ মনে হয়। পরিশেষে সেই অবিদ্যার বিনাশ হইলে তিনি সেই আত্মতত্ত্ব পুনঃপ্রাপ্তবৎ মনে করেন অর্থাৎ তদীয় চিদাকাশে উহা ভাসমান হইয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥

কোন অন্ধকারময়ী রজনীতে কেহ ভ্রান্তিবশতঃ কোন মুড়াগাছ দেখিয়া তাহাকে মানুষ বলিয়া জ্ঞান করেন। পরিশেষে বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে তাঁহার ঐ বস্তুতে পুরুষজ্ঞান রহিত হইয়া যায় এবং বৃক্ষ বলিয়াই প্রতীতি জন্মে ; সেইরূপ অবিদ্যাবশতঃ ব্রহ্মে জীবত্ব কল্পিত হয়, কিন্তু পরিশেষে জীবের প্রকৃতস্বরূপ সেই ব্রহ্মতত্ত্ব সহ সাক্ষাৎ হইলেই স্থাণুতে পুরুষভ্রান্তিনিবৃত্তির ন্যায় ব্রহ্মে জীবত্বজ্ঞানকল্পনা বিদূরিত হইয়া যায় ॥ ৪৪ ।

তত্ত্বস্বরূপানুভবাদুৎপন্নজ্ঞানমঞ্জসা।
অহং মমেতি চাজ্ঞানং বাধতে দিগ্‌ভ্রমাদিবৎ॥ ৪৫ ॥
সম্যক্ বিজ্ঞানবান্ যোগী স্বাত্মন্যেবাখিলং জগৎ।
একঞ্চ সর্ব্বমাত্মানমীক্ষতে জ্ঞানচক্ষুষা ৪৬॥
আত্মৈবেদং জগৎ সর্ব্বং আত্মনোঽন্যন্ন বিদ্যতে।
মৃদো যদ্বৎ ঘটাদীনি স্বাত্মানং সর্ব্বমীক্ষতে॥ ৪৭ ॥
জী[illegible]ক্তস্তু ত[illegible] [illegible]র্ব্বাপাধি গুণস্ত্যজেৎ।
সচ্চিদানন্দরূপত্বং ভজেদ্‌ভ্রমরকীটবৎ॥ ॥
তীর্ত্ত্বা মোহার্ণবং হত্বা রাগদ্বেষাদিরাক্ষসান্।
যোগী শান্তিসমাযুক্তো হ্যাত্মারামো বিরাজতে॥ ৪৯॥

দিগ্‌তত্ত্বাদি পরিজ্ঞাত হইলে যে প্রকার দিগ্‌ভ্রমাদি বিনষ্ট হইয়া যায়, সেই-প্রকার তত্ত্বস্বরূপ অনুভব করিতে পারিলে যে জ্ঞান জন্মে, তাহা আমি এবং আমার এইরূপ জ্ঞান বিনষ্ট করিয়া ফেলে॥ ৪৫ ॥

যে সাধক যোগবলে সকল বিষয় সম্যক্ অনুভব করিতে সক্ষম হন, তিনি জ্ঞানচক্ষুদ্বারা স্বকীয় আত্মাতে এই সমস্ত সংসার দেখিতে পান॥ ৪৬ ॥

ঘটাদি মৃত্তিকানির্ম্মিত যাবতীয় বস্তুতে যে প্রকার মৃত্তিকাই মূলপদার্থ, উহা মৃত্তিকা ভিন্ন আর কিছুই নহে, সেইরূপ আত্মাই নিখিল জগৎ, আত্মা ভিন্ন জগতে অন্য কোন পদার্থই বিদ্যমান নাই। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি এই প্রকারে সর্ব্বত্র একমাত্র পরিপূর্ণ আত্মাকেই দেখিতে পান॥ ৪৭ ॥

তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ জীবন্মুক্ত পুরুষ দেহ এবং ইন্দ্রিয়াদির উপাধির পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুণ-নামসকল একেবারে পরিত্যাগ করেন। তৈলপায়িকা অর্থাৎ আর্শুলা যেমন প্রগাঢ় ভাবনা করিয়া পরিশেষে ভ্রমরকীটের গুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেই-প্রকার তিনিও সর্ব্বদা ব্রহ্মচিন্তা করিতে করিতে চিদানন্দস্বরূপের চিৎস্বভাব প্রাপ্ত হন॥ ৪৮ ॥

সমুদ্র উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক ভগবান্ রামচন্দ্র যেমন অসংখ্য রাক্ষস বিনাশ করিয়া সুহৃদ্ ও অমাত্যগণপরিবৃত হইয়া বিরাজ করিয়াছিলেন, যোগগণও সেই প্রকার সংসারের অথবা বিষয়ের মোহসাগর উত্তীর্ণ হইয়া রাগদ্বেষাদি রাক্ষসনিচয়কে বিনাশপূর্ব্বক বৈরাগ্য, বিবেক প্রভৃতি সুহৃদ ও অমাত্যসমাবৃত হইয়া বিরাজিত হন॥ ৪৯ ॥

বাহ্যানিত্যসুখাসক্তিং হিত্বাত্মসুখনির্বৃতঃ।
ঘটস্থদীপবৎ স্বস্থঃ স্বান্তরেব প্রকাশতে ॥ ৫০ ॥
উপাধিস্থোঽপি তদ্ধর্ম্মৈর্নির্লিপ্তো ব্যোমবন্মুনিঃ।
সর্ব্ববিন্মূঢবত্তিষ্ঠেদসক্তো বায়ুবচ্চরেৎ ॥ ৫১ ॥
উপাধিবিলয়াদ্বিষ্ণৌ নির্ব্বিশেষং বিশেন্মুনিঃ।
জলে জলং বিয়দ্ব্যোম্নি তেজস্তেজসি বা যথা ॥ ৫২ ॥
যল্লাভান্নাপরো লাভো যৎসুখান্নাপরং সুখম্।
যজ্জ্ঞানান্নাপরং জ্ঞানং তদ্ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ ॥ ৫৩ ॥
যদ্দৃষ্ট্বা নাপরং দৃশ্যং যদ্ভূত্বা ন পুনর্ভবঃ।
যজ্জ্ঞাত্বা নাপরং জ্ঞেয়ং তদ্ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ ॥ ৫৪ ॥

যোগিগণ বাহিরের অনিত্য সুখবিষয়ে আসক্তি একেবারে পরিত্যাগ করেন, ফলতঃ তিনি সর্ব্বতোভাবে আত্ম-সুখনিবৃত্তি হইয়া ঘটমধ্যস্থিত দীপশিখার ন্যায় অন্তরেই প্রকাশ পাইতে থাকেন ॥ ৫০ ॥

মননশীল ব্যক্তি নানাপ্রকারের উপাধিতে পরিলিপ্ত হইয়াও ঐ উপাধিতে পরিলিপ্ত হন না। তিনি সর্ব্ববিষয়ে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ হইয়াও অজ্ঞ অর্থাৎ মূঢ়বৎ হইয়া থাকেন এবং সংসারের যাবতীয় বিষয়ে আসক্তিবিহীন হইয়া বায়ুবৎ নিঃসংস্রবে বিচরণ করিতে থাকেন ॥ ৫১ ॥

পাত্রাদি উপাধি বিনিষ্ট হইলে যে প্রকার পাত্রস্থিত জল জলে, আকাশ আকাশে এবং তেজ তেজে প্রবেশ করে, সেই প্রকার মননশীল ব্যক্তির উপাধি বিনষ্ট হইলে অর্থাৎ সমস্ত পরমেশ্বরে বিলীন হইলে তিনি নির্ব্বিশেষে একমাত্র ব্রহ্মপদার্থে প্রবেশ করেন ॥ ৫২॥

যে বস্তুর লাভ হইলে অপর কোন প্রকার বস্তুলাভের আর প্রত্যাশা থাকে না যে সুখে সুখী হইলে আর কোন প্রকার সুখেই সুখ বলিয়া বোধ হয় না, যে জ্ঞান হইলে অপর কোন জ্ঞানেরই আর আবশ্যকতা থাকে না, তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। কেন না, ব্রহ্মতত্ত্বলাভ হইলে অপর কোন প্রকার লাভবান্ হইবার ইচ্ছা হয় না। উহা হইতে কোন প্রকার লাভই শ্রেষ্ঠ নহে, সুতরাং তাহাতে সাধকের প্রবৃত্তি জন্মে না। তাদৃশ পরমতত্ত্বই ব্রহ্ম বলিয়া অবধারিত জানিবে ॥৫৩

যাহাকে দর্শন করিলে সংসারে আর কোন বস্তুই দর্শন করিবার যোগ্য হয় না, যাহা একবার হইলে পুনর্ব্বার আর

তির্য্যগূর্দ্ধমধঃ পূর্ণং সচ্চিদানন্দমদ্বয়ম্।
অনন্তং নিত্যমেকং যৎ তদ্‌ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ ॥ ৫৫ ॥
অতদ্ব্যাবৃত্তিরূপেণ বেদান্তৈর্লক্ষ্যতেঽদ্বয়ম্
অখণ্ডানন্দমেকং যৎ তদ্‌ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ ॥ ৫৬ ॥
অখণ্ডানন্দরূপস্য তস্যানন্দলবাশ্রিতা।
ব্রহ্মাদ্যাস্তারতম্যেন ভবন্ত্যানন্দিনো ভবাঃ ॥ ৫৭ ॥
তদ্যুক্তমখিলং বস্তু ব্যবহারস্তদন্বিতঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম ক্ষীরে সর্পিরিবাখিলে ॥ ৫৮ ॥

কিছুই হইতে হয় না এবং যাঁহাকে জানিতে পারিলে অপর কোন জ্ঞানের আবশ্যকতা থাকে না, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া অবধারণ করিবে ॥ ৫৪ ॥

যিনি চতুর্দ্দিকে, ঊর্দ্ধদেশে ও অধোভাগে সর্ব্বত্র স্বকীয় সত্তা এবং জ্ঞান ও আনন্দময় ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া বিরাজ করিতেছেন; যিনি অদ্বিতীয় অর্থাৎ যাঁহা ব্যতীত অপর কোন পদার্থ তাঁহার সমান কিংবা তাঁহা হইতে অধিক আছে, ইহা দেখিতে পাওয়া যায় না; যিনি অনন্ত ও নিত্যকাল বিরাজমান আছেন, যিনি স্বজাতীয় অদ্বিতীয় বস্তুরূপে বিরাজিত হইতেছেন, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে ॥ ৫৫ ॥

যিনি বেদান্তবাক্যদ্বারা অতদ্ব্যাবৃত্তিরূপে পরিলক্ষিত হন, অর্থাৎ ইহা নহে, ইহা নহে, এই ভাবপ্রপঞ্চ যাবতীয় পদার্থ নিষেধপূর্ব্বক যাহা নিষিদ্ধ নহে, স্বয়ং তদ্রূপে প্রতিভাত হইতেছেন এবং যাহা হইতে ভিন্ন আর দ্বিতীয় বস্তু নাই ও যিনি নিরবচ্ছিন্ন পরম আনন্দস্বরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, যিনি স্বজাতীয় ভেদশূন্য অর্থাৎ একমাত্র তাঁহাকেই পরব্রহ্ম বলিয়া অবধারণ করিবে ॥ ৫৬ ॥

সেই পরিপূর্ণ আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্মকে অথবা তাঁহার অখণ্ডানন্দের লেশমাত্র লাভ করিয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু ইত্যাদি দেবধাবা দেবগণ আপন আপন উপাধির ন্যূনাতিরেক প্রযুক্ত কেহ বা অল্প কেহ বা অধিক যথাসম্ভব আনন্দ লাভ করিয়া পরম আনন্দিত হন ॥ ৫৭ ॥

সেই সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মের সহিত অখিল ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তুসমুদায় সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে এবং যত প্রকার ব্যবহার হইতেছে, তৎসমুদায় তাঁহাতেই সংমিলিত হইতেছে, এই প্রযুক্ত যে প্রকার দুগ্ধের সর্ব্বাংশে ঘৃত ব্যাপিয়া থাকে, সেইপ্রকার ব্রহ্মপদার্থ সর্ব্বত্র অবস্থিতি করিতেছে ॥ ৫৮ ॥

অনণ্বস্থূলমহ্রস্বমদীর্ঘমজমব্যয়ম্।
অরূপগুণবর্ণাখ্যং তদ্‌ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ॥ ৫৯॥
যদ্ভাসা ভাস্যতেঽর্কাদির্ভাস্যৈর্যত্তু ন ভাস্যতে।
যেন সর্ব্বমিদং ভাতি তদ্‌ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ॥ ৬০॥
স্বয়মন্তর্ব্বহির্ব্যাপ্য ভাসয়ন্নখিলং জগৎ।
ব্রহ্ম প্রকাশতে বহ্নিঃ প্রতপ্তায়সপিণ্ডবৎ॥ ৬১॥
জগদ্বিলক্ষণং ব্রহ্ম ব্রহ্মণোঽন্যন্ন কিঞ্চন।
ব্রহ্মান্যদ্ভাসতে মিথ্যা যথা মরুমরীচিকা॥ ৬২॥
দৃশ্যতে শ্রূয়তে যত্তদ্‌ব্রহ্মণোঽন্যন্ন বিদ্যতে।
তত্ত্বজ্ঞানাচ্চ তদ্‌ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দমদ্বয়ম্॥ ৬৩॥
সর্ব্বগং সচ্চিদাত্মানং জ্ঞানচক্ষুর্নিরীক্ষ্যতে।
অজ্ঞানচক্ষুর্নেক্ষেত ভাস্বন্তং ভানুমন্ধবৎ॥ ৬৪॥

যে বস্তু অক্ষুদ্র অতীব সূক্ষ্ম অহ্রস্ব ও অদীর্ঘ এবং যাহা জন্য অর্থাৎ উৎপত্তি-শীল বা যাহা বিনাশশীল নহে ও যাহা রূপ, গুণ এবং বর্ণাদি দ্বারা পরিলিপ্ত হয় না, তাহাকেই পরব্রহ্ম বলিয়া অবধারণ করিবে॥ ৫৯॥

যাহার উজ্জ্বল আলোক পাইয়া সূর্য্য-চন্দ্রাদি জ্যোতিঃপদার্থ সকল প্রকাশ পাই-তেছে অথচ যিনি স্বয়ং সূর্য্যাদি দ্বারাও প্রকাশিত হন না, যাহা প্রকাশ হওয়াতে সংসারের সমস্ত বস্তু প্রকাশ পাইতেছে, তাঁহাকেই পরব্রহ্ম বলিয়া জানিবে॥৬০॥

প্রতপ্ত লৌহপিণ্ডের বাহিরে এবং ভিতরে ব্যাপ্ত থাকিয়া অগ্নি যে প্রকার আপনি প্রকাশ পাইয়া থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মপদার্থ সংসারের যাবতীয় পদার্থে পরিব্যাপ্ত থাকিয়া সমস্ত জগৎ প্রকাশ করত স্বয়ং প্রকাশ পাইতেছেন॥ ৬১॥

ব্রহ্ম পদার্থ এই পরিদৃশ্যমান জগৎ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন; উহা জগতের ভিন্নলক্ষ-ণাক্রান্ত, তদ্ভিন্ন অপর কিছুমাত্র বস্তুই জগতে নাই। যদি সেই পরব্রহ্ম ভিন্ন কোন পদার্থ প্রকাশ পায়, তবে তাহা মরুভূমিস্থিত মরীচিকার তুল্য মিথ্যা বলিয়া জানিবে॥ ৬২॥

যাহা দেখিতেছি ও শুনিতেছি, সমস্তই ব্রহ্ম, তত্ত্বজ্ঞানীর নিকট সমস্তই সচ্চি-দানন্দ ও অদ্বিতীয় ব্রহ্ম॥ ৬৩॥

জ্ঞানচক্ষু আছে, তিনিই দেখিতে পান। অন্ধ যেমন কিরণমালী সূর্য্যকে দেখিতে পায় না, কিন্তু সূর্য্য নিত্য বিরাজিত, তদ্রূপ অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তি পরব্রহ্মকে দেখিতে পায় না॥ ৬৪॥

শ্রবণাদিভিরুদ্দীপ্তো জ্ঞানাগ্নিপরিতাপিতঃ।
জীবঃ সর্ব্বমলান্মুক্তঃ স্বর্ণবৎ দ্যোততে স্বয়ম্॥ ৬৫ ॥
হৃদাকাশোদিতো হ্যাত্মা বোধভানুস্তমোঽপহৃৎ।
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বধারী ভাতি সর্ব্বং প্রকাশতে ॥ ৬৬ ॥
দিগ্‌দেশকালাদ্যনপেক্ষ্য সর্ব্বগং, শীতাদিহৃন্নিত্যসুখং নিরঞ্জনম্।
ভজতে বিনিঃক্রিয়ঃ, স সর্ব্ববিৎ সর্ব্বগতোঽমৃতো ভবেৎ ॥৬৭ ॥

ইতি পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যশ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যকৃত আত্মবোধঃ।

অপরোক্ষানুভূতি।

শ্রীহরিং পরমানন্দমুপদেষ্টারমীশ্বরম্।
ব্যাপকং সর্ব্বলোকানাং কারণং তং নমাম্যহম্ ॥ ১ ॥
অপরোক্ষানুভূতির্বৈ প্রোচ্যতে মোক্ষসিদ্ধয়ে।
সদ্ভিরেব প্রযত্নেন বীক্ষণীয়া মুহুর্মুহুঃ ॥ ২ ॥

শ্রবণাদিদ্বারা উদ্দীপ্ত জ্ঞানাগ্নি কর্তৃক বিশুদ্ধাত্মা জীব, নির্ম্মল সুবর্ণের ন্যায় স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া থাকে ॥ ৬৫ ॥

তিমিররঞ্জিত হৃদয়াকাশে উদিত আত্মা, জ্ঞানসূর্য্যস্বরূপে বিরাজিত এবং সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বধারীরূপে প্রকাশিত হন, আত্মাই সকলকে প্রকাশ করেন ॥ ৬৬ ॥

যিনি দিগ্‌দেশকালাদিতে অনপেক্ষ এবং ক্রিয়ারহিত হইয়া সর্ব্বগত, শীতাদি দ্বন্দ্বহর, নিত্যসুখ, নিরঞ্জন ও স্বাত্মতীর্থকে ভজনা করেন, সে সর্ব্বজ্ঞানী সর্ব্বগতই হইয়া থাকেন ॥ ৬৭ ॥

আত্মবোধ সমাপ্ত।

পরমানন্দস্বরূপ, জগতের উপদেষ্টা ঈশ্বর, সর্ব্বব্যাপী, সকলের কারণ শ্রীহরিকে প্রণাম করি ॥ ১ ॥

মোক্ষসিদ্ধির নিমিত্ত অপরোক্ষানুভূতি বর্ণন করিতেছি, সাধুগণই ইহা যত্নপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ দেখিবেন ॥ ২ ॥

স্ববর্ণাশ্রমধর্ম্মেণ তপসাং হরিতোষণাৎ।
সাধনঞ্চ ভবেৎ পুংসাং বৈরাগ্যাদিচতুষ্টয়ম্ ॥ ৩ ॥
ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু বৈরাগ্যং বিষয়েষ্বনু।
যথৈব কাকবিষ্ঠায়াং বৈরাগ্যং তদ্ধি নির্ম্মলম্ ॥ ৪ ॥
নিত্যমাত্মস্বরূপং হি দৃশ্যং তদ্বিপরীতগম্।
এবং যো নিশ্চয়ঃ সম্যক্ বিবেকো বস্তুনঃ স বৈ ॥ ৫ ॥
নিগ্রহো বাহ্যবৃত্তীনাং দম ইত্যভিধীয়তে ॥ ৬ ॥
বিষয়েভ্যঃ পরাবৃত্তিঃ পরমোপরতির্হি সা।
সহনং সর্ব্বদুঃখানাং তিতিক্ষা সা শুভা মতা ॥ ৭ ॥
নিগমাচার্য্যবাক্যেষু ভক্তিঃ শ্রদ্ধেতি বিশ্রুতা।
চিত্তৈকাগ্র্যন্তু সংলক্ষ্যে সমাধানমিতি স্মৃতম্ ॥ ৮ ॥
সংসারবন্ধনির্ম্মুক্তিঃ কথং স্যান্মে কদা বিধে।
ইতি যা সুদৃঢ়া বুদ্ধির্ব্বক্তব্যা সা মুমুক্ষুতা ॥ ৯ ॥ ॥
উক্তসাধনযুক্তেন বিচারঃ পুরুষেণ হি।
কর্ত্তব্যো জ্ঞানসিদ্ধ্যর্থমাত্মনঃ শুভমিচ্ছতা ॥ ১০ ॥

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম তপস্যা ও হরিতোষণে মনুষ্যাদিগের বৈরাগ্যাদি (বৈরাগ্য, নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, শমদমাদি সম্পত্তি ও মুমুক্ষুত্ব) সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন হয় ॥ ৩ ॥

লোক যেমন কাকবিষ্ঠাকে ঘৃণা করে, তদ্রূপ যে ব্রহ্ম হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত বিষয়ে বৈরাগ্য, তাহাকেই নির্ম্মল বৈরাগ্য কহে ॥ ৪ ॥

আত্মা নিত্য ও দৃশ্য অর্থাৎ জগৎ অনিত্য এইরূপ যে নিশ্চয়, তাহাকেই উত্তম বস্তুবিবেক কহে ॥ ৫ ॥

বাসনাত্যাগ ও বাহ্যবৃত্তিনিগ্রহকে দম কহে ॥ ৬ ॥

বিষয় হইতে পরাবৃত্তিকে পরমা উপরতি কহে। সকল প্রকার দুঃখসহনকে তিতিক্ষা কহে। তিতিক্ষা অতিশয় মঙ্গলকারিণী ॥ ৭ ॥

বেদ ও গুরুবাক্যে ভক্তিকে শ্রদ্ধা কহে। সংলক্ষ্যে চিত্তের একাগ্রতার নাম সমাধি ॥ ৮ ॥

কি প্রকারে কখন্ সংসারবন্ধনমোচন হইবে, এইরূপ যে সুদৃঢ় বুদ্ধি, তাহাকে মমুক্ষুতা কহে ॥ ৯ ॥

উক্ত (বৈরাগ্যাদি) সাধনসম্পন্ন মঙ্গলেচ্ছু পুরুষ জ্ঞানসিদ্ধির নিমিত্ত বিচার করিবে ॥ ১০ ॥

নোৎপদ্যতে বিনা জ্ঞানং বিচারো নান্যসাধনৈঃ।
যথা পদার্থভানং হি প্রকাশেন বিনা কচিৎ॥ ১১॥
কোঽহং কথমিদং জাতং কো বৈ কর্ত্তাস্য বিদ্যতে।
উপাদানং কিমস্তীহ বিচারঃ সোঽয়মীদৃশঃ॥ ১২॥
নাহং ভূতগণো দেহো নাহং চাক্ষগণস্তথা।
এতদ্বিলক্ষণঃ কশ্চিদ্বিচারঃ সোঽয়মীদৃশঃ॥ ১৩॥
অজ্ঞানাৎ প্রভবং সর্ব্বং জ্ঞানেন প্রবিলীয়তে।
সঙ্কল্পো বিবিধঃ কর্ত্তা বিচারঃ সোঽয়মীদৃশঃ॥ ১৪॥
এতয়োর্যদুপাদানং একং সূক্ষ্মং সদব্যয়ম্।
যথৈব মৃদ্ঘটাদীনাং বিচারঃ সোঽয়মীদৃশঃ॥ ১৫॥
অহমেকো হি সূক্ষ্মশ্চ জ্ঞাতা সাক্ষী সদব্যয়ঃ।
তদহং নাত্র সন্দেহো বিচারঃ সোঽয়মীদৃশঃ॥ ১৬॥

যেমন কখনও সূর্য্যাদির প্রকাশ বিনা ঘটাদি পার্থের জ্ঞান হয় না, তদ্রূপ বিচার বিনা অন্যপ্রকার সাধনে জ্ঞান উৎপন্ন হয় না॥ ১১॥

আমি কে? এই জগৎ কিরূপে উৎপন্ন হইল? কেই বা ইহার কর্ত্তা ও উপাদানই বা কি? এইরূপে নানাপ্রকার অনুসন্ধানের নামই বিচার॥ ১২॥

আত্মা ভূতসমষ্টিরূপ দেহ নহেন এবং ইন্দ্রিয়গণও নহেন, ইহা হইতে পৃথক্, এইরূপ তত্ত্বানুসন্ধানই বিচার॥ ১৩॥

সমস্ত জগৎ অজ্ঞান-প্রভব (অজ্ঞান হেতুর কল্পনা হইয়া থাকে) জ্ঞানের দ্বারা নষ্ট হয় অর্থাৎ জ্ঞানের বিকাশ হইলেই স্বরূপ জানিতে পারা যায়, অতএব তখন আর বিকল্প থাকে না। নানাপ্রকার সংকল্পই ইহার কর্ত্তা, এইরূপ অনুসন্ধানই বিচার॥ ১৪॥

যেমন মৃত্তিকা ঘটাদির উপাদান, তদ্রূপ যিনি অজ্ঞান ও সঙ্কল্পের উপাদান, তিনিই এই জগতের উপাদান। তিনি অদ্বিতীয় সূক্ষ্ম নিত্য ও অব্যয় (নাশরহিত) এইরূপ নিরূপণই বিচার॥ ১৫॥

অহংপ্রতিপাদ্য অর্থাৎ আত্মা এক, অতি সূক্ষ্ম, জ্ঞাতা, সর্ব্বসাক্ষী, নিত্য ও অব্যয়; অহংপ্রতিপাদ্যই ব্রহ্ম, ইহাতে আর সন্দেহ নাই, এইরূপ তত্ত্বনির্ণয়ই বিচার॥ ১৬॥

আত্মা বিনিষ্কলো হ্যেকো দেহো বহুভিরাবৃতঃ।
তয়োরৈক্যং প্রপশ্যন্তি কিমজ্ঞানমতঃ পরম্॥ ১৭ ॥
আত্মা নিয়ামকশ্চান্তর্দেহো নিয়ম্যো বাহ্যকঃ।
তয়োরৈক্যং প্রপশ্যন্তি কিমজ্ঞানমতঃ পরম্॥ ১৮ ॥
আত্মা জ্ঞানময়ঃ পুণ্যো দেহো মাংসময়োঽশুচিঃ।
তয়োরৈক্যং প্রপশ্যন্তি কিমজ্ঞানমতঃ পরম্॥ ১৯ ॥
আত্মা প্রকাশকঃ স্বচ্ছো দেহস্তামস উচ্যতে।
তয়োরৈক্যং প্রপশ্যন্তি কিমজ্ঞানমতঃ পরম্॥ ২০ ॥
আত্মা নিত্যো হি সদ্রূপো দেহোঽনিত্যো হ্যসন্ময়ঃ।
তয়োরৈক্যং প্রপশ্যন্তি কিমজ্ঞানমতঃ পরম্॥ ২১ ॥
আত্মনস্তৎপ্রকাশত্বং যৎ পদার্থাবভাসনম্।
নাগ্ন্যাদিদীপ্তিবদ্দীপ্তির্ভবত্যান্ধ্যং যতো নিশি॥ ২২ ॥
দেহোঽহমিত্যয়ং মূঢ়ো ধৃত্বা তিষ্ঠত্যহো জনঃ।
মমায়মিত্যপি জ্ঞাত্বা ঘটদ্রষ্টেব সর্ব্বদা॥ ২৩ ॥

আত্মা বিনিষ্কল অর্থাৎ অবয়ববিহীন, দেহ বহু অবয়বযুক্ত, মূর্খেরা তাহাতেও সমতা দেখিতেছে; ইহার অপেক্ষা আর অজ্ঞান কি? ১৭॥

আত্মা অন্তরস্থ ও নিয়ামক, দেহ বাহ্য ও নিয়ম্য, মূর্খেরা তাহাতেও সমতা দেখিতেছে; ইহার পর আর অজ্ঞান কি? ১৮॥

আত্মা জ্ঞানময় ও পবিত্র, দেহ মাংসময় ও অপবিত্র, মূর্খেরা তাহাতেও সমতা দেখিতেছে; ইহার পর আর অজ্ঞান কি? ১৯॥

আত্মা প্রকাশক ও স্বচ্ছ, দেহ তামস অর্থাৎ ঘটাদির ন্যায় প্রকাশ্য; মূর্খেরা তাহাতেও সমতা দেখিতেছে; ইহার পর আর অজ্ঞান কি? ২০॥

আত্মা নিত্য কারণ, ইনি সৎস্বরূপ, দেহ অনিত্যকারণ অসৎস্বরূপ, মূর্খেরা তাহাতেও সমতা দেখিতেছে; ইহার পর আর অজ্ঞান কি? ২১॥

যে প্রকারে ঘটাদি পদার্থের প্রকাশ হয়, তাহাই আত্মার প্রকাশ। অগ্নি প্রভৃতির দীপ্তির ন্যায় আত্মপ্রকাশের বিকার নাই। যেহেতু, রাত্রিতে অন্ধকার হয়, অর্থাৎ রাত্রিকালে যে স্থানে অগ্নি থাকে, সে স্থানে আলোক থাকে, কিন্তু প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইলে অন্ধকার হয়; এতাবতা জানাইতেছে যে, অগ্নির দীপ্তির বিকার আছে, কিন্তু আত্মদীপ্তির বিকার নাই; তাহা সদা সর্ব্বত্রই রহিয়াছে॥২২॥

মনুষ্য একটী ঘট পাইলে "আমার ঘট" এইরূপ জ্ঞান করিয়া থাকে; "আমি

ব্রহ্মৈবাহং সমঃ শান্তঃ সচ্চিদানন্দলক্ষণঃ।
নাহং দেহো হ্যসদ্রূপো জ্ঞানমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥ ২৪ ॥
নির্ব্বিকারো নিরাকারো নিরবদ্যোঽহমব্যয়ঃ।
নাহং দেহো হ্যসদ্রূপো জ্ঞানমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥ ২৫ ॥
নিরাময়ো নিরাভাসো নির্ব্বিকল্পোঽহমাততঃ।
নাহং দেহো হ্যসদ্রূপো জ্ঞানমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥ ২৬ ॥
নির্গুণো নিষ্ক্রিয়ো নিত্যো নিত্যমুক্তোঽহমচ্যুতঃ।
নাহং দেহো হ্যসদ্রূপো জ্ঞানমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥ ২৭ ॥
নির্ম্মলো নিশ্চলোঽনন্তঃ শুদ্ধোঽহমজরোঽমরঃ।
নাহং দেহো হ্যসদ্রূপো জ্ঞানমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥ ২৮ ॥
স্বদেহে শোভনং সন্তং পুরুষাখ্যঞ্চ সম্মতম্।
কিং মূর্খ শূন্যমাত্মানং দেহাতীতং করোষি ভোঃ ॥ ২৯ ॥

ঘট" এরূপ জ্ঞান করে না। কিন্তু মূঢ়গণ "দেহ আমার" ইহা জানিয়াও "আমিই দেহ" এইরূপ জ্ঞান করিয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

আমি সম অর্থাৎ প্রকাশদ্বারা সর্ব্বময়, শান্ত অর্থাৎ নির্ব্বিকার ও সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম, অসৎস্বরূপ দেহ নহি ; এইরূপ জ্ঞানকেই পণ্ডিতগণ তত্ত্বজ্ঞান বলিয়া থাকেন ॥ ২৪ ॥

আমি নির্ব্বিকার, নিরাকার, নিরবদ্য অর্থাৎ আধ্যাত্মিকাদিতাপত্রয়বিহীন ও অব্যয় অর্থাৎ বিনাশহীন। অসৎস্বরূপ দেহ নহি ; এইরূপ জ্ঞানকেই পণ্ডিতগণ তত্ত্বজ্ঞান কহিয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥

আমি রোগহীন, ফলাভিলাষশূন্য, কল্পনারহিত ও সর্ব্বব্যাপী। আমি অসৎস্বরূপ দেহ নহি ; এইরূপ জ্ঞানকেই পণ্ডিতগণ তত্ত্বজ্ঞান কহেন ॥ ২৬ ॥

আমি নির্গুণ, ক্রিয়াবিহীন, নিত্য, নিত্যমুক্ত অর্থাৎ সর্ব্বত্রই বন্ধনশূন্য ও অচ্যুত অর্থাৎ সচ্চিদানন্দস্বরূপ। আমি অসৎস্বরূপ দেহ নহি ; এইরূপ জ্ঞানকেই পণ্ডিতগণ তত্ত্বজ্ঞান কহিয়া থাকেন ॥ ২৭ ॥

আমি নির্ম্মল, নিশ্চল, অনন্ত, শুদ্ধ, অজর ও অমর। আমি অসৎস্বরূপ দেহ নহি ; এইরূপ জ্ঞানকেই পণ্ডিতগণ তত্ত্বজ্ঞান কহিয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥

ওহে মূর্খ! তুমি নিজ দেহে বিদ্যমান মঙ্গলময় ব্রহ্মরূপে নির্ণীত দেহাতীত পুরুষোত্তম আত্মাকে শূন্য স্থান করিতেছ কেন ? ২৯ ॥

স্বাত্মানং শৃণু মূর্খ ত্বং যুক্ত্যা শ্রুত্যা চ পুরুষম্।
দেহাতীতং সদাকারং সুদুর্দ্দর্শং ভবাদৃশৈঃ ॥ ৩০ ॥
অহংশব্দেন বিখ্যাত এক এব স্থিতঃ পরঃ।
স্থূলস্ত্বনেকতাং প্রাপ্তঃ কথং স্যাদ্দেহকঃ পুমান্ ॥ ৩১ ॥
অহং দ্রষ্টৃতয়া সিদ্ধো দেহোঽদৃশ্যতয়া স্থিতঃ।
মমায়মিতি নির্দ্দেশাৎ কথং স্যাদ্দেহকঃ পুমান্ ॥ ৩২ ॥
অহং বিকারহীনস্তু দেহো নিত্যং বিকারবান্।
ইতি প্রতীয়তে সাক্ষাৎ কথং স্যাদ্দেহকঃ পুমান্ ॥ ৩৩।
যস্মাৎ পরমিতি শ্রুত্যা তয়া পুরুষলক্ষণম্।
বিনির্ণীতং বিমূঢ়েন কথং স্যাদ্দেহকঃ পুমান্ ॥ ৩৪ ॥
সর্ব্বং পুরুষ এবেতি যুক্তে পুরুষসংজ্ঞিতে।
অপ্যুচ্যতে যতঃ শ্রুত্যা কথং স্যাদ্দেহকঃ পুমান্ ॥ ৩৫ ॥

যুক্তি ও শ্রুতি দ্বারা আত্মাকে দেহাতীত নির্ণয় কর। তিনি সদাকার অর্থাৎ "আত্মা আছেন" এইরূপ ব্যবহারের কারণই আত্মার আকার; কিন্তু তোমার ন্যায় মূর্খেরা তাঁহাকে দেখিতে পায় না ॥ ৩০ ॥

অহংশব্দ প্রতিপাদ্য পরমাত্মা এক, স্থূলদেহ অনেক। তবে তিনি কিরূপে দেহময় হইবেন ? ৩১ ॥

"ইহা আমার" এইরূপ নির্দ্দেশ বশতঃ আত্মা দ্রষ্টা ও দৃশ্য, এইরূপ প্রতীয়মান হইতেছে ; তবে তিনি কিরূপে দেহময় হইবেন ? ৩২ ॥

আত্মা বিকারহীন এবং দেহ অনবরত বিকারবান্, ইহা সাক্ষাৎ প্রতীয়মান হইতেছে ; তবে আত্মা কিরূপে দেহময় হইবেন ? ৩৩ ॥

"যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ, যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কশ্চিৎ। বৃক্ষ, ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বম্ ॥" অর্থাৎ যাঁহার পর আর অপর কিছুই উৎকৃষ্টতর নাই, যাঁহা হইতে সূক্ষ্মতর নাই, যাঁহা হইতে কিছুই প্রধান নাই, যে এক আত্মা বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া স্বর্গে বর্ত্তমান আছেন, সেই আত্মা এই সমস্ত জগৎকে পরিপূর্ণ রাখিয়াছেন। এই শ্রুতিদ্বারা পরমাত্মার লক্ষণ নির্ণীত হইয়াছে। তবে সেই আত্মা কিরূপে দেহময় হইবেন ? ৩৪ ॥

"পুরুষ এবেদং সর্ব্বম্" অর্থাৎ এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড আত্মস্বরূপ এই শ্রুতিনির্ণীত পরমাত্মা কিরূপে দেহময় হইবেন ? ৩৫ ॥

অসঙ্গঃ পুরুষঃ প্রোক্তো বৃহদারণ্যকেঽপি চ
অনন্তমলসংশ্লিষ্টঃ কথং স্যাদ্দেহকঃ পুমান্॥ ৩৬॥
তত্রৈব চ সমাখ্যাতং স্বয়ং জ্যোতির্হি পুরুষঃ।
জড়ঃ পরঃ প্রকাশ্যোঽসৌ কথং স্যাদ্দেহকঃ পুমান্॥ ৩৭।
প্রোক্তোঽপি কর্ম্মকাণ্ডেন হ্যাত্মা দেহাদ্বিলক্ষণঃ।
নিত্যশ্চ তৎ ফলং ভুঙ্‌ক্তে দেহপাতাদনন্তরম্॥ ৩৮॥
লিঙ্গঞ্চানেকসংযুক্তং চলদ্দৃশ্যং বিকারি চ।
অব্যাপকমসদ্রূপং তৎ কথং স্যাৎ পুমানয়ম্॥ ৩৯॥
এবং দেহদ্বয়াদন্য আত্মা পুরুষ ঈশ্বরঃ।
সর্ব্বাত্মা সর্ব্বরূপশ্চ সর্ব্বাতীতোঽহমব্যয়ঃ॥ ৪০॥
ইত্যাত্মদেহভাগেন প্রপঞ্চস্যৈব সত্যতা।
যথোক্তা তর্কশাস্ত্রেণ কিন্ততঃ পুরুষার্থতা॥ ৪১॥

বৃহদারণ্যক উপনিষদেও "অসঙ্গোঽয়ম্পুরুষঃ" অর্থাৎ আত্মা সঙ্গহীন, ইহা কথিত আছে; কিন্তু দেহ অনন্তমলসংশ্লিষ্ট; তবে আত্মা কিরূপে দেহময় হইবেন? ৩৬॥

সেই বৃহদারণ্যক শ্রুতিতেই "পুরুষো জ্যোতির্ম্ময়ঃ" ইহা কথিত আছে, কিন্তু দেহ ঘটাদির ন্যায় প্রকাশ্য জড়পদার্থ অর্থাৎ অপরের আলোক না পাইলে প্রকাশিত হয় না; তবে আত্মা কিরূপে দেহময় হইবেন? ৩৭॥

"যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ" অর্থাৎ যতকাল জীবন [illegible], ততকাল অগ্নিহোত্রযাগ করিবে, ইত্যাদি কর্ম্মকাণ্ডবিভাগেও আত্মা দেহাতিরিক্ত ও নিত্য দেহপাতের পর কর্ম্মফল ভোগ করেন, ইহা কথিত আছে; অতএব ইহা দ্বারাও আত্মা দেহাতীত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে॥ ৩৮॥

বহুরূপ কারণ সংযুক্ত চঞ্চল জ্যোতিহীন বিকারি অব্যাপক ও অনিত্য দেহ কেমন করিয়া পুরুষ বা আত্মা হইতে পারে? লিঙ্গ ও কারণ এই উভয় শরীরই নানা স্থূলশরীরে সম্বন্ধবিশিষ্ট চঞ্চল বিকারযুক্ত অব্যাপক ও অসৎস্বরূপ, তবে আত্মা কিরূপে দেহময় হইবেন? ৩৯॥

আত্মা স্থূল ও সূক্ষ্ম, এই উভয়দেহ হইতে অতিরিক্ত ও ঈশ্বর। তিনি সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বরূপ, সর্ব্বাতীত ও অব্যয়॥ ৪০॥

তার্কিকগণ এই আত্মা ও দেহের বিভাগদৃষ্টি করিয়াও তর্কশাস্ত্রোক্ত প্রপঞ্চের সত্যতা স্বীকার করেন; তাহা অপেক্ষা আর পুরুষার্থতা কি? ৪১॥

ইত্যাত্মদেহভেদেন দেহাত্মত্বং নিবারিতম্।
ইদানীং দেহভেদস্য হ্যসত্ত্বং স্ফুটমুচ্যতে ॥ ৪২ ॥
চৈতন্যস্যৈকরূপত্বাদ্ভেদো যুক্তো ন কর্হিচিৎ।
জীবত্বঞ্চ মৃষা জ্ঞেয়ং রজ্জৌ সর্পগ্রহো যথা ॥ ৪৩ ॥
রজ্জ্বজ্ঞানাৎ ক্ষণেনৈব যদ্বদ্রজ্জুর্হি সর্পিণী।
ভাতি তদ্বচ্চিতিঃ সাক্ষাদ্বিশ্বাকারেণ কেবলা ॥ ৪৪ ॥
উপাদানং প্রপঞ্চস্য ব্রহ্মণোঽন্যন্ন বিদ্যতে।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রপঞ্চোঽয়ং ব্রহ্মৈবাস্তি ন চেতরৎ ॥ ৪৫ ॥
ব্যাপ্যব্যাপকতা মিথ্যা সর্ব্বমাত্মেতি শাসনাৎ।
ইতি জ্ঞাতে পরে তত্ত্বে ভেদস্যাবসরঃ কুতঃ ॥ ৪৬ ॥
শ্রুত্যা নিবারিতং নূনং নানাত্বং স্বমুখেন হি।
কথং ভাসো ভবেদন্যঃ স্থিতে চাদ্বয়কারণে ॥ ৪৭ ॥
দোষোঽপি বিহিতঃ শ্রুত্যা মৃত্যোর্মৃত্যুং স গচ্ছতি।
ইহ পশ্যতি নানাত্বং মায়য়া বঞ্চিতো নরঃ ॥ ৪৮ ॥

এই দেহ ও আত্মার ভেদপ্রদর্শন দ্বারা দেহের আত্মতা নিবারিত হইল। এক্ষণে দেহভেদের অসত্তা সুস্পষ্টরূপে বলা যাইতেছে ॥ ৪২ ॥

চৈতন্যের (ভূত ও ভৌতিক প্রপঞ্চের আধানের প্রকাশকে চৈতন্য কহে) একরূপতাহেতু ভেদ কখনও যুক্তিযুক্ত নহে। যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, তদ্রূপ আত্মাতেও জীবত্ব মিথ্যা ॥ ৪৩ ॥

রজ্জুস্বরূপের অজ্ঞান হইলেই যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, তদ্রূপ আত্মস্বরূপের অজ্ঞানবশতই আত্মা নানারূপে কল্পিত হইয়া থাকেন ॥ ৪৪ ॥

ব্রহ্ম বিনা আর প্রপঞ্চের উপাদান নাই; অতএব সকল প্রপঞ্চই ব্রহ্ম, আর কিছুই নহে ॥ ৪৫ ॥

এই সকল প্রপঞ্চই আত্মস্বরূপ, এই প্রকার শ্রুতিপ্রমাণ দ্বারা আত্মার ব্যাপ্য ও ব্যাপকতা মিথ্যা, ইহা প্রতীয়মান হইতেছে। এইরূপে পরমাত্মতত্ত্ব জ্ঞাত হইলে আর ভেদজ্ঞানের অবসর কোথায়? ৪৬ ॥

শ্রুতি স্বয়ংই জগতের নানাত্ব নিবারণ করিতেছেন। ব্রহ্মের অদ্বিতীয় কারণতা স্থির হইলে কিরূপে ভেদ হইতে পারে? ৪৭ ॥

"মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি"—যিনি জগতে নানাত্ব জ্ঞান করেন, তিনি মৃত্যুর পর মৃত্যুভোগ করেন অর্থাৎ তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ

ব্রহ্মণঃ সর্ব্বভূতানি জায়ন্তে পরমাত্মনঃ।
তস্মাদেতানি ব্রহ্মৈব ভবন্তীত্যবধারয়েৎ ॥ ৪৯ ॥
ব্রহ্মৈব সর্ব্বনামানি রূপাণি বিবিধানি চ।
কর্ম্মাণ্যপি সমগ্রাণি বিভর্ত্তীতি শ্রুতির্জগৌ॥ ৫০ ॥
সুবর্ণাজ্জায়মানস্য সুবর্ণত্বঞ্চ শাশ্বতম্।
ব্রহ্মণো জায়মানস্য ব্রহ্মত্বঞ্চ তথা ভবেৎ ॥ ৫১ ॥
স্বল্পমপ্যন্তরং কৃত্বা জীবাত্মপরমাত্মনোঃ।
যস্তিষ্ঠতি স মূঢ়াত্মা ভয়ং তস্যাভিভাষিতম্ ॥ ৫২ ॥
যত্রাজ্ঞানাদ্ভবেদ্দ্বৈতমিতরস্তত্র পশ্যতি।
আত্মত্বেন যদা সর্ব্বং নেতরস্তত্র চাণ্বপি ॥ ৫৩ ॥
যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি চাত্মত্বেন বিজানতঃ।
নৈব তস্য ভবেন্মোহো ন চ শোকোঽদ্বিতীয়তঃ ॥ ৫৪
অয়মাত্মা হি ব্রহ্মৈব সর্ব্বাত্মকতয়া স্থিতঃ।
ইতি নির্দ্ধারিতং শ্রুত্যা বৃহদারণ্যসংজ্ঞয়া ॥ ৫৫ ॥

জন্মমৃত্যুযাতনা ভোগ করিতে হয়। ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা যাঁহারা নানাত্ব দর্শন করেন, তাঁহাদিগের দোষও বিহিত আছে। মায়াবঞ্চিত মনুষ্যই জগতে নানাত্ব দর্শন করে ॥ ৪৮ ॥

ব্রহ্ম হইতেই সমস্ত সঞ্জাত, অতএব সমস্তই ব্রহ্ম, এইরূপ নিশ্চয় করিবে ॥৪৯॥

"ব্রহ্মই সকলপ্রকার নাম, বিবিধ প্রকার রূপ ও সমগ্র কর্ম্ম ধারণ করিতেছেন" ইহা স্বয়ং শ্রুতি কহিয়াছেন ॥ ৫০ ॥

যেমন সুবর্ণ হইতে জাত দ্রব্য চিরকালই সুবর্ণ থাকে, তদ্রূপ ব্রহ্ম হইতে জায়মান জগৎ ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে ॥ ৫১ ॥

যে ব্যক্তি জীবাত্মা ও পরমাত্মাতে কিঞ্চিন্মাত্র ভেদজ্ঞান করে, সে মূঢ়াত্মা; তাহাকে ভয় পাইতে হয় অর্থাৎ তাহার চিত্তের শান্তি হয় না ॥ ৫২ ॥

যে অবস্থাতে অজ্ঞান বশতঃ দ্বৈতজ্ঞান হয়, সেই অবস্থায় এক পদার্থ অন্য পদার্থকে দর্শন করে। আত্মজ্ঞান জন্মিলে অন্য কিছুই দেখিতে পায় না ॥ ৫৩ ॥

যে অবস্থায় সর্ব্বভূতকে আত্মস্বরূপে জানা যায়, তখন অদ্বৈতজ্ঞানবশতঃ শোক-মোহাদি থাকিতে পারে না ॥ ৫৪ ॥

পরমাত্মাস্বরূপ ব্রহ্মই সর্ব্বাত্মকরূপে অবস্থিত আছেন; ইহা বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে নির্দ্ধারিত আছে ॥ ৫৫ ॥

অনুভূতোঽপ্যয়ং লোকো ব্যবহারক্ষমোঽপি সন্।
অসদ্রূপো যথা স্বপ্ন উত্তরক্ষণবাধিতঃ॥ ৫৬॥
স্বপ্নো জাগরণেঽলীকঃ স্বপ্নে জাগরণোঽপি হি।
দ্বয়মেব লয়ে নাস্তি লয়োঽপি উভয়োর্ন চ॥ ৫৭॥
ত্রয়মেব ভবেন্মিথ্যা গুণত্রয়বিনির্ম্মিতম্।
অস্য দ্রষ্টা গুণাতীতো নিত্যো হ্যেকশ্চিদাত্মকঃ॥ ৫৮॥
যদ্বন্মৃদি ঘটভ্রান্তিঃ শুক্তৌ বা রজতস্থিতম্।
তদ্বদ্ব্রহ্মণি জীবত্বং বীক্ষ্যমাণে ন পশ্যতি॥ ৫৯॥
যথা মৃদি ঘটো নাম কনকে কুণ্ডলাভিধা।
শুক্তৌ হি রজতখ্যাতির্জীবসংজ্ঞা তথাপরে॥ ৬০॥
যথৈব ব্যোম্নি নীলত্বং যথা নীরং মরুস্থলে।
পুরুষত্বং যথা স্থাণৌ তদ্বদ্বিশ্বং চিদাত্মনি॥ ৬১॥
যথৈব শূন্যে বৈতালো গন্ধর্ব্বাণাং পুরং যথা।
যথাকাশে দ্বিচন্দ্রত্বং তদ্বৎ সত্যে জগৎ স্থিতম্॥ ৬২॥

যেরূপ স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ স্বপ্নকালে সত্য বলিয়া প্রতীত হইলেও জাগ্রদবস্থায় অলীকত্ব হেতু তাহার ধ্বংস হইয়া থাকে, তদ্রূপ জীবত্বের সকল ব্যবহারোপযোগী এই জগৎ অজ্ঞানতা বশতঃ অবিনাশী বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও অদ্বৈতজ্ঞান বশতঃ তাহার অস্তিত্ব অনুভব হয় না। জাগ্রদবস্থায় স্বপ্ন মিথ্যা, স্বপ্নাবস্থায় জাগরণ মিথ্যা, অবস্থায় জাগরণ ও স্বপ্ন উভয়ই মিথ্যা এবং জাগরণ ও স্বপ্ন উভয় অবস্থাতেই সুষুপ্তি মিথ্যা বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে॥ ৫৬-৫৭॥

গুণত্রয়বিনির্ম্মিত জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থাই মিথ্যা। এই অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী গুণাতীত চিৎস্বরূপ অদ্বিতীয় আত্মাই সত্য॥ ৫৮॥

যেমন মৃত্তিকাতে ঘটভ্রম ও শুক্তিতে রজতভ্রম ঘটে, তদ্রূপ ব্রহ্মে জীবভ্রম হয়, আত্মসাক্ষাৎকার হইলে আর সে ভ্রম থাকে না॥ ৫৯॥

যেমন মৃত্তিকাতে ঘটসংজ্ঞা, স্বর্ণে কুণ্ডলসংজ্ঞা ও শুক্তিতে রজতখ্যাতি, তদ্রূপ পরমাত্মাতে জীবসংজ্ঞা॥ ৬০॥

যেমন আকাশে নীলতা, মরুভূমিতে জল এবং স্থাণু অর্থাৎ শাখাহীন বৃক্ষে মনুষ্যবোধ, তদ্রূপ চিন্ময় পরমাত্মাতে এই বিশ্ব নাম অর্থাৎ কাল্পনিক আরোপ হয়॥ ৬১॥

যেমন নির্জ্জন স্থানে বেতাল, শূন্যে গন্ধর্ব্বনগর আকাশে দুই চন্দ্র, তদ্রূপ সত্যে জগৎ সংস্থিত জানিবে অর্থাৎ আকাশে দুই চন্দ্র বা গন্ধর্ব্বনগরাদি দর্শন

যথা তরঙ্গকল্লোলৈর্জ্জলমেব স্ফুরত্যলম্।
পাত্ররূপেণ তাম্রং হি ব্রহ্মাণ্ডৌঘৈস্তথাত্মতা ॥ ৬৩।
ঘটনাম্না যথা পৃথ্বী পটনাম্না হি তন্তবঃ।
জগন্নাম্না চিদাভাতি জ্ঞেয়ং তত্তদভাবতঃ ॥ ৬৪ ॥
সর্ব্বোঽপি ব্যবহারস্তু ব্রহ্মণা ক্রিয়তে জনৈঃ।
অজ্ঞানান্ন বিজানন্তি মৃদেব হি ঘটাদিকম্ ॥ ৬৫ ॥
কার্য্যকারণতা নিত্যং ভাবি ঘটমৃদোর্যথা।
তথৈব শ্রুতিযুক্তিভ্যাং প্রপঞ্চব্রহ্মণোরিহ ॥ ৬৬ ॥
গৃহ্যমাণে ঘটে যদ্বন্মৃদেব যাতি বৈ বলাৎ।
বীক্ষ্যমাণে প্রপঞ্চেঽপি ব্রহ্মৈব ভাতি ভাস্বরম্ ॥ ৬৭

যেরূপ দর্শনেন্দ্রিয়ের ভ্রম বশতঃই হইয়া থাকে, তদ্রূপ জগতের নিত্যত্ববোধও ভ্রমাত্মক ॥ ৬২ ॥

যেমন তরঙ্গ-কল্লোলে জল ব্যতীত অন্য কোন পদার্থই উপলক্ষিত হয় না, যেমন তাম্রপাত্রাদি বস্তু তাম্র ভিন্ন আর কিছুই নহে, তদ্রূপ এই জগৎপ্রবাহে আত্মা ভিন্ন অন্য কিছুরই বিকাশ লক্ষিত হয় না ॥ ৬৩ ॥

যেমন ঘট বলিলে মৃত্তিকা ও বস্ত্র বলিলে সূত্র প্রকাশ পায়, তদ্রূপ জগৎ বলিলে চিদাত্মাই প্রকাশ পাইয়া থাকেন; যেহেতু, ঘটপটাদির ন্যায় জগৎ মিথ্যা ॥ ৬৪ ॥

যেরূপ মৃণ্ময় ঘটাদি ব্যবহারকালে ঘটাদি ব্যবহার করিতেছি না, তত্ত্বতঃ মৃত্তিকা ব্যবহার করিতেছি, মনুষ্যের এইরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, তদ্রূপ ব্রহ্ম দ্বারা জীবনের সকল কার্য্য সাধনা করিয়া লইয়াও মনুষ্য তত্ত্বতঃ তাহা বুঝিতে সক্ষম হয় না ॥ ৬৫ ॥

যেমন সর্ব্বদাই ঘট ও মৃত্তিকায় কার্য্যকারণতা দেখা যায়, তদ্রূপ শ্রুতি ও যুক্তি দ্বারা প্রপঞ্চ জগৎ ও ব্রহ্মাণ্ডের কার্য্য-কারণ জানা যায় ॥ ৬৬ ॥

যেমন ঘটে ও মৃত্তিকার মধ্যে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ নিত্য হয়, তদ্রূপ প্রপঞ্চ-জগতের বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে পরমব্রহ্মই তাহার নিত্যকারণরূপে প্রতীত হন। যেরূপ ঘটের বিষয় চিন্তা করিলে মৃত্তিকাই বলবৎরূপে প্রকাশ পায়, তদ্রূপ এই অনিত্য জগৎপ্রপঞ্চের বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে তন্নিহিত শাশ্বত ব্রহ্মপদার্থ ভিন্ন অপর কোন নিত্য সত্তাই পরিস্ফুট হয় না। ৬৭ ॥

স চৈবাত্মা বিশুদ্ধোঽস্তি ন শুদ্ধো ভাতি বৈ সদা।
যথৈব দ্বিবিধা রজ্জুর্জ্ঞানিনোঽজ্ঞানিনোঽনিশম্ ॥ ৬৮ ॥
যথৈব মৃণ্ময়ঃ কুম্ভস্তদ্বদ্দেহোঽপি চিন্ময়ঃ।
আত্মানাত্মবিভাগোঽয়ং মুধৈব ক্রিয়তে বুধৈঃ ॥ ৬৯ ॥
সর্পত্বেন যথা রজ্জূ রজতত্বেন শুক্তিকা।
বিনির্ম্মিতা বিমূঢ়েন দেহত্বেন তথাত্মতা ॥ ৭০ ॥
ঘটত্বেন যথা পৃথ্বী পটত্বেনৈব তন্তবঃ।
বিনির্ম্মিতা বিমূঢ়েন দেহত্বেন তথাত্মতা ॥ ৭১ ॥
কনকং কুণ্ডলত্বেন তরঙ্গত্বেন বৈ জলম্।
বিনির্ম্মিতা বিমূঢ়েন দেহত্বেন তথাত্মতা ॥ ৭২ ॥
পুরুষত্বেন বৈ স্থাণুর্জলত্বেন মরীচিকা।
বিনির্ম্মিতা বিমূঢ়েন দেহত্বেন তথাত্মতা ॥ ৭৩ ॥
গৃহত্বেনৈব কাষ্ঠানি খড়্গত্বেনৈব লোহতা।
বিনির্ম্মিতা বিমূঢ়েন দেহত্বেন তথাত্মতা ॥ ৭৪ ॥

যেমন একমাত্র রজ্জু জ্ঞানী ও অজ্ঞানী উভয় ব্যক্তির নিকট রজ্জু ও সর্প এই উভয়রূপে প্রকাশ পায় অর্থাৎ জ্ঞানী রজ্জুকে রজ্জুই দেখে এবং অজ্ঞানীর রজ্জুকে সর্প বলিয়া ভ্রম হয়, সেইরূপ পরমাত্মা সর্ব্বদা শুদ্ধরূপেও প্রকাশ পাইতেছেন এবং অশুদ্ধরূপেও প্রকাশ পাইতেছেন ॥ ৬৮ ॥

যেমন কুম্ভ মৃণ্ময়, তদ্রূপ দেহও চিন্ময়; অতএব জ্ঞানী ব্যক্তিগণ কি হেতু মিথ্যা আত্মানাত্মজ্ঞান করিবে? ৬৯ ॥

যেমন অজ্ঞ ব্যক্তি রজ্জুকে সর্প ও শুক্তিকাকে রজত জ্ঞান করে, সেইরূপ বিমূঢ় ব্যক্তি আত্মাকেই দেহ বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকে ॥ ৭০ ॥

যেমন পৃথ্বীকে ঘটরূপে ও তন্তুকে বস্ত্ররূপে নির্ণয় করে, তদ্রূপ অজ্ঞেরা আত্মাকে দেহরূপে নির্ণয় করিয়া থাকে ॥ ৭১ ॥

যেমন স্বর্ণকে কুণ্ডলাকারে ও জলকে তরঙ্গাকারে নির্ণয় করে, তদ্রূপ অজ্ঞেরা আত্মাকে দেহরূপে নির্ণয় করিয়া থাকে ॥ ৭২ ॥

যেমন শাখাহীন বৃক্ষকে পুরুষরূপে ও মরীচিকাকে জলরূপে জ্ঞান করে, তদ্রূপ অজ্ঞেরা আত্মাকে দেহরূপে নির্ণয় করিয়া থাকে ॥ ৭৩ ॥

যেমন কাষ্ঠরাশিকে গৃহরূপে ও লোহকে খড়্গরূপে জ্ঞান করে, তদ্রূপ অজ্ঞেরা আত্মাকে দেহরূপে নির্ণয় করিয়া থাকে ॥ ৭৪ ॥

যথা বৃক্ষবিপর্য্যাসো জলাদ্ভবতি কস্যচিৎ।
তদ্বদাত্মনি দেহত্বং পশ্যত্যজ্ঞানযোগতঃ॥ ৭৫॥
পোতেন গচ্ছতঃ পুংসঃ সর্ব্বং বিচঞ্চলং ভবেৎ।
তদ্বদাত্মনি দেহত্বং পশ্যত্যজ্ঞানযোগতঃ॥ ৭৬॥
পীতত্বং হি যথা শুভ্রে দোষাদ্ভবতি কস্যচিৎ।
তদ্বদাত্মনি দেহত্বং পশ্যত্যজ্ঞানযোগতঃ॥ ৭৭॥
চক্ষুর্ভ্যাং ভ্রমশীলাভ্যাং সর্ব্বং ভাতি ভ্রমাত্মকম্।
তদ্বদাত্মনি দেহত্বং পশ্যত্যজ্ঞানযোগতঃ॥ ৭৮॥
অলাতং ভ্রমণেনৈব বর্ত্তুলং ভাতি সূর্য্যবৎ।
তদ্বদাত্মনি দেহত্বং পশ্যত্যজ্ঞানযোগতঃ॥ ৭৯॥
মহত্ত্বে সর্ব্ববস্তূনামণুত্বন্ত্বতিদূরতঃ।
তদ্বদাত্মনি দেহত্বং পশ্যত্যজ্ঞানযোগতঃ॥ ৮০॥
সূক্ষ্মত্বে সর্ব্বভাবানাং স্থূলতা চোপনেত্রতঃ।
তদ্বদাত্মনি দেহত্বং পশ্যত্যজ্ঞানযোগতঃ॥ ৮১॥

যেমন জলে বৃক্ষের প্রতিবিম্ব পড়িলে অজ্ঞেরা তাহাকেই প্রকৃত বৃক্ষ জ্ঞান করে, তদ্রূপ অজ্ঞানবশতই আত্মাতে দেহজ্ঞান হয়॥ ৭৫॥

যেমন পোতগামী ব্যক্তি সকল পদার্থকেই চঞ্চলের ন্যায় জ্ঞান করে, তদ্রূপ অজ্ঞানবশতই আত্মাতে দেহ জ্ঞান হয়॥ ৭৬॥

যেমন কোন ব্যক্তি পিত্তাদি দোষ বশতঃ শুভ্রবর্ণকে নীলবর্ণ জ্ঞান করে, তদ্রূপ অজ্ঞানবশতই আত্মাকে দেহজ্ঞান হয়॥ ৭৭॥

যেরূপ মদ, মোহ, শিরোঘূর্ণন প্রভৃতি রোগে ভ্রমযুক্ত চক্ষুর্দ্বারা দৃষ্টিপাত করিলে সকল পদার্থই ভ্রমাত্মক দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ অজ্ঞানবশতই (মূঢ়ব্যক্তি) আত্মাতে দেহজ্ঞান করিয়া থাকে॥ ৭৮॥

যেমন জলের অভ্যন্তরভাগকে পরিভ্রামিত করিলে সেই জলকে সূর্য্যের ন্যায় বর্ত্তুলাকার বোধ হয়, তদ্রূপ অজ্ঞানবশতই আত্মাতে দেহজ্ঞান হইয়া থাকে সন্দেহ নাই॥ ৭৯॥

যেমন বৃহদাকার বস্তুকেও অতি দূর হইতে ছোট বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ অজ্ঞানবশতই আত্মাতে দেহভ্রম হইয়া থাকে॥ ৮০॥

যেমন উপনেত্র অর্থাৎ চশমাদ্বারা অতিসূক্ষ্ম বস্তুকেও স্থূল বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ অজ্ঞানবশতই আত্মাতে দেহজ্ঞান হইয়া থাকে॥ ৮১॥

কাচভূমৌ জলত্বং বা জলভূমৌ হি কাচতা।
তদ্বদাত্মনি দেহত্বং পশ্যত্যজ্ঞানযোগতঃ॥ ৮২॥
যদ্বদগ্নৌ মণিত্বং হি মণৌ বা বহ্নিতা পুনঃ।
তদ্বদাত্মনি দেহত্বং পশ্যত্যজ্ঞানযোগতঃ॥ ৮৩॥
যথৈব দিগ্বিপর্য্যাসো মোহাদ্ভবতি কস্যচিৎ।
তদ্বদাত্মনি দেহত্বং পশ্যত্যজ্ঞানযোগতঃ॥ ৮৪॥
অভ্রেষু সৎসু ধাবৎসু সোমো ধাবতি ভাতি বৈ।
তদ্বদাত্মনি দেহত্বং পশ্যত্যজ্ঞানযোগতঃ॥ ৮৫॥
যথা শশী জলে ভাতি চঞ্চলত্বেন কর্হিচিৎ।
তদ্বদাত্মনি দেহত্বং পশ্যত্যজ্ঞানযোগতঃ॥ ৮৬॥
এবমাত্মন্যবিদ্যাতো দেহাধ্যাসো হি জায়তে।
স এবাত্মপরিজ্ঞানাৎ লীয়তে চ পরাত্মনি॥ ৮৭॥
সর্ব্বমাত্মতয়া জ্ঞানং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্।
অভাবাৎ সর্ব্বভাবানাং দেহস্য চাত্মতা কুতঃ॥ ৮৮॥

যেমন কাচভূমিতে জলভ্রম ও জলে কাচভ্রম হয়, তদ্রূপ অজ্ঞানবশতই আত্মাতে দেহভ্রম হইয়া থাকে॥ ৮২॥

যেমন অগ্নিতে মণিত্ব ও মণিতে অগ্নিত্ব জ্ঞান হয়, তদ্রূপ অজ্ঞানবশতই আত্মাকে দেহজ্ঞান হইয়া থাকে॥ ৮৩॥

যেমন আকাশে মেঘগণ ধাবিত হইলে চন্দ্রকেও ধাবমানের ন্যায় জ্ঞান হয়, তদ্রূপ অজ্ঞানবশতই আত্মাতে দেহজ্ঞান হইয়া থাকে॥ ৮৪॥

যেমন মোহহেতু কোন কোন ব্যক্তির দিগ্‌ভ্রম হয়, তদ্রূপ অজ্ঞানবশতই আত্মাতে দেহজ্ঞান হইয়া থাকে॥ ৮৫॥

যেমন কোন কোন ব্যক্তি জলের চাঞ্চল্য বশতঃ চন্দ্রকেও চঞ্চল বোধ করে, তদ্রূপ অজ্ঞানবশতই আত্মাতে দেহজ্ঞান হয়॥ ৮৬॥

এইরূপ অবিদ্যাবশতঃ আত্মাতে দেহজ্ঞান হয়; আত্মতত্ত্ব-পরিজ্ঞান হইলে সেই দেহজ্ঞান পরমাত্মাতে লীন হয় অর্থাৎ তখন দেহের আত্মজ্ঞান বিলয় প্রাপ্ত হইয়া যায়॥ ৮৭॥

স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎকে আত্মস্বরূপ জ্ঞান করিবে। সকল পদার্থই অনিত্য; অতএব দেহের আত্মতা কি প্রকারে সম্ভবিতে পারে? ৮৮॥

আত্মানং সততং জানন্ কালং নয় মহামতে।
প্রারব্ধমখিলং ভুঞ্জন্ নোদ্বেগং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ৮৯ ॥
উৎপন্নেঽপ্যাত্মবিজ্ঞানে প্রারব্ধং নৈব মুঞ্চতি।
ইতি যৎ শ্রূয়তে শাস্ত্রাৎ তন্নিরাক্রিয়তেঽধুনা ॥ ৯০ ॥
তত্ত্বজ্ঞানোদয়াদূর্দ্ধং প্রারব্ধং নৈব বিদ্যতে।
দেহাদীনামসত্ত্বাত্তু যথা স্বপ্নো বিবোধতঃ ॥ ৯১ ॥
কর্ম্ম জন্মান্তরীয়ং যৎ প্রারব্ধমিতি কীর্ত্তিতম্।
তত্তু জন্মান্তরাভাবাৎ পুংসো নৈবাস্তি কর্হিচিৎ ॥ ৯২ ॥
স্বপ্নদেহো যথাধ্যস্তস্তথৈবায়ং হি দেহকঃ।
অধ্যস্তস্য কুতো জন্ম জন্মাভাবে হি তৎ কুতঃ ॥ ৯৩ ॥
উপাদানং প্রপঞ্চস্য মৃদ্ভাণ্ডস্যেব দৃশ্যতে।
অজ্ঞানঞ্চেতি বেদান্তৈস্তস্মিন্নষ্টে ক বিশ্বতা ॥ ৯৪ ॥
যথা রজ্জুং পরিত্যজ্য সর্পং গৃহ্ণাতি বৈ ভ্রমাৎ।
তদ্বৎ সত্যমবিজ্ঞায় জগৎ পশ্যতি মূঢধীঃ ॥ ৯৫ ॥

হে মহামতে! সর্ব্বদা আত্মাকে জানিয়া কালযাপন কর। সমস্ত প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলভোগ করিবে, তাহাতে উদ্বিগ্ন হইও না ॥ ৮৯ ॥

আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হইলেও প্রারব্ধ থাকে, ইহা যে শাস্ত্রে শ্রুত আছে, এক্ষণে তাহা নিরাকৃত হইতেছে ॥ ৯০ ॥

নিদ্রা হইতে প্রবুদ্ধ ব্যক্তির নিকট যেরূপ স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়ের অস্তিত্ব বিনষ্ট হয়, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান উপস্থিত হইলে দেহাদির অস্তিত্বের সম্ভাবনা নষ্ট হয় বলিয়া ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ের পর প্রারব্ধ বা জন্মান্তরীয় কর্ম্মের অস্তিত্ব-সম্ভাবনা বিদূরিত হয় ॥৯১॥

জন্মান্তরীয় কর্ম্মকে প্রারব্ধ বলা যায়। জন্মান্তরের অভাব হইলে আর কথনও প্রারব্ধ থাকে না ॥ ৯২ ॥

স্বপ্নদেহের ন্যায় এই দেহও অধ্যস্ত (বিনষ্ট) হয়, অধ্যস্তের আর জন্ম কিরূপে ঘটিতে পারে এবং জন্মাভাবে কিরূপে প্রারব্ধভোগ হইবে? ৯৩ ॥

ঘটাদির যেমন মৃত্তিকা ও জল উভয়ই উপাদান, তদ্রূপ এই বিশ্ব-প্রপঞ্চের ব্রহ্ম ও অজ্ঞান উভয়ই উপাদান; ইহা বেদান্তপ্রমাণে জানা যায়; উপাদানস্বরূপ অজ্ঞানের নাশ হইলে বিশ্ব কিরূপে থাকিতে পারে? ৯৪ ॥

যেমন ভ্রমবশতঃ রজ্জুতে রজ্জুজ্ঞান না হইয়া সর্পজ্ঞান হয়, তদ্রূপ অজ্ঞানবশতঃ ব্রহ্মকে সত্যরূপে জ্ঞান না হইয়া জগৎ সত্য বলিয়া জ্ঞান হইয়া থাকে ॥ ৯৫ ॥

রজ্জুরূপে পরিজ্ঞাতে সর্পত্বস্ব ন তিষ্ঠতি।
অধিষ্ঠানে তথা জ্ঞাতে প্রপঞ্চঃ শূন্যতাং গতঃ॥ ৯৬॥
দেহস্যাপি প্রপঞ্চত্বাৎ প্রারব্ধাবস্থিতিঃ কুতঃ।
অজ্ঞানজনবোধার্থং প্রারব্ধং বক্তি বৈ শ্রুতিঃ॥ ৯৭॥
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।
বহুত্বং তন্নিষেধার্থং শ্রুত্যা গীতং যত স্ফুটম্॥ ৯৮॥
উচ্যতেঽজ্ঞৈর্ব্বলাচ্চৈতৎ তদানর্থদ্বয়াগমঃ।
বেদান্তমতহানঞ্চ যতোজ্ঞানমিতি শ্রুতিঃ॥ ৯৯॥
ত্রিপঞ্চাঙ্গান্যতো বক্ষ্যে পূর্ব্বোক্তস্য হি লব্ধয়ে।
তৈশ্চ সর্ব্বৈঃ সদা কার্য্যং নিদিধ্যাসনমেব তু॥ ১০০॥
নিদিধ্যাসাদৃতে প্রাপ্তির্ন ভবেৎ সচ্চিদাত্মনঃ।
তস্মাদ্ ব্রহ্ম নিদিধ্যাসেৎ জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয়সে চিরম্॥ ১০১

রজ্জুরূপ পরিজ্ঞাত হইলে যেমন সর্পজ্ঞান থাকে না, তদ্রূপ প্রপঞ্চের অধিষ্ঠানভূত আত্মার পরিজ্ঞান হইলে প্রপঞ্চ মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়॥ ৯৬॥

দেহও প্রপঞ্চ বা অলীক কল্পনা মাত্র, সুতরাং কিরূপে তাহাতে প্রারব্ধের অবস্থিতি হইতে পারে? অজ্ঞানীদিগের বোধের নিমিত্ত শ্রুতিতে প্রারব্ধ উক্ত হইয়াছে॥ ৯৭॥

শ্রুতিতে স্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে যে, সেই পরাৎপর পরমাত্মার দর্শন হইলে সকল কর্ম্মফল ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। কর্ম্মসকল (সঞ্চিত, ক্রিয়মাণ ও প্রারব্ধ) এই বহুবচনও প্রারব্ধের অভাবপ্রতিপাদনের নিমিত্ত॥ ৯৮॥

অনভিজ্ঞগণই বলপূর্ব্বক প্রারব্ধ স্বীকার করে, তাহাতে প্রথম মোক্ষাভাব এবং মোক্ষের অভাব হইলে জ্ঞানের উচ্ছেদ, এই দুইটী দোষ উপস্থিত হয়; আর তাহা হইলে বেদান্তমতের (অদ্বৈতবাদের) হানিও হয়। যেহেতু, প্রারব্ধরূপ দ্বৈতস্বীকার করিলে অদ্বৈতবাদ থাকিতে পারে না। যাহা হইতে জ্ঞানলাভ করা যায় তাঁহাকে শ্রুতি কহে। শ্রুতি-প্রমাণ না মানিলে আর জ্ঞানলাভের উপায় নাই॥ ৯৯॥

অনন্তর পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানলাভের নিমিত্ত পঞ্চদশটী নিদিধ্যাসনের অঙ্গ বলিতেছি। সেই সকল অঙ্গ দ্বারাই সর্ব্বদা নিদিধ্যাসন করিবে॥ ১০০॥

নিদিধ্যাসন বিনা সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মজ্ঞানলাভ হইতে পারে না; অতএব ব্রহ্মান্বেষিগণ নিজ মঙ্গললাভের নিমিত্ত সর্ব্বদা নিদিধ্যাসন করিবে॥ ১০১॥

যমো হি নিয়মস্ত্যাগো মৌনং দেশশ্চ কালতা।
আসনং মূলবন্ধশ্চ দেহসাম্যঞ্চ দৃক্স্থিতিঃ ॥ ১০২ ॥
প্রাণসংযমনঞ্চৈব প্রত্যাহারশ্চ ধারণা।
আত্মধ্যানং সমাধিশ্চ প্রোক্তান্যঙ্গানি বৈ ক্রমাৎ ॥ ১০৩ ॥
সর্ব্বং ব্রহ্মেতি বিজ্ঞানাদিন্দ্রিয়গ্রামসংযমঃ।
যমোঽয়মিতি সংপ্রোক্তোঽভ্যসনীয়ো মুহুর্মুহুঃ ॥ ১০৪ ॥
সজাতীয়প্রবাহশ্চ বিজাতীয়তিরস্কৃতিঃ।
নিয়মো হি পরানন্দো নিয়মাৎ ক্রিয়তে বুধৈঃ ॥ ১০৫ ॥
ত্যাগঃ প্রপঞ্চরূপস্য চিদাত্মত্বাবলোকনাৎ।
ত্যাগো হি মহতাং পূজ্যঃ সদ্যো মোক্ষময়ো যতঃ ॥ ১০৬ ॥
যস্মাদ্বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
যন্মৌনং যোগিভির্গম্যং তদ্ভবেৎ সর্ব্বদা বুধঃ ॥ ১০৭ ॥

যম, নিয়ম, ত্যাগ, মৌন, দেশ, কাল, আসন, মূলবন্ধ, দেহসাম্য, দৃক্স্থিতি, প্রাণসংযমন, প্রত্যাহার, ধারণা, আত্মধ্যান ও সমাধি এই সকল অঙ্গ ক্রমশঃ কথিত হইতেছে ॥ ১০২-১০৩ ॥

সকলই ব্রহ্ম, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া ইন্দ্রিয়সকলের সংযমকে যম কহে, ইহা পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিবে ॥ ১০৪ ॥

সজাতীয় প্রবাহ অর্থাৎ আমি পরমব্রহ্ম,এই জ্ঞানপ্রাবহ ও বিজাতীয় তিরস্কার অর্থাৎ ব্রহ্মাতিরিক্ত জগতে মিথ্যাজ্ঞান, ইহাকে নিয়ম কহে ; এই নিয়ম অবলম্বন করিয়া পণ্ডিতগণ পরমানন্দ লাভ করেন ॥ ১০৫ ॥

চিন্ময় আত্মার তত্ত্বাবললোকন অবলম্বন করিয়া যে প্রপঞ্চের (ঘটপটাদি নাম-রূপ ব্যবহৃত পদার্থের) পরিত্যাগ, তাহাকেই ত্যাগ বলা যায়, ইহাকে মহাত্মারাও আদর করিয়া থাকেন, যেহেতু, ইহা সদ্য মোক্ষপ্রদ ॥ ১০৬ ॥

যাঁহাকে মন ও বাক্য দ্বারা ধারণা বা প্রকাশ করিতে পারা যায় না, যোগিগণ যে বুদ্ধ্যতীত, বাক্যাতীত সত্তাকে যোগাবলম্বনে প্রাপ্ত হইয়াও কেবল মনুষ্যবুদ্ধি বা মযনুষ্যভাষায় সসীম শক্তির জন্য প্রকাশ করিতে না পারিয়া যেরূপ মৌনাশ্রয় করিয়া থাকেন, সেইরূপ তূষ্ণীম্ভাবের নাম মৌন। পণ্ডিতগণ সর্ব্বদাই সেইরূপ ভাষাহীন বাক্যাতীত বিরাট্ ব্রহ্মবিদ্ হইতে চেষ্টা করিবেন ॥ ১০৭ ॥

বাচো যস্মান্নিবর্ত্তন্তে তদ্বক্তুং কেন শক্যতে।
প্রপঞ্চো যদি বক্তব্যঃ সোঽপি শব্দবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১০৮ ॥
ইতি বা তদ্ভবেন্মৌনং সতাং সহজসংজ্ঞিতম্।
গিরা মৌনন্তু বালানাং প্রযুক্তং ব্রহ্মবাদিভিঃ ১০৯ ॥
আদাবন্তে চ মধ্যে চ জনো যস্মিন্ন বিদ্যতে
যেনেদং সততং ব্যাপ্তং স দেশো বিজনঃ স্মৃতঃ ॥ ১১০ ॥
কলনাৎ সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মাদীনাং নিমেষতঃ।
কালশব্দেন নির্দ্দিষ্টশ্চাখণ্ডানন্দকাদ্বয়ঃ ॥ ১১১ ॥
সুখেনৈব ভবেদ্‌যস্মিন্নজস্রং ব্রহ্মচিন্তনম্।
আসনং তদ্বিজানীয়ান্নজস্রং সুখনাশকম্ ॥ ১১২ ॥
সিদ্ধং যৎ সর্ব্বভূতাদি বিশ্বাধিষ্ঠানমব্যয়ম্।
যস্মিন্ সিদ্ধাঃ সমাবিষ্টাস্তদ্বৈ সিদ্ধাসনং বিদুঃ ॥ ১১৩ ।
যন্মূলং সর্ব্বভূতানাং যন্মূলং চিত্তবন্ধনম্।
মূলবন্ধঃ সদা সেব্যো যোগ্যোঽসৌ রাজযোগিনাম্ ॥ ১১৪ ॥

যিনি বাক্যের অগোচর, তাঁহাকে কে বর্ণনা করিতে পারে? যদি বল, প্রপঞ্চের বিষয় বর্ণনা করা যায়, তাহাও শব্দবর্জ্জিত অর্থাৎ সৎ অসৎ প্রভৃতি নানা-প্রকার পদার্থ আছে, তাহাও বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না; ইহাকেও মৌন কহে। এই মৌনই সাধুদিগের স্বভাবসিদ্ধ। ব্রহ্মবাদিগণ কি বালকদিগের বাক্যহীনতাকে মৌন বলেন? ১০৮-১০৯ ॥

যাহাতে আদি মধ্য ও অন্তে একজন মাত্র লোক থাকে না, এবং একমাত্র যে সত্তাদ্বারা এ নিখিল পরিব্যাপ্ত, তাহাকেই নির্জ্জন দেশ বলে ॥ ১১০ ॥

নিমেষমধ্যে ব্রহ্মাদি সর্ব্বভূতের কলন (সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশ) বশতঃ অখণ্ডানন্দস্বরূপ অদ্বিতীয় সত্তা কালশব্দে নির্দ্দিষ্ট ॥ ১১১ ॥

যে সুখস্বরূপ ব্রহ্মে [illegible]ব্যাকর্ত্তব্যচিন্তা নাই, সেই কালত্রয়াবস্থায়ী ব্রহ্মই আসনশব্দবাচ্য, ইহা ভিন্ন সমস্তই সুখনাশন

যাহাতে সর্ব্বভূত সিদ্ধ আছে এবং যাহাতে সিদ্ধপুরুষগণ সমাবিষ্ট আছেন ও যিনি বিশেষ অধিষ্ঠানস্বরূপ ও অব্যয়, তাঁহাকেই সিদ্ধাসন বলিয়া জানিবে ॥ ১১৩ ॥

যিনি আকাশাদি সর্ব্বভূতের মূল (আদিকারণ), যিনি চিত্তবন্ধনের কারণ-স্বরূপ অজ্ঞানের মূল, তিনিই মূলবন্ধ। এই মূলবন্ধ রাজযোগিদিগেরও সেব্য ॥ ১১৪ ॥

অঙ্গানাং সমতাং বিদ্যাৎ সমে ব্রহ্মণি লীয়তে।
নোচেন্নৈব সমানত্বমৃজুত্বং শুষ্ককাষ্ঠবৎ ॥ ১১৫ ॥
দৃষ্টিং জ্ঞানময়ীং কৃত্বা পশ্যেদ্ব্রহ্মময়ং জগৎ।
সা দৃষ্টিঃ পরমোদারা ন নাসাগ্রে বিলোকিনী ॥ ১১৬ ॥
দৃষ্টিদর্শনদৃশ্যানাং বিরামো যত্র বা ভবেৎ।
দৃষ্টিস্তত্রৈব কর্ত্তব্যা ন নাসাগ্রবিলোকিনী ॥ ১১৭ ॥
চিত্তাদিসর্ব্বভাবেষু ব্রহ্মত্বেনৈব ভাবনাৎ।
নিরোধঃ সর্ব্ববৃত্তীনাং প্রাণায়ামঃ স উচ্যতে ॥ ১১৮ ॥
নিষেধনং প্রপঞ্চস্য রেচনাখ্যঃ সমীরণঃ।
ব্রহ্মৈবাস্মীতি যা বৃত্তিঃ পূরকো বায়ুরীরিতঃ ॥ ১১৯ ॥
ততস্তদ্বৃত্তি নৈশ্চল্যং কুম্ভকঃ প্রাণসংযমঃ।
অয়ঞ্চাপি প্রবুদ্ধানামজ্ঞানাং ঘ্রাণপীড়নম্ ॥ ১২০ ॥
বিষয়ে স্বাত্মতাং দৃষ্ট্বা মনসশ্চিতিমজ্জনম্।
প্রত্যাহারঃ স বিজ্ঞেয়োঽভ্যসনীয়ো মুমুক্ষুভিঃ ॥ ১২১ ॥

সর্ব্বভূতের সমদৃষ্টিদ্বারা ব্রহ্মে যে লয়, তাহাকেই সমতা কহে। এতদ্ভিন্ন শুষ্কবৃক্ষের ন্যায় ঋজুতাকে সমতা কহে না ॥ ১১৫ ॥

দৃষ্টিকে জ্ঞানময়ী করিয়া তাহা দ্বারা জগৎকে ব্রহ্মময় দেখিবে, এইরূপ পরম উদার দৃষ্টির নাম প্রকৃত যোগ বা ব্রহ্মদৃষ্টি। যে দৃষ্টি কেবলমাত্র নাসাগ্রভাগে প্রতিবদ্ধ, তাহাকে যোগদৃষ্টি কহে না। ১১৬ ॥

যাহাতে দৃষ্টি, দর্শন ও দৃশ্যের বিরাম হয়, তাহাতেই দৃষ্টি করিবে, কেবল নাসাগ্রাবলোকন করিবে না ॥ ১১৭ ॥

চিত্তাদি সর্ব্বপ্রকার ভাবপদার্থে ব্রহ্মত্বভাবনা বশতঃ যে সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়-বৃত্তির নিরোধ হয়, তাহাকে প্রাণায়াম কহে ॥ ১১৮ ॥

প্রপঞ্চের নিষেধ অর্থাৎ মিথ্যাত্ব-পরিজ্ঞানকেই রেচক বায়ু কহে। এক ব্রহ্মই সর্ব্বময়, এইরূপ যে বৃত্তি, তাহাকেই পূরক বায়ু কহে ॥ ১১৯ ॥

অনন্তর এক ব্রহ্মই সর্ব্বময়, এই বৃত্তির নিরোধকে কুম্ভক কহে। এই প্রকার রেচক পূরক ও কুম্ভকাত্মক প্রাণায়ামই জ্ঞানিদিগের প্রাণায়াম। অজ্ঞেরাই প্রাণ-বায়ুর নিরোধকে প্রাণায়াম কহে ॥ ১২০ ॥

বিষয়েতে আত্মানাত্মত্ব অনুসন্ধান করিয়া অনাত্মা নিশ্চয় পূর্ব্বক যে পরমাত্মাতে

যত্র যত্র মনো যাতি ব্রহ্মণস্তত্র দর্শনাৎ।
মনসো ধারণঞ্চৈব ধারণা সা পরা মতা ॥ ১২২ ॥
ব্রহ্মৈবাস্মীতি সদ্‌বৃত্ত্যা নিরালম্বতয়া স্থিতিঃ।
ধ্যানশব্দেন বিখ্যাতা পরমানন্দদায়িনী ॥ ১২৩ ॥
নির্ব্বিকারতয়া বৃত্ত্যা ব্রহ্মাকারতয়া পুনঃ।
বৃত্তিবিস্মরণং সম্যক্ সমাধির্জ্ঞানসংজ্ঞকঃ ॥ ১২৪ ॥
ইমঞ্চাকৃত্রিমানন্দং তাবৎ সাধু সমভ্যসেৎ।
বশ্যো যাবৎ ক্ষণাৎ পুংসঃ প্রযুক্তঃ সন্ ভবেৎ স্বয়ম্ ॥ ১২৫ ॥
ততঃ সাধননির্মুক্তঃ সিদ্ধো ভবতি যোগিরাট্।
তৎস্বরূপং ন চৈতস্য বিষয়ো মনসো গিরাম্ ॥ ১২৬ ॥
সমাধৌ ক্রিয়মাণে তু বিঘ্নান্যায়ান্তি বৈ বলাৎ।
অনুসন্ধানরাহিত্যমালস্যং ভোগলালসম্ ॥ ১২৭ ॥
লয়স্তমশ্চ বিক্ষেপো রসাস্বাদশ্চ শূন্যতা।
এবং যদ্বিঘ্নবাহুল্যং ত্যাজ্যং ব্রহ্মবিদা শনৈঃ ॥ ১২৮ ॥

মনোনিমজ্জন, তাহাকেই প্রত্যাহার কহে। মুমুক্ষুরা এই প্রত্যাহার অভ্যাস করিবেন ॥ ১২১ ॥

মন যে যে বিষয়ে গমন করে, সেই সেই বিষয়ে ব্রহ্মস্বরূপ দর্শনপূর্ব্বক যে মনঃসংস্থাপন, তাহাকেই উৎকৃষ্ট ধারণা কহে ॥ ১২২ ॥

সকল বাধা অতিক্রম করিয়া দেহানুসন্ধান পরিত্যাগ পূর্ব্বক সকলই ব্রহ্মময়, এই জ্ঞান করিয়া যে ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান, তাহাকে আত্মধ্যান কহে। ইহা হইতে পরমানন্দলাভ হয় ॥ ১২৩ ॥

নির্ব্বিকারচিত্তে আপনাকে ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞান করিয়া যে সকল প্রকার প্রপঞ্চ ভাবপরিত্যাগ, তাহাকে সমাধি কহে ॥ ১২৪ ॥

যে পর্য্যন্ত না পূর্ব্বোক্তরূপ আনন্দ পুরুষের আয়ত্ত হয়, সে পর্য্যন্ত সাধুব্যক্তি কৃত্রিম আনন্দ (নিদিধ্যাসন) উত্তমরূপে অভ্যাস করিবেন। নিদিধ্যাসনাদি দ্বারা স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ হইলে, তখন আর নিদিধ্যাসনাদির প্রয়োজন থাকে না ॥ ১২৫ ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যোগাভ্যাস দ্বারা সিদ্ধিলাভ হইলে সকল প্রকার সাধনপরিত্যাগ হয় ; সেই ব্রহ্মের স্বরূপ যোগিরাজও বাক্য এবং মনের বিষয় নহে ॥ ১২৬ ॥

সমাধিসাধনকালে নানাপ্রকার বিঘ্ন বল পূর্ব্বক আসিয়া উপস্থিত হয়, যথা—অনুসন্ধানরাহিত্য, আলস্য, ভোগলালসা, নিদ্রা, কার্য্যাকার্য্যের অবিবেক, বিক্ষেপ

ভাববৃত্ত্যা হি ভাবত্বং শূন্যবৃত্ত্যা হি শূন্যতা।
ব্রহ্মবৃত্ত্যা হি ব্রহ্মত্বং তথা পূর্ণত্বমভ্যসেৎ ॥ ১২৯ ॥
যে হি বৃত্তিং জহাত্যেনাং ব্রহ্মাখ্যাং পাবনীং পরাম্।
তে তু বৃথৈব জীবন্তি পশুভিশ্চ সমা নরাঃ ॥ ১৩০ ॥
যে হি বৈ বিজানন্তি জ্ঞাত্বাপি বর্দ্ধয়ন্তি যে।
তে বৈ সৎপুরুষা ধন্যা বন্দ্যাস্তে ভুবনত্রয়ে ॥ ১৩১ ॥
যেষাং বৃত্তিঃ সমা বৃদ্ধা পরিপক্কা চ সা পুনঃ।
তে বৈ সদ্ব্রহ্মতাং প্রাপ্তা নেতরে শব্দবাদিনঃ ॥ ১৩২ ॥
কুশলা ব্রহ্মবার্ত্তায়াং বৃত্তিহীনাঃ সুরাগিণঃ।
তেঽপ্যজ্ঞানতয়া নূনং পুনরায়ান্তি যান্তি চ ॥ ১৩৩ ॥
নিমেষার্দ্ধং ন তিষ্ঠন্তি বৃত্তিং ব্রহ্মময়াং বিনা।
যথা তিষ্ঠন্তি ব্রহ্মাদ্যাঃ সনকাদ্যাঃ শুকাদয়ঃ ॥ ১৩৪ ॥

(বিষয়ানুরাগ), রসাস্বাদ (আমি ধন্য হইয়াছি বলিয়া আনন্দানুভব) ও শূন্যতা (চিত্তবৈকল্য) ইত্যাদি; ব্রহ্মবিদ্‌গণ এই সকল বিঘ্ননিবারণের নিমিত্ত সাবধান হইয়া সর্ব্বদা তৎপর থাকেন ॥ ১২৭-১২৮ ॥

যাহার চিত্তবৃত্তি ঘটাদি ভাবরূপে অনুরত হয়, তাহার মনে ভাবপদার্থই প্রকাশ পায়; যাহার মন শূন্যবৃত্তি অবলম্বন করে, যাহার চিত্ত শূন্যময় হয় এবং যাহার চিত্তবৃত্তি ব্রহ্মস্বরূপে অনুগত হয়, সে পূর্ণব্রহ্মত্ব লাভ করে; অতএব যাহা দ্বারা পূর্ণব্রহ্মত্বলাভ হইতে পারে, তাহা অভ্যাস করিবে। ১২৯ ॥

যাহারা পরমপবিত্র ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট এই ব্রহ্মবৃত্তিকে পরিত্যাগ করে, তাহারা বৃথা জীবন ধারণ করিতেছে, কারণ, সেই মনুষ্যগণ পশুতুল্য ॥ ১৩০ ॥

যাহারা ব্রহ্মবৃত্তি জানে এবং জানিয়া যাহারা সেই বৃত্তিকে বর্দ্ধিত করে, সেই সৎপুরুষেরাই ধন্য এবং তাহারা ত্রিভুবনে পূজনীয় ১৩১ ॥

যাহাদিগের ব্রহ্মবৃত্তি বর্দ্ধিত হইয়া পরিপক্কতা প্রাপ্ত হয়, তাহারা সৎস্বরূপ ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়া থাকে; যাহারা কেবল বাগাড়ম্বর করে, তাহাদিগের ব্রহ্মলাভ হয় না ॥ ১৩২ ॥

যাহারা ব্রহ্মবৃত্তিহীন হইয়া ব্রহ্মবিদ্যাবিচারে কৌশল প্রকাশ করে এবং ব্রহ্ম-বিষয়ে অনুরাগ প্রদর্শন করে, তাহারাও অজ্ঞান বশতঃ পুনঃ পুনঃ সংসারে গমনাগমন করিতে থাকে ॥ ১৩৩ ॥

যেমন ব্রহ্মাদি দেবগণ, সনকাদি মুনিগণ ও শুকাদি ব্রহ্মপরায়ণগণ সর্ব্বদা ব্রহ্ম-

কার্য্যে কারণতা জাতা কারণে নহি কার্য্যতা
কারণত্বং ততো গচ্ছেৎ কার্য্যাভাবে বিচারতঃ॥
অথ শুদ্ধং ভবেদ্বস্তু যদ্বৈ বাচামগোচরম্।
দ্রষ্টব্যং মৃদ্ঘটেনৈব দৃষ্টান্তেন পুনঃ পুনঃ॥ ১৩৬;
অনেনৈব প্রকারেণ বৃত্তির্ব্রহ্মাত্মিকা ভবেৎ।
উদেতি শুদ্ধচিত্তানাং বৃত্তিজ্ঞানং ততঃ পরম্॥১৩৭॥
কারণং ব্যতিরেকেণ পুমানাদৌ বিলোকয়েৎ।
অন্বয়েন পুনস্তদ্ধি কার্য্যং নিত্যং প্রপশ্যতি॥ ১৩৮॥
কার্য্যে হি কারণং পশ্যেৎ পশ্চাৎ কার্য্যং বিসর্জ্জয়েৎ;
কারণত্বং ততো গচ্ছেদবশিষ্টং ভবেন্মুনিঃ॥ ১৩৯॥
ভাবিতং তীব্রযোগেন যদ্বস্তু নিশ্চয়াত্মনা।
পুমাংস্তদ্ধি ভবেচ্ছীঘ্রং জ্ঞেয়ং ভ্রমরকীটবৎ॥ ১৪০॥

নিষ্ঠ ছিলেন, তদ্রূপ মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ ব্রহ্মময়ী বৃত্তি (ব্রহ্মানুসন্ধান) বিনা নিমেষার্দ্ধও যাপন করেন না॥ ১৩৪॥

কার্য্যে কারণতা থাকে, কিন্তু কারণে কার্য্যতা লক্ষিত হয় না, কার্য্যের ভাব কারণতা প্রাপ্ত হয়, এইরূপ বিচার করিয়া আকাশাদি কার্য্যসকল অনিত্য ও কেবল কারণস্বরূপ, ব্রহ্মই সত্য, এইরূপ জ্ঞান করিবে॥ ১৩৫॥

যেরূপ ঘটনাশ হইলে মৃত্তিকাই হইয়া থাকে, সেইরূপ কার্য্যকারণভাব-নিবৃত্তি হইলে শুদ্ধস্বরূপ বাক্য ও মনের অগোচর যে ব্রহ্মবস্তু, তাহাই পূর্ণভাবে স্থায়ী ও পরিস্ফুট হয়॥ ১৩৬॥

এই প্রকারে শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিদিগের বৃত্তিজ্ঞান হয়; অনন্তর ব্রহ্মাত্মিকা বৃত্তি হইয়া থাকে॥ ১৩৭॥

মুমুক্ষু ব্যক্তি প্রথমতঃ কারণ বিনা কার্য্যের উৎপত্তি হয় না, এইরূপ ব্যতিরে-কানুমান দ্বারা কারণের নিশ্চয় করিবে। কার্য্য দর্শন করিয়া, ইহা যখন কার্য্য, তখন অবশ্যই কোন কারণ থাকিবে, এইরূপ অন্বয়ানুমান দ্বারা সেই কারণকে অনবরত নির্ণয় করিবে॥ ১৩৮॥

প্রথমতঃ কার্য্যে কারণের নিশ্চয় করিয়া পরে কার্য্যকে পরিত্যাগ করিবে; কার্য্যবর্জ্জন হইলে কারণত্ব আপনিই যাইবে, এইরূপে কার্য্যকারণ বিসর্জ্জন হইলে মুনিগণ স্বয়ং চিন্ময়স্বরূপ হন॥ ১৩৯॥

নিশ্চয়াত্মা পুরুষেরা তীব্রভাবনা দ্বারা যে বস্তুকে চিন্তা করে, মনুষ্য শীঘ্র

অদৃশ্যং ভাবরূপঞ্চ সর্ব্বমেব চিদাত্মকম্।
সাবধানতয়া নিত্যং স্বাত্মানং ভাবয়েদ্বুধঃ ॥ ১৪১ ॥
দৃশ্যমদৃশ্যতাং নীত্বা ব্রহ্মাকারেণ চিন্তয়েৎ।
বিদ্বান্নিত্যসুখে তিষ্ঠেদ্ধিয়া চিদ্রসপূর্ণয়া ॥ ১৪২ ॥
এভিরঙ্গৈঃ সমাযুক্তো রাজযোগ উদাহৃতঃ।
কিঞ্চিৎ পক্ককষায়াণাং হঠযোগেন সংযুতঃ ॥ ১৪৩ ॥
পরিপক্কং মনো যেষাং কেবলোঽয়ঞ্চ সিদ্ধিদঃ।
গুরুদৈবতভক্তানাং সর্ব্বেষাং সুলভো ভবেৎ ॥ ১৪৪ ॥
ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতা অপরোক্ষানুভূতিঃ।

যোগতারাবলী।

বন্দে গুরূণাং চরণারবিন্দে, সন্দর্শিতস্বাত্মসুখাববোধে।
নিঃশ্রেয়সে মাঙ্গলিকায়মানে, সংসারহালাহলমোহশান্ত্যৈ ॥ ১ ॥

ভ্রমরকীটের (কাঁচপোকার) ন্যায় সেই বস্তু হইতে পারে। (এইরূপ লোকবাদ আছে যে, কাঁচপোকা কোন স্থান হইতে একটী আরস্থলাকে ধরিয়া আনে,তখন আরস্থলা সর্ব্বদা ভয়ে ভীত হইয়া কাঁচপোকার স্বরূপ চিন্তা করে, তাহাতে সে ক্রমশঃ কাঁচপোকাত্ব প্রাপ্ত হয়;) সামান্য লোকও সতত চিন্তাদ্বারা ব্রহ্ম হইতে পারে ॥ ১৪০ ॥

জ্ঞানী ব্যক্তিগণ সতত সাবধান হইয়া জগৎস্বরূপে চিন্ময় অদৃশ্য ভাবরূপ ব্রহ্মকে চিন্তা করিবে ॥ ১৪১ ॥

দৃশ্য বস্তুকে অদৃশ্যত্ব জ্ঞানপূর্ব্বক ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞান করিবে; তাহা হইলে জ্ঞানী ব্যক্তি চিন্ময় রসপূর্ণ বুদ্ধিতে নিত্যসুখে অবস্থান করিতে পারেন ॥ ১৪২ ॥

এই অঙ্গসমাযুক্ত যোগকে রাজযোগ কহে। যাহাদিগের বিষয়ানুরাগ নিবৃত্ত হইয়াছে, তাহাদিগের পক্ষে হঠযোগযুক্ত যোগই রাজযোগ ॥ ১৪৩ ॥

যাহাদিগের মন পরিপক্ক হইয়াছে, তাহাদিগের পক্ষে কেবল এই যোগই সিদ্ধিপ্রদ। যাহারা গুরু ও দেবতাভক্ত, তাহাদের সকলের পক্ষেই এই রাজযোগ অতিশয় সুলভ ॥ ১৪৪ ॥

যিনি আত্মিক সুখবোধের পন্থা প্রদর্শন করিয়া থাকেন, যাহা হইতে নির্ব্বাণ-

সদাশিবোক্তানি সপাদলক্ষ-লয়াবধানানি বসন্তি লোকে।
নাদানুসন্ধানসমাধিমেকং মন্যামহে অন্যতমং লয়ানাম্॥ ২॥
সরেচপূরৈরনিলস্থ কুম্ভে সর্ব্বাসু নাড়ীষু বিশোধিতাসু।
অনাহতাদম্বুরুহাদুদেতি, স্বাত্মাবগম্যঃ স্বয়মেব বোধঃ॥ ৩॥
নাদানুসন্ধান নমোঽস্তু ভুভ্যং ত্বাং মন্মহে তত্ত্বপদং লয়ানাম্।
ভবৎপ্রসাদাৎ পবনেন সাকং বিলীয়তে বিষ্ণুপদে মনো মে॥ ৪
জালন্ধরোড্ডয়নমূলবন্ধান্, জল্পন্তি কণ্ঠোদরপায়ুমূলে।
বন্ধত্রয়েঽস্মিন্ পরিচীয়মানে, বন্ধঃ কুতো দারুণকালপাশৈঃ॥ ৫
উড্ডীনজালন্ধরমূলবন্ধৈরুন্নিদ্রিতায়ামুরগাঙ্গনায়াম্।
প্রত্যঙ্মুখত্বাৎ প্রবিশন্ সুষুম্নাং গমাগমৌ মুঞ্চতি গন্ধবাহঃ॥ ৬॥
উত্থাপিতাধারহুতাশনোল্কৈরাকুঞ্চনৈঃ শশ্বদপানবায়ৌ।
সংপ্রাপিতে চন্দ্রমসঃ স্রবন্তীং পীযূষধারাং পিবতীহ ধন্যঃ॥ ৭॥

মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়, যিনি মঙ্গল বিতরণ করেন, আমি সংসাররূপ হলাহলজনিত মোহশান্তির নিমিত্ত সেই গুরুদেবের চরণারবিন্দ বন্দনা করি॥ ১॥

সংসারে সাদাশিবোক্ত সপাদলক্ষ লয়াবধান বিদ্যমান আছে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে নাদানুসন্ধান সহিত সমাধিই অন্যতম ও শ্রেষ্ঠ॥ ২॥

যাহা হউক, বায়ুর পূরক কুম্ভক ও রেচক দ্বারা নাড়ীসমূহ বিশোধিত হইলে পর অনাহতপদ্ম হইতে আত্মপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়॥৩॥

হে নাদানুসন্ধান! আমি তোমাকে নমস্কার করি, আমি জানি, লয়সমূহের মধ্যে তোমাকেই তত্ত্বপদ কহে; অন্য কথা কি,তোমার অনুকম্পা ঘটিলে আমার অন্তঃকরণ প্রাণপবনের সহিত বিষ্ণুপদে উপনীত হইতে পারে॥ ৪॥

যোগিগণ কহিয়া থাকেন যে, কণ্ঠ উদর এবং পায়ুমূলে জালন্ধর, উড্ডীয়ান ও মূলবন্ধ বিদ্যমান আছে। যদি পূর্ব্বোক্ত বন্ধত্রয় বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তাহা হইলে নিদারুণ কালপাশবন্ধনের সম্ভাবনা আর কোথায়? ৫॥

উড্ডীন, জালন্ধর ও মূলবন্ধাদি শক্তি দ্বারা উরগাঙ্গনা অর্থাৎ সর্পাকৃতি কুলকুণ্ডলিনী শক্তি নিদ্রোত্থিত হইয়া জাগরিত হইলে বায়ু অধোমুখে সুষুম্নাপথে প্রবিষ্ট হইয়া গমনাগমন পরিত্যাগ করিয়া থাকে॥ ৬॥

যে ব্যক্তি আধারপদ্ম হইতে উত্থাপিত হুতাশনশিখার আকুঞ্চন দ্বারা নিরন্তর অপান বায়ুকে ইড়ামার্গে সঞ্চালিত করিতে পারে, সে ব্যক্তি ধন্য এবং সে সুধাকর হইতে নিঃসৃত পীযূষধারা পান করিয়া পরিতৃপ্ত হয় সন্দেহ নাই॥ ৭॥

বন্ধত্রয়াভ্যাসবিপাকজাতাং, বিবর্জ্জিতাং রেচকপূরকাভ্যাম্।
বিশোধয়ন্তীং বিষয়প্রবাহাং, বিদ্যাং ভজে কেবলকুম্ভরূপাম্॥ ৮॥
অনাহতে চেতসি সাবধানৈরভ্যাসশূরৈরনুভূয়মানা।
সংস্তম্ভিতশ্বাসমনঃপ্রচারা, সা জৃম্ভতে কেবলকুম্ভকশ্রীঃ॥ ৯॥
সহস্রশঃ সন্তি হঠেষু কুম্ভাঃ, সম্ভাব্যতে কেবলকুম্ভ এব।
কুম্ভোত্তমে যত্র তু রেচপূরৈঃ, প্রাণস্য ন প্রাকৃতবৈকৃতাখ্যেঃ॥ ১০॥
ত্রিকূটনাম্নি তিমিরেঽন্তরে খে, স্তম্ভং গতে কেবলকুম্ভ এব।
প্রাণানিলো ভানুশশাঙ্কনাড্যৌ, বিহায় সদ্যো বিলয়ং প্রয়াতি॥ ১১॥
প্রত্যাহৃতঃ কেবলকুম্ভকেন, প্রভুক্তকুণ্ডল্যুপভুক্তশেষঃ।
প্রাণঃ প্রতীচীনপথেষু মন্দং,বিলীয়তে বিষ্ণুপদে মনো মে॥ ১২॥
নিরঙ্কুশানাং শ্বসনোদ্গমানাং, নিরোধনৈঃ কেবলকুম্ভকাখ্যেঃ।
উদেতি সর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তিশূন্যো, মরুল্লয়ঃ কোঽপি মহামতীনাম্॥ ১৩॥

যখন পূর্ব্বোক্ত বন্ধত্রয় অভ্যাসদ্বারা বিপাক প্রাপ্ত হয়, যখন রেচক-পূরক-বর্জ্জিত হইয়া বিষয়প্রবাহের বিরোধন ঘটে,তখনই কুম্ভকরূপিণী বিদ্যা আবির্ভূত হয়, আমি তাহাকে ভজনা করি॥ ৮॥

তাহা হইলে তৎকালে অনাহত চিত্তে অবধানবিশিষ্ট,অভ্যাস-শান্তি অনুভূত হইয়া কুম্ভকশ্রী প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং মনের গতি ও শ্বাসাদি ক্রিয়া সংস্তম্ভিত হইয়া যায়॥ ৯॥

হঠযোগে সহস্র সহস্র প্রকার কুম্ভকের ক্রিয়া আছে, কিন্তু তন্মধ্যে বিশুদ্ধ কুম্ভকের প্রশস্ত ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক, এরূপ হইলেও উত্তম কুম্ভকক্রিয়ায় প্রাণের প্রাকৃত ও বিকৃতাখ্য রেচক ও পূরকের সম্ভাবনা নাই॥ ১০॥

উপরি-উক্ত প্রাণবায়ু কুম্ভকদ্বারা ত্রিকূট নামক তিমিরে স্তম্ভিত হইলে কেবল-কুম্ভকই বর্ত্তমান থাকে, তখন প্রাণবায়ু চন্দ্র-সূর্য্য নাড়ী অর্থাৎ ইড়া পিঙ্গলা পরিত্যাগ করিয়া সদ্য লয় প্রাপ্ত হয়॥ ১১॥

কুণ্ডলিনীর উপভোগান্তে যাহা অবশিষ্ট থাকে, সেই প্রাণবায়ু কুম্ভকদ্বারা প্রত্যাহৃত হইয়া ক্রমে ক্রমে অধঃপথে বিলীন হয়,তখন আমার (যোগীর) মনও বিষ্ণুপদে লীন হইয়া থাকে॥ ১২॥

যাঁহারা মহাবুদ্ধিসম্পন্ন, তাঁহাদের বিশুদ্ধ কুম্ভকদ্বারা নিরঙ্কুশরূপে উদ্গত বায়ু নিরোধ করিলে পর সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিশূন্য পবন-বিলয় ঘটিয়া থাকে॥ ১৩॥

ন দৃষ্টিলক্ষ্যাণি ন চিত্তবন্ধো, ন দেশকালৌ নচ বায়ুরোধঃ।
ন ধারণাধ্যানপরিশ্রমো বা, সমেধমানে সতি রাজযোগে॥ ১৪॥
অশেষদৃশ্যোর্জ্জিতদৃগ্‌জয়ানামবস্থিতানামিহ রাজযোগে।
ন জাগরো নাস্তি সুষুপ্তিভাবো ন জীবিতং নো মরণং ন চিত্তম্॥ ১৫
অহংমমত্বাদি বিহায় সর্ব্বং শ্রীরাজযোগে স্থিরমানসানাম্।
ন দৃষ্টতা নাস্তি চ দৃশ্যভাবঃ, সা জৃম্ভতে কেবলসংবিদেব॥ ১৬॥
নেত্রে যথোন্মেষনিমেষশূন্যে, বায়ুর্যথা বর্জ্জিতরেচপূরঃ।
মনশ্চ সংকল্পবিকল্পশূন্যং মনোন্মনী সা ময়ি সন্নিধত্তাম্॥ ১৭॥
চিত্তেন্দ্রিয়াণাং চিরনিগ্রহেণ, শ্বাসপ্রবাহে শমিতে সমস্তে।
নিবাতদীপৈরিব নিশ্চলাঙ্গৈর্ম্মনোন্মনী সা ময়ি সন্নিধত্তাম্॥ ১৮॥

যদি রাজযোগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে স্থিরদৃষ্টির প্রয়োজন নাই, চিত্তবন্ধের আবশ্যকতা নাই, দেশকালাদিরও আবশ্যকতা নাই। অন্যান্য কথা কি, তথন ধ্যানধারণাদির নিমিত্ত পরিশ্রম করিতেও হয় না॥ ১৪॥

যিনি অশেষ দৃশ্য জয় করিয়াছেন, যিনি রাজযোগে স্থির-চিত্ত হইয়াছেন, তাঁহার জাগ্রৎ, সুষুপ্তিভাব, জীবিত বা মৃত্যুদশা অথবা চিত্তের অধিকার থাকে না॥ ১৫॥

রাজযোগে যাঁহাদের মন স্থির দাঁড়াইয়াছে, তাঁহাদের "আমি তুমি" প্রভৃতি মায়ার অধিকার থাকে না। অধিক কি বলিব, তাঁহাদের দৃষ্ট বা দৃশ্যভাব থাকে না, কেবল একমাত্র সংবিদ্‌শুদ্ধজ্ঞানই বিজৃম্ভিত হইয়া থাকে॥ ১৬॥

যাহার প্রভাবে চক্ষুর্দ্বয় উন্মেষ ও নিমেষশূন্য হয়, যাহার প্রাপ্তিতে বায়ুর রেচক ও পূরক-কার্য্য নিরস্ত হইয়া যায়, যাহার আবির্ভাবে মনের সংকল্প ও বিকল্পভাব তিরোহিত হয়, মনের উন্মননকারিণী সেই সংবিৎশক্তি আমাতে প্রতিভাত হউক॥ ১৭॥

যাহার শক্তিতে চিত্তের ও সমুদয় ইন্দ্রিয়াদির চিরনিগ্রহ ঘটে, যাহার শক্তিতে শ্বাসক্রিয়াদি সমস্তই উপশমিত হয়; যাহার দ্বারা নিবাত-দীপাবলীর ন্যায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমস্ত নিশ্চলভাব ধারণ করে, সেই মনমথনকারিণী শক্তি আমাতে প্রতিফলিত হউক্॥ ১৮॥

উন্মন্যবস্থাধিগমায় বিদ্বন্ পায়মেকং তব নির্দ্দিশামি।
পশ্যন্নুদাসীনদৃশা প্রপঞ্চং, সংকল্পমুন্মূলয় সাবধানঃ॥ ১৯॥
প্রসহ্য সংকল্পপরম্পরাণাং, সংচ্ছেদনে সন্ততসাবধানঃ।
আলম্বনাদাবপচীয়মানে, শনৈঃ শনৈঃ শান্তিমুপৈতি চেতঃ॥ ২০॥
নিশ্বাসলোপৈর্বিধৃতৈঃ শরীরৈনেত্রাঞ্জনৈর্বদ্ধনিমীলিতৈশ্চ।
আবির্ভবন্তীহ মনস্কমুদ্রামালোকয়ামো মুনিপুঙ্গবানাম্॥ ২১॥
অমী হি চেন্দ্রা সহজা মনস্কা দেহে মমত্বং শিথিলায়মানে।
মনোগতিং মারুতবৃত্তিশূন্যং, গচ্ছন্ত্যগম্যাং গমনাবশেষাম্॥ ২২॥
নিবর্ত্তয়ন্তীং নিভৃতেন্দ্রিয়াণাং, প্রবর্ত্তয়ন্তীং পরমাত্মযোগম্।
সংবিন্ময়ীং তাং সহজামবস্থাং, কদা গমিষ্যামি গতান্যভাগঃ॥ ২৩॥
প্রত্যাগ্বিমর্শাতিশয়েন পুংসাং, প্রাচীনসঙ্গেষু পলায়িতেষু।
প্রাদুর্ভবৎ ক্বাপি ন জাড্যনিদ্রা, প্রপঞ্চ একো বিলয়ং প্রয়াতি॥ ২৪॥

হে বিদ্বন্! আমি তোমার নিকটে উন্মনী-অবস্থা-প্রাপ্তির একটী উপায় নির্দ্দেশ করিতেছি, তুমি জ্ঞানদৃষ্টি-সংযোগে মায়া-প্রপঞ্চ সন্দর্শন করিয়া উদাসীন-ভাবে সাবধানে মনের বাসনা-সকল নির্ম্মূল কর॥ ১৯॥

যদি সংকল্প-পরম্পরা বলপূর্ব্বক বিনষ্ট করিতে সর্ব্বদা সাবধান হও, তাহা হইলে আলম্বনাদির হ্রাস হইলে ক্রমে ক্রমে মন শান্তভাব ধারণ করে॥ ২০॥

এই শরীরের নিশ্বাস-প্রশ্বাসাদি ক্রিয়া নিরস্ত হইলে নেত্রযুগল বদ্ধ ও নিমীলিত হইয়া থকে, সুতরাং অনায়াসে মনস্কমুদ্রার আবির্ভাব ঘটে, আমি মুনিপুঙ্গব-দিগের সেই মুদ্রা দর্শন করিতে ইচ্ছা করি॥ ২১॥

আমার দেহের মমতা শিথিল হইয়া পড়িলে এই সহজাত মন ও ইন্দ্রিয়াদি ব্যাবৃত্তিশূন্য গতি অর্থাৎ নিশ্চলাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সুতরাং অগম্য-গমনের চরমসীমারূপ সংবিৎ প্রাপ্ত হওয়া যায়॥ ২২॥

আমি কবে অবিভক্তভাবে নিভৃত ইন্দ্রিয়-সমূহের নিবর্ত্তক ও সেই পরমাত্ম-যোগের প্রবর্ত্তক সংবিৎশক্তিময় সহজ ভাব প্রাপ্ত হইব? ২৩॥

বিশেষ করিয়া দেখিলে ইন্দ্রিয়াদির কার্য্যরূপ রসগন্ধাদি পলায়ন করিলে জাগ্রতনিদ্রাদি যাহা পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত ছিল, তাহাদের কিছুই থাকে না, সুতরাং একমাত্র সেই প্রপঞ্চ বিলীন হইয়া থাকে॥ ২৪॥

বিচ্ছিন্নসংকল্পবিকল্পমূলে, নিঃশেষনির্ম্মূলিতকর্ম্মজালে।
নিরন্তরাভ্যাসিনি নিত্যভদ্রে, বিরাজতে যোগিনি যোগনিদ্রা ॥ ২৫ ॥
বিশ্রান্তিমাসাদ্য তুরীয়তত্ত্বে, বিশ্বাদ্যবস্থা-ত্রিতয়োপরিস্থে।
সংবিন্ময়ীং কামপি সর্ব্বকালাং, নিদ্রাং ভজ নির্ব্বিশ নির্ব্বিকল্পাম্ ॥ ২৬ ॥
প্রকাশমানে পরমাত্মভানৌ, নশ্যত্যবিদ্যাতিমিরে সমস্তে।
অহো বুধা নির্ম্মলদৃষ্টয়োঽপি, কিঞ্চিন্ন পশ্যন্তি জগৎ সমগ্রম্ ॥ ২৭ ॥
সিদ্ধিং তথাবিধমনোবিলয়াং সমর্থাং, শ্রীশৈলশৃঙ্গকুহরেষু কদোপলপ্স্যে।
গাত্রে যথামরলতাঃ পরিবেষ্টয়ন্তি, কর্ণে যথা বিরচন্তি খগাশ্চ নীড়ম্ ॥২৮॥
ব্রহ্মরন্ধ্রগতে বায়ৌ গিরেঃ প্রস্রবণং ভবেৎ।
শৃণোতি শ্রবণাতীতং নাদং মুক্তির্ন সংশয়ঃ ॥ ২৯ ॥
ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতা যোগতারাবলী ॥

যখন সংকল্প ও বিকল্পাদি ছিন্ন হইয়া যায়, তখন কর্ম্মজাল নিঃশেষরূপে নির্ম্মূল হয়; যখন নিরন্তর অভ্যাস জন্য মায়া ও বাসনা নিরস্ত হয়, তখনই নিত্যমঙ্গলদায়ক যোগিজনের যোগনিদ্রা বিজৃম্ভিত হইয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

যখন অবস্থা-ত্রিতয়োপরি বিশ্বাদির অবস্থা প্রকাশিত হয়, যখন বিশ্রান্তি-প্রাপ্ত হইয়া যোগী তুরীয়বস্তু অনুভব করে, তখনই সর্ব্বকালব্যাপিনী সংবিৎস্বরূপিণী নিদ্রা প্রকাশ পাইয়া থাকে; অতএব তুমি নির্ব্বিষয়ীভূত ও নির্ব্বিকল্প সেই নিদ্রার সেবা কর ॥ ২৬ ॥

পরমাত্মস্বরূপ সূর্য্যের উদয় ঘটিলে অন্ধকাররূপ সমস্ত অবিদ্যা দূরীভূত হইয়া থাকে, অহো! নির্ম্মলদৃষ্টি পণ্ডিতেরা এই কারণে নিখিল জগৎ দেখিতে পান না ॥ ২৭ ॥

হায়! কবে আমি মনকে লয় করিতে সমর্থ হইব? কোন্ দিনে আমার শ্রীশৈললাভ ঘটিবে? অমরলতা যেরূপ দেবগিরিকে পরিবেষ্ট করে, এবং তাহাতে যেরূপ পক্ষিগণ কুলায় নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে, আমারও কবে সেইরূপ অবস্থা ঘটিবে? ২৮ ॥

বায়ু ব্রহ্মরন্ধ্রগত হইলে গিরির প্রস্রবণের প্রাদুর্ভাব ঘটে, তখন যোগী শ্রবণাতীত মনোহর শব্দ শ্রবণ করে, সুতরাং নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ করিয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

যোগতারাবলী সমাপ্ত।

কেবলোঽহম্।

বিশোক আনন্দময়ে বিপশ্চিৎ স্বয়ং কুতশ্চিন্ন বিভেতি কশ্চিৎ।
নান্যোঽস্তি পন্থা ভববন্ধমুক্ত্যৈ, বিনা স্বতত্ত্বাবগমং মুমুক্ষম্॥ ১॥

নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মমন্তর্ব্বহিঃশূন্যমনন্যমাত্মনঃ।
বিজ্ঞায় সম্যক্ নিজতত্ত্বমেতৎ, পুমান্ বিপাপ্মা বিরজো বিমৃত্যুঃ॥ ২

ব্রহ্মাভিন্নত্ববিজ্ঞানং ভবমোক্ষস্য কারণম্।
যেনাদ্বিতীয়মানন্দং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে বুধৈঃ॥ ৩॥

ব্রহ্মভূতস্তু সংসৃত্যৈ বিদ্বান্নাবর্ত্ততে পুনঃ।
বিজ্ঞাতব্যমতঃ সম্যগ্ ব্রহ্মাভিন্নত্বমাত্মনঃ॥ ৪॥

যদিদং সকলং বিশ্বং নানারূপং প্রতীতমজ্ঞানাৎ।
তৎ সর্ব্বং ব্রহ্মৈকং প্রত্যক্ষ্যাশেষভাবনাদোষম্॥ ৫॥

মৃৎকার্য্যভূতোঽপি মৃদো ন ভিন্নঃ, কুম্ভোঽস্তি সর্ব্বত্র তু মৃৎস্বরূপাৎ।
ন কুম্ভরূপং পৃথগস্তি কুম্ভঃ, কুতো মৃষা কল্পিতনামমাত্রঃ॥ ৬॥

যিনি আত্মযোগসাধনা করিয়াছেন, তিনিই শোকতাপরহিত ও পরমানন্দিত এবং সর্ব্বদা জয়যুক্ত ও নির্ভীক হইয়াছেন অর্থাৎ রিপুবর্গের ভীষণ সংগ্রামে তিনি বিজয়ী বীর ও দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপশালী, দণ্ডধর যমের সম্মুখেও তিনি ভয়শূন্য। আত্মোপলব্ধি ব্যতীত ভয়ঙ্কর, ভববন্ধনমোচনের আর কোন উপায়ই নাই। আত্মজ্ঞান অতীব সূক্ষ্ম প্রক্রিয়াসাধ্য ব্যাপার॥ ১॥

নিত্য বিদ্যমান, সর্ব্বগত, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, অন্তর্ব্বাহ্য আত্মার ভাবতত্ত্ব বিদিত হইয়া মানব অপাপ, অশোক ও অমর হইয়া থাকে॥ ২॥

ব্রহ্ম ও আত্মা উভয়ে অভিন্নবুদ্ধিই সংসারমুক্তির উপায়। তদ্দ্বারাই অতুল আনন্দলাভ হইয়া থাকে এবং ইহার দ্বারাই জীব ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্ত হয়॥ ৩॥

যে বিদ্বান্ পুরুষ ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাকে আর সংসারে পুনরাবর্ত্তন করিতে হয় না; অতএব পণ্ডিতগণ সর্ব্বদা ব্রহ্মনিষ্ঠ বিবেকবুদ্ধিবিচার দ্বারা ব্রহ্ম ও আত্মার অভিন্নত্ব বিজ্ঞাত হইবেন॥ ৪॥

এই নানারূপ প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎ অজ্ঞানতা বশতঃ সত্যবৎ প্রতিভাত হইয়া থাকে, তৎসমস্তই এক ব্রহ্মমাত্র; নানাত্ব চিন্তা করা কখনই উচিত নহে॥ ৫॥

মৃত্তিকা হইতে যে সকল দ্রব্য গঠিত হয়, তাহা মৃত্তিকা ভিন্ন অন্য কিছুই

কেনাপি মৃদ্ভিন্নতয়া স্বরূপং, ঘটস্য সন্দর্শয়িতুং ন শক্যতে।
অতো ঘটঃ কল্পিত এব মোহান্মৃদেব সত্যং পরমার্থভূতম্ ॥ ৭ ॥
সদ্ব্রহ্ম কার্য্যং সকলং সদেব, তন্মাত্রমেতন্ন ততোঽন্যদস্তি।
অস্তীতি যো বক্তি ন তস্য মোহো, বিনির্গতো নিদ্রিতবৎ প্রজল্পঃ ॥ ৮ ॥

ইতি কেবলোঽহম্ ॥

সাধন-পঞ্চক।

বেদো নিত্যমধীয়তাং, তদুদিতং কর্ম্ম স্বনুষ্ঠীয়তাম্,
তেনেশস্য বিধীয়তামপচিতিঃ, কামে নতিস্ত্যজ্যতাম্।
পাপৌঘঃ পরিধূয়তাং ভবসুখে দোষোঽনুসন্ধীয়তা-
মাত্মেচ্ছা ব্যবসীয়তাং, নিজগৃহাত্তূর্ণং বিনির্গম্যতাম্ ॥ ১ ॥

নহে। কুম্ভ মৃত্তিকা হইতে কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নহে, "কুম্ভ' এই নাম একটী কাল্পনিক শব্দমাত্র ॥ ৬ ॥

জগতে কোন ব্যক্তিই মৃত্তিকা হইতে ঘটের স্বতন্ত্রতা প্রদর্শন করিতে পারে না। "ঘট' ইত্যাকার নামের আরোপ মোহ বশতঃ কল্পনা ভিন্ন আর কিছুই নহে ॥ ৭ ॥

ব্রহ্ম সৎ, সুতরাং তাঁহা হইতে উৎপন্ন সমস্তই সৎ; কেন না, ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য পদার্থের আদৌ অস্তিত্ব নাই। ইহা যে ব্যক্তি স্বীকার না করে, তাহার বুদ্ধি ভ্রমজালজড়িত নিদ্রিত ব্যক্তির স্বপ্নাবেশে কথোপকথনের ন্যায়, তাহার কথা কল্পনামাত্র বলিতে হইবে ॥ ৮ ॥

ইতি কেবলোঽহং সমাপ্ত।

নিত্য বেদাধ্যয়ন কর, বেদবিহিত কর্ম্মসকল সুচারুরূপে অনুষ্ঠান কর, তত্ত্বাবতের দ্বারা ত্বদীয় আত্মাতে পরমেশ্বরের তত্ত্বানুভব কর, বিষয়বাসনা পরিত্যাগ কর, কলুষরাশি বিধৌত করিয়া দেও; সংসারসুখের অনিত্যাদিদোষের অনুসন্ধান কর, আত্মজ্ঞানের পরিচার্য্যা কর এবং শীঘ্রই নিজ গৃহ হইতে বিনির্গত হও অর্থাৎ নিজ দেহরূপ গৃহ হইতে আত্মাকে শীঘ্র স্বতন্ত্রভাবে দর্শন কর ॥ ১ ॥

সঙ্গঃ সৎস্থ বিধীয়তাং, ভগবতো ভক্তির্দৃঢ়া ধীয়তাম্,
শান্ত্যাদিঃ পরিচীয়তাং, দৃঢ়তরং কর্ম্মাশু সন্ত্যজ্যতাম্।
সদ্বিদ্বো হ্যুপসর্প্যতাং তৎপাদুকা সেব্যতাম্,
ব্রহ্মৈকাক্ষরর্থ্যতাং শ্রুতিশিরোবাক্যং সমাকর্ণ্যতাম্॥ ২॥
বাক্যার্থশ্চ বিচার্য্যতাং, শ্রুতিশিরঃপক্ষাঃ সমাশ্রীয়তাম্,
দুস্তর্কাৎ সুবিরম্যতাং, শ্রুতিমতস্তর্কোঽনুসন্ধীয়তাম্
ব্রহ্মৈবাস্মি বিভাব্যতামহরহর্গর্ব্বঃ পরিত্যজ্যতাম্,
দেহেঽহম্মতিরুৎসৃজ্যতাং, বুধজনৈর্বাদঃ পরিত্যজ্যতাম্॥ ৩॥
ক্ষুদ্ব্যাধিশ্চ চিকিৎস্যতাং, প্রতিদিনং ভিক্ষৌষধং ভুজ্যতাম্,
স্বাদ্বন্নং ন তু যাচ্যতাং বিধিবশাৎ প্রাপ্তেন সন্তুষ্যতাম্।
শীতোষ্ণাদি বিসহ্যতাং, ন তু বৃথাবাক্যং সমুচ্চার্য্যতাম্,
ঔদাসীন্যমভীপ্স্যতাং, জনকৃপানৈষ্ঠুর্য্যমুৎসৃজ্যতাম্॥ ৪॥
একান্তে সুখমাস্যতাং, পরতরে চেতঃ সমাধীয়তাম্।
পূর্ণাত্মা সুসমীক্ষ্যতাং, জগদিদং তদ্বাধিতং দৃশ্যতাম্।

সাধুদিগের সহিত সহবাস কর, ভগবানের প্রতি অচলা ভক্তির সংযোগ কর; শান্তি, তিতিক্ষা, ধৃতি, উপরতি প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে যত্নবান্ হও; সংসারপাশরূপ সকাম কর্ম্মসকলকে আশু বিসর্জ্জন দেও; সদ্বিদ্যাবান্ পুরুষের উপাসনা কর, প্রত্যহ তৎপাদুকার পরিসেবন কর, একাক্ষর পরব্রহ্ম (ওঁ) প্রাপ্তির প্রার্থনা কর এবং বেদান্তবাক্যের অর্থ গ্রহণ কর॥ ২॥

অনন্তর পরিজ্ঞাত অর্থসকল দার্শনিক উপপত্তির দ্বারা বিচার কর, বেদান্ত-প্রতিপাদিত পদার্থের পক্ষাবলম্বন কর, কুতর্ক হইতে বিরত হও, দেবানুকূল তর্কের তত্ত্বানুসন্ধান কর, "আমিই ব্রহ্ম" এইরূপ অভেদবুদ্ধির দ্বারা প্রতিনিয়ত ব্রহ্মাত্মচিন্তন কর, গর্ব্ব পরিত্যাগ কর, দেহে আত্মবুদ্ধি ত্যাগ কর, এবং পণ্ডিত মহাত্মগণের সহিত বাগ্বিবাদবুদ্ধি বর্জ্জন কর॥ ৩॥

ক্ষুধারূপ ব্যাধির চিকিৎসা কর, প্রত্যহ ভিক্ষারূপ ঔষধ সেবন কর, সুস্বাদু অন্নের প্রার্থনা কর, দৈবলব্ধ বস্তু পাইয়া সন্তোষ প্রকাশ কর, শীত গ্রীষ্ম সুখ দুঃখ প্রভৃতি অভেদে অনুদ্বিগ্ন-চিত্তে সহ্য করিতে শিক্ষা কর। বৃথা বাক্যকথন পরিত্যাগ কর, সাংসারিক তাবদ্বিষয়েই ঔদাসীন্য বাসনা কর এবং লোকের প্রতি সকরুণ ও কঠোর এই উভয় ভাবই পরিহার কর॥ ৪॥

নির্জ্জন প্রদেশে সুখে বাস কর, পরব্রহ্মে চিত্তের সমাধান কর, পূর্ণাত্মার সূক্ষ্ম

প্রাক্‌কর্ম্ম প্রবিলোপ্যতাং, চিতিবলান্নাপুত্তরে শ্লিষ্যতাম্,
প্রারব্ধস্ত্বিহ ভুজ্যতামথ, পরব্রহ্মাত্মনা স্থীয়তাম্॥ ৫॥
যঃ শ্লোকপঞ্চকমিদং পঠতে মনুষ্যঃ, সঞ্চিন্তয়ত্যনুদিনং স্থিরতামুপেত্য।
তস্যাশু সংসৃতিদবানলতীব্রঘোরতাপঃ প্রশান্তমুপযাতি চিতিপ্রসাদাৎ॥৬॥
ইতি শঙ্করাচার্য্যবিরচিতসাধন-পঞ্চকম্॥

সারতত্ত্বোপদেশ

গুরুর্ব্রহ্মা স্বয়ং সাক্ষাৎ সেব্যো বন্দ্যো মুমুক্ষুভিঃ।
নোদ্বেজনীয় এবায়ং কৃতজ্ঞেন বিবেকিনা॥ ১॥
যাবদায়ুস্ত্রয়ো বন্দ্যো বেদান্তো গুরুরীশ্বরঃ।
মনসা কর্ম্মণা বাচা শ্রুতিরেবৈব নিশ্চয়ঃ॥ ২॥

বিচারণা কর, তিনি জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছেন, এইভাবে জগৎকে দর্শন কর, জ্ঞানবলে সঞ্চিত অদৃষ্ট বিনষ্ট কর, ভবিষ্যতে অদৃষ্টসঞ্চয়ে অংসশ্লিষ্ট থাকিতে চেষ্টা কর, অবিচলিতচিত্তে আপনার প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলভোগ কর এবং পরব্রহ্মের স্বরূপে অবস্থিতি কর॥ ৫॥

যিনি প্রতিদিন এই শ্লোকপঞ্চক পাঠ এবং সর্ব্বদা স্থিরচিত্তে ইহার অর্থচিন্তন করেন, আত্মতত্ত্বজ্ঞানপ্রসাদে শীঘ্রই তাঁহার সংসাররূপ দাবানলের তীব্রতাপ প্রশমিত হইয়া যায়॥ ৬॥

ইতি সাধনপঞ্চক সমাপ্ত।

গুরু সাক্ষাৎ স্বয়ং ব্রহ্মা, মোক্ষাভিলাষিগণের সেবনীয় ও বন্দনীয়, কৃতজ্ঞ বিবেকী (আত্মতত্ত্বানুসন্ধায়ী) জন তাঁহার উদ্বেগ জন্মাইবে না॥ ১॥

যাবৎ আয়ু বিদ্যমান থাকিবে, তাবৎ বেদান্ত, গুরু ও ঈশ্বর এই তিন বন্দনীয় জানিবে। কর্ম্ম দ্বারা মনোবাক্যেতে তাবৎ বন্দনা করিবে, শ্রুতির এই নিশ্চিত মত॥ ২॥

ভাবাঽদ্বৈতং সদা কুর্য্যাৎ ক্রিয়াঽদ্বৈতং ন কর্হিচিৎ।
অদ্বৈতং ত্রিষু লোকেষু নাদ্বৈতং গুরুণা সহ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতঃ সারতত্ত্বোপদেশঃ ॥

আত্মজ্ঞানকথন।

আত্মজ্ঞানং প্রবক্ষ্যামি শৃণু নারদ তত্ত্বতঃ।
অদ্বৈতং সাংখ্যমিত্যাহুর্যোগস্তত্রৈকচিত্ততা ॥ ২ ॥
অদ্বৈতযোগসম্পন্নাস্তে মুচ্যন্তেতিবন্ধনাৎ।
অতীতারব্ধমাগামি কর্ম্ম নশ্যতি বোধতঃ ॥ ৩ ॥
সদ্বিচারকুঠারেণ ছিন্নসংসারপাদপঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যতীর্থেন লভতে বৈষ্ণবং পদম্ ॥ ৪ ॥

সর্ব্বদা অদ্বৈতভাব অবলম্বন করিবে, ক্রিয়াসম্বন্ধে অদ্বৈতভাব থাকিবে না, তিন লোকেতে অদ্বৈতভাব করিবে, কিন্তু গুরুর সহিত শিষ্য অদ্বৈতভাব করিবে না ॥ ৩ ॥

ইতি সারতত্ত্বোপদেশ সমাপ্ত।

ভগবান্ কহিলেন, নারদ! অনন্তর আত্মজ্ঞান বলিতেছি, শ্রবণ কর। অদ্বৈতজ্ঞানকে সাংখ্যযোগ বলা যায়। বাস্তবিক পরমাত্মাতে যে একাগ্রচিত্ততা, তাহাকেই যোগ বলা যায় ॥ ১-২ ॥

যাহারা অদ্বৈতজ্ঞানসম্পন্ন, তাহারা ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে, আর পরমাত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইলে অতীত আরব্ধ ও ভবিষ্যৎ কর্ম্মসকল নষ্ট হইয়া যায় ॥ ৩ ॥

জ্ঞানী ব্যক্তি সদ্বিচাররূপ কুঠার দ্বারা সংসারপাদপকে ছেদন করিয়া জ্ঞান, [বৈ]রাগ্য ও তীর্থ দ্বারা বৈষ্ণবপদ লাভ করিতে পারে ॥ ৪ ॥

জাগ্রৎস্বপ্নপ্রসুপ্তঞ্চ মায়া ত্রিপুরমুচ্যতে।
অত্রৈবান্তর্গতং সর্ব্বং শাশ্বতেনাদ্বয়ে পদে ॥ ৫ ॥
নামরূপক্রিয়াহীনং সর্ব্বং তৎপরমং পদম্।
জগৎকৃত্বেশ্বরেনন্তং স্বয়মত্র প্রবিষ্টবান্ ॥ ৬ ॥
বেদাহমেতং পুরুষং চিদ্রূপং তমসঃ পরম্।
সোঽহমস্মীতি মোক্ষায় নান্যঃ পন্থা বিমুক্তয়ে ॥ ৭ ॥
শ্রবণং মননং ধ্যানং জ্ঞানানাঞ্চৈব সাধনম্।
যজ্ঞদানতপস্তীর্থবেদৈর্ম্মুক্তির্ন লভ্যতে ॥ ৮ ॥
ত্যাগেন কেনচিদ্ধ্যানং পূজা কর্ম্মাদিভির্যথা।
দ্বিবিধং বেদবচনং কুরু কর্ম্ম ত্বজে বিভৌ ॥ ৯ ॥
যজ্ঞাদয়ো বিমুক্তানাং নিষ্কামানাং বিমুক্তয়ে।
অন্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থং ঊচুরেবাত্র কেচন ॥ ১০ ॥
একেন জন্মনা জ্ঞানাৎ মুক্তির্ন দ্বৈতভাবিনাম্।
যোগভ্রষ্টাঃ কুযোগাশ্চ বিপ্রা যোগিকুলোদ্ভবাঃ ॥ ১১ ॥

জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই ত্রিবিধ অবস্থাপন্ন মায়াই সংসারের মূল। যাবৎ এই মায়া বিদ্যমান থাকে, তাবৎ সংসার সৎ বলিয়া বোধ হয়; পরন্তু অদ্বয় পরম-পদপ্রাপ্তি হইলে সংশয় থাকে না ॥ ॥

পরব্রহ্ম নামরূপ ও ক্রিয়াবিহীন। ঈশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া স্বয়ং তাহাতেই প্রবিষ্ট আছেন ॥ ৬ ॥

"আমি মায়াতীত, চিদ্রূপ পুরুষকে জানি এবং আমি সেই আত্মস্বরূপ" এইরূপ জ্ঞানই মুক্তির পন্থা। মোক্ষলাভের অন্য উপায় নাই ॥ ৭ ॥

শ্রবণ, মনন, ধ্যান এই সকলই জ্ঞানের সাধন। জ্ঞানদ্বারাই জীবের মুক্তি হইয়া থাকে। যজ্ঞ, দান, তপস্যা, বেদাধ্যয়ন ও তীর্থ-সেবা দ্বারা মুক্তিলাভ হয় না ॥ ৮ ॥

সংসার-মায়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধ্যান এবং পূজাদি কর্ম্ম করিবে, এই দ্বিবিধ বেদবাক্য আছে, অতএব পরব্রহ্মের উদ্দেশে কর্ম্ম করিতে হইবে ॥ ৯ ॥

কেহ কেহ বলেন, যজ্ঞাদি কার্য্য নিষ্কামীদিগের মুক্তিসম্পাদন করে অর্থাৎ যজ্ঞাদি দ্বারা অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হইলেই মুক্তিলাভ হইতে পারে ॥ ১০ ॥

অদ্বৈতজ্ঞান জন্মিলে এক জন্মেই মুক্তি হয়, দ্বৈতজ্ঞানীদিগের এক জন্মে মুক্তি হইতে পারে না। তাহারা যোগভ্রষ্ট হইয়া যোগিকুলে ব্রাহ্মণরূপে জন্মগ্রহণ করে। ১॥

কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুর্জ্ঞানান্মুক্তো ভবাদ্ভবেৎ।
আত্মজ্ঞানমাশ্রয়েদ্বৈ অজ্ঞানং বদতোঽন্যথা ॥ ১২ ॥
যদা সর্ব্বে বিমুচ্যন্তে কামা যস্য হৃদিস্থিতাঃ।
তদামৃতত্বমাপ্নোতি জীবন্নেব ন সংশয়ঃ ॥ ১৩ ॥
ব্যাপকত্বাৎ কথং যাতি কো যাতি ক্ব স যাতি চ।
অনন্তত্বান্ন দেশোঽস্তি অমূর্ত্তিত্বাদগতিঃ কুতঃ ॥ ১৪
অদ্বয়ত্বান্ন কোঽপ্যস্তি বোধত্বাজ্জড়তাঙ্গতঃ।
একোদ্দিষ্টং যদন্যস্য মতিরাগতিসংস্থিতঃ ॥ ১৫ ॥
অথবাকাশকল্পাস্য গতিরাকাশসংস্থিতিঃ।
জাগ্রৎস্বপ্নপ্রসুপ্তঞ্চ মায়য়া পরিকল্পিতম্ ॥ ১৬ ॥
ইতি আত্মজ্ঞানকথনম্ ॥

জীবসকল কর্ম্মদ্বারা বদ্ধ হইয়া থাকে এবং জ্ঞান হইলেই সংসার হইতে মুক্ত হয়; অতএব আত্মজ্ঞান আশ্রয় করিবে। যাহা আত্মজ্ঞান নহে, তাহা অজ্ঞান বলিয়া অভিহিত ॥ ১২ ॥

যখন হৃদয়স্থিত কামনাসকল বিলুপ্ত হইয়া যায়, তখন সেই ব্যক্তি জীবদবস্থাতেও অমৃতত্ব লাভ করে, অর্থাৎ সেই ব্যক্তিকেই জীবন্মুক্ত বলা যায় ॥ ১৩ ॥

পরব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপক, সুতরাং কোন স্থলেও তাঁহার গমনাগমন সম্ভবে না। তিনি অনন্ত, অতএব তাঁহার কোনরূপ দেশান্তর নাই, তিনি মূর্ত্তিহীন বলিয়া তাঁহার কোনরূপ গতি হইতে পারে না ॥ ১৪ ॥

পরব্রহ্ম অদ্বয়, সুতরাং তাঁহার দ্বিতীয় কিছু নাই। পূর্ণ বোধহেতু তিনি জড়তা বা নিষ্ক্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হইতেছেন, কিন্তু এক পদার্থ উদ্দেশ করিয়া অন্যের সংস্থিতি হয় না ॥ ১৫ ॥

অথবা আকাশকল্পেরই গতি এবং আকাশেরই সংস্থিতি হয়। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয় মায়া কর্ত্তৃক পরিকল্পিত ॥ ৬ ॥

ইতি আত্মজ্ঞানকথন সমাপ্ত।

দশাবতারস্তোত্র ।

চলল্লোলকল্লোলকল্লোলিনীশস্ফুরন্নক্রচক্রাতিবক্ত্রাস্যলীনঃ ।
হতো যেন মীনাবতারেণ শঙ্খঃ, স পায়াদপায়াজ্জগদ্বাসুদেবঃ ॥ ১ ॥

ধরানির্জ্জরারাতিভারাদপারাদকূপারনীরান্তরাধঃপতন্তী ।
ধৃতা কূর্ম্মরূপেণ পৃষ্ঠোপরিষ্টে, স দেবো মুদে বোঽস্তু শেষাঙ্গশায়ী ॥ ২ ॥

উদগ্রে রদাগ্রে সগোত্রাপি গোত্রা, স্থিতা তস্য যঃ কেতকাগ্রে ষড়ঙ্ঘ্রিঃ ।
তনোতি শ্রিয়ং স শ্রিয়ং নস্তনোতু, প্রভুঃ শ্রীবরাহাবতারো মুরারিঃ ॥৩ ॥

উরোদার আরম্ভসংরম্ভিণোসৌ, রমাসম্ভ্রমাভঙ্গুরাগ্রৈর্নখাগ্রৈঃ ।
স্বভক্তাতিভক্ত্যাভিব্যক্তেন দারুণ্যঘোঘং সদা বঃ স হিংস্যান্নৃসিংহঃ ॥ ৪ ॥

ছলাদাকলয্য ত্রিলোকীং বলীয়ান্, বলিং সংববন্ধ ত্রিলোকীবলীয়ঃ ।
তনুত্বং দধানং তনুং সন্দধানো,বিমোহং মনো বামনো বঃ স কুর্য্যাৎ ॥৫॥

যিনি মৎস্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া উত্তুঙ্গতরঙ্গমালাসঙ্কুল, মকরকুম্ভীরাদি জলচর-সমূহে পরিব্যাপ্ত সমুদ্রের জলমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক শঙ্খ অসুরকে সংহার করিয়াছেন, সেই বসুদেবনন্দন এই জগৎকে বিপদ্ হইতে সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বথা রক্ষা করুন্ ॥ ১ ॥

বসুমতী অসুরগণের ভারে আক্রান্ত হইয়া অগাধ সলিলে নিমগ্ন হইতেছিল, তখন যিনি কূর্ম্মরূপ পরিগ্রহ করিয়া সেই বসুমতীকে স্বীয় পৃষ্ঠোপরি ধারণ করিয়াছিলেন, সেই অনন্তশয্যাশায়ী বসুদেবনন্দন নারায়ণ সকলের আনন্দবৰ্দ্ধন করুন্ ॥ ২ ।

যিনি বরাহরূপে অবতীর্ণ হইয়া কেতকাগ্রে ভ্রমরের ন্যায় স্বকীয় দশনাগ্রে সপর্ব্বতা বসুমতীকে ধারণ করিয়াছিলেন, যিনি সকলের শ্রীবিধান করেন, সেই প্রভু মুরারি আমাদিগের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ-সাধন করুন্ ॥ ৩ ॥

যিনি ভক্তের ভক্তিবলে বশীভূত হইয়া নৃসিংহাকৃতি পরিগ্রহ পূর্ব্বক স্তম্ভ হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন এবং অতিকোমল নখাগ্রদ্বারা দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর বক্ষঃস্থল বিদারণ পূর্ব্বক স্বীয় ভক্ত প্রহ্লাদকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই নৃসিংহরূপী নারায়ণ তোমাদের সকলের পাপরাশি বিনাশ করুন্ ॥ ৪ ॥

যিনি বামনরূপে অবতীর্ণ হইয়া কপটতাচরণপূর্ব্বক ত্রিভুবনে অদ্বিতীয় বলীয়ান্ বলিরাজকে বন্ধন করিয়াছিলেন, সেই বামনরূপী নারায়ণ সকলের মানসিক মোহ দূর করুন্ ॥ ৫ ॥

হতক্ষত্রিয়াসৃক্‌প্রপানপ্রমত্তপ্রনৃত্যৎপিশাচপ্রগীতপ্রতাপঃ।
ধরাকারি যেনাগ্রজন্মাগ্রহারং, বিহারং ক্রিয়ান্মানসে বঃ স রামঃ ॥ ৬ ॥
নতগ্রীব গ্রীবসাম্রাজ্যহেতুর্দশগ্রীবসন্তানসংহারকেতুঃ।
ধনুর্যেন ভগ্নং মহৎ কামহন্তুঃ, স মে জানকীজানিরেনাংসি হন্তু ॥ ৭ ॥
ধনাদ্‌গোধনং যেন গোবর্দ্ধনেন, ব্যরক্ষি প্রতাপেন গোবর্দ্ধনেন।
হতারাতিচক্রী রণধ্বস্তচক্রঃ পদধ্বস্তচক্রঃ স নঃ পাতু চক্রঃ ॥ ৮ ॥
ধরাবদ্ধপদ্মাবনস্থাঙ্‌ঘ্রি যষ্টিনি য়ম্যানিলং ন্যস্তনাসাগ্রদৃষ্টিঃ।
য আস্তে কলৌ যোগিনং চক্রবর্ত্তী, স বুদ্ধঃ প্রবুদ্ধোঽস্তু নিশ্চিন্তবর্ত্তী ॥৯॥
দুরাপারসংসারসংহারকারী, ভবত্যশ্বচারঃ কৃপাণপ্রহারঃ।
মুরারির্দ্দশাকারধারীহ কল্কিঃ, করোতু দ্বিষাং ধ্বংসনং বঃ স কল্কিঃ ॥১০॥
ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং দশাবতারস্তোত্রম্ ॥

একবিংশতিবার যিনি পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন, যাহার কুঠার-নিহত ক্ষত্রিয়গণের রুধির পান করিয়া প্রমত্ত পিশাচগণ নৃত্য করিয়াছিল এবং সেই গীতধ্বনিতে যাঁহার কীর্ত্তি দিগন্তে বিঘোষিত হইয়াছিল, যিনি সসগরা পৃথিবী ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন, সেই পরশুরামরূপী নারায়ণ তোমাদিগের চিত্ত-মন্দিরে বিহার করুন্ ॥ ৬ ॥

যিনি শ্রীরামরূপে অবতীর্ণ হইয়া নতশিরাঃ সুগ্রীবকে সাম্রাজ্য সমর্পণ পূর্ব্বক রাবণকে সমূলে উচ্ছেদ ও মদনমথন পশুপতির মহাধনু ভঞ্জন করিয়া জানকীর পাণিগ্রহণ করেন, সেই জানকীপতি শ্রীরাম আমাদিগের পাপ দূর করুন্ ॥ ৭ ॥

যিনি বলরামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং প্রবল জলদবর্ষণে গোধনসমূহ নষ্টপ্রায় হইলে তখন স্বকীয় প্রতাপে গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া গো-সকল রক্ষা করিয়াছিলেন, আর রণক্ষেত্রে আপন অসীম বিক্রম প্রকাশ করিয়া শত্রু বিনাশ-সাধন করিয়াছিলেন, সেই শঙ্করনিধনকারী চক্রধর আমাদিগকে রক্ষা করুন্ ॥৮॥

যিনি বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইয়া মহীমণ্ডলে বদ্ধপদ্মাসনে উপবেশন পূর্ব্বক প্রাণ-সংযম ও নাসাগ্রে দৃষ্টিস্থাপন করত উপবিষ্ট ছিলেন এবং যোগিবৃন্দের অগ্রগণ্য হইয়া কলিযুগে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, সেই বুদ্ধরূপী ভগবান্ আমাদিগের চিত্তে অধিষ্ঠান করুন্ ॥ ৯ ॥

যিনি কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইয়া অপার সংসারের সংহার করিয়াছিলেন এবং অশ্বোপরি সমারূঢ় হইয়া স্বীয় করে খড়্গ ধারণ পূর্ব্বক ধর্ম্মদ্বেষী অরাতিনিকরের বিনাশ করিয়াছিলেন, সেই কল্কিরূপী মুরারি আমাদিগের শত্রুক্ষয় করুন্ ॥ ১০ ॥

আর্ত্তত্রাণনারায়ণাষ্টাদশক।

প্রহ্লাদ প্রভুরস্তি চেৎ তব হরিঃ সর্ব্বত্র মে দর্শয়,
স্তম্ভে চৈনমিতি ব্রুবন্তমসুরং তত্রাবিরাসীদ্ধরিঃ।
বক্ষস্তস্য বিদারয়ন্নিজনখৈর্ব্বাৎসল্যমাবেদয়-
ন্নার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১

শ্রীরামায় বিভীষণোঽয়মধুনা ত্বার্ত্তো ভয়াদাগতঃ,
সুগ্রীবানয় পালয়েঽহমধুনা পৌলস্ত্যমেবাগতম্।
এবং যোঽভয়মস্য সর্ব্ববিদিতং লঙ্কাধিপত্যং দদা-
বার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ২

যখন অসুরনাথ হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে বলিয়াছিলেন, "হে প্রহ্লাদ! তুমি বলিতেছ, হরি তোমার ঈশ্বর এবং সেই হরি সর্ব্বত্রই বিরাজিত আছেন, যদি তোমার এই কথা যথার্থ হয়, তাহা হইলে এই স্তম্ভমধ্যেও তোমার হরিকে দেখাইতে পার।" হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে এই কথা কহিলে তৎক্ষণাৎ শ্রীহরি স্তম্ভমধ্য হইতে আবির্ভূত হইলেন এবং আশু স্বীয় তীক্ষ্ণ নখাগ্রদ্বারা দৈত্যপতির বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিলেন। এইরূপে ভগবান্ নিজভক্তের প্রতি বাৎসল্যভাব প্রদর্শন করিয়া তাহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। আর্ত্তব্যক্তির রক্ষাকার্য্যে নিরতচিত্ত ভগবান্ সেই নারায়ণই মদীয় আশ্রয় ॥ ১ ॥

একদা বিভীষণ দশাননসমীপে তিরস্কৃত হইয়া শ্রীরামের শরণগ্রহণ করিবেন, এইরূপ স্থির করিয়া রামচন্দ্রের সন্নিধানে উপস্থিত হইলে সুগ্রীব রামচন্দ্রকে বলিল, প্রভো! বিভীষণ নিতান্ত বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া আপনার শরণ গ্রহণমানসে এখানে সমাগত হইয়াছে। তখন শ্রীরাম সুগ্রীবপ্রমুখাৎ বিভীষণের আগমন-সংবাদ শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "সুগ্রীব! তুমি পুলস্ত্যনন্দনকে মৎসমীপে আনয়ন কর এবং যাহাতে ইহার রক্ষা হইতে পারে, তাহার প্রতি বিশেষ যত্ন রাখিও।" এই প্রকারে রামচন্দ্র যে বিভীষণকে অভয়দান পূর্ব্বক লঙ্কারাজ্যের আধিপত্য প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা সকলেই জ্ঞাত আছে। অতএব আর্ত্তজনের রক্ষা-কার্য্যে নিরতচিত্ত ভগবান্ সেই নারায়ণই আমার আশ্রয় ॥ ২ ॥

নক্রগ্রস্তপদং সমুদ্যতকরং ব্রহ্মেশ দেবেশ মাং,
পাহীতি প্রচুরার্ত্তরাধকরিণং দেবেশ শক্তীশ চ।
মা শোচেতি ররক্ষ নক্রবদনাচ্চক্রশ্রিয়া তৎক্ষণা-
দার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ৩ ॥
হা কৃষ্ণাচ্যুত হা কৃপাজলনিধে হা পাণ্ডবানাং গতে,
ক্বাসি ক্বাসি সুযোধনাদবগতাং হা রক্ষ মাং দ্রৌপদীম্।
ইত্যুক্তোঽক্ষয়বস্ত্ররক্ষিততনুং যোঽরক্ষদাপদ্‌গতা-
মার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ৪ ॥
যৎপাদাব্জনখোদকং ত্রিজগতাং পাপৌঘবিধ্বংসনং,
যন্নামামৃতপূরণঞ্চ পিবতাং সন্তাপসংহারকম্।
পাষাণঞ্চ যদঙ্‌ঘ্রিতো নিজবধূরূপং মুনেরাপ্তবা-
নার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ৫

গজকচ্ছপের সংগ্রামসময়ে যখন কচ্ছপ গজরাজের পদে আক্রমণ করিয়াছিল, তখন গজ অনন্যোপায় হইয়া শুণ্ড উত্তোলন করত বলিয়াছিল, "হে ব্রহ্মেশ! হে দেবেশ! আমাকে পরিত্রাণ কর।" গজরাজের এই আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া নারায়ণ তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "করিবর! তোমার ভয় নাই।" অনন্তর জনার্দ্দন স্বীয় চক্রাস্ত্রপ্রভাবে কচ্ছপের মুখ হইতে গজরাজকে রক্ষা করেন। এই প্রকারে আর্ত্তব্যক্তির রক্ষাকার্য্যে নিরতচিত্ত ভগবান্ সেই নারায়ণই আমার একমাত্র আশ্রয় ॥ ৩ ॥

যখন দুর্য্যোধন সভামধ্যে কৃষ্ণার বস্ত্রহরণ করিতেছিল, তখন দ্রুপদকুমারী নিরুপায় ভাবিয়া হে কৃষ্ণ, হে অচ্যুত, হে করুণানিধে, হে পাণ্ডবাশ্রয়! তুমি কোথায় আছ, দুর্য্যোধন সভামধ্যে আমাকে তিরস্কৃত করিতেছে, এই সময়ে এই অনাথা দ্রৌপদীকে রক্ষা কর। দ্রৌপদীর এই সকল কাতরোক্তি শ্রবণে জনার্দ্দন অক্ষয় বসন প্রদান করিয়া বিপদ্ হইতে দ্রুপদনন্দিনীকে রক্ষা করিয়াছিলেন। এই প্রকারে আর্ত্তজনের রক্ষাকার্য্যে নিয়তচিত্ত ভগবান সেই নারায়ণই আমার আশ্রয় ॥ ৪

যাঁহার চরণনখের জল ত্রিভুবনের পাপরাশি দূর করে, যাঁহার নামসুধা পান করিলে নিখিল সন্তাপ বিদূরিত হয়, যাঁহার পাদস্পর্শে পাষাণও মানবতনু লাভ করিয়াছিল (অহল্যা গৌতমশাপে পাষাণী হইয়াছিলেন, পরে শ্রীরামের পাদ-স্পর্শে পুনরায় স্বীয়রূপ প্রাপ্ত হন।) এই প্রকারে আর্ত্তজনের রক্ষাকার্য্যে নিরত- ভগবান্ সেই নারায়ণই আমার আশ্রয় ॥ ৫ ॥

যন্নামশ্রুতিমাত্রতোঽপরিমিতং সংসারবারাং নিধিং,
ত্যক্ত্বা গচ্ছতি দুর্জ্জনোঽপি পরমং বিষ্ণোঃ পদং শাশ্বতম
তন্নৈবাদ্ভুতকারণং ত্রিজগতাং নাথস্য দাসোঽস্ম্যহ-
মার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ৬ ॥
পিত্রা ভ্রাতরমুত্তমাঙ্কগমিতং ভক্তোত্তমং যো ধ্রুবং,
দৃষ্ট্বা তৎসমমারুরুক্ষুমুদিতং মাত্রাবমানং গতম্।
যোঽদাৎ তং শরণাগতং তু তপসা হেমাদ্রিসিংহাসনং,
হ্যার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ৭ ॥
নাথেতি শ্রুতয়ো ন তত্ত্বমতয়ো ঘোষস্থিতা গোপিকা,
জারিণ্যঃ কুলজাতিধর্ম্মবিমুখা অধ্যাত্মভাবং যযুঃ।
ভক্তির্যস্য দদাতি মুক্তিমতুলাং জারস্য যঃ সদ্গতি-
হ্যার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ৮ ॥

যাঁহার নাম শ্রবণ করিলে দুর্জ্জন ব্যক্তিও আশু অপার সংসারসাগরের পার হইয়া নিত্যধাম বিষ্ণুর পরম-পদ লাভ করে, যিনি অদ্ভুত কার্য্য সাধন করিতেছেন, আমি সেই ত্রিজগৎপতি জনার্দ্দনের দাস, তিনি আমাকে রক্ষা করুন, যেহেতু, ভগবান্ নারায়ণ আর্ত্তজনের রক্ষাকার্য্যে তৎপর আছেন, অতএব আমি তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম ॥ ৬ ॥

একদা ধ্রুব স্বীয় পিতার ক্রোড়ে আরোহণ করিবেন, এই বাসনায় জনক-সন্নিধানে গমন করেন, তখন পিতা ধ্রুবকে অবহেলা করিয়া তাহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতাকে অঙ্কোপরি তুলিয়া লইলেন এবং ধ্রুবের বিমাতা তাহাকে ও তাহার জননীকে নানারূপ তিরস্কার করিয়াছিলেন। ধ্রুব তাহাতে অবমানিত হইয়া কঠোরতপস্যা দ্বারা জনার্দ্দনের আরাধনা করেন। জনার্দ্দন তাহাতে প্রীত হইয়া ধ্রুবকে হেমাদ্রিশিখরে সর্ব্বোৎকৃষ্ট অক্ষয়স্থান প্রদান করেন। এই প্রকারে আর্ত্তজনের রক্ষাকার্য্যে নিরতচিত্ত ভগবান্ নারায়ণই আমার আশ্রয় ॥ ৭ ॥

ব্রজগোপিকারা শ্রীকৃষ্ণের পরমতত্ত্ব না জানিয়াও জাতিকুলধর্ম্ম বিসর্জ্জন পূর্ব্বক যে জারভাবে সেবা করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাহারা মুক্তিলাভ করে। আর তাঁহাকে ভক্তি করিলেই যে তিনি মুক্তি প্রদান করেন, ইহা বিচিত্র নহে; এই প্রকারে আর্ত্তজনের রক্ষাকার্য্যে নিরতচিত্ত ভগবান্ নারায়ণই আমার আশ্রয় ॥ ৮ ॥

ক্ষুত্তৃষ্ণার্ত্তষষ্টিসহস্রশিষ্যসহিতং দুর্ব্বাসসং ক্ষোভিতং,
দ্রৌপদ্যা ভয়ভক্তিযুক্তমনসা শাকং স্বহস্তার্পিতম্।
ভুক্ত্বাতর্পয়দাত্মবৃত্তিমখিলামাবেদয়ন্ যঃ পুমা-
নার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ॥ ৯ ॥
যেনারক্ষি রঘূত্তমেন জলধেস্তীরে দশাস্যানুজ-
স্ত্বায়াতং শরণং রঘূত্তম বিভো রক্ষাতুরং মামিতি।
পৌলস্ত্যেন নিরাকৃতোঽথ সদসি ভ্রাত্রা চ লঙ্কাপুরে,
হ্যার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ॥ ১০ ॥

যখন যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব কৃষ্ণার সহিত দ্বৈতবনে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন দুর্ব্বাসা মুনি ক্ষুধাতুর হইয়া ষষ্টিসহস্র শিষ্য সমভিব্যাহারে পাণ্ডবগণের আবাসে আতিথ্যপ্রার্থনা করিয়া উপস্থিত হন, তখন যুধিষ্ঠিরাদি সকলের ভোজনশেষ হইয়া গিয়াছিল, ঐ দিবসে অতিথিসৎকার করিতে পারেন, এমত কোন বস্তুর সংগ্রহ নাই; সুতরাং ব্রহ্মশাপভয়ে ভীত হইয়া পাণ্ডবগণ কৃষ্ণাসকাশে উপস্থিত হইলেন, দ্রৌপদী আসন্ন বিপদুদ্ধারের অন্য উপায় নাই ভাবিয়া সেই সর্ব্ববিপদ্বারণ মধুসূদনের শরণাপন্ন হইলে, সেই বিপন্নিস্তারকারণ জনার্দ্দন দ্রুপদকুমারীর নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, পাঞ্চালি! তোমার গৃহে আহারীয় বস্তু যাহা কিছু থাকে আমার হস্তে প্রদান কর। তখন গৃহে আহারীয় বস্তু কিছুই ছিল না, আহারীয়-ভাণ্ড-সকলও ধৌত হইয়াছিল; দ্রৌপদী সেই ভাণ্ডমধ্যে কণিকামাত্র শাক পাইয়া তাহা শ্রীহরির করে প্রদান করিলেন। জনার্দ্দন সেই শাককণা ভক্ষণ করিবামাত্র সশিষ্য দুর্ব্বসার পরম পরিতোষ জন্মিল। তখন তিনি যুধিষ্ঠিরকে আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রস্থান করিলেন। এই প্রকারে আর্ত্তজনের রক্ষাকার্য্য নিরতচিত্ত সেই ভগবান নারায়ণই আমার আশ্রয়॥ ৯॥

রাবণ স্বীয় কনিষ্ঠ সহোদর বিভীষণকে আপন সভা হইতে বিদূরিত করিলে বিভীষণ অনন্যোপায় হইয়া রঘুনাথের শরণগ্রহণ করতঃ বলিলেন, আমার ভ্রাতা আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, আপনি আমাকে রক্ষা করুন। রামচন্দ্র বিভীষণের ভক্তিতে বশীভূত হইয়া দশাননকে সংহার পূর্ব্বক তাঁহাকে লঙ্কাপুরে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই প্রকারে আর্ত্তজনের রক্ষাকার্য্যে নিরতচিত্ত ভগবান্ সেই নারায়ণই আমার একমাত্র আশ্রয়॥ ১০॥

যেনাবাহি মহাহবে বসুমতী সংবর্ত্তকালে মহা-
লীলাক্রোড়বপুর্ধরেণ হরিণা নারায়ণেন স্বয়ম্।
যঃ পাপিক্রমসম্প্রবর্ত্তমচিরাদ্ধত্বা চ যোঽগাৎ প্রিয়-
মার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১১ ॥
যোদ্ধাসৌ ভুবনত্রয়ে মধুপতির্ভর্ত্তা নরাণাং কুলে,
রাধায়া অকরোদ্রতে রতিমনঃপূর্ত্তিং সুরেন্দ্রানুজঃ।
যো বা রক্ষতি দীনপাণ্ডুতনয়ান্ নাথেতি ভীতিং গতা-
নার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১২
যঃ সান্দীপনিদেশতশ্চ তনয়ং লোকান্তরাৎ সন্নতং,
চানীয় প্রতিপাদ্য পুত্রমরণাদুজ্জৃম্ভমাণার্ত্তয়ে।
সন্তোষং জনয়ন্নমেয়মহিমা পুত্রার্থসম্পাদনা-
দার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১৩
যন্নামস্মরণাদঘোঘসহিতো বিপ্রঃ পুরাজামিলঃ,
প্রাণান্মুক্তিমশেষিতামনু চ যঃ পাপৌঘদাবাত্তিযুক্।

যখন বসুমতী প্রলয়পয়োধি-সলিলে নিমগ্ন হইতেছিল, তখন জনার্দ্দন লীলা-বরাহরূপ পরিগ্রহ করিয়া ধরণীকে বহন করিয়াছিলেন এবং নানাপ্রকার পাপিগণকে সংহার করিয়া স্বীয় ভক্তগণের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। এইরূপে আর্ত্তব্যক্তির রক্ষাকার্য্যে নিয়তচিত্ত ভগবান্ নারায়ণই আমার আশ্রয় ॥ ১১ ॥

যিনি ত্রিলোকীতলে অদ্বিতীয় যোদ্ধা, যিনি মধুপুরীর ঈশ্বর, সেই সুরেন্দ্রের কনিষ্ঠ সহোদর যিনি মানবগণের ভরণকর্ত্তা, যিনি রাধিকার সর্ব্বপ্রকার বাসনা পরিপূর্ণ করিয়াছেন এবং পাণ্ডবগণ ভীত হইয়া তাঁহার শরণাগত হইলে নারায়ণ সেই দীনদশাগ্রস্ত পাণ্ডুনন্দনদিগকে রক্ষা করেন, এই প্রকারে আর্ত্তব্যক্তির রক্ষাকার্য্যে নিরতচিত্ত ভগবান্ সেই নারায়ণই আমার একমাত্র আশ্রয় ॥ ১২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ সান্দীপনি ঋষির নিকটে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, পাঠ শেষ হইলে পর মুনিশ্রেষ্ঠ গুরুদক্ষিণারূপে আপন মৃতপুত্র প্রার্থনা করিলেন। তখন অতুলবিক্রমশালী শ্রীনারায়ণ স্বকীয় প্রভুশক্তিবলে গুরুর মৃতপুত্র আনয়ন করিয়া তাঁহার সন্তোষসম্পাদন করেন। এই প্রকারে আর্ত্তব্যক্তির রক্ষাকার্য্যে নিরতচিত্ত ভগবান্ সেই নারায়ণই আমার আশ্রয় ॥ ১৩ ॥

পুরাকালে অজামিল নামে দুষ্ক্রিয়াসক্ত পাপিষ্ঠ বিপ্র ভগবান্ নারায়ণের নাম স্মরণ করিয়াছিল, তাহাতে আশু সেই পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণের পুঞ্জ পুঞ্জ পাপ বিনষ্ট হইয়া

সদ্যো ভাগবতোত্তমাত্মনি মতিং প্রাপাম্বরীষাভিধ-
শ্চার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১৪ ॥
যোঽরক্ষদ্বসনাদিনিত্যরহিতং বিপ্রং কুচৈলাভিধং,
দীনাদীনচকোরপালনপরঃ শ্রীশঙ্খচক্রোজ্জ্বলঃ।
তজ্জীর্ণাম্বরমুষ্টিমাত্রপৃথুকানাদায় ভুক্ত্বা ক্ষণা-
দার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১৫ ॥
যৎকল্যাণগুণাভিরামমমলং মন্ত্রাণি সংশিক্ষতে,
যৎসংশেতিপতিপ্রতিষ্ঠিতমিদং বিশ্বং বদত্যাগমঃ।
যো যোগীন্দ্রমনঃসরোরুহতমঃপ্রধ্বংসবিদ্বানুমা-
নার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১৬ ॥
কালিন্দীহৃদয়াভিরামপুলিনে পুণ্যে জগন্মঙ্গলে,
চন্দ্রাম্ভোজবটে পুটে পরিসরে ধাত্রা সমারাধিতে।
শ্রীরঙ্গে ভুজগেন্দ্রভোগশয়নে শেতে সদা যঃ পুমা-
নার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১৭ ॥

যায়। অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ অম্বরীষ নামে ভগবৎপরায়ণ হইয়া উঠে এবং ভগবন্না-রায়ণে চিত্ত সমর্পণ করে। তখন শ্রীহরি তাহাকে মুক্তি প্রদান করিয়া বৈকুণ্ঠ-নগরীতে স্থাপন করিলেন। এই প্রকারে আর্ত্তব্যক্তির রক্ষাকার্য্যে নিয়তচিত্ত সেই ভগবান্ নারায়ণই আমার আশ্রয় ॥ ১৪ ॥

কোন সময়ে নারায়ণ পথিমধ্যে অতি দীন বসনাদিশূন্য কুচৈলনামক এক ব্রাহ্মণকে দেখিয়া দয়াপরবশ হইলেন এবং সেই ব্রাহ্মণের জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড হইতে এক মুষ্টি পৃথুকা গ্রহণপূর্ব্বক ভক্ষণ করিয়া তৎক্ষণাৎ শঙ্খচক্রধারী স্বীয় রূপ পরিগ্রহ করিলেন। তদনন্তর সেই ব্রাহ্মণকে পরিত্রাণ করিয়াছিলেন। এইপ্রকারে আর্ত্তব্যক্তির রক্ষাকার্য্যে নিরতচিত্ত ভগবান্ নারায়ণই আমার আশ্রয় ॥ ১৫ ॥

যাঁহার করুণাপ্রভাবে এই অনন্ত বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত আছে, যাঁহার বাক্য সকলে মন্ত্ররূপে শিক্ষা করে, আগমশাস্ত্র যাঁহাকে বিশ্বকারণ বলিয়া নিরূপণ করিয়াছে, যিনি যোগিবৃন্দের মানসিক অজ্ঞানরূপ তিমির সংহারে সাক্ষাৎ সূর্য্যস্বরূপ, আর্ত্ত-জনের রক্ষাকার্য্যে নিরতচিত্ত সেই ভগবান্ নারায়ণই আমার আশ্রয় ॥ ১৬ ॥

যিনি যমুনামধ্যবর্ত্তী অতিমনোহর সর্ব্বকল্যাণকর পবিত্র পুলিনপ্রদেশে কেলি করিতেন, ঐ বিস্তীর্ণ পুলিন চন্দ্রকিরণে সমুজ্জ্বল থাকিত, সর্ব্বদা কমল প্রস্ফুটিত হইত এবং ব্রহ্মা তাহার আরাধনা করিতেন আর যিনি অনন্ত-শয্যাতে নিরন্তর

বাৎসল্যাদভয়প্রদানসময়াদার্ত্তার্ত্তিনির্ব্বাপণা-
দৌদর্য্যাদঘশোষণাদগণিতশ্রেয়ঃপদপ্রাপণাৎ।
সেব্যঃ শ্রীপতিরেব সর্ব্বজগতামেতে হি তৎসাক্ষিণঃ,
প্রহ্লাদশ্চ বিভীষণশ্চ করিরাট্ পাঞ্চাল্যহল্যাধ্রুবাঃ॥ ১৮

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতমার্ত্তত্রাণপরায়ণনারায়ণা-
ষ্টাদশক-স্তোত্রম্॥

বাক্যবৃত্তি।

সর্গস্থিতিপ্রলয়হেতুমচিন্ত্যশক্তিং, বিশ্বেশ্বরং বিদিতবিশ্বমনন্তমূর্ত্তিম্।
নির্ম্মুক্তবন্ধনমপারসুখাম্বুরাশিং, শ্রীবল্লভং বিমলবোধঘনং নমামি॥ ১

শয়ান থাকেন, আর্ত্তজনের রক্ষাকার্য্যে নিরতচিত্ত সেই ভগবান্ নারায়ণই আমার একমাত্র আশ্রয়॥ ১৭॥

নারায়ণ প্রহ্লাদের প্রতি যে প্রকার বাৎসল্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা সকলেই অবগত আছে; আর তিনি বিভীষণকে অভয়দান করিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন; গজরাজ যখন কচ্ছপের সহিত সংগ্রামে আক্রান্ত হইয়াছিল, আর্ত্তত্রাণ-পরায়ণ নারায়ণ সেই সময়ে গজকে রক্ষা করিয়াছিলেন, দ্রুপদনন্দিনীর প্রতি অসীম উদারতা প্রকাশ করিয়াছিলেন; গৌতম পত্নী অহল্যা পতিশাপে পাষাণী হইয়াছিলেন, নারায়ণ তাহার নিখিল শাপ বিনাশ করেন এবং ধ্রুবের প্রতি করুণা করিয়া তাঁহাকে অশেষ-কল্যাণভাজন করিয়াছেন। বাৎসল্য, অভয়প্রদান, দুঃখ-নিবারণ, ঔদার্য্য, পাপধ্বংসন, শ্রেয়োবিধান প্রভৃতির জন্য শ্রীপতিই সর্ব্বজগতের সেব্য অর্থাৎ সকলেই সর্ব্বথা নারায়ণের সেবা করিবে এবং প্রহ্লাদ, বিভীষণ, গজরাজ, পাঞ্চালী, অহল্যা, ধ্রুব প্রভৃতি ভক্তগণ তাহার সাক্ষী॥ ১৮॥

ইতি আর্ত্তত্রাণপরায়ণাষ্টাদশকস্তোত্র সমাপ্ত।

যিনি এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের কারণ, যাঁহার শক্তি চিন্তার অগোচর, যিনি অখিল ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার বিদিত আছে, যাঁহার মূর্ত্তির শেষ নাই, যিনি সংসার হইতে নির্লিপ্ত, যিনি অনন্ত সুখরাশি-স্বরূপ, সেই বিমলবোধস্বরূপ শ্রীবল্লভকে নমস্কার করি॥ ১॥

যস্য প্রসাদাদহমেব বিষ্ণুর্ম্ময্যেব সর্ব্বং পরিকল্পিতঞ্চ।
ইত্থং বিজানামি সদাত্মরূপং, তস্যাঙ্ঘ্রিপদ্মং প্রণতোঽস্মি নিত্যম্॥ ২॥
তাপত্রয়ার্কসন্তপ্তঃ কশ্চিদুদ্বিগ্নমানসঃ।
শমাদিসাধনৈর্যুক্তঃ সদ্গুরুং পরিপৃচ্ছতি॥ ৩॥
অনায়াসেন যেনাস্মান্মুচ্যেয়ং ভববন্ধনাৎ।
তন্মে সংক্ষিপ্য ভগবান্ কৈবল্যং কৃপয়া বদ॥ ৪॥

গুরুরুবাচ।

সাধ্বী তে বচনব্যক্তিঃ প্রতিভাতি বদামি তে।
ইদং তদিতি বিস্পষ্টং সাবধানমনাঃ শৃণু॥ ৫॥
তত্ত্বমস্যাদিবাক্যোত্থং যজ্জীবপরমাত্মনোঃ।
তাদাত্ম্যবিষয়ং জ্ঞানং তদিদং মুক্তিসাধনম্॥ ৬॥
কো জীবঃ কঃ পরশ্চাত্মা তাদাত্ম্যং বা কথন্তয়োঃ।
তত্ত্বমস্যাদিবাক্যং বা কথং তৎ প্রতিপাদয়েৎ॥ ৭॥

যাঁহার প্রসাদে আমিই বিষ্ণু এবং আমাতেই সকল প্রতিষ্ঠিত আছে, এই প্রকার জ্ঞান হয়, যিনি সদাত্মস্বরূপ, সেই পরমাত্মার চরণকমলে নমস্কার॥ ২॥

তাপত্রয়-সন্তপ্ত কোন সাধক পূর্ব্বোক্ত হেতুতে উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন, পরে শমদমাদি-সাধন-সম্পন্ন হইয়া স্বীয় সদ্গুরুসমীপে জিজ্ঞাসা করিলেন॥ ৩॥

ভগবন্! আমি যেরূপ অনুষ্ঠান করিলে অনায়াসে এই ভববন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি, তাহার কোন সংক্ষিপ্ত উপায় থাকিলে করুণা করিয়া মৎসকাশে ব্যক্ত করুন্॥ ৪॥

গুরু স্বীয় শিষ্যের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি অতি সৎ প্রশ্ন করিয়াছ। আমি তোমার প্রশ্নের সুস্পষ্ট উত্তর দিতেছি. অবধান কর॥ ৫॥

বৎস! "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বাক্যার্থ দ্বারা জীব ও পরমাত্মার যে ঐক্যজ্ঞান হয়, তাহাই মুক্তির প্রধান কারণ, অর্থাৎ যাবৎ "আমি তুমি" ইত্যাদিরূপ পার্থক্য-জ্ঞান থাকে, তাবৎকালই জীব ভববন্ধনে বদ্ধ থাকে, তৎপরে উক্তরূপ পার্থক্যজ্ঞানের অপগম হইয়া "আমিই সেই পরমাত্মা" এইরূপ জ্ঞানের উদয় হইলেই জীবের মুক্তিলাভ হয়॥ ৬॥

গুরু পূর্ব্বকথিত প্রকারে শিষ্যকে মুক্তির কারণ উপদেশ করিলে, শিষ্য পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! জীব কে, পরমাত্মা কে, এবং জীব ও পরমাত্মা ইঁহাদিগের ঐক্যই বা কি প্রকার? আর তত্ত্বমসি ইত্যাদি বাক্যই বা কি

অত্র ক্রমঃ সমাধানং কোঽন্যো জীবস্ত্বমেব হি।
যত্ত্বং পৃচ্ছতি মাং কোঽহং ব্রহ্মৈবাসি ন সংশয়ঃ॥ ৮
পদার্থমেব জানামি নাদ্যাপি ভগবন্ স্ফুটম্।
অহং ব্রহ্মেতি বাক্যার্থং প্রতিপদ্যে কথং বদ॥ ৯॥
সত্যমাহ ভবানত্র বিজ্ঞানং নৈব বিদ্যতে।
হেতুঃ পদার্থবোধো হি বাক্যার্থাবগতেরিহ॥ ১০॥
অন্তঃকরণতদ্‌বৃত্তিসাক্ষী চৈতন্যবিগ্রহঃ।
আনন্দরূপঃ সত্যঃ সন্ কিং নাত্মানং প্রপদ্যসে॥ ১১॥
সত্যানন্দস্বরূপং ধীসাক্ষিণং বোধবিগ্রহম্।
চিন্তয়াত্মতয়া নিত্যং ত্যক্ত্বা দেহাদিগাং ধিয়ম্॥ ১২॥

প্রকারে জীব ও পরমাত্মার ঐক্যজ্ঞানের প্রতি কারণ হইতে পারে? আমার এই সকল সংশয়ের নিরাস করিয়া সদুপদেশ প্রদান করুন্॥ ৭॥

গুরু শিষ্যের সন্দেহনিরসনার্থ বলিলেন, বৎস! তুমি যে সন্দেহ করিতেছ, তাহার নিবারণোপায় বলিতেছি। জীব অন্য কোন বস্তু নহে, বাস্তবিক তুমিই জীব, আর তুমি যে জিজ্ঞাসা করিতেছ, আমি কে? তাহার উত্তর এই যে, তুমিই পরংব্রহ্ম অর্থাৎ তুমি আমি এই সকলই পরমাত্মা॥ ৮॥

পুনর্ব্বার শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, গুরুদেব! অদ্য আমি কোন বস্তুই পরিস্ফুটরূপে জানিতেছি না, আমার পদার্থজ্ঞান নাই; সুতরাং "অহং ব্রহ্ম" এই বাক্যের স্বরূপার্থ আমি কিরূপে জানিতে পারিব, তদ্বিষয়ে উপদেশ করুন্॥ ৯॥

শিষ্যের এই কথা শুনিয়া পুনর্ব্বার গুরু কহিলেন, বৎস! তুমি যাহা বলিলে, তাহা সত্য বলিয়া স্বীকার করিলাম, ইহা অন্যথা হইবার নহে। বাস্তবিক পদার্থজ্ঞানই বাক্যার্থজ্ঞানের কারণ অর্থাৎ পদার্থপরিজ্ঞান না হইলে কোন প্রকারেই বাক্যার্থজ্ঞান হইতে পারে না॥ ১০॥

যিনি অন্তঃকরণ ও অন্তঃকরণবৃত্তির সাক্ষী অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা যে সকল জ্ঞান হয়, তাহার আশ্রয় এবং যিনি চৈতন্যময় ও আনন্দস্বরূপ; তিনিই পরমাত্মা, তবে তুমি আত্মাকে জানিতে পারিতেছ না কেন? বিবেচনা করিয়া দেখ, কোন একটী পদার্থ দর্শন করিলে সেই পদার্থের আকৃতি প্রভৃতি যাঁহার অনুভব হয়, তিনিই পরমাত্মা॥ ১১॥

বৎস! তোমাকে আরও বলিতেছি, যিনি সত্য, আনন্দস্বরূপ, বুদ্ধির সাক্ষী এবং চৈতন্যময়, তাঁহাকেই আত্মা বলিয়া ভাবনা কর, কিন্তু তিনি যে

রূপাদিমান্ যতঃ পিণ্ডস্ততো নাত্মা ঘটাদিবৎ।
বিয়দাদিমহাভূতবিকারত্বাচ্চ কুম্ভবৎ॥ ১৩॥
অনাত্মা যদি পিণ্ডোঽয়মুক্তহেতুবলান্মতঃ।
করামলকবৎ সাক্ষাদাত্মানং প্রতিপাদয়॥ ১৪॥
ঘটদ্রষ্টা ঘটাদ্ভিন্নঃ সর্ব্বথা ন ঘটো যথা।
দেহদ্রষ্টা তথা দেহো নাহমিত্যবধারয়॥ ১৫॥
এবমিন্দ্রিয়দৃঙ্ নাহমিন্দ্রিয়াণীতি নিশ্চিনু।
মনোবুদ্ধিস্তথা প্রাণৌ নাহমিত্যবধারয়॥ ১৬॥
সঙ্ঘাতোঽপি তথা নাহমিতি দৃশ্যবিলক্ষণম্।
দ্রষ্টারমনুমানেন নিপুণং সম্প্রধারয়॥ ১৭॥

কোন দেহাদিতে বিদ্যমান আছেন, এই প্রকার চিন্তা করিও না, বাস্তবিক দেহই তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছে॥ ১২॥

কেবল দেহই রূপাদিসম্পন্ন, আত্মার রূপাদি নাই; সুতরাং আত্মা ঘটাদির ন্যায় নহেন, অর্থাৎ রূপাদি দ্বারা যেমন ঘটাদির পরিচয় হইতে পারে, আত্মার তদ্রূপ পরিচয় হইতে পারে না। পরন্তু ঘটাদি আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতের বিকার, আত্মা বিকারহীন॥ ১৩॥

যদি পূর্ব্বকথিত কারণবশতঃ দেহপিণ্ডাদি অনাত্মা হইল, তবে করামলকবৎ আত্মাকে জানিতে পারে অর্থাৎ যেমন একটী আমলকী হস্তে লইলে, সেই আমলকী হস্তমধ্যে আছে বটে, কিন্তু হস্তের সহিত আমলকীর কোন সম্বন্ধ নাই, তদ্রূপ আত্মার সহিত দেহাদির কোন সম্বন্ধ নাই, তিনি কেবল দেহের সাক্ষী মাত্র, এই তত্ত্ব স্বীয় মোক্ষের জন্য নিশ্চয় অবধারণ কর॥ ১৪॥

কোন ব্যক্তি ঘট দর্শন করিতেছে, এই স্থলে যেমন যে ব্যক্তি ঘট দেখে, সেই ব্যক্তি ঘট হইতে ভিন্ন. কোনপ্রকারেই সেই ঘটদ্রষ্টাকে সেই ঘট বলিয়া জ্ঞান হয় না, তদ্রূপ যিনি দেহের সাক্ষী, তিনি দেহ নহেন, সুতরাং আমিও দেহ নহি, ইহাই নিশ্চয়রূপে স্থির কর॥ ১৫॥

যেমন আত্মা দেহ নহেন, ইহাই পূর্ব্বে স্থিরীকৃত হইল. তদ্রূপ আত্মা ইন্দ্রিয়ের সাক্ষী, ইন্দ্রিয় নহেন, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা যে সকল জ্ঞান হয়, আত্মা সেই সকল জ্ঞানের আশ্রয়। এই প্রকারে আত্মা মন নহেন, বুদ্ধি নহেন, প্রাণ নহেন, তিনি মন প্রভৃতির সাক্ষী, ইহা স্থির কর॥ ১৬॥

যেমন আত্মা দেহ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও প্রাণ ইহাদিগের প্রত্যেকের কোন পদার্থই

দেহেন্দ্রিয়াদয়ো ভাবা হানাদিব্যাপৃতিক্ষমাঃ।
যস্য সন্নিধিমাত্রেণ সোঽহমিত্যবধারয় ॥ ১৮॥
অনাপন্নবিকারঃ সন্নয়স্কান্তবদেব যঃ।
বুদ্ধ্যাদীংশ্চালয়েৎ প্রত্যক্ সোঽহমিত্যবধারয় ॥ ১৯ ॥
অজড়াত্মবদাভান্তি যৎসান্নিধ্যাজ্জড়া অপি।
দেহেন্দ্রিয়মনঃপ্রাণাঃ সোঽহমিত্যবধারয়॥ ২০ ॥
অগমন্মে মনোঽন্যত্র সাম্প্রতং চ স্থিরীকৃতম্।
এবং যো বেত্তি ধীবৃত্তিং সোঽহমিত্যবধারয় ॥ ২১ ॥

নহেন, তদ্রূপ তিনি ইন্দ্রিয় বা দেহাদি অবয়বের সমষ্টি ফলও নহেন, বাস্তবিক আত্মা দেহাদির সাক্ষী মাত্র ॥ ১৭ ॥

দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি সমস্তই উৎপত্তি-বিনাশ-ব্যাপার-সম্পন্ন যাঁহার সন্নিধান-মাত্রে দেহাদির ব্যাপার হয়, তিনিই আত্মা, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকার কর। যাবৎ দেহাদিতে আত্মার সন্নিধান থাকে না, তাবৎ দেহাদির কোন ব্যাপারই হইতে পারে না, আর যৎকাল পর্য্যন্ত দেহে আত্মার সন্নিধান থাকে, তাবৎ দেহের সকল কার্য্যই দৃষ্ট হয় ॥ ১৮ ॥

দেহাদি সকলই বিকারবিশিষ্ট, আত্মা বিকারবিহীন। যেমন অয়স্কান্তমণি লৌহাদি ধাতুকে আকর্ষণ করে, তদ্রূপ যিনি বুদ্ধি প্রভৃতিকে পরিচালিত করেন, তিনিই আত্মা, সেই আত্মা আমি. এই প্রকার নিশ্চয় ধারণ কর ॥ ১৯ ॥

দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণ এই সমস্তই জড় পদার্থ, কিন্তু আত্মার সান্নিধ্যনিবন্ধন ঐ সকল জড়পদার্থও অজড়বৎ প্রতীয়মান হয়, অর্থাৎ মৃতদেহে করচরণাদি সকলই আছে,আত্মার সন্নিধান নাই বলিয়া ঐ সকল করচরণাদির কোন কার্য্যই হইতে পারে না ; কিন্তু জীবিত ব্যক্তিতে আত্মসন্নিধাননিবন্ধন তাহার করচরণাদি নানাবিধ কার্য্য করিয়া থাকে। এইপ্রকার যাঁহার সন্নিধানে দেহাদির কার্য্য সাধিত হইতেছে, তিনিই আত্মা এবং আমি সেই আত্ম-স্বরূপ, এই প্রকার অবধারণ কর ॥ ২০ ॥

আমার মন অন্যত্র গমন করিয়াছিল, অধুনা স্থিরীভূত হইয়া আছে। যাঁহার এই প্রকার বুদ্ধিবৃত্তির উদয় হয়, তাঁহাকেই আত্মা বলিয়া জানিবে এবং এই আত্মাই অহংশব্দের বাচ্য,অর্থাৎ আমি শব্দে যাঁহাকে উল্লেখ করা যায়, তিনিই আত্মা ॥ ২১ ॥

স্বপ্নজাগরিতে সুপ্তিং ভাবাভাবৌ ধিয়াং তথা।
যো বেত্ত্যবিক্রিয়ঃ সাক্ষাৎ সোঽহমিত্যবধারয়॥ ২২॥
ঘটাবভাসকো দীপো ঘটাদন্যো যথেষ্যতে।
দেহাবভাসকো দেহী তথাহং বোধবিগ্রহঃ॥ ২৩॥
পুত্রবিত্তাদয়ো ভাবা যস্য শেষতয়া প্রিয়াঃ।
দ্রষ্টা সর্ব্বপ্রিয়তমঃ সোঽহমিত্যবধারয়॥ ২৪॥
পরপ্রেমাস্পদতয়া মানভূতমহং সদা।
ভূয়াসমিতি যো দ্রষ্টা সোঽহমিত্যবধারয়॥ ২৫॥
যঃ সাক্ষিলক্ষণো বোধস্তৃম্পদার্থঃ স উচ্যতে।
সাক্ষিত্বমপি বোদ্ধৃত্বমবিকারিতয়াত্মনঃ॥ ২৬॥
দেহেন্দ্রিয়মনঃপ্রাণাহঙ্কৃতিভ্যো বিলক্ষণঃ।
প্রোজ্ঝিতাশেষষড়্ ভাববিকারস্ত্বংপদাভিধঃ॥ ২৭॥

যিনি স্বপ্ন, জাগরণ ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয় পরিজ্ঞাত আছেন, যিনি বুদ্ধির ভাবাভাব জানেন, যাঁহাতে কোনরূপ বিকার নাই এবং যিনি সর্ব্বসাক্ষী, তিনিই আত্মা। এই প্রকার সিদ্ধান্তে দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন কর॥ ২২॥

যেমন প্রদীপ ঘটের প্রকাশক হইলেও তাহাকে ঘট হইতে পৃথক্ বলিয়া জানা যায়, তদ্রূপ আত্মা দেহের অবভাসক; সুতরাং আত্মা দেহ হইতে পৃথক; অতএব যিনি দেহের প্রকাশক ও জ্ঞানময়, তিনিই আত্মা॥ ২৩॥

যাঁহার পুত্র ও ধনাদি প্রিয় বলিয়া বোধ হয় না, যিনি সর্ব্বদর্শী এবং সকলই যাঁহার প্রিয়তম বলিয়া বোধ হয়, তিনিই আত্মা অর্থাৎ অহংশব্দের বাচ্য। লোকে যে, আমি বলিয়া ব্যবহার করে, তাহাও সেই আত্মা। এইপ্রকার স্থির করিতে পারিলেই আত্মজ্ঞানলাভ হয়॥ ২৪॥

আমি পরব্রহ্মের প্রেমপাত্র হইব, যাঁহার এইরূপ জ্ঞান জন্মে এবং যিনি দর্শনাদি জন্য জ্ঞানের কর্ত্তা, তিনিই অহংপদ-প্রতিপাদ্য এইরূপ উপদেশের তাৎপর্য্যার্থ গ্রহণ করিয়া অহংপদার্থ স্থির কর॥ ২৫॥

গুরু শিষ্যকে পূর্ব্বকথিতরূপে অহংপদার্থ-পরিজ্ঞানের উপদেশ করিয়া সম্প্রতি ত্বংপদার্থ-পরিজ্ঞানের উপদেশ করিতেছেন। যিনি সর্ব্বসাক্ষী এবং সর্ব্ববিধ বোধের কর্ত্তা, অর্থাৎ সকল জানেন, তিনিই ত্বংপদপ্রতিপাদ্য। আত্মা বিকারবিহীন বলিয়া তাঁহারও সর্ব্বসাক্ষিত্ব ও সর্ব্ববোধকর্তৃত্ব আছে॥ ২৬॥

যিনি দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ ও অহঙ্কার এই সমস্ত হইতে অতিরিক্ত এবং

ত্বমর্থমেবং নিশ্চিত্য তদর্থং চিন্তয়েৎ পুনঃ।
অতদ্ব্যাবৃত্তিরূপেণ সাক্ষাদ্বিধিমুখেন চ ॥ ২৮ ॥
নিরস্তাশেষসংসারদোষোঽস্থূলাদিলক্ষণঃ।
অদৃশ্যত্বাদিগুণকঃ পরাকৃততমোমলঃ ॥ ২৯ ॥
নিরস্তাতিশয়ানন্দঃ সত্যপ্রজ্ঞানবিগ্রহঃ।
সত্তাস্বলক্ষণঃ পূর্ণঃ পরমাত্মেতি গীয়তে ॥ ৩০ ॥
সর্ব্বজ্ঞত্বং পরেশত্বং যথা সম্পূর্ণশক্তিতা।
বেদৈঃ সমর্থ্যতে যস্য তদ্‌ব্রহ্মেত্যবধারয় ॥ ৩১ ॥
যজ্‌জ্ঞানৎ সর্ব্ববিজ্ঞানং শ্রুতিষু প্রতিপাদিতম্।
মৃদাদ্যনেকদৃষ্টান্তৈস্তদ্‌ব্রহ্মেত্যবধারয় ॥ ৩২ ॥

যাঁহার ষড়্‌বিধ বিকারভাবের মধ্যে কোন বিকারই নাই, তিনিই ত্বংপদ-প্রতিপাদ্য ॥ ২৭ ॥

পূর্ব্বকথিতরূপে ত্বংপদের অর্থ-নিরূপণ করিয়া তৎপদের অর্থ চিন্তা করিবে। পরে অতদ্ব্যাবৃত্তিরূপে ঈশ্বরত্ব স্থির করিবে অর্থাৎ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে সকল পদার্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যাঁহাতে বুদ্ধি স্থিরীভূত হইবে, তাঁহাকেই ত্বংপদপ্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম বলিয়া নিরূপণ করিবে ॥ ২৮ ॥

যাঁহার সর্ব্ববিধ সংসারদোষ বিদূরিত হইয়াছে, যাঁহাতে কোন প্রকার সংসার-সম্বন্ধ নাই, যিনি স্থূল নহেন বা সূক্ষ্ম নহেন, যিনি দর্শনাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয় হন না অর্থাৎ যাহাকে দর্শন করা যায় না শ্রবণ করা যায় না, আঘ্রাণ করা যায় না, ও আস্বাদন করা যায় না, এবং যাঁহাতে কোনপ্রকার পুণ্য বা পাপ নাই, তাঁহাকেই ত্বংপাদপ্রতিপাদ্য পরমব্রহ্ম বলিয়া নিশ্চয় করিবে ॥ ২৯ ॥

যাঁহার আনন্দের আতিশয্য বা ন্যূনতা নাই, যিনি সত্য-প্রজ্ঞানময় (সর্ব্বানন্দ-বিগ্রহ,) আর যাঁহার সত্তামাত্র সর্ব্বত্র প্রতীয়মান হয় এবং যিনি পূর্ণ (কাহারও অংশ নহেন) যোগিগণের মতে তিনিই পরমাত্মা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন ॥৩০॥

বেদ যাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া বর্ণন করে, যাঁহার পরমেশ্বরত্ব কথিত আছে এবং যিনি সম্পূর্ণ শক্তিমান্ বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছেন, তিনিই ব্রহ্ম, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ॥ ৩১ ॥

শ্রুতিতে মৃত্তিকাদি বহু বহু দৃষ্টান্ত প্রদর্শন দ্বারা প্রতিপাদিত

যদানন্ত্যং প্রতিজ্ঞায় শ্রুতিস্তৎসিদ্ধয়ে জগৌ।
তৎকার্য্যত্বং প্রপঞ্চস্য তদ্‌ব্রহ্মেত্যবধারয় ॥ ৩৩ ॥
বিজিজ্ঞাস্যতয়া যচ্চ বেদান্তেষু মুমুক্ষুভিঃ।
সমর্থ্যতেতিযত্নেন তদ্‌ব্রহ্মেত্যবধারয় ॥ ৩৪ ॥
জীবাত্মনা প্রবেশশ্চ নিয়ন্তৃত্বঞ্চ তান্ প্রতি।
শ্রূয়তে যস্য বেদেষু তদ্‌ব্রহ্মেত্যবধারয় ॥ ৩৫ ॥
কর্ম্মণাং ফলদাতৃত্বং যস্যৈব শ্রূয়তে শ্রুতৌ।
জীবানাং হেতুকর্ত্তৃত্বং তদ্‌ব্রহ্মেত্যবধারয় ॥ ৩৬ ॥
তত্ত্বংপদার্থৌ নির্ণীতৌ বাক্যার্থশ্চিন্ত্যতেঽধুনা।
তাদাত্ম্যমত্র বাক্যার্থস্তয়োরেব পদার্থয়োঃ ॥ ৩৭ ॥
সংসর্গো বা বিশিষ্টো বা বাক্যার্থো নাত্র সম্মতঃ।
অখণ্ডৈকরসত্বেন বাক্যার্থো বিদুষাং মতঃ ॥ ৩৮ ॥

হইয়াছে যে, যাঁহাকে অবগত হইলে সর্ব্ববিষয়ে বিজ্ঞানলাভ হয়, তিনিই ব্রহ্ম ॥ ৩২ ॥

শ্রুতি যাঁহার অনন্তকালবর্ত্তিত্ব প্রতিপাদন পূর্ব্বক এই প্রপঞ্চ ব্রহ্মাণ্ড তাঁহারই কার্য্য বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন, সেই অনন্তরূপী জগৎকর্ত্তাই ব্রহ্ম ॥ ৩৩ ॥

বেদান্তে মুমুক্ষু যোগিগণ যত্নসহকারে যাঁহাকে অবশ্য পরিজ্ঞাত হইবে, এই প্রকার সমর্থন করিয়াছেন, সেই সর্ব্বপরিজ্ঞেয় পদার্থকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে ॥ ৩৪ ॥

বেদে শ্রুত আছে যে, যিনি জীবাত্মারূপে সর্ব্বদেহে প্রবেশ করেন এবং যিনি সর্ব্বনিয়ন্তা, (যাঁহার নিয়মে এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বপ্রকার কার্য্য সাধিত হইতেছে,) তিনিই পরব্রহ্ম ॥ ৩৫ ॥

শ্রুতিতে যাঁহার সর্ব্বকর্ম্মের ফলদাতৃত্ব শ্রুত আছে যিনি সর্ব্ববিধ কর্ম্মের ফল প্রদান করিয়া থাকেন, এবং যিনি জীবের হেতু ও কর্ত্তা,তিনিই পরব্রহ্ম ॥ ৩৬ ॥

পূর্ব্বে অহং পদার্থ স্থিরীকৃত হইয়াছে, অধুনা তৎ ও ত্বং পদার্থ নির্ণীত হইল, এই প্রকারে তৎ,ত্বং ও অহং এই তিনটী পদার্থ স্থির করিয়া 'তত্ত্বমসি' এই বাক্যার্থ ভাবনা করিবে। ঐ বাক্যার্থে জানা যাইতেছে যে,উক্ত তৎপদবাচ্য ও ত্বংপদপ্রতিপাদ্য এই উভয়ের ঐক্য নিশ্চয় করিবে ॥ ৩৭ ॥

তত্ত্বমসি এই বাক্যে তৎপদার্থ ও ত্বংপদার্থ এই উভয়ের সম্পূর্ণরূপ ঐক্যই

প্রত্যগ্বোধো য আভাতি সোঽদ্বয়ানন্দলক্ষণঃ।
অদ্বয়ানন্দরূপশ্চঃ প্রত্যগ্বোধৈকলক্ষণঃ॥ ৩৯॥
ইত্থমন্যোন্যতাদাত্ম্য প্রতিপত্তির্যদা ভবেৎ।
অব্রহ্মত্বং ত্বমর্থস্য ব্যাবর্ত্তেত তদৈব হি॥ ৪০॥
তদর্থস্য চ পারোক্ষং যদ্যেবং কিং ততঃ শৃণু।
পূর্ণানন্দৈকরূপেণ প্রত্যগ্বোধোঽবতিষ্ঠতে॥ ৪১॥
তত্ত্বমস্যাদিবাক্যঞ্চ তাদাত্ম্যপ্রতিপাদনে।
লক্ষ্যৌ তত্ত্বংপদার্থৌ দ্বাবুপাদায় প্রবর্ত্ততে॥ ৪২॥
হিত্বা দ্বৌ শবলৌ বাচ্যৌ বাক্যং বাক্যার্থবোধনে।
যথা প্রবর্ত্ততেঽস্মাভিস্তথা ব্যাখ্যাতমাদরাৎ॥ ৪৩॥

প্রতিপাদিত হইতেছে। ইহাতে এক অপরের সম্বন্ধী কিংবা এক অপরবিশিষ্ট এইপ্রকার বোধ করিবে না, উভয়েই সর্ব্বতোভাবে এক, এইরূপ অর্থাবগতি হইতেছে, এইরূপ অর্থ ই বিদ্বদ্‌গণের অনুমোদিত॥ ৩৮॥

উক্ত "তত্ত্বমসি" বাক্যে যে উভয়ের ঐক্যজ্ঞান হইতেছে, তাহাতে উভয়ই অদ্বয়ানন্দ ও একরসাত্মক, এই প্রকার স্থির করিবে, আর উক্তরূপ অদ্বয়ানন্দরূপত্বই সর্ব্বথা ঐক্য, ইহা নিশ্চয় করিবে॥ ৩৯॥

যখন পূর্ব্বকথিতরূপে তৎপদার্থ, ত্বংপদার্থ ও তত্ত্বমসি এই বাক্যার্থের বোধ হইয়া উভয়ের সর্ব্বথা ঐক্যজ্ঞান জন্মিবে, তৎকালেই ত্বংপদার্থের অব্রহ্মত্ব নিবৃত্তি হইবে অর্থাৎ তত্ত্বমসি এই বাক্যের জ্ঞান হইলেই তৎপদে ব্রহ্মকে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়॥ ৪০॥

যদি কখনও তৎপদার্থের পরোক্ষজ্ঞান হয়, তখন কি প্রকারে উভয়ের ঐক্য সমর্থিত হইবে? এই বিষয়ে যাহা বক্তব্য, তাহা অবধান কর। যদিও তৎপদার্থের পরোক্ষজ্ঞান হয়, তথাপি পূর্ণানন্দরূপে যে ঐক্যজ্ঞান হইবে, তাহাই বিদ্যমান থাকিবে; সুতরাং অপরোক্ষজ্ঞান হইলেও ঐক্যবোধের কোন প্রকার ব্যতিক্রম ঘটিবার সম্ভাবনা নাই॥ ৪১॥

তত্ত্বমসি ইত্যাদি বাক্যার্থবোধই জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্যপ্রতিপাদনে কারণরূপে বিদ্যমান আছে, আর তৎপদার্থ ও ত্বংপদার্থ এই উভয়কে গ্রহণ করিয়াই উক্ত বাক্যার্থ প্রবর্ত্তিত হইতেছে অর্থাৎ উক্ত পদার্থদ্বয়ের বিশেষরূপে অর্থাবগতি হইলেই উভয়ের ঐক্য বিদিত হওয়া যায়॥ ৪২॥

ত্বংপদ ও তৎপদ এই উভয়ের বাচ্যার্থ পরিত্যাগ করিলে বাক্যার্থপ্রতিপাদন

আলম্বনতয়া ভাতি যোঽস্মৎপ্রত্যয়শব্দয়োঃ।
অন্তঃকরণসম্ভিন্নবোধঃ স ত্বংপদাভিধঃ॥ ৪৪॥
মায়োপাধির্জ্জগদ্‌যোনিঃ সর্ব্বজ্ঞত্বাদিলক্ষণঃ।
পারোক্ষ্যঃ শবলঃ সত্যাদ্যাত্মকস্তৎপদাভিধঃ॥ ৪৫॥
প্রত্যক্‌পরোক্ষতৈকস্য সদ্বিতীয়ত্বপূর্ণতা।
বিরুধ্যতে যতস্তস্মাল্লক্ষণা সম্প্রবর্ত্ততে॥ ৪৬॥
মানান্তরবিরোধে তু মুখ্যার্থস্য পরিগ্রহে।
মুখ্যার্থেনাবিনাভূতে প্রতীতিলক্ষণোচ্যতে॥ ৪৭॥
তত্ত্বমস্যাদিবাক্যেষু লক্ষণা ভাগলক্ষণা।
সোঽহমিত্যাদিবাক্যস্থপদয়োরিহ নাপরা॥ ৪৮॥

বিষয়ে যে যেরূপ অর্থ প্রবর্ত্তিত হয়, আমরা সাদরে তাহাই ব্যাখ্যা করিলাম অর্থাৎ তৎপদার্থ ও ত্বংপদার্থ এই উভয়ের ঐক্যজ্ঞানই তত্ত্বমসি বাক্যের প্রকৃষ্ট অর্থ সন্দেহ নাই॥ ৪৩॥

"অহং" এই পদ প্রয়োগ করিলে যে পদার্থের বোধ হয়, তাহাও সেই পরমাত্মার আশ্রিত এবং সেই পরমাত্মাও কেবল অন্তঃকরণেই প্রকাশ পাইয়া থাকেন; অতএব তৎপদের ভেদ প্রতীয়মান হয়॥ ৪৪॥

পরমাত্মা মায়োপাধিক, (মায়া দ্বারা পরমাত্মার সম্যক্‌ প্রতীতি হয় না), আর তিনি সর্ব্বত্বাদিগুণসম্পন্ন, ইহাঁর পরোক্ষজ্ঞানই হইয়া থাকে এবং ইনিই তৎপদের প্রতিপাদ্য॥ ৪৫॥

একের পরোক্ষজ্ঞান ও অপরোক্ষজ্ঞান এবং সদ্বিতীয়ত্ব ও পূর্ণত্ব বিরুদ্ধ অতএব উক্ত বাক্যে লক্ষণা করিতে হয়, নচেৎ উক্ত দোষে "তত্ত্বমসি" এই বাক্যের অর্থসঙ্গতি হইতে পারে না॥ ৪৬॥

পূর্ব্বশ্লোকে যে লক্ষণার কথা বলা হইয়াছে, অধুনা সেই লক্ষণা বিবৃত হইতেছে। অর্থের বিরোধ হইলে যদি প্রকৃতার্থের পরিহগ্রহ না হয়, তাহা হইলেই লক্ষণা স্বীকার করা যায়, আর মুখ্যার্থের অবিনাভূত সম্বন্ধের নিমিত্ত অর্থাৎ মুখ্যার্থবোধে যেরূপে প্রতীতি হয়, তাহাকে লক্ষণা কহে॥ ৪৭॥

লক্ষণা বহুবিধ; তন্মধ্যে তত্ত্বমস্যাদি বাক্যে ভাগলক্ষণা হইয়াছে। যেমন "সোহং" এই পদে ভাগলক্ষণা স্বীকৃত আছে, তদ্রূপ তত্ত্বমস্যাদি বাক্যেও ভাগলক্ষণা জানিবে, এস্থলে অন্য কোন লক্ষণার সম্ভব নাই॥ ৪৮॥

অহংব্রহ্মেতি বাক্যার্থবোধো যাবদ্দৃঢ়ীভবেৎ।
শমাদিসহিতস্তাবদভ্যসেচ্ছ্রবণাদিকম্ ॥ ৪৯ ॥
শ্রুত্যাচার্য্যপ্রসাদেন দৃঢ়ো বোধো যদা ভবেৎ।
নিরস্তাশেষসংসারনিদানঃ পুরুষস্তদা ॥ ৫০ ॥
বিশীর্ণকার্য্যকরণো ভূতসূক্ষ্মৈরনাবৃতম্।
বিমুক্তকর্ম্মনিগড়ং সদ্য এব বিমুচ্যতে ॥ ৫১ ॥
প্রারব্ধকর্ম্মভোগেন জীবন্মুক্তো যদা ভবেৎ।
কিঞ্চিৎকালমনারব্ধকর্ম্মবন্ধস্য সংক্ষয়ে ॥ ৫২ ॥
নিরস্তাতিশয়ানন্দং বৈ বং পরমং পদম্।
পুনরাবৃত্তিরহিতং কৈবল্যং প্রতিপদ্যতে ॥ ৫৩ ॥

পূর্ব্বকথিতরূপে তত্ত্বমস্যাদি বাক্যের স্বরূপার্থ অনুশীলন দ্বারা যাবৎ "আমিই ব্রহ্ম" এইপ্রকার জ্ঞানের উদয় না হয়, তাবৎ শমদমাদিসাধন করিয়া শ্রবণাদি শিক্ষা করিবে; তাহা হইলেই "আমিই ব্রহ্ম" এইরূপ অভিন্নজ্ঞান জন্মে ॥ ৪৯ ॥

যখন আচার্য্যের কৃপায় শ্রবণাদিসাধন দ্বারা "আমিই ব্রহ্ম" এই প্রকার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে, তখনই সেই পুরুষের অখিল সংসারসম্বন্ধ নিবৃত্তি পায়। তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে আর কোন সাংসারিক বিষয়ের সহিত সম্পর্ক থাকে না ॥ ৫০ ॥

ব্রহ্মতত্ত্বের পরিজ্ঞান হইলে কোন কর্ম্মে অনুরাগ থাকে না, ইন্দ্রিয়বৃন্দ বিশীর্ণ হয়, সূক্ষ্ম বা স্থূল ভূত তাহাকে আবৃত করিতে সমর্থ হয় না এবং কর্ম্মপাশ সকল ছিন্ন হইয়া যায়, অর্থাৎ আশু সেই ব্যক্তি মুক্তিলাভ করে ॥ ৫১ ॥

যদিও তত্ত্বজ্ঞানীর প্রারব্ধকর্ম্মের ফলভোগের অবশ্যম্ভাবিত্বা নিবন্ধন তাহাকে ফলভোগে বাধ্য হইতে হয়, তথাপি তাহার সংসারপ্রবেশ ঘটে না, কর্ম্মফলভোগের কাল যাবৎ সে জীবন্মুক্ত হইয়া থাকে। কিয়ৎকাল এই প্রকারে অবস্থান করিয়া ফলভোগ করিলে যখন সেই ভোগ কাল ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তখন কর্ম্মপাশ ছিন্ন হয়, এবং সেই ব্যক্তি মুক্তিলাভ করে ॥ ৫২ ॥

যাহার ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞান হয়, সে নিত্যানন্দধাম হরির পরমপদ লাভ করে, কোন কালেও ঐ পদ হইতে পুনর্ব্বার সংসারে গমন করিতে হয় না এবং সে কৈবল্যনির্ব্বাণমুক্তি পাইয়া থাকে ॥ ৫৩ ॥

গুর্ব্বষ্টক।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

শরীর স্বরূপং তথা বা কলত্রং, যশশ্চারু চিত্রং ধনং মেরুতুল্যম্।
মনশ্চেন্ন লগ্নং গুরোরঙ্ঘ্রি পদ্মে, ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥১॥
কলত্রং ধনং পুত্রপৌত্রাদি সর্ব্বং, গৃহং বান্ধবাঃ সর্ব্বমেতদ্ধি জাতম্।
গুরোরঙ্ঘ্রি পদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং, ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্॥২॥
ষড়ঙ্গাদিবেদো মুখে শাস্ত্রবিদ্যা, কবিত্বাদি গদ্যং সুপদ্যং করোতি।
গুরোরঙ্ঘ্রি পদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং,ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥৩॥
বিদেশেষু মান্যঃ স্বদেশেষু ধন্যঃ, সদাচাররত্তেষু মত্তো ন চান্যঃ।
গুরোরঙ্ঘ্রি পদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং,ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥৪॥

অতি সুন্দর দেহ লাভ করিয়াছ, সুন্দরী যুবতী পত্নী প্রাপ্ত হইয়াছ, তোমার নির্ম্মল যশ সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়াছে, তুমি সুমেরু সদৃশ অপরিমিত ধনের ঈশ্বর হইয়াছ,এখনও যদি তোমার মন শ্রীগুরুর চরণকমলে লগ্ন না হইল, তবে আর তুমি কি করিবে, কোথায় যাইবে, কি পাইবে ও কি ভোগ করিবে ? ১ ॥

পুত্র,পৌত্র ও কলত্র প্রাপ্ত হইয়াছ,উত্তম গৃহে অবস্থিতি করিয়াছ,বন্ধুবান্ধবের সহিত আমোদ-প্রমোদে সুখভোগ কবিয়াছ,তোমার সর্ব্ববিধ সাংসারিক সুখভোগ হইয়াছে। এখনও যদি তোমার মন শ্রীগুরুর চরণকমলে লগ্ন না হইল,তবে আর তুমি কি করিবে,কোথায় যাইবে,কি পাইবে ও কি ভোগ করিবে ? ২ ॥

তুমি ষড়ঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করিয়াছ, তোমার মুখে শাস্ত্রবিদ্যা বিরাজ করিতেছে, বিলক্ষণ কবিত্ব লাভ করিয়াছ, অনর্গল গদ্য-পদ্য রচনা করিতে পার, এখনও যদি তোমার মন শ্রীগুরুর চরণকমলে লগ্ন না হইল, তবে আর কি করিবে, কোথায় যাইবে, কি পাইবে ও কি ভোগ করিবে ? ৩ ॥

বিদেশে সম্মান লাভ করিয়াছ,স্বদেশে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছ, ভূরি ভূরি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছ, কখনও অসদাচরণ কর নাই। এখনও যদি তোমার মন শ্রীগুরুর চরণকমলে লগ্ন না হইল, তবে আর তুমি কি করিবে, কোথায় যাইবে, কি পাইবে ও কি ভোগ করিবে ? ৪ ॥

ক্ষমামণ্ডলে ভূপভূপালবৃন্দৈঃ, সদা সেবিতং যস্য পাদারবিন্দম্।
গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং,ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্॥৫॥
যশো মে গতং দিক্ষু দানপ্রতাপাজ্জগদ্বস্তু সর্ব্বং করে যৎপ্রসাদাৎ।
গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং,ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্॥৬॥
ন ভোগে ন যোগে ন বা বাজিরাজৌ, ন কান্তাসুখে নৈব বিত্তেষু চিত্তম্।
গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং,ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্॥৭॥
অরণ্যে ন বা স্বস্য গেহে ন কার্য্যে,ন দেহে মনো বর্ত্ততে মে ত্বনর্ঘ্যে।
গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং,ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্॥৮॥
অনর্ঘ্যাণি রত্নানি ভুক্তানি সম্যক্, সমালিঙ্গিতা কামিনী যামিনীষু।
গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্॥৯॥

এই মহীমণ্ডলে রাজা ও রাজচক্রবর্ত্তী সকলেই তোমার চরণপদ্ম সেবা করিয়াছে, অর্থাৎ তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়া সাম্রাজ্যভোগ করিয়াছ। এখনও যদি তোমার মন শ্রীগুরুর চরণকমলে লগ্ন না হইল, তবে আর তুমি কি করিবে, কোথায় যাইবে, কি পাইবে ও কি ভোগ করিবে? ৫॥

যে শ্রীগুরুর কৃপায় তোমার দান ও প্রতাপজনিত যশ সর্ব্বদিকে প্রচারিত হইয়াছে এবং জগতের নিখিল পদার্থ তোমার করতলে বিন্যস্ত আছে অর্থাৎ পৃথিবীর সকল পদার্থই তোমার অধিকারে বিদ্যমান; এখনও যদি তোমার মন সেই শ্রীগুরুর চরণকমলে লগ্ন না হইল, তবে তুমি আর কি করিবে, কোথায় যাইবে, কি পাইবে কি ভোগ করিবে? ৬॥

তুমি সকল পদার্থই ভোগ করিয়াছ, আর ভোগে বাসনা নাই; যোগসাধন করিয়াছ, আর যোগসাধনে রুচি নাই; হস্তী-ঘোটকাদি উপভোগে ইচ্ছা নাই, কান্তা-সুখের কামনা নাই এবং ধনোপার্জ্জনেও চিত্তের অনুরাগ নাই। এখনও যদি তোমার মন শ্রীগুরুর চরণকমলে লগ্ন না হইল, তবে আর তুমি কি করিবে, কোথায় যাইবে, কি পাইবে ও কি ভোগ করিবে? ৭॥

অরণ্যে অবস্থিতি করিতে ইচ্ছা হয় না,স্বগৃহে বাস করিতে অভিলাষ জন্মে না, কোন কার্য্যে অনুরাগ নাই,স্বীয় শরীরের প্রতি মমতা নাই এবং কোন কার্য্যেও মন প্রবৃত্ত হইতেছে না। এখনও যদি তোমার মন শ্রীগুরুর চরণকমলে লগ্ন না হইল, তবে আর তুমি কি করিবে, কোথায় যাইবে, কি পাইবে ও কি ভোগ করিবে? ৮॥

বহুমূল্য রত্ন ও মুক্তা প্রভৃতি উপভোগ করিয়াছ, রজনীযোগে পত্নীসহবাসে

গুরোরষ্টকং যঃ পঠেৎ পুণ্যদেহী, যতির্ভূপতির্ব্রহ্মচারী চ গেহী।
লভেদ্বাঞ্ছিতার্থং পরং ব্রহ্মসংজ্ঞং, গুরোরুক্তবাক্যে মনো যস্য লগ্নম্॥ ১০ ॥
ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং গুর্ব্বষ্টকম্ ॥

প্রশ্নোত্তররত্নমালিকা।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

কঃ খলু নালংক্রিয়তে দৃষ্টাদৃষ্টার্থসাধনপটীয়ান্।
অনয়া কণ্ঠস্থিতয়া প্রশ্নোত্তররত্নমালিকয়া ॥ ১ ॥
ভগবন্ কিমুপাদেয়ং গুরুবচনং হেয়মপি চ কিমকার্য্যম্।
কো গুরুরধিগততত্ত্বঃ শিষ্যহিতায়োদ্যতঃ সততম্ ॥ ২ ॥

অতুল আনন্দ ভোগ করিয়াছ। এখনও যদি তোমার মন শ্রীগুরুর চরণকমলে লগ্ন না হইল, তবে আর তুমি কি করিবে, কোথায় যাইবে, কি পাইবে ও কি ভোগ করিবে? ৯ ॥

যদি কোন পুণ্যবান্ যতি, ভূপতি, ব্রহ্মচারী বা গৃহী এই গুর্ব্বষ্টক-স্তোত্র পাঠ করে, তাহা হইলে তাহার স্বীয় অভিলষিত অর্থলাভ হয় আর যে ব্যক্তি উক্ত স্তবের মর্ম্মার্থে চিত্তনিবেশ করে, তাহার ব্রহ্মজ্ঞানপ্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

গুর্ব্বষ্টক-স্তোত্র সমাপ্ত।

এই প্রশ্নোত্তর রত্নমালা কণ্ঠে ধারণ করিলে কোন্ ব্যক্তি না বিভূষিত হইতে পারেন? এই প্রশ্নোত্তরের তাৎপর্য্যার্থ বিদিত হইলে সকলেই দৃষ্ট ও অদৃষ্টার্থ-সাধনে অভিজ্ঞ হইয়া সর্ব্বজনসকাশে বিশেষ পূজ্য হইতে পারে ॥ ১ ॥

শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্! কোন্ দ্রব্য গ্রহণ করা যায়? পরিত্যজ্যই বা কি?"

গুরু।—শ্রীগুরুর বচনই গ্রহণ করিবে এবং অসৎকার্য্য পরিত্যাগ করিবে।

শিষ্য। গুরু কে?

গুরু।—যিনি ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞানলাভ করিয়াছেন এবং সর্ব্বদা শিষ্যের হিত-সাধনে তৎপর থাকেন, তিনিই প্রকৃত গুরুপদের প্রতিপাদ্য ॥ ২ ॥

ত্বরিতং কিং কর্ত্তব্যং সুধিয়া সংসারসন্ততিচ্ছেদঃ।
কং মোক্ষতরোর্বীজং সম্যগ্ জ্ঞানং ক্রিয়াসহিতম্॥ ৩॥
কঃ পথ্যতরো ধর্ম্মঃ কঃ শুচিরিহ যস্য মানসং শুদ্ধম্।
কঃ পণ্ডিতো বিবেকী কিং বিষমবধারণা গুরুষু॥ ৪॥
কং সংসারে সারং বহুশো বিচিন্ত্যমানমিদমেব।
মনুজেষু দৃষ্টতত্ত্বং স্বপরহিতায়োদ্যতং জন্ম॥ ৫॥
মদিরেব মোহজনকঃ কঃ স্নেহঃ কে চ দস্যবো বিষয়াঃ।
কা ভববল্লী তৃষ্ণা কো বৈরী যস্ত্বনুদ্যোগঃ॥ ৬॥

শিষ্য।—গুরো! সুধীব্যক্তিরা কোন্ কার্য্য শীঘ্র শীঘ্র সম্পাদন করিবে?

গুরু।—যাহাতে ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে,তাহাই সুধীগণের কর্ত্তব্য।

শিষ্য।—ভগবন্! মোক্ষরূপ বৃক্ষের বীজ কি?

গুরু।—ক্রিয়া সহিত সম্যক্ জ্ঞানই মোক্ষবৃক্ষের বীজ অর্থাৎ প্রথমে স্ববর্ণা-শ্রমবিহিত ক্রিয়াসম্পাদন পূর্ব্বক জ্ঞানলাভ করিতে পারিলেই মোক্ষপ্রাপ্তি হয়॥৩॥

শিষ্য।—গুরো! কোন্ কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা হিতকর?

গুরু।—বৎস! ধর্ম্মাচরণই সকলের পক্ষে হিতসাধন করে।

শিষ্য।-কোন্ ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা শুচি?

গুরু।—যাহার অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ, সেই ব্যক্তিই শুচি বলিয়া জানিবেন।

শিষ্য।—কাহাকে পণ্ডিত বলা যায় এবং কোন্ কার্য্য বিষবৎ অনিষ্টকর?

গুরু।-যে ব্যক্তির হিতাহিত-বিবেচনা-শক্তি আছে, তাহাকেই পণ্ডিত বলা যায় এবং গুরুজনের প্রতি অবজ্ঞাই পরিণামে বিষবৎ অনিষ্টকর॥ ৪॥

গুরু।—গুরো! কোন্ ব্যক্তি সংসারের মধ্যে প্রধান? বিশেষ বিবেচনা করিয়া আমার এই সন্দেহের নিরাস করুন্।

গুরু।—বৎস! যে ব্যক্তি জন্মধারণ পূর্ব্বক আপনার ও অপরের হিত সাধন করিয়াছে এবং সমগ্র বস্তুতত্ত্ব জানিতে পারিয়াছে, সেই ব্যক্তিই সংসারমধ্যে সার॥ ৫॥

শিষ্য।—গুরো! কোন্ বস্তু মদিরার ন্যায় উন্মত্ত করিতে পারে? এই সংসারে কাহারা দস্যু? সংসারের কারণ কি আর শরীরের শত্রু কে?

গুরু।—বৎস! স্নেহই মদিরার ন্যায় মানবগণকে উন্মত্ত করে, যে ব্যক্তি পুত্রকলত্রাদির স্নেহে বশীভূত, তাহার হিতাহিতবিবেচনা থাকে না, পুত্রাদির

কস্মাদ্ভয়মিহ মরণাদন্ধাদপি কো বিশিষ্যতে রোগী।
কঃ শূরো যো ললনালোচনবাণৈর্ন চ ব্যথিতঃ ॥ ৭ ॥
পাতুং কর্ণাঞ্জলিভিঃ কিমমৃতমিব বুজ্যতে সদুপদেশঃ।
কিং গুরুতায়া মূলং যদেতদপ্রার্থনং নাম ॥ ৮ ॥
কিং গহনং স্ত্রীচরিতং কশ্চতুরো যো ন খণ্ডিতস্তেন।
কিং দারিদ্র্যমসন্তোষঃ কিং লাঘবমস্থধনপরা যাচ্ঞা ॥ ৯ ॥

পরিপোষণার্থ কোন প্রকার ন্যায়বিরুদ্ধ কার্য্যেও সে কাতর হয় না। এই সাংসারিক বিষয়সকলই প্রকৃত দস্যু, অর্থাৎ দস্যুগণ যেমন অনিষ্ট করিয়া থাকে, বিষয়ভোগে নিরত হইলেও তদ্রূপ নানাবিধ অকার্য্য করিতে হয় এবং পরকালের কল্যাণজনক কার্য্যে অনুরাগ থাকে না, সুতরাং বিষয় দস্যুবৎ। বিষয়তৃষ্ণাই ভববন্ধনে বদ্ধ হইবার একমাত্র হেতু আর অনুদ্যোগই স্বীয় দেহের শত্রু ॥ ৬ ॥

শিষ্য।—লোকে কাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা ভয় করে? কোন্ ব্যক্তি অন্ধ হইতে বিশেষ এবং কাহাকেই বা শূর বলা যায়?

গুরু।—বৎস! প্রাণিমাত্রই মরণকে ভয় করিয়া থাকে, যে ব্যক্তি বিকাররোগী, তাহাকে অন্ধ হইতে বিশেষ বলিয়া জানিবে এবং যে ব্যক্তি কামিনীগণের কটাক্ষপূর্ণলোচনভঙ্গীতে বিমোহিত না হয়, সেই ব্যক্তিই সর্ব্বাপেক্ষা শূর ॥ ৭ ॥

শিষ্য।—মহাশয়! কোন্ পদার্থ কর্ণে সুধার ন্যায় প্রতীয়মান হয়?

গুরু।—বৎস! সদুপদেশই কর্ণের সুধাস্বরূপ।

শিষ্য।—গুরো! গৌরবের কারণ কি?

গুরু।—অপ্রার্থনাই গৌরবের কারণ, অর্থাৎ যে ব্যক্তি কখনও কাহার নিকট প্রার্থনা করে না, তাহার সর্ব্বাপেক্ষা গৌরব থাকে ॥ ৮ ॥

শিষ্য।—মহাত্মন্! অতি দুর্গম্য কি? কোন্ ব্যক্তিই বা অতি চতুর, কাহাকে দারিদ্র্য বলা যায় এবং লঘুতার কারণ কি?

গুরু।—বৎস! স্ত্রীলোকের চরিত্রই দুর্গম্য অর্থাৎ উহা কেহ বুঝিতে পারে না; যে ব্যক্তিকে দেহস্থ রিপু আদি চৌরগণ কখন বঞ্চনা করিতে পারে নাই, তাহাকে অতি চতুর বলিয়া জানিবে; অসন্তোষই দারিদ্র্য, যে ব্যক্তির প্রচুর সম্পত্তি থাকিলেও যদি তাহাতে তাহার মনের তৃপ্তি না থাকে, তাহা হইলেই সেই ব্যক্তি সর্ব্বত্র প্রার্থনা করিতে থাকে, আর অপরের নিকট যাচ্ঞা করিলেই সেই ব্যক্তি অতি লঘু বলিয়া গণনীয় হয়; সুতরাং যাচ্ঞাই লঘুতার কারণ ॥ ৯ ॥

কিং জীবিতমনবদ্যং কিং জাড্যং পাটবেহপ্যনবভাসঃ।
কো জাগর্ত্তি বিবেকী কা নিদ্রা মূঢ়তা জন্তোঃ॥ ১০॥
নলিনীদলগতজলবত্তরলং কিং যৌবনং ধনং চায়ুঃ।
কে শশধরকরনিকরানুকারিণঃ সজ্জনা এব॥ ১১॥
কো নরকঃ পরবশতা কিং সৌখ্যং সর্ব্বসঙ্গবিরতির্যা।
কিং সাধ্যং ভূতহিতং কিমু প্রিয়ং প্রাণিনামসবঃ॥ ১২॥
কিং দানমনাকাঙ্ক্ষং কিং মিত্রং যন্নিবর্ত্তয়তি পাপাৎ॥ ১৩

শিষ্য।—কোন্ জীবন শ্রেষ্ঠ? কাহাকে জড়তা কহে? কোন্ ব্যক্তি নিয়ত জাগ্রদবস্থায় আছে এবং কাহাকেই বা প্রকৃত নিদ্রা বলা যায়?

গুরু।—বৎস! যাহার জীবন কখনও নিন্দালাভ করে নাই, তাহার জীবনই শ্রেষ্ঠ জীবন। কার্য্যমাত্রে অপটুতার নাম জড়তা, যে ব্যক্তি বিবেকী, তাহাকে জাগরিত কহে এবং মূঢ়তাই প্রাণিগণের নিদ্রা। বিবেকী ব্যক্তি সর্ব্বদাই সকল জানিতে পারে, মূঢ়ব্যক্তি কিছুই জানিতে পারে না; সুতরাং বিবেকীকে জাগরিত ও মূঢ় ব্যক্তিকে নিদ্রিতবৎ বলা যায়॥ ১০॥

শিষ্য।—গুরো! কোন্ কোন্ দ্রব্য পদ্মপত্রস্থিত সলিলবৎ চঞ্চল এবং কোন্ কোন্ ব্যক্তি চন্দ্রমার করনিকরের অনুরূপ কার্য্য করে?

গুরু।—যৌবন, ধন ও আয়ুঃ ইহারাই কমলদলগত জলের ন্যায় চঞ্চল; যাহারা সজ্জন, তাঁহারা চন্দ্ররশ্মির ন্যায় স্বদেশ বিদেশ সমুদায় সমুজ্জ্বল করিয়া থাকে॥ ১১॥

শিষ্য।—মহাত্মন্! নরক কি, সুখ কি, কর্ত্তব্য কার্য্য কি এবং সকলের প্রিয় কি?

গুরু।—বৎস! পরবশ্যতাই নরক, যে ব্যক্তি পরের বশীভূত থাকিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাহার নরকভোগবৎ যন্ত্রণা হয়। সর্ব্বসংসর্গপরিত্যাগই সুখ, প্রাণিগণের হিতসাধন করাই মনুষ্যবর্গের কর্ত্তব্য ও স্ব স্ব প্রাণই সকলের প্রিয়॥ ১২॥

শিষ্য।—গুরো! কোন্ প্রকার দানকে প্রশস্ত দান কহে? কাহাকে মিত্র বলিয়া জানিতে পারি?

গুরু।—বৎস! যে প্রকার দান করিলে গৃহীতার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয়, তাহাই প্রশস্ত এবং যে ব্যক্তি পাপাচরণ হইতে নিবৃত্ত করে, সেই পরম মিত্র॥ ১৩॥

কোঽলঙ্কারঃ শীলং কিং বাচাং মণ্ডনং সত্যম্।
কিমনর্ঘ্যফলং মানঃ সুসঙ্গতিঃ কা সুখাবহা মৈত্রী ॥ ১৪ ॥
সর্ব্বব্যসনবিনাশে কো দক্ষঃ সর্ব্বথা পরিত্যাগী।
কোঽন্ধো যোঽকার্য্যরতঃ কো বধিরো যঃ শৃণোতি ন হিতানি ॥ ১৫ ॥
কো মূকো যঃ কালে প্রিয়াণি বক্তুং ন জানাতি।
কিং মরণং মূর্খত্বং কিমনর্ঘ্যং দত্তমবসরে যচ্চ ॥ ১৬ ॥

শিষ্য।—পুরুষের অলঙ্কার কি, বাক্যের ভূষণ কাহাকে বলা যায়, অমূল্য ফল কি এবং সুসঙ্গতিই বা কি?

গুরু।—সুশীলতাই পুরুষের অলঙ্কার, সুশীল পুরুষই সর্ব্বত্র শোভা পায়, সত্যতাই বাক্যের ভূষণ, সত্যবাক্য দোষযুক্ত হইলেও যেমন শোভা পায়, অসত্য-বাক্য নানা প্রকার গুণশালী হইলেও তদ্রূপ শোভা পায় না। মানই অমূল্য ফল, সম্মানলাভ করিলে যেমন চিত্তে আনন্দ বোধ হয়, শত শত অর্থ পাইলেও তদ্রূপ আনন্দ হইতে পারে না, আর সুখকরী মিত্রতাকেই সুসঙ্গতি বলা যায়, উত্তম বন্ধুর সংসর্গে যেমন কার্য্যসাধন হইয়া থাকে, অন্য কিছুতেই তদ্রূপ হই-বার সম্ভাবনা নাই ॥ ১৪ ॥

শিষ্য।—প্রভো! কোন্ ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার দুঃখ বিনাশ করিতে পারে?

গুরু।—যে ব্যক্তি সর্ব্বত্যাগী, সংসারে তাহার কোনরূপ দুঃখ নাই।

শিষ্য।—অন্ধ কে এবং বধির কাহাকে বলা যায়?

গুরু।—যে ব্যক্তি অকার্য্যে রত, তাহাকে অন্ধ এবং যে হিতবাক্য শুনিয়া তদ্রূপ আচরণ করে না, তাহাকেই বধির কহে। যে ব্যক্তি কার্য্যাকার্য্য জানে না, তাহার নেত্র থাকিয়াও কোন ফল নাই এবং যে হিতোপদেশ শ্রবণ করে না, তাহার কর্ণে কি প্রয়োজন? অতএব অকার্য্যরতই অন্ধ এবং হিতোপদেশ-অবজ্ঞাকারীই বধির বলিয়া গণ্য ॥ ১৫ ॥

শিষ্য।—কোন্ ব্যক্তিকে মূক বলা যায়, মরণ কাহাকে বলে এবং কোন্ বস্তু অমূল্য?

গুরু।—যে ব্যক্তি যথাকালে প্রিয়বাক্য বলিতে জানে না, তাহাকে মূক কহে; মূর্খতাই মরণ অর্থাৎ মূর্খব্যক্তির জীবিত থাকিয়া কোন ফল নাই, আর সময়বিশেষে যাহা দান করা যায়, তাহাই অমূল্য অর্থাৎ কোন কোন সময়ে সাধারণ বস্তু প্রদান করিলেও গৃহীতার এরূপ উপকার হয় যে, কিছুতেই তাহার মূল্য হইতে পারে না ॥ ১৬ ॥

আমরণাৎ কিং শল্যং প্রচ্ছন্নং যৎকৃতং পাপম্।
কুত্র বিধেয়ো যত্নো বিদ্যাভ্যাসে সদৌষধে দানে॥ ১৭॥
অবধীরণা ক্ব কার্য্যা খলপরযোষিৎপরধনেষু।
কাহর্নিশমনুচিন্ত্যা সংসারাসারতা ন তু প্রমদা॥ ১৮॥
কা প্রেয়সী বিধেয়া করুণা দীনেষু সজ্জনে মৈত্রী।
কঃ পূজ্যঃ সদ্বৃত্তঃ কমধমমাচক্ষতে চলিতবৃত্তম্॥ ১৯॥
কণ্ঠগতৈরপ্যসুভিঃ কস্যাত্মা ন বশমুপযাতি।
মূর্খস্য বিষাদবতো গর্ব্ববতোঽপি চ কৃতঘ্নস্য ২০॥
কেন জিতং জগদেতৎ সত্যতিতিক্ষাবতা পুংসা।
কুত্র বিধেয়ো বাসঃ সজ্জননিকটেঽথবা কাশ্যাম্॥ ২১।

শিষ্য।—ভগবন্! কোন্ কার্য্য করিলে আমরণান্ত হৃদয়ে শল্যবৎ ক্লেশ হয়?

গুরু।—বৎস! গুপ্ত পাপই আমরণান্ত হৃদয়ে শল্যবৎ ক্লেশ দেয়।

শিষ্য।—মহাত্মন্! কোন্ কার্য্যে নিরন্তর যত্ন করা বিধেয়?

গুরু।—বিদ্যাভ্যাসে ও দানে নিয়ত যত্ন করিবে॥ ১৭॥

শিষ্য।—গুরো! কোন্ কার্য্যে সর্ব্বদা অবজ্ঞা এবং কি চিন্তা করিবে?

গুরু।—বৎস! খল, পরস্ত্রী ও পরধনে সর্ব্বদা অবজ্ঞা করিবে। কদাচ খলের সংসর্গ করিবে না এবং পরস্ত্রী ও পরধনে অভিলাষ ত্যাগ করিবে। আর এই সংসার যে অসার, ইহাই দিবারাত্রি চিন্তা কর, স্ত্রীচিন্তা করিবে না॥ ১৮॥

শিষ্য।—কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠানকে সর্ব্বদা প্রিয় ও অবশ্য কর্ত্তব্য বলা যায়?

গুরু।—দীনের প্রতি কৃপা ও সজ্জনের সহিত মিত্রতাকেই প্রিয় ও সর্ব্বদা কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান করিবে।

শিষ্য।—গুরো! কোন্ ব্যক্তি পূজ্য এবং কাহাকেই বা অধম বলা যায়?

গুরু।—যে ব্যক্তি সচ্চরিত্র, তাহাকেই সকলে পূজ্য বলিয়া জানিবে. আর যে ব্যক্তি অসচ্চরিত্র, তাহাকে অধম কহে॥ ১৯॥

শিষ্য।—গুরো! কোন্ ব্যক্তি প্রাণান্তেও বশীভূত হয় না?

গুরো।—প্রাণ ওষ্ঠাগত হইলেও মূর্খ, বিষাদী ও কৃতঘ্ন ব্যক্তিরা বশীভূত হয় না। মূর্খ, বিষাদী ও কৃতঘ্ন ইহারা অনুনয়বিনয়েও বশীভূত হয় না॥ ২০॥

শিষ্য।—গুরো! কোন্ ব্যক্তি এই অনন্ত জগৎকে জয় করিতে পারিয়াছে?

গুরু।—যে ব্যক্তি সত্যনিষ্ঠ ও সহিষ্ণু, সেই ব্যক্তি জগৎকে জয় করিয়াছে।

কস্মৈ নমস্ক্রিয়া স্যাদ্দেবানামপি দয়াপ্রধানস্য।
কস্মাদুদ্বেজিতব্যং সংসারারণ্যতঃ সুধিয়া॥ ২২ ॥
কস্য বশে প্রাণিগণঃ সত্যপ্রিয়ভাষিণো বিনীতস্য।
ক্ব স্থাতব্যং ন্যায্যে পথি দৃষ্টার্থলাভায়॥ ২৩ ॥
বিদ্যুদ্বিলসিতচপলং কিং দুর্জ্জনসঙ্গতির্যুবতয়শ্চ।
কুলশীলনিষ্প্রকম্পাঃ কে কলিকালেঽপি সৎপুরুষাঃ॥ ২৪ ॥
কিং শোচ্যং কার্পণ্যং সতি বিভবে কিং প্রশস্যমৌদার্য্যম্।
তনুতরবিভবস্য প্রভবিষ্ণোর্ব্বা কিং যৎসহিষ্ণুত্বম্॥ ২৫ ॥

শিষ্য।—গুরো! কোন্ স্থানে বাস করা কর্ত্তব্য?

গুরু।—সজ্জনসমীপে অথবা কাশীতে বাস করাই সাধুজনের কর্ত্তব্য॥ ২১ ॥

শিষ্য।—দেবগণের অপেক্ষাও কাহাকে সৎকার করা কর্ত্তব্য?

গুরু।—যে ব্যক্তি অতিশয় দয়াশীল, তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা সৎকারের পাত্র।

শিষ্য।—সুধী ব্যক্তিরা কাহাকে ভয় করিবে?

গুরু।—যাঁহারা সুধী, তাঁহারা এই সংসাররূপ অরণ্য হইতে ভীত হইবেন॥২২॥

শিষ্য।—প্রাণিগণ কাহার বশীভূত হয়?

গুরু।—যাঁহারা সত্যপ্রতিজ্ঞ, প্রিয়ভাষী ও বিনীত, সকল মনুষ্যই তাঁহাদিগের বশীভূত হইয়া থাকে।

শিষ্য।—গুরো! সাধুশীল ব্যক্তিরা কি ভাবে অবস্থান করিবে?

গুরু।—ন্যায্যপথে অবস্থান করাই সাধুদিগের কর্ত্তব্য॥ ২৩ ॥

শিষ্য।—বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল কি?

গুরু।—দুর্জ্জনের সহিত সদ্ভাব ও যুবতী ইহারাই বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল।

শিষ্য।—গুরো! কাহারা কুলশীলবান্ হইয়াও অচঞ্চল?

গুরু।—বৎস! কলিকালেও যাহারা সৎপুরুষ, তাহাদিগের কুলশীলাদি অভিমানসামগ্রী থাকিলেও আত্মগৌরব প্রকাশ করে না॥ ২৪ ॥

শিষ্য।—ভগবন্! কি শোচনীয় এবং কি প্রশংসনীয়?

গুরু।—বৎস! ঐশ্বর্য্যসত্ত্বে হইলে কৃপণতাই শোচনীয় এবং সর্ব্ববিষয়ে ঔদার্য্যই প্রশংসনীয়।

শিষ্য।—গুরো! অল্পবিভবসম্পন্ন ও মহাধনশালী, ইহাদিগের কর্ত্তব্য কি?

গুরু।—ধনশালী বা নির্দ্ধন সকলেরই সহিষ্ণুতা কর্ত্তব্য॥২৫॥

চিন্তামণিরিব দুর্ল্লভমিহ কিং কথয়ামি চতুর্ভদ্রম্।
কিং তদ্বদেতি ভূয়ো বিধূতমসো বিশেষেণ ॥ ২৬ ॥
দানং প্রিয়বাকসহিতং জ্ঞানমগর্ব্বা শৌর্য্যম।
বিত্তং ত্যাগসমেতং দুর্ল্লভমেতচ্চতুর্ভদ্রম্ ॥ ২৭ ॥
ইতি কণ্ঠগতা বিমলা প্রশ্নোত্তররত্নমালিকা যেষাম্।
তেঽমুক্তাভরণা অপি বিভান্তি বিদ্বৎসমাজেষু ॥ ২৮
ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতা প্রশ্নোত্তররত্নমালিকা ॥

গঙ্গাস্তোত্র।

শ্রীগঙ্গায়ৈ নমঃ।

দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে, ত্রিভুবনতারিণি তরলতরঙ্গে।
শঙ্করমৌলিবিহারিণি বিমলে, মম মতিরাস্তাং তব পদকমলে
ভাগীরথি সুখদায়িনি মাতস্তব জলমহিমা নিগমে খ্যাতঃ।
ন জানে তব মহিমানং, পাহি কৃপাময়ি মামজ্ঞানম্ ॥ ২ ॥

শিষ্য।—ভগবন্! চিন্তামণির ন্যায় দুর্ল্লভ কাহাকে বলা যায়?

গুরু। চতুর্ভদ্রকেই চিন্তামণির ন্যায় দুর্ল্লভ কহিয়া থাকে।

শিষ্য।—গুরো! আপনার কৃপায় আমার অজ্ঞানতা নষ্ট হইয়াছে, আপনি যে চতুর্ভদ্রের নাম উল্লেখ করিলেন, তাহা বিশেষ করিয়া ব্যক্ত করুন্ ॥ ২৬॥

গুরু।—প্রিয়বাক্যপ্রয়োগপূর্ব্বক দান, গর্ব্বশূন্য জ্ঞান, ক্ষমাসহিত শৌর্য্য এবং দানসহিত বিত্ত, এই চারিটীই চিন্তামণিবৎ দুর্ল্লভ ॥ ২৭ ॥

এই প্রশ্নোত্তররত্নমালা যাহারা কণ্ঠে ধারণ করিয়াছে, তাহাদিগের মণিমুক্তা প্রভৃতি অন্য বিভূষণ না থাকিলেও বিদ্বৎমাজে শোভা পাইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥

ইতি প্রশ্নোত্তররত্নমালিকা সমাপ্ত।

দেবি গঙ্গে! তুমি অমরবৃন্দেরও ঈশ্বরী, ভগবতি! তুমি ত্রিভুবন পরিত্রাণ কর, তুমি তরলতরঙ্গময়ী এবং মহেশ্বরের মস্তকে বিহার করিতেছ, তোমাতে কোনরূপ মলসম্পর্ক নাই। জননি! তোমার পাদপদ্মে আমার চিত্ত নিরত থাকুক ॥১॥

দেবি! ভগীরথ তোমাকে ব্রহ্মধাম হইতে ভূলোকে আনিয়াছিলেন, তুমি স

হরিপাদপদ্মতরঙ্গিণি গঙ্গে, হিমবিধুমুক্তাধবলতরঙ্গে।
দূরীকুরু মম দুষ্কৃতিভারং, কুরু কৃপাময়ি ভবসাগরপারম্ ॥৩॥
তব জলমমলং যেন নিপীতং, পরমপদং খলু তেন গৃহীতম্।
মাতর্গঙ্গে ত্বয়ি যো ভক্তঃ, কিল তং দ্রষ্টুং ন যমঃ শক্তঃ ॥৪॥
পতিতোদ্ধারিণি জাহ্নবি গঙ্গে, খণ্ডিতগিরিবর মণ্ডিতভঙ্গে।
ভীষ্মজননি মুনিবরকন্যে, পতিতনিবারিণি ত্রিভুবনধন্যে ॥ ৫ ॥
কল্পলতামিব ফলদাং লোকে, প্রণমতি যস্তাং ন পতীত শোকে।
পারাবারবিহারিণি গঙ্গে, বিমুখবনিতাকৃততরলাপাঙ্গে ॥ ৬ ॥
নরকনিবারিণি জাহ্নবি গঙ্গে, কলুষবিনাশিনি মহিমোত্তুঙ্গে ॥ ৭ ॥

প্রাণিগণের সুখ প্রদান করিয়া থাক। মাতঃ! তোমার মাহাত্ম্য নিগমেও পঠিত আছে, আমি তোমার মহিমা কিছুই জানি না, তুমি এ অজ্ঞানকে পরিত্রাণ কর ॥ ২ ॥

গঙ্গে! তুমি শ্রীহরির পাদপদ্মে তরঙ্গরূপে বিদ্যমান ছিলে। দেবি! তোমার তরঙ্গসকল হিমরাশি, চন্দ্র ও মুক্তার ন্যায় শ্বেতবর্ণ। কৃপাময়ি! তুমি আমার পাপরাশি দূরীকৃত করিয়া আমাকে সংসারসাগরের পারে উত্তীর্ণ কর ॥ ৩ ॥

দেবি! যে ব্যক্তি তোমার জলপান করিয়াছে, সে পরমপদ পাইয়াছে। গঙ্গে! যে মনুষ্য তোমাকে ভক্তি করিয়া থাকে, কদাচ শমন তাহাকে দর্শন করিতে পারে না অর্থাৎ তোমার ভক্তগণ যমপুরে না যাইরা বৈকুণ্ঠে প্রস্থান করিয়া থাকে ॥ ৪ ॥

দেবি গঙ্গে! তুমি পতিতজনকে পরিত্রাণ কর, তুমি পর্ব্বতপতি হিমালয়কে খণ্ডন করিয়াছ, তোমার ভঙ্গী অতি সুশোভিত, তুমি ভীষ্মের জননী এবং জহ্নু-মুনির কন্যা, ত্রিভুবনে তোমা অপেক্ষা পাতকহারিণী আর কেহ নাই ॥ ৫ ॥

দেবি! তুমি কল্পতার ন্যায় ফল প্রদান কর অর্থাৎ ভক্তবৃন্দ তোমার নিকট যাহা কামনা করে, তুমি তাহাই প্রদান করিয়া থাক। যে তোমাকে প্রণাম করে, সে কদাচ শোকে পতিত হয় না। দেবি! তুমি সমুদ্রের সহিত বিহার কর, তোমার ভক্তগণ কদাচ নারীগণের চঞ্চলকটাক্ষে বিমুগ্ধ হয় না ॥ ৬ ॥

গঙ্গে! যে ব্যক্তি তোমার জলে স্নান করিয়াছে, পুনরায় সে জননীজঠরে প্রবেশ করে না। হে জাহ্নবি! তুমি ভক্তগণের নরকনিবারণ কর এবং পাপ-রাশি নিবারণ করিয়া থাক, কেহই তোমার মাহাত্ম্য জানিতে পারে না ॥৭॥

পুনরসদঙ্গে পুণ্যতরঙ্গে, জয় জয় জাহ্নবি করুণাপাঙ্গে
ইন্দ্রমুকুটমণিরাজিতচরণে, সুখদে শুভদে সেবকশরণ্যে ॥ ৮ ॥
রোগং শোকং তাপং পাপং,হর মে ভগবতি কুমতিকলাপম্।
ত্রিভুবনসারে বসুধাহারে, ত্বমসি গতির্ম্মম খলু সংসারে ॥ ৯ ॥
অলকানন্দে পরমানন্দে, কুরু কৃপাময়ি কাতরবন্দ্যে।
তব তটনিকটে যস্য নিবাসঃ, খলু বৈকুণ্ঠে তস্য নিবাসঃ॥ ১০ ॥
বরহমিহ নীরে কমঠো মীনঃ, কিংবা তীরে শরটঃ ক্ষীণঃ।
অথবা গব্যূতিশ্বপচো দীনস্তব ন হি দূরে নৃপতিঃ কুলীনঃ ॥ ১১ ॥
ভো ভুবনেশ্বরি পুণ্যে ধন্যে, দেবি দ্রবময়ি মুনিবরকন্যে।
গঙ্গাস্তবমিদমমলং নিত্যং, পঠতি নরো যঃ স জয়তি সত্যম্ ॥ ১২ ॥

দেবি! তোমার জন্মান্তরমুক্ত দেহ নাই, তোমার তরঙ্গসকল অতি পুণ্য প্রদান করে, জাহ্নবি! তোমার দর্শন কৃপাপূর্ণ, তোমা হইতে কাহারও উৎকর্ষ নাই। মাতঃ! তোমার চরণ দেবরাজ ইন্দ্রের মুকুটমণি দ্বারা সমুজ্জল হইয়া আছে, তুমি সকলকে সুখ ও শুভ প্রদান কর এবং যে তোমার সেবক হয়, তুমি তাহাকেই আশ্রয় প্রদান করিয়া থাক ॥ ৮ ॥

হে ভগবতি! তুমি ভক্তগণের রোগ, শোক, তাপ, পাপ ও কুমতি হরণ কর। তুমি ত্রিলোকের সারভূতা এবং অবনীর হারস্বরূপে বিদ্যমান আছ। দেবি! এই সংসারে একমাত্র তুমিই আমার গতি অর্থাৎ আমি কেবল তোমাকেই আশ্রয় করিলাম ৯ ॥

দেবি! তুমি অলকানন্দা এবং তুমিই পরমানন্দস্বরূপা; আমি কাতর হইয়া তোমাকে বন্দনা করিতেছি, তুমি আমাকে কৃপা কর। মাতঃ! যে ব্যক্তি তোমার তটসন্নিধানে অবস্থিতি করে, অন্তকালে তাহার বৈকুণ্ঠে বাস হয় ॥ ১০ ॥

দেবি! তোমার জলে কচ্ছপ বা মীন হইয়া থাকি, তোমার তীরে ক্ষীণতর কৃকলাস হইয়া বাস করি অথবা ক্রোশদ্বয়মধ্যে অতি দীন চণ্ডালকুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকিতে বাসনা করি, তথাপি দূরদেশে কুলীন নরপতি হইতে বাসনা করি না ॥ ১১ ॥

দেবি! তুমি ত্রিভুবনের ঈশ্বর, তুমিই পুণ্যস্বরূপা, তোমা হইতে কাহারও প্রাধান্য নাই, তুমি জলময়ী ও মুনিবরের নন্দিনী। যে মনুষ্য প্রত্যহ এই গঙ্গাস্তব পাঠ করে,সে নিশ্চই সকল জয় করিতে পারে॥ ১২ ॥

যেষাং হৃদয়ে গঙ্গাভক্তিস্তেষাং ভবতি সদা সুখমুক্তিঃ।
মধুরকান্তাপজ্ঝটিকাভিঃ, পরমানন্দকলিতললিতাভিঃ॥ ১৩॥
গঙ্গাস্তোত্রমিদং ভবসারং, বাঞ্ছিতফলদং বিহিতামলসারম্।
শঙ্করসেবকশঙ্কররচিতং, পঠতি বিষয়ী স্তব ইতি চ সমাপ্তঃ॥ ১৪॥
ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং গঙ্গাস্তোত্রম্॥

শিবভুজঙ্গপ্রয়াতস্তোত্র।

শ্রীগেশায় নমঃ।

গলদ্দানগণ্ডং মিলদ্ভৃঙ্গখণ্ডং, লসচ্চারুশুণ্ডং জগত্ত্রাণশৌণ্ডম্।
লসদ্দন্তকাণ্ডং বিপদ্ভঙ্গচণ্ডং, শিবপ্রেমপিণ্ডং ভজে বক্রতুণ্ডম্॥ ১
অনাদ্যন্তমাদ্যং পরং তত্ত্বমর্থং, চিদাকারমেকং তুরীয়ং ত্বমেয়ম্।
হরিব্রহ্মমৃগ্যং পরব্রহ্মরূপং, মনোবাগতীতং মহঃ শৈবমীড়ে॥ ২॥

যাহার মনে অচলা গঙ্গাভক্তি আছে, সে নিয়ত সুখভোগ করিয়া থাকে। অতি মধুর ও কোমল পজ্ঝটিকা ছন্দে বিরচিত এই গঙ্গাস্তব পরমানন্দপ্রদ ও অতি সুললিত॥ ১৩॥

এই অসার সংসারমধ্যে উক্ত গঙ্গা-স্তবই সারবান্ পদার্থ,ইহা ভক্তবৃন্দের অভিলষিত ফল প্রদান করে। মহেশ্বরসেবক শঙ্করাচার্য্যকৃত এই স্তব সমাপ্ত হইল॥১৪॥

ইতি গঙ্গাস্তোত্র সমাপ্ত।

যাঁহার গণ্ডস্থল হইতে নিরন্তর মদবারি ক্ষরিত হইতেছে ও ঐ মদগন্ধে ভৃঙ্গগণ মিলিত হইয়া গণ্ডপ্রদেশে আকুলভাবে রহিয়াছে, যাঁহার সুচারু শুণ্ড অনবরত চঞ্চল হইতেছে, জগতের পরিত্রাণকার্য্যে যিনি নিয়ত নিরত আছেন, যিনি কাণ্ডতুল্য দন্ত ধারণ করিয়াছেন, যিনি জগতের বিপদ্বিনাশে প্রচণ্ডরূপী এবং মহেশ্বরের পরম প্রেমাস্পদ, সেই বক্রতুণ্ড গজাননকে ভজনা করি॥ ১॥

যাঁহার আদি নাই,অন্ত নাই, অথচ যিনি সকলের আদি, যিনি পরমতত্ত্বস্বরূপ, যিনি সকলের আরাধ্য, যিনি চিন্ময়, অদ্বিতীয় তুরীয় ব্রহ্ম, কেহই যাঁহার পরিমাণ করিতে সমর্থ হয় না, হরি ও ব্রহ্মা যাঁহার অন্বেষণ করিয়া থাকেন, যিনি পরব্রহ্ম- এবং মনোবাক্যের অতীত, সেই তেজঃপুঞ্জ শৈবকে ভজনা করি॥ ২॥

স্বশক্ত্যাদিশক্ত্যন্তসিংহাসনস্থং, মনোহারিসর্ব্বাঙ্গরত্নাদিভূষম্।
জটাহীন্দুগঙ্গাস্থিশম্যর্কমৌলিং,পরং শক্তিমিত্রং নুমঃ পঞ্চবক্ত্রম্ ॥ ৩ ॥
শিবেশানতৎপুরুষাঘোরবামাদিভির্ব্রহ্মভির্হৃন্মুখৈঃ ষড়্‌ভিরঙ্গৈঃ।
অনৌপম্যষট্‌ত্রিংশতং তত্ত্ববিদ্যামতীতং পরং ত্বাং কথং বেত্তি কো বা ॥৪॥
প্রবালপ্রবাহপ্রভাশোণমর্দ্ধং, মরুত্বন্মণিশ্রীমহঃশ্যামমর্দ্ধম্।
গুণস্যূতমেকং বপুশ্চৈকমন্তঃ, স্মরামি স্মরাপত্তিসংপত্তিহেতুম্ ॥ ৫ ॥
স্বসেবাসমায়াতদেবাসুরেন্দ্রা, নমন্মৌলিমন্দারমালাভিষিক্তম্
নমস্যামি শম্ভো পদাম্ভোরুহং তে,ভবাম্ভোধিপোতং ভবানীবিভাব্যম্ ॥৬॥
জগন্নাথ মন্নাথ গৌরীসনাথ, প্রপন্নানুকম্পিন্ বিপন্নার্ত্তিহারিন্।
মহঃস্তোমভূতৈঃ সমস্তৈকবন্ধো, নমস্তে নমস্তে পুনস্তে নমোঽস্তু ॥ ৭ ॥

যিনি স্বীয় শক্তিবলে আদিশক্তিরূপ সিংহাসনে সংস্থিত আছেন, মনোহর রত্নে যাঁহার সর্ব্বাঙ্গ সমলঙ্কৃত, যাঁহার শিরোদেশে জটাভার, গলে নাগযজ্ঞোপবীত, মস্তকে গঙ্গা, গলে অস্থিমালা এবং ললাটে চন্দ্র ও সূর্য্য বিরাজিত, যিনি পরমাত্মা এবং পরমশক্তির মিত্র, সেই পঞ্চাননকে নমস্কার ॥ ৩ ॥

ব্রহ্মা প্রভৃতি অমরবৃন্দ শিব, ঈশান, তৎপুরুষ, অঘোর ও বামদেবাদি নামে এবং নমঃ স্বাহা প্রভৃতি ষড়ঙ্গমন্ত্রে নিয়ত যাঁহার উপাসনা করেন, কোন উপমান দ্বারা যাঁহাকে জানা যায় না, যিনি ষট্‌ত্রিংশৎ তত্ত্ববিদ্যার অতীত,তুমিই সেই পর-ব্রহ্ম; অতএব হে মহেশ্বর! কে তোমাকে পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয়? ৪ ॥

যাঁহার অর্দ্ধ অঙ্গকান্তি নূতন পল্লবসমূহের ন্যায় রক্তবর্ণ,যিনি সকলের পূজনীয়, গোমেদ মণির ন্যায় যাঁহার কলেবরের অপরার্দ্ধ ভাগ শোভা পাইতেছে, যিনি ত্রিগুণাতীত, যিনি কামদেবের উৎপত্তি ও সংহারের হেতু, সেই সনাতন পরম-ব্রহ্মরূপী মহাদেবকে নমস্কার করি ॥ ৫ ॥

হে শম্ভো! তোমার সেবার জন্য সুরবৃন্দ ও অসুরেন্দ্র আগমন করিয়া পদ-তলে নিজ নিজ মস্তক স্থাপন করিলে সুরাসুরগণের মৌলিস্থিত মন্দারপুষ্পে যে চরণ রঞ্জিত হয়, তোমার সেই চরণকমলে নমস্কার। ঐ পাদপদ্ম ভবসংসার-পারা-বারের তরণীস্বরূপ এবং ঐ চরণদ্বয় নিরন্তর ভবানী দেবী ধ্যান করিয়া থাকেন ॥৬॥

হে শম্ভো! তুমি জগতের আশ্রয়, সুতরাং আমারও আশ্রয়। হে গৌরী-পতে! তুমি শরণাপন্ন ব্যক্তির প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিয়া থাক, তুমি বিপন্ন ব্যক্তির বিপদ্ হরণ কর, তুমি স্বীয় তেজঃপ্রভাবে অখিল জনের বন্ধু; তোমায় পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি ॥ ৭ ॥

মহাদেব দেবেশ দেবাদিদেব, স্মরারে পুরারে যমারে হরেতি।
ব্রুবাণঃ স্মরিষ্যামি ভক্ত্যা ভবন্তং, ততো মে দয়াশীল দেব প্রসীদ ॥ ৮ ॥
বিরূপাক্ষ বিশ্বেশ বিশ্বাদিকেশ, ত্রয়ীমূল শম্ভো শিব ত্র্যম্বক ত্বম্।
প্রসাদ স্মরারে ত্রাহি পশ্যাহবপুষ্য, ক্ষমস্বাপ্নুহীতি ক্ষপা হি ক্ষিপামঃ ॥৯॥
ত্বদন্যঃ শরণ্যঃ প্রপন্নস্য নেতি, প্রসীদ স্মরন্নেব হন্যাস্তু দৈন্যম্।
ন চেত্তে ভবেদ্ভক্তবাৎসল্যহানিস্ততো মে দয়ালো দয়াং সন্নিধেহি ॥১০॥
অয়ং দানকালস্ত্বহং দানপাত্রং, ভবান্নাথ দাতা ত্বদন্যং ন যাচে।
ভবদ্ভক্তিবেব স্থিরাং দেহি মহ্যং,কৃপাশীল শম্ভো কৃতার্থোঽস্মি তস্মাৎ ॥১১॥
পশুং বেৎসি চেন্মাং ত্বমেবাধিরূঢ়ঃ, কলঙ্কীতি বা মূর্দ্ধ্নি ধৎসে ত্বমেব।
দ্বিজিহ্বঃ পুনস্তেঽপি তে কণ্ঠভূষা,ত্বদঙ্গীকৃতাঃ শর্ব্ব সর্ব্বেঽপি ধন্যাঃ ॥১২॥

হে মহাদেব! তুমি অমরনিকরের ঈশ্বর, তুমি দেবগণের আদিদেব, তুমি কামদেবকে সংহার করিয়াছ। হে হর! তুমি ত্রিপুরাসুরকে জয় করিয়াছ, তুমি শমনভীতি-নিবারক, আমি তোমাকে ভক্তিসহকারে স্মরণ করি। হে দেব! তুমি মৎপ্রতি করুণা প্রদর্শন কর এবং প্রসন্ন হও ॥ ৮ ॥

হে বিশ্বেশ্বর! তোমার নেত্রসকল বিরূপ (তুমি নিরন্তর ঊর্দ্ধনয়নে অবস্থিত থাক) হে শম্ভো! তুমি দেবসকলের মূলীভূত; হে শিব! তুমি ত্রিনেত্র, আমি তোমাকে স্মরণ করি, তুমি প্রসন্ন হইয়া আমাকে পরিত্রাণ কর; মৎপ্রতি কৃপা-দৃষ্টি বিতরণ কর, আমাকে রক্ষা কর ও আমাকে পোষণ কর। হে বিশ্বনাথ! আমার অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমাকে পরিত্রাণ কর ॥ ৯ ॥

হে মহেশ্বর! তুমি ব্যতীত বিপদ্গ্রস্ত ব্যক্তির আশ্রয় আর কেহ নাই, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও, এইপ্রকারে তোমাকে স্মরণ করিলে তুমি আশু ভক্তের দৈন্য হরণ করিয়া থাক, কখনও তোমার ভক্তবাৎসল্যের হানি হয় না, তুমি অতি কৃপালু, তুমি আমার প্রতি কৃপা বিতরণ কর ॥ ১০ ॥

হে নাথ! এই ভীষণ কাল উপস্থিত, আমি তজ্জন্য তোমার দানপাত্র হইয়াছি। তুমি দাতা,আমি অন্য কিছুই প্রার্থনা করি না, এইমাত্র প্রার্থনা করি যে, তোমার প্রতি যেন আমার অচলা ভক্তি বিদ্যমান থাকে, অতএব আমাকে অচলা ভক্তি প্রদান কর। হে শম্ভো! তুমি অতি কৃপালু, আমার প্রতি তোমার কৃপা হইলেই চরিতার্থতা বোধ করিব ॥ ১১ ॥

হে হর! আমাকে যদি পশু জ্ঞান কর, তাহা হইলে আমাতে আরোহণ করা আর আমি যদি কলঙ্কী হই, তবে তুমি আমাকে ললাটদেশে ধারণ করিও

ন শক্নোমি কর্ত্তুং পরদ্রোহলেশং, কথং প্রীয়সে ত্বং ন জানে গিরীশ।
তদা হি প্রসন্নোঽসি কস্যাপি কান্তাসুতদ্রোহিণো বা পিতৃদ্রোহিণো বা ॥১৩॥
স্তুতিং ধ্যানমর্চ্চাং যথাবদ্বিধাতুং, ভজন্নপ্যজানন্মহেশাবলম্বে।
ত্রসন্তং সুতং ত্রাতুমগ্রে মৃকণ্ডোর্যমপ্রাণনির্ব্বাপণং ত্বৎপদাব্জম্ ॥ ১৪ ॥
অকণ্ঠে কলঙ্কাদনঙ্গে ভুজঙ্গাদপাণৌ কপালাদভালেঽনলাক্ষাৎ।
অমৌলৌ শশঙ্কাদবামে কলত্রাদহং দেবমন্যং ন মন্যে ন মন্যে ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যবিরচিতং
শ্রীশিবভুজঙ্গপ্রয়াতস্তোত্রম্ ॥

কেননা, তুমি পশুবাহন ও চন্দ্রমৌলি, আর যদি আমি সর্প হই, তাহা হইলেও তোমার কণ্ঠভূষণ হইয়া থাকিতে পারি। হে সংহারকারিন্! তোমার অঙ্গে যাহারা আছে, তাহারা সকলেই ধন্য হইয়াছে ॥ ১২ ॥

আমি পরদ্রোহ করিতে সমর্থ নহি এবং তুমি কিরূপে মৎপ্রতি প্রসন্ন হইবে, তাহাও জানি না। হে গিরীশ্বর! তুমি কোন কোন স্ত্রীপুত্রদ্রোহী ও পিতৃদ্রোহীর প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাক, তোমার দয়া ভিন্ন কেহ পরিত্রাণ পাইতে সমর্থ হয় না ॥ ১৩ ॥

হে মহেশ! আমি অজ্ঞ; স্তুতি, ধ্যান ও অর্চ্চনা কিছুই জানি না, অতএব যথাবৎ স্তুতি ধ্যান ও অর্চ্চনা-বিধনার্থ তোমাকে আশ্রয় করিলাম। অসাধুশীল এই মৃকণ্ডুতনয়কে পরিত্রাণ কর। তোমার চরণদ্বয়ই শমনভীতি নিবারণ করে এবং প্রাণের নির্ব্বাপণ করিয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

যাঁহার কণ্ঠে কালিমা নাই, অঙ্গে সর্প নাই, করে নরমুণ্ড নাই, ললাটে শশাঙ্ক নাই এবং বামভাগে কলত্র নাই, তাঁহাকে আমি দেব বলিয়া স্বীকার করি না, অর্থাৎ যিনি নীলকণ্ঠ, ভুজঙ্গভূষিতবিগ্রহ, নরমুণ্ডধারী, অনলাক্ষ, চন্দ্রমৌলি এবং বামভাগে শক্তিসমন্বিত, তিনিই সর্ব্বদেবের শ্রেষ্ঠ ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীশঙ্করাচার্য্যকৃত শিবভুজঙ্গপ্রয়াত-স্তোত্র সমাপ্ত।

শিবপঞ্চাক্ষরস্তোত্রম্ ।

শ্রীগণেশায় নমঃ ।

নাগেন্দ্রহারায় ত্রিলোচনায়, ভস্মাঙ্গরাগায় মহেশ্বরায় ।
নিত্যায় শুদ্ধায় দিগম্বরায়, তস্মৈ নকারায় নমঃ শিবায় ॥ ১ ॥
মন্দাকিনীসলিলচন্দনচর্চ্চিতায়, নন্দীশ্বরপ্রমথনাথমহেশ্বরায় ।
মন্দারপুষ্পবহুপুষ্পসুপূজিতায়, তস্মৈ মকারায় নমঃ শিবায় ॥ ২॥
শিবায় গৌরীবদনাব্জবৃন্দ-সূর্য্যায় দক্ষাধ্বরনাশকায় ।
শ্রীনীলকণ্ঠায় বৃষধ্বজায়, তস্মৈ শকারায় নমঃ শিবায় ॥ ৩ ॥
বশিষ্ঠকুম্ভোদ্ভবগৌতমার্য্য-মুনীন্দ্রদেবার্চ্চিতশেখরায় ।
চন্দ্রার্কবৈশ্বানরলোচনায়, তস্মৈ বকারায় নমঃ শিবায় ॥ ৪ ॥
যক্ষস্বরূপায় জটাধরায়, পিনাকহস্তায় সনাতনায় ।
দিব্যায় দেবায় দিগম্বরায়, তস্মৈ যকারায় নমঃ শিবায় ॥ ৫ ॥

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য "নমঃ শিবায়" এই মন্ত্রগত নকারাদি পঞ্চাক্ষরের মাহাত্ম্য প্রদর্শনপূর্ব্বক কৈলাসপতি ভগবান্ মহেশ্বরের স্তব করিতেছেন ।—যিনি নাগেন্দ্র-দ্বারা কণ্ঠে হার পরিধান করিয়াছেন, যিনি ভস্মলেপন করিয়া অঙ্গরাগ করেন, যিনি মহেশ্বর (পরমাত্মরূপী), যিনি নিত্য, শুদ্ধ ও দিগম্বর, সেই নকারাত্মক শিবকে নমস্কার করি ॥ ১ ॥

যাঁহার অঙ্গ মন্দাকিনীবারি ও চন্দন দ্বারা নিরন্তর অনুলিপ্ত, যিনি নন্দীর ঈশ্বর, যিনি প্রথমগণের অধিপতি, যিনি মহেশ্বর (ব্রহ্মরূপী) এবং মন্দার-কুসুম প্রভৃতি নানারূপ পুষ্প দ্বারা দেবগণ যাঁহার পূজা করেন,সেই মকারাত্মক শিবকে নমস্কার করি ॥ ২ ॥

যিনি সর্ব্বদা জগতের মঙ্গলবিধান করিতেছেন, যিনি আদিত্যবৎ গৌরীর বদনকমল প্রকাশ করেন,যিনি দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিয়া স্বীয় ঐশ্বর্য্য দেখাইয়াছিলেন, সমুদ্রমথনকালে বিষপানে যাঁহার কণ্ঠে কালিমা হইয়াছে এবং যিনি নিয়ত বৃষ-বাহনে গমন করেন, সেই শকারাত্মক শিবকে নমস্কার ॥ ৩ ॥

বশিষ্ঠ, অগস্ত্য,গৌতম প্রভৃতি মুনীন্দ্রগণ নিরন্তর যাঁহার পূজা করিয়া থাকেন, চন্দ্র, সূর্য্য এবং অগ্নি যাঁহার নয়ন, সেই বকারাত্মক শিবকে নমস্কার ॥ ৪ ॥

যিনি যক্ষরূপী, (যক্ষরাজ কুবের যাঁহার অংশরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন) যিনি

পঞ্চাক্ষরমিদং পুণ্যং যঃ পঠেৎ শিবসন্নিধৌ।
শিবলোকমবাপ্নোতি শিবেন সহ মোদতে ॥ ৬ ॥
ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং শিবপঞ্চাক্ষরস্তোত্রম্।

বেদসারশিব-স্তোত্র।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

পশূনাং পতিং পাপনাশং পরেশং, গজেন্দ্রস্য কৃত্তিং বসানং বরেণ্যম্।
জটাজূটমধ্যে স্ফুরদ্গাঙ্গবারিং, মহাদেবমেকং স্মরামি স্মরামি ॥ ১ ॥
মহেশং সুরেশং সুরারাতিনাশং, বিভুং বিশ্বনাথং বিভূত্যঙ্গভূষম্।
বিরূপাক্ষমিন্দ্বর্কবহ্নিত্রিনেত্রং, সদানন্দমীড়ে প্রভুং পঞ্চবক্ত্রম্ ॥ ২ ॥
গিরীশং গণেশং গলে নীলবর্ণং, গবেন্দ্রাধিরূঢ়ং গুণাতীতরূপম্।
ভবং ভাস্করং ভস্মনা ভূষিতাঙ্গং, ভবানীকলত্রং ভজে পঞ্চবক্ত্রম্ ॥ ৩ ॥

আপন মস্তকে জটা ধারণ করিয়াছেন, যাঁহার করে পিনাকনামক ধনু বিরাজিত, যিনি সনাতন (ক্ষয়োদয়রহিত), যিনি দিব্যপুরুষ ও পরমদৈবত এবং দিক্‌সকল যাঁহার বসনরূপে আবরণ করিয়া রহিয়াছে, সেই যকারাত্মক শিবকে নমস্কার ॥৫॥

মহাপুণ্যজনক এই পঞ্চাক্ষর-স্তোত্র যিনি শিবসন্নিধানে সর্ব্বদা পাঠ করেন, তিনি শিবালোকে গমন করিয়া শিবসাযুজ্য প্রাপ্ত হন ॥ ৬ ॥

শ্রীশঙ্করাচার্য্যকৃত শিবপঞ্চাক্ষরস্তোত্র সমাপ্ত।

যিনি পশুগণের অধিপতি, যিনি সকললোকের পাতক হরণ করেন, যিনি পরমেশ্বর, যিনি গজাজিন পরিধান করিয়াছেন, যিনি সকলের শ্রেষ্ঠ, যাঁহার জটাকলাপমধ্যে গঙ্গোদক তরঙ্গায়িত হইতেছে, সেই এক (মদনমর্দ্দন) মহাদেবকে আমি পুনঃ পুনঃ স্মরণ করি ॥ ১ ॥

যিনি মহেশ্বর ও দেবগণের ঈশ্বর, যিনি সুরবৃন্দের অরাতিকুল নির্ম্মূল করেন, যিনি বিভু, বিশ্বনাথ এবং বিভূতিদ্বারা অঙ্গভূষণ করেন, যিনি বিরূপাক্ষ (বিকৃত-নেত্র), যাঁহার নয়নত্রয়ে চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি বিদ্যমান এবং যিনি সদানন্দ, সেই পঞ্চবক্ত্র প্রভুকে স্তব করি ॥ ২ ॥

যিনি পর্ব্বতের ঈশ্বর, প্রমথগণের অধিপতি, যাঁহার গলদেশ কালিমাবিভূষিত,

শিবাকান্ত শম্ভো শশাঙ্কার্দ্ধমৌলে, মহেশান শূলিন্ জটাজূটধারিন্।
ত্বমেকো জগদ্ব্যাপকো বিশ্বরূপঃ, প্রসীদ প্রসীদ প্রভো পূর্ণরূপ ॥ ৪ ॥
পরাত্মানমেকং জগদ্বীজমাদ্যং, নিরীহং নিরাকারমোঙ্কারবেদ্যম্।
যতো জায়তে পাল্যতে যেন বিশ্বং, তমীশং ভজে লীয়তে যত্র বিশ্বম্ ॥ ৫॥
ন ভূমির্ন চাপো ন বহ্নির্ন বায়ুর্ন চাকাশমাস্তে ন তন্দ্রা ন নিদ্রা।
ন গ্রীষ্মো ন শীতং ন দেশো ন বেশো,ন যস্যাস্তিমূর্ত্তিস্তমীড়ে মহেশম্ ॥৬॥
অজং শাশ্বতং কারণং কারণানাং, শিবং কেবলং ভাসকং ভাসকানাম্।
তুরীয়ং তমঃপারমাদ্যন্তহীনং, প্রপদ্যে পরং পাবনং দ্বৈতহীনম্ ॥ ৭ ॥
নমস্তে নমস্তে বিভো বিশ্বমূর্ত্তে, নমস্তে নমস্তে চিদানন্দমূর্ত্তে।
নমস্তে নমস্তে তপোযোগগম্য, নমস্তে নমস্তে শ্রুতিজ্ঞানগম্য ॥ ৮ ॥

যিনি গোপতিতে আরোহণ করেন, যিনি সত্ত্ব, রজ, তমঃ, এই ত্রিগুণের অতীত, যিনি ভবনামে অভিহিত, যিনি পূর্ণজ্ঞানময় (পরম দীপ্তিমান্), যিনি ভস্মদ্বারা অঙ্গ বিভূষিত করিয়াছেন,সেই পঞ্চানন ভবানীপতিকে ভজনা করি ॥৩॥

হে পার্ব্বতীনাথ! হে শম্ভো! হে চন্দ্রার্দ্ধমৌলে! হে জটাজূটধারিন্! একমাত্র তুমিই জগৎ ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছ। এই বিশ্বই তোমার রূপ, তুমি পূর্ণব্রহ্ম; হে মহেশ্বর! হে শূলধারিন্! তুমি মৎপ্রতি প্রসন্ন হও ॥ ৪ ॥

হে ভগবন্! একমাত্র তুমিই পরমাত্মরূপী, তুমিই জগতের আদি কারণ, তুমি সর্ব্বচেষ্টাবিবর্জ্জিত, তুমি নিরাকার,তুমি ওঙ্কারের প্রতিপাদ্য, তোমা হইতেই জগতের উৎপত্তি হয়, তুমিই বিশ্বপালন করিতেছ এবং তোমাতে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড লয় পাইয়া থাকে, আমি তোমাকে ভজনা করি ॥ ৫ ॥

যিনি ভূমি নহেন, জল নহেন, বহ্নি নহেন, পবন নহেন, শূন্য নহেন এবং যাঁহার তন্দ্রা নাই,নিদ্রা নাই,গ্রীষ্ম নাই,শীত নাই, দেশ নাই,বেশ নাই ও যাঁহার মূর্ত্তি নাই, অথচ যিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব, এই মূর্ত্তিত্রয়াত্মক, তাঁহাকে স্তব করি ॥ ৬ ॥

যিনি জন্মাদিরহিত, সনাতন, কারণেরও কারণ, যিনি সর্ব্বমঙ্গলময়, যিনি জগৎপ্রকাশক চন্দ্রসূর্য্যাদিকেও প্রকাশ করেন, যিনি তুরীয় ব্রহ্ম ও দ্বৈতবিহীন, তাঁহাকে নমস্কার ॥ ৭ ॥

হে বিভো! হে বিশ্বমূর্ত্তে! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। হে চিদানন্দময়! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। হে ভগবন্! তুমি তপস্যা ও যোগের গম্য অর্থাৎ যোগ বা তপস্যাবলে তোমায় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তোমাকে পুনঃ পুনঃ

প্রভো শূলপাণে বিভো বিশ্বনাথ, মহাদেব শম্ভো মহেশ ত্রিনেত্র।
শিবাকান্ত শান্ত স্মরারে পুরারে, ত্বদন্যো বরেণ্যো ন মান্যো ন গণ্যঃ ॥ ৯ ॥
শম্ভো মহেশ করুণাময় শূলপাণে, গৌরীপতে পশুপতে পশুপাশনাশিন্।
কাশীপতে করুণয়া জগদেতদেকস্ত্বং হংসি পাসি বিদধাসি মহেশ্বরোঽসি ॥১০॥
ত্বত্তো জগদ্ভবতি দেব ভব স্মরারে, ত্বয্যেব তিষ্ঠতি জগন্মৃড় বিশ্বনাথ।
ত্বয্যেব গচ্ছতি লয়ং জগদেতদীশ, লিঙ্গাত্মকে হর চরাচর বিশ্বরূপিন্ ॥ ১১ ॥
ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং বেদসারশিবস্তোত্রম্ ॥

শিবনামাবল্যষ্টক।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

হে চন্দ্রচূড় মদনান্তক শূলপাণে, স্থাণো গিরীশ গিরিজেশ মহেশ শম্ভো।
ভূতেশ ভীতিভয়সূদন মামনাথং, সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ১ ॥

নমস্কার। হে শিব! তুমি শ্রুতিজন্য জ্ঞানের গোচর, তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি ॥ ৮ ॥

হে প্রভো! হে শূলপাণে! হে বিভো! হে বিশ্বনাথ! হে পার্ব্বতীপতে! হে শান্তমূর্ত্তে! হে মদনরিপো! হে পুরবিজয়িন্। তুমি ভিন্ন অন্য দেবগণ আছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা মান্য, গণ্য বা বরেণ্য নহেন ॥ ৯ ॥

হে শম্ভো! হে মহেশ! হে করুণাময়! হে শূলপাণে! হে গৌরীপতে! হে পশুপতে! হে পশুপাশবিনাশিন্! এক তুমিই স্বীয় করুণায় এই জগৎ পালন করিতেছ, বিনাশ করিতেছ এবং জগদ্বিধান করিতেছ, অতএব তুমিই মহেশ্বর ॥১০॥

হে ভব! তোমা হইতেই জগৎ সঞ্জাত হইতেছে। হে দেব! হে মদনান্তকারিন্! তোমা হইতেই জগৎ সঞ্জাত হইতেছে। হে বিশ্বনাথ! তোমাতেই জগৎ লয়প্রাপ্তি হয়। এই চরাচর বিশ্ব তোমারই স্বরূপ ॥ ১১ ॥

বেদাসার-স্তোত্র সমাপ্ত।

হে চন্দ্রমৌলে। তুমি কন্দর্পকে সংহার করিয়াছ, হে শূলপাণে! তুমি স্থাণুর ন্যায় অচলভাবে প্রতিষ্ঠিত থাক। হে গিরীশ! তুমি গিরিজার ঈশ্বর, তুমি জনগণের ভয় দূর কর। হে জগদীশ্বর! তুমি এ অনাথাকে ভবদুঃখ হইতে পরিত্রাণ কর ॥ ১ ॥

হে পর্ব্বতীহৃদয়বল্লভ চন্দ্রমৌলে, ভূতাধিপ প্রমথনাথ গিরীশজাপ।
হে বামদেব ভব রুদ্র পিনাকপাণে,সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ২ ॥
হে নীলকণ্ঠ বৃষভধ্বজ পঞ্চবক্ত্র, লোকেশ শেষবলয় প্রমথেশ শর্ব্ব।
হে ধূর্জ্জটে পশুপতে গিরিজাপতে মাং, সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥
হে বিশ্বনাথ শিব শঙ্কর দেবদেব, গঙ্গাধর প্রমথনায়ক নন্দিকেশ।
বাণেশ্বরান্ধকরিপো হর লোকনাথ, সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ৪ ॥
বারাণসীপুরপতে মণিকর্ণিকেশ, বীরেশ দক্ষমখকাল বিভো গণেশ।
সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বহৃদয়ৈকনিবাস নাথ,সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ৫ ॥
শ্রীমন্মহেশ্বর কৃপাময় হে দয়ালো,হে ব্যোমকেশ শিতিকণ্ঠ গণাধিনাথ।
ভস্মাঙ্গরাগনৃকপালকলাপমাল, সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ৬ ॥

হে চন্দ্রশেখর! তুমি পার্ব্বতীর হৃদয়বল্লভ। হে ভূতাধিপ! হে প্রমথনাথ! তুমি পর্ব্বতগুহাতে শয়ন করিয়া জপ করিতেছ। হে বামদেব! হে ভব-রুদ্র! হে পিনাকপাণে! তুমি এ অনাথকে ভবদুঃখ হইতে পরিত্রাণ কর ॥ ২ ॥

হে নীলকণ্ঠ! হে বৃষধ্বজ! হে পঞ্চবদন! হে লোকেশ! তুমি অনন্তনাগদ্বারা স্বীয় হস্তে বলয় ধারণ করিয়াছ। হে প্রমথেশ! তুমি ব্রহ্মাণ্ড সংহার কর। হে ধূর্জ্জটে! হে পশুপতে! এ অনাথকে ভবদুঃখ হইতে রক্ষা কর ॥ ৩ ॥

হে বিশ্বনাথ! তুমি মঙ্গলালয় এবং সকলের মঙ্গলবিধান করিতেছ। হে দেব-দেব! তুমি স্বীয় মস্তকে গঙ্গাকে ধারণ করিয়াছ এবং তুমি প্রমথগণের অধিনায়ক। হে নন্দিকেশ্বর! তোমারই প্রসাদে বাণরাজ অতুল ঐশ্বর্য্য পাইয়াছিলেন। তুমিই অন্ধকাসুরকে সংহার করিয়াছ। হে হর! তুমি ত্রিভুবনের আশ্রয়। হে জগদীশ! আমাকে ভবদুঃখ হইতে পরিত্রাণ কর ॥ ৪ ॥

হে বিভো! তুমি বারাণসীপুরীর অধীশ্বর, তুমি মণিকর্ণিকার অধিপতি,তুমিই বীরেশ্বর এবং তুমিই দক্ষযজ্ঞের বিনাশকারী। হে গণেশ্বর! তুমি সকল জানিতেছ এবং তুমি নিরন্তর সকলের হৃদয়নিকেতনে অবস্থিতি কর। হে নাথ! হে জগদীশ! আমি অনাথ, আমাকে অনন্ত ভবদুঃখ হইতে পরিত্রাণ কর ॥ ৫ ॥

হে শ্রীমন্! হে মহেশ্বর! তুমিই কৃপাময় অর্থাৎ তোমার কৃপাতেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রতিপালিত হইতেছে। সমুদ্রমন্থনসময়ে গরল উৎপন্ন হইয়া ত্রিভুবন দগ্ধ করিতে-ছিল, তুমি লোকরক্ষার্থ সেই বিষ পান করিয়াছিলে, তাহাতেই তোমার কণ্ঠদেশে কালিমা রহিয়াছে, এই জন্য তোমাকে শিতিকণ্ঠ বলে। তুমি প্রমথগণের অধি

কৈলাসশৈলবিনিবাস বৃষাকপে হে, মৃত্যুঞ্জয় ত্রিনয়ন ত্রিজগন্নিবাস।
নারায়ণপ্রিয় মদাপহ শক্তিনাথ, সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ৭ ॥
বিশ্বেশ বিশ্বভবনাশিতবিশ্বরূপ, বিশ্বাত্মক ত্রিভুবনৈকগুণাভিবেশ।
হে বিশ্ববন্দ্য করুণাময় দীনবন্ধো, সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ৮ ॥
গৌরীবিলাসভুবনায় মহেশ্বরায়, পঞ্চাননায় শরণাগতকল্পকায়।
শর্ব্বায় সর্ব্বজগতামধিপায় তস্মৈ, দারিদ্র্যদুঃখদহনায় নমঃ শিবায় ॥ ৯ ॥
ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচাচার্য্যবিরচিতং শিবনামাবল্যষ্টকম্ ॥

নায়ক, তুমি ভস্মদ্বারা অঙ্গরাগ করিয়া থাক এবং নরমুণ্ডদ্বারা মালা ধারণ করিয়াছ। হে জগদীশ! আমি অনাথ, আমাকে অনন্ত ভবদুঃখ হইতে রক্ষা কর ॥৬॥

হে ত্রিলোচন! কৈলাসশৈলোপরি তোমার বসতি, তুমি বৃষবাহনে গমন কর, তুমি মৃত্যুকে জয় করিয়াছ এবং ত্রিজগৎ তোমার বসতিস্থান, তুমি নারায়ণের অতি প্রিয়, তুমি সকলের মত্ততা অপহরণ কর এবং তুমি শক্তিনাথ, সকল শক্তিই তোমার আশ্রিত। হে জগদীশ! আমাকে অনন্ত দুঃখ হইতে রক্ষা কর ॥ ৭ ॥

হে বিশ্বেশ্বর! তুমি বিশ্বের জন্মবিনাশ কর অর্থাৎ সকলকে মোক্ষপ্রদান করিয়া জন্মরহিত করিতে পার। এই বিশ্বই তোমার রূপ, তুমিই বিশ্বময় এবং ত্রিভুবনে গুণসকল একমাত্র তোমাকেই আশ্রয় করিয়া আছে। হে করুণাময়! এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তোমাকে অভিবাদন করিতেছে এবং তুমিই দীনজনের বন্ধু। হে জগদীশ! আমাকে অনন্ত ভবদুঃখ হইতে পরিত্রাণ কর ॥ ৮ ॥

হে বিভো! তুমি গৌরীর বিলাসভূমি, তুমি মহেশ্বর, তুমি পঞ্চবক্ত্র, যাহারা তোমার শরণাপন্ন হয়, তুমি তাহাদিগকে পালন কর, তুমি শর্ব্ব অর্থাৎ সংহার-কালে জগৎ সংহার কর, তুমি সর্ব্বজগতের অধিপতি এবং তুমি দারিদ্র্য ও দুঃখ বিনাশ করিয়া কল্যাণ প্রদান কর, তোমাকে নমস্কার ॥ ৯ ॥

ইতি শিবনামাবল্যষ্টক স্তোত্র সমাপ্ত।

দক্ষিণামূর্ত্ত্যষ্টক।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

বিশ্বং দর্পণদৃশ্যমাননগরীতুল্যং নিজান্তর্গতং,
পশ্যন্নাত্মনি মায়য়া বহিরিবোদ্ভূতং যথা নিদ্রয়া।
যঃ সাক্ষী কুরুতে প্রবোধসময়ে স্বাত্মানমেবাব্যয়ং,
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে॥ ১॥

বীজস্যান্তরিতাঙ্কুরো জগদিদং প্রাঙ্‌নির্ব্বিকল্পং পুন-
র্ম্মায়াকল্পিতদেশকালকলনাবৈচিত্র্যচিত্রীকৃতম্।
মায়াবীব বিজৃম্ভয়ত্যপি মহাযোগীব যঃ স্বেচ্ছয়া,
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে॥ ২॥

যস্যৈব স্ফুরণং সদাত্মকমসৎকল্পার্থকং ভাসতে,
সাক্ষাত্তত্ত্বমসীতি বেদবচসা যো বোধয়ত্যাশ্রিতান্।
যৎসাক্ষাৎকরণাদ্ভবেন্ন পুনরাবৃত্তির্ভবাম্ভোনিধৌ,
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে॥ ৩॥

যিনি দর্পণে প্রতিবিম্বিত নগরীর ন্যায় এই বিশ্বকে নিজান্তর্গত দর্শন করেন, যিনি এই বিশ্বকে আত্মাতে রাখিয়াও মায়াপ্রভাবে নিদ্রার ন্যায় বাহ্য প্রকাশ করেন, অর্থাৎ বহির্জগতের বাহ্যভাবে স্বাতন্ত্র্য নিরূপিত করিয়াছেন, আর যিনি প্রবোধকালে সনাতন আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করেন, সেই দক্ষিণামূর্ত্তি শ্রীগুরুকে নমস্কার॥ ১॥

যিনি বীজের অঙ্কুর অন্তরিত করিয়া সৃষ্টির পূর্ব্বে অবিকল্পিত জগৎকে মায়া-প্রভাবে কল্পনা করেন, অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে বিশ্বস্রষ্টা সূক্ষ্মকারণের কার্য্য বোধ করিয়া অসৃষ্ট জগতের ভাবকল্পনা করিয়া থাকেন, যিনি দেশকালাদি প্রকাশ করিয়া জগতের বৈচিত্র্যসাধন করিয়াছেন, যিনি মায়াবীর ন্যায় এই জগৎ প্রকাশ করিয়া স্বয়ং যোগীর ন্যায় স্বেচ্ছানুসারে বিরাজ করিতেছেন, সেই দক্ষিণামূর্ত্তি শ্রীগুরুকে নমস্কার॥ ২॥

যাঁহার স্ফুরণে সদাত্মক হইয়াও এই জগৎ অসৎ কল্পার্থ প্রকাশ পাইতেছে, যিনি "তত্ত্বমসি" এই বেদবাক্যের প্রতিপাদ্য এবং যাঁহাকে সাক্ষাৎ করিলে পুনরায় ভবসাগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না, সেই দক্ষিণামূর্ত্তি শ্রীগুরুকে নমস্কার করি॥ ৩॥

নানাচ্ছিদ্রবটোদরস্থিতমহাদীপপ্রভাভাস্বরং,
জ্ঞানং যস্য তু চক্ষুরাদিকরণদ্বারা বহিঃ স্পন্দতে।
জ্ঞানামীতি তমেব ভান্তমনুভাত্যেতৎসমস্তং জগ-
ত্তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে ॥ ৪ ॥
দেহপ্রাণমপীন্দ্রিয়াণ্যপি চলাং বুদ্ধিং চ শূন্যং বিদুঃ,
স্ত্রীবালান্ধজড়োপমাস্ত্বহমিতি ভ্রান্তা ভৃশং বাদিনঃ।
মায়াশক্তিবিলাসকল্পিতমহাব্যামোহসংহারিণে,
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে ॥ ৫ ॥
রাহুগ্রস্তদিবাকরেন্দুসদৃশী মায়াসমাচ্ছাদনাৎ,
সন্মাত্রঃ করেণোপসংহরণতো যোঽভূৎ সুষুপ্তঃ পুমান্।
প্রাগস্বাপ্সমিতি প্রবোধসময়ে যঃ প্রত্যভিজ্ঞায়তে,
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে ॥ ৬ ॥
বাল্যাদিষ্বপি জাগ্রদাদিষু তথা সর্ব্বাস্ববস্থাস্বপি,
ব্যাবৃত্তাস্বনুবর্ত্তমানমহমিত্যন্তঃ স্ফুরন্তং সদা।
স্বাত্মানং প্রকটীকরোতি ভজতাং যো মুদ্রয়া ভদ্রয়া,
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে ॥ ৭ ॥

যেমন নানাচ্ছিদ্রযুক্ত বটবৃক্ষের মধ্যে মহাপ্রদীপ প্রজ্বলিত হইলে সেই প্রদীপের প্রভা ঐ বটস্থিত ছিদ্রদ্বারা বহির্গত হয়, তদ্রূপ যাঁহার ভাস্বর জ্ঞান চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা বহির্ভূত হয়, আর যাঁহার প্রভাতে এই নিখিল জগৎ প্রকাশ পাইতেছে, সেই দক্ষিণামূর্ত্তি শ্রীগুরুকে নমস্কার ॥ ৪ ॥

দেহ, প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি এই সকলই বিনশ্বর এবং স্থিরও নহে, অতএব সকলই অসার জানিবে। আর যাহারা ভ্রান্ত, তাহারাই "আমি স্ত্রী, আমি বালক, আমি অন্ধ, আমি জড়" এইরূপ বলিয়া থাকে, কেবল গুরুদেবই উক্ত মায়াশক্তির বিলাসকল্পিত মহামোহ হরণ করিয়া থাকেন, অতএব সেই দক্ষিণামূর্ত্তি শ্রীগুরুকে নমস্কার করি ॥ ৫ ॥

রাহুগ্রস্ত চন্দ্র-সূর্য্যের ন্যায় মায়া কর্ত্তৃক আত্মা আচ্ছাদিত হইলে পুরুষ ইন্দ্রিয়বৃত্তির সংলোপ জন্য নিদ্রাভিভূত হন। পুনরায় জাগরণকালে "আমি ঘুমাইয়াছিলাম" এইরূপ অভিজ্ঞান যিনি তাহার উৎপাদন করেন, সেই দক্ষিণামূর্ত্তি শ্রীগুরুকে নমস্কার ॥ ৬ ॥

যিনি বাল্য, কৈশোর, তরুণ, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধবয়সে, জাগ্রৎ ও সুষুপ্তিকালে

বিশ্বং পশ্যতি কার্য্যকারণতয়া স্বস্বামিসম্বন্ধতঃ,
শিষ্যাচার্য্যতয়া তথৈব পিতৃপুত্রাদ্যাত্মনা ভেদতঃ।
স্বপ্নে জাগ্রতি বা য এব পুরুষো মায়াপরিভ্রামিত-
স্তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে ॥ ৮ ॥
ভূরম্ভাংস্যনলোনিলাম্বরমহর্নাথো হিমাংশুঃ পুমা-
নিত্যাভাতি চরাচরাত্মকমিদং যস্যৈব মূর্ত্ত্যষ্টকম্।
নান্যৎ কিঞ্চন বিদ্যতে বিমৃশতাং যস্মাৎ পরস্মাদ্বিভো-
স্তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে ॥ ৯ ॥
সর্ব্বাত্মত্বমিতি স্ফুটীকৃতমিদং যস্মাদমুষ্মিংস্তবে-
তেনাস্য শ্রবণাত্তথার্থমননাদ্ধ্যানাচ্চ সংকীর্ত্তনাৎ।
সর্ব্বাত্মত্বমহাবিভূতিসহিতং স্যাদীশ্বরত্বং স্বতঃ,
সিদ্ধ্যেত্তৎপুনরষ্টধাপরিণতং চৈশ্বর্য্যমব্যাহতম্ ॥ ১০ ॥

বটবিটপিসমীপে ভূমিভাগে নিষণ্ণং, সকলমুনিজনানাং জ্ঞানদাতারমারাৎ।
ত্রিভুবনগুরুমীশং দক্ষিণামূর্ত্তিদেবং, জননমরণদুঃখচ্ছেদদক্ষং নমামি ॥ ১১॥

এবং অন্যান্য অবস্থাতে বিদ্যমান আছেন, যিনি নিরন্তর পরিবর্ত্তনশীল চিত্ত ও ইন্দ্রিয়বৃত্তি-সমূহের মধ্যে "আমি" এই প্রকারে অন্তরে প্রকাশ পাইতেছেন, যাঁহাকে ভজনা করিলে আত্মার প্রকাশ হয়, সেই দক্ষিণামূর্ত্তি শ্রীগুরুকে নমস্কার ॥ ৭ ॥

যিনি স্বস্বামিসম্বন্ধ নিবন্ধন কেহ শিষ্য, কেহ গুরু, কেহ পিতা এবং কেহ পুত্র ইত্যাদি প্রকারে কার্য্যকারণভেদে বিশ্ব দর্শন করেন এবং যে পুরুষ জাগ্রৎ-কালে ও স্বপ্নাবস্থায় মায়াতে পরিভ্রামিত হন, অর্থাৎ যাঁহার মায়াতেই জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থা হইতেছে, সেই দক্ষিণামূর্ত্তি গুরুকে নমস্কার ॥ ৮ ॥

পৃথিবী, জল, অনল, অনিল, আকাশ, সূর্য্য, চন্দ্র ও পুরুষ যাঁহার এই অষ্ট-মূর্ত্তিতে চরাচর বিশ্ব সংস্থিত হইয়াছে, বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে যে বিভু পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কিছুই বিদ্যমান বলিয়া বোধ হয় না, সেই দক্ষিণামূর্ত্তি শ্রীগুরুকে নমস্কার ॥ ৯ ॥

যাঁহার সর্ব্বাত্মত্ব প্রকটীকৃত হইয়াছে, অর্থাৎ এই স্তবে যিনি সর্ব্বময় বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন, তাঁহার শ্রবণ, মনন, ধ্যান ও কীর্ত্তনদ্বারা মহাবিভূতি সহিত সর্ব্বাত্মত্ব ও ঈশ্বরত্ব স্বতঃসিদ্ধ আছে, আর যাঁহার অব্যাহত ঐশ্বর্য্য অষ্টমূর্ত্তিরূপে পরিণত হইয়াছে, ঐ অষ্ট ঐশ্বর্য্য কখনও বিনষ্ট হয় না ॥ ১০ ॥

যিনি বটবৃক্ষসন্নিধানে ভূতলে উপবিষ্ট হইয়া অভ্যাগত মুনিজনকে স্বীয় শিষ্য-

চিত্রং বটতরোর্মূলে বৃদ্ধাঃ শিষ্যা গুরুর্যুবা।
গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যাস্তু ছিন্নসংশয়াঃ ॥ ১২ ॥
ওঁ নমঃ প্রণবার্থায় শুদ্ধজ্ঞানৈকমূর্ত্তয়ে।
নির্ম্মলায় প্রশান্তায় দক্ষিণামূর্ত্তয়ে নমঃ ॥ ১৩ ॥
নিধয়ে সর্ব্ববিদ্যানাং ভিষজে ভবরোগিণাম্।
গুরবে সর্ব্বলোকানাং দক্ষিণামূর্ত্তয়ে নমঃ ॥ ১৪ ॥
মৌনব্যাখ্যাপ্রকটিতপরব্রহ্মতত্ত্বং যুবানং,
বর্শিষ্ঠান্তে বসদৃষিগণৈরাবৃতং ব্রহ্মনিষ্ঠৈঃ।
আচার্য্যেন্দ্রং করকলিতচিন্মুদ্রমানন্দরূপং,
স্বাত্মারামং মুদিতবদনং দক্ষিণামূর্ত্তিমীড়ে ॥ ১৫ ॥
ইতি শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তিস্তোত্রম্ ॥

রূপে জ্ঞানপ্রদান করিয়াছেন এবং যিনি ত্রিলোকের গুরু এবং জননমরণজনিত দুঃখচ্ছেদ করেন, সেই দক্ষিণামূর্ত্তি শ্রীগুরুকে নমস্কার ॥ ১১ ॥

দক্ষিণামূর্ত্তিরূপ শ্রীগুরুর আশ্চর্য্য মাহাত্ম্য এই যে, বটবৃক্ষমূলে যাঁহারা শিষ্য, তাঁহারা বৃদ্ধ এবং যাঁহারা গুরু, তাঁহারা যুবক, আর গুরু মৌন হইয়া ধর্ম্মব্যাখ্যা করিতেছেন, অথচ তাহাতেই শিষ্যগণের সংশয়নিরসন হইতেছে ॥ ১২ ॥

যিনি প্রণবের প্রতিপাদ্য, যাঁহার মূর্ত্তি শুদ্ধ-জ্ঞানময়, যিনি নির্ম্মল ও প্রশান্ত, সেই দক্ষিণামূর্ত্তিকে নমস্কার ॥ ১৩ ॥

যিনি সর্ব্ববিধ বিদ্যার আকরস্বরূপ, যিনি সর্ব্বপ্রকার রোগীর চিকিৎসক, যিনি সর্ব্বলোকের গুরু, সেই দক্ষিণামূর্ত্তি শ্রীগুরুকে নমস্কার ॥ ১৩ ॥

শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তি গুরুদেব মৌনভাব অবলম্বন পূর্ব্বক বেদবিদ্যাদি ব্যাখ্যা করিয়া উপদেশ প্রদান করেন, তাহাতে শ্রোতৃবৃন্দের ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশ পাইয়া থাকে, তিনি যুবা হইয়াও বৃদ্ধতম শিষ্যদিগকে উপদেশ করেন। ব্রহ্মনিষ্ঠ মুনিপ্রবর শিষ্যবর্গ নিরন্তর তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া থাকেন, চিন্ময় ব্রহ্ম তাঁহার করতলগতবৎ প্রতীয়মান ছিলেন, তিনিই নিয়ত আত্মাতে ক্রীড়া করিতেন, স্বয়ং মূর্ত্তিমান্ আনন্দস্বরূপ ছিলেন ও মৌনভাবে অবস্থান করিতেন, এইরূপ দক্ষিণামূর্ত্তি শ্রীগুরুকে ভজনা করি ॥ ১৫ ॥

দক্ষিণামূর্ত্তিস্তব সমাপ্ত।

কালভৈরবাষ্টক।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

দেবরাজসেব্যমানপাবনাঙ্ঘ্রিপঙ্কজং, ব্যালযজ্ঞসূত্রমিন্দুশেখরং কৃপাকরম্।
নারদাদিযোগিবৃন্দবন্দিতং দিগম্বরং, কাশিকাপুরাধিনাথকালভৈরবং ভজে ॥১॥
ভানুকোটিভাস্বরং ভাবাব্ধিতারকং পরং, নীলকণ্ঠমীপ্সিতার্থদায়কং ত্রিলোচনম্।
কালকালমম্বুজাক্ষমক্ষশূলমক্ষরং, কাশিকাপুরাধিনাথকালভৈরবং ভজে ॥ ২ ॥
শূলটঙ্কপাশদণ্ডপাণিমাদিকারণং, শ্যামকায়মাদিদেবমক্ষরং নিরাময়ম্।
ভীমবিক্রমং প্রভুং বিচিত্রতাণ্ডবপ্রিয়ং, কাশিকাপুরাধিনাথকালভৈরবং ভজে॥৩॥
ভুক্তিমুক্তিদায়কং প্রশস্তচারুবিগ্রহং, ভক্তবৎসলং স্থিতং সমস্তলোকবিগ্রহম্।
নিক্বণন্মনোজ্ঞহেমকিঙ্কিণীলসৎকটিং, কাশিকাপুরাধিনাথকালভৈরবং ভজে ॥৪॥

সুররাজ ইন্দ্র যাঁহার পবিত্র পাদপদ্ম সেবা করেন, যাঁহার গলদেশে নাগযজ্ঞোপবীত লম্বমান আছে, ললাটে শশধর বিরাজ করিতেছেন, যিনি সর্ব্বজীবের প্রতি কৃপা বিতরণ করিয়া থাকেন, নারদাদি যোগিগণ সর্ব্বদা যাঁহার বন্দনা করেন, সেই কাশীপুরীর অধীশ্বর দিগম্বর কালভৈরবকে ভজনা করি ॥ ১ ॥

যিনি কোটিসূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, যিনি সংসারসমুদ্রের পরিত্রাণ-কর্ত্তা, (যাঁহার সেবা করিলে আর পুনরায় সাংসারে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় না,) যিনি পরব্রহ্মরূপী, যাঁহার কণ্ঠদেশ নীলবর্ণ, যিনি স্বীয় সেবককে অভিলষিতার্থ প্রদান করেন, যিনি ত্রিনেত্র, কৃতান্তেরও অন্তকস্বরূপ, (যিনি ভক্তবৃন্দের যমভয় বিনাশ করেন,) যাঁহার নেত্র পদ্মদলসদৃশ,কিংবা চন্দ্র যাঁহার নয়নরূপে বিদ্যমান আছেন, যাঁহার করে অক্ষমালা ও শূল শোভা পাইতেছে, সেই কাশীপুরীর অধীশ্বর কালভৈরবকে ভজনা করি ॥ ২ ॥

যাঁহার করে শূল, টঙ্ক (অস্ত্রবিশেষ), নরমুণ্ড ও দণ্ড বিদ্যমান, যিনি জগতের আদিকরণ, যাঁহার দেহ শ্যামবর্ণ, যিনি আদিদেব, যিনি ক্ষয়োদয়শূন্য, যিনি অবিনাশী, যিনি ভীষণ পরাক্রম প্রদর্শন করেন, যিনি জগতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর, যিনি অদ্ভুত নৃত্য করিতে ভালবাসেন, সেই কাশীপুরীর অধীশ্বর কালভৈরবকে ভজনা করি ॥ ৩ ॥

যিনি স্বীয় ভক্তগণকে ইহকালে নানারূপ ভোগ করাইয়া অন্তিমসময়ে মোক্ষ

ধর্ম্মসেতুপালকং ত্বধর্ম্মমার্গনাশকং, কর্ম্মপাশমোচকং সুশর্ম্মদায়কং বিভুম্।
স্বর্ণবর্ণশেষপাশশোভিতাঙ্গমণ্ডলং, কাশিকাপুরাধিনাথকালভৈরবং ভজে ॥ ৫ ॥
রত্নপাদুকাপ্রভাভিরামপাদযুগ্মকং, নিত্যমদ্বিতীয়মিষ্টদৈবতং নিরঞ্জনম্।
মৃত্যুদর্পনাশনং করালদংষ্ট্রমোক্ষণং, কাশিকাপুরাধিনাথকালভৈরবং ভজে ॥৬॥
অট্টহাসভিন্নপদ্মজাণ্ডকোশসন্ততিং, দৃষ্টিপাতনষ্টপাপজালমুগ্রশাসনম্।
অষ্টসিদ্ধিদায়কং কপালমালিকন্ধরং, কাশিকাপুরাধিনাথকালভৈরবং ভজে ॥৭॥
ভূতসংঘনায়কং বিশালকীর্ত্তিদায়কং, কাশিবাসলোকপুণ্যপাপশোধকং বিভুম্।
নীতিমার্গকোবিদং পুরাতনং জগৎপতিং,কাশিকাপুরাধিনাথকালভৈরবং ভজে ॥৮॥

প্রদান করিয়া থাকেন, যাঁহার দেহ অতি প্রশস্ত ও মনোহর, যিনি আপন ভক্তবৃন্দকে প্রিয়জ্ঞান করেন, যাঁহার মুখে নিয়ত মন্দ মন্দ হাস্য বিরাজিত আছে, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার শরীর, যাঁহার কটিদেশ শব্দায়মান ক্ষুদ্রঘণ্টিকায় সমাবৃত, সেই কাশীপুরীর অধীশ্বর কালভৈরবকে ভজনা করি ॥ ৪ ॥

যিনি ধর্ম্মের সেতু রক্ষা করেন এবং অধর্ম্মমার্গ দূর করিয়া দেন,যিনি ভক্তগণের কর্ম্মপাশ ছেদন করেন, যিনি সেবকগণকে অতুল সুখ প্রদান করেন, যিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অদ্বিতীয় অধীশ্বর, যাঁহার সুবর্ণবর্ণ অঙ্গ নাগপাশে সমলঙ্কৃত আছে, সেই কাশীপুরীর অধীশ্বর কালভৈরবকে ভজনা করি ॥ ৫ ॥

যাঁহার চরণদ্বয় রত্ন-পাদুকার প্রভাতে অতীব রমণীয় হইয়াছে, যিনি নিত্য (অনন্তকালস্থায়ী), যিনি অদ্বিতীয় এবং জীবকুলের ইষ্টদেব, যিনি সর্ব্ববিষয়ে নির্লিপ্ত, যিনি কৃতান্তের দর্প হরণ করেন, যিবি স্বীয় ভক্তগণকে করাল কালদশন হইতে মুক্তি দেন, সেই কাশীপুরীর অধীশ্বর কালভৈরবকে ভজনা করি ॥ ৬ ॥

যাঁহার অত্যুচ্চ হাস্যে ব্রহ্মাণ্ডকোষ ভগ্ন হয়, যাঁহার দৃষ্টিপাতমাত্রে পাতকরাশি দূরে পলায়ন করে, যাঁহার উগ্র শাসন সর্ব্বত্র অপ্রতিহত, যিনি স্বীয় সেবককে অনিমাদি অষ্টসিদ্ধি প্রদান করেন, যাঁহার গলদেশে নরমুণ্ডের মালা বিরাজিত, সেই কাশীপুরীর অধীশ্বর কালভৈরবকে ভজনা করি ॥ ৭ ॥

যিনি ভূতসকলের অধিনায়ক, যিনি আপন ভক্তগণকে অতুল কীর্ত্তি প্রদান করেন এবং যিনি কশীবাসিগণের পাপপুণ্য শোধন করেন (কাশীবাসিদিগের পাপপুণ্য নিরস্ত করিয়া তাহাদিগকে মোক্ষফল দান করিয়া থাকেন), যিনি জগতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর, যিনি নীতিমার্গের বিশেষ অভিজ্ঞ, যিনি সকলের আদি এবং জগৎপতি, সেই কাশীপুরীর অধীশ্বর কালভৈরবকে ভজনা করি ॥ ৮ ॥

কালভৈরবাষ্টকং পঠন্তি যে মনোহরং,
জ্ঞানমুক্তিসাধনং বিচিত্রপুণ্যবর্দ্ধনম্।
শোকমোহদৈন্যলোভকোপতাপনাশনং,
তে প্রয়ান্তি কালভৈরবাঙ্ঘ্রি সন্নিধিং ধ্রুবম্ ॥ ৯॥
ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং কালভৈরবাষ্টকম্ ॥

সঙ্কটনাশনলক্ষ্মীনৃসিংহস্তোত্র।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

শ্রীমৎপয়োনিধিনিকেতনচক্রপাণে, ভোগীন্দ্রভোগমণিরঞ্জিতপুণ্যমূর্ত্তে।
যোগীশ শাশ্বত শরণ্য ভবাব্ধিপোত, লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥ ১ ॥
ব্রহ্মেন্দ্ররুদ্রমরুদর্ককিরীটকোটি-সঙ্ঘট্টিতাঙ্ঘ্রি কমলামলকান্তিকান্ত।
লক্ষ্মীলসৎকুচসরোরুহরাজহংস, লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥ ২ ॥

যাহারা পরমা ভক্তি সহকারে এই মনোহর কালভৈরবস্তুতি পাঠ করে,তাহা-দিগের ব্রহ্মবিজ্ঞান সঞ্চিত হয়, মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে, বিচিত্র পুণ্যরাশি প্রবর্দ্ধিত হয়, শোক, মোহ, দৈন্য, লোভ ও উপপাতক বিনাশ পায় এবং তাহারা কালভৈরবের পাদপদ্ম-সন্নিধানে গমন করিতে পারে ॥ ৯ ॥

কালভৈরবস্তোত্র সমাপ্ত।

হে শ্রীপতে! ক্ষীরোদসমুদ্রে তোমার অবস্থান। হে চক্রপাণে! নাগগণাগ্রগণ্য অনন্তের ফণাস্থিত মণিসমূহে তোমার পুণ্যমূর্ত্তি সুরঞ্জিত, তুমি যোগিবৃন্দের ঈশ্বর, তুমি সনাতন, তুমিই সংসার-সমুদ্রপারের তরণী; হে সলক্ষ্মীক নৃসিংহদেব! আমাকে করাবলম্বন প্রদান কর (হস্তপ্রসারণ করিয়া গ্রহণ কর) ॥ ১ ॥

হে বিভো! ব্রহ্মা, ইন্দ্র, মরুদ্‌গণ ও আদিত্য ইঁহারা নিরন্তর ত্বদীয় পাদপদ্মে প্রণতি করেন, তাঁহাদিগের মৌলিস্থিত মুকুটে তোমার পদাব্জ সংঘট্টিত হইতেছে বলিয়া তোমার পাদপদ্মের নির্ম্মলকান্তি অতি মনোহর হইয়াছে। তুমি কমলার কুচকমলের হংসস্বরূপ। হে সলক্ষ্মীক নৃসিংহদেব! তুমি আমাকে করাবলম্বন দেও॥ ২ ॥

সংসারঘোরগহনে চরতো মুরারে, আরোগভীকরমৃগপ্রবরার্দ্দিতস্য।
আর্ত্তস্য মৎসরনিদাঘনিপীড়িতস্য লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥৩॥
সংসারকূপমতিঘোরমগাধমূলং, সংপ্রাপ্য দুঃখশতসর্পসমাকুলস্য।
দীনস্য দেব কৃপণাপদমাগতস্য, লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥ ৪ ॥
সংসারসাগরবিশালকরালকাল, নক্রগ্রহগ্রসননিগ্রহবিগ্রহস্য।
ব্যগ্রস্য রাগরসনোর্ম্মিনিপীড়িতস্য, লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥৫॥
সংসারবৃক্ষমঘবীজমনন্তকর্ম্মশাখাশতং করণপত্রমনঙ্গপুষ্পম্।
আরুহ্য দুঃখফলিতং পততো দয়ালো, লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥৬॥
সংসারসর্পঘনবক্ত্ৰ ভয়োগ্রতীব্রদংষ্ট্রাকরালবিষদগ্ধবিনষ্টমূর্ত্তে।
নাগারিবাহন সুধাব্ধিনিবাস শৌরে, লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥৭॥

হে মুরারে! আমি নিয়ত সংসাররূপ ঘোরতর বনে পরিভ্রমণ করিতেছি, রোগরূপ ভীষণ হিংস্রজন্তুগণ সর্ব্বদা আমাকে পীড়ন করিতেছে, আমি মাৎসর্য্যরূপ গ্রীষ্মপীড়নে পীড়িত হইয়া অতীব ব্যাকুল হইয়াছি। হে সলক্ষ্মীক নৃসিংহদেব! আমাকে করাবলম্বন প্রদান কর ॥ ৩ ॥

হে দেব! আমি অতি ভীষণ অতলস্পর্শ ভবকূপে নিমগ্ন রহিয়াছি, শত শত দুঃখরূপ ভুজঙ্গ আমাকে নিয়ত ব্যাকুলিত করিতেছে, আমি অতি দীন এবং নিতান্ত ক্লেশকর অবস্থায় পতিত আছি। হে সলক্ষ্মীক নৃসিংহদেব! আমাকে করাবলম্ব প্রদান কর ॥ ৪ ॥

হে দেব! আমি বিশাল ভবসাগরে পতিত রহিয়াছি, করাল কালরূপ কুম্ভীর বদনব্যাদান করিয়া আমার দেহ গ্রাস করিতেছে, আমি নিয়ত নানাক্লেশে অভিভূত আছি এবং রাগরূপ তরঙ্গে পতিত হইয়া সর্ব্বদাই পীড়িত হইতেছি, হে সলক্ষ্মীক নৃসিংহদেব! আমাকে করাবলম্বন প্রদান কর ॥ ৫ ॥

হে কৃপালো! পাপসমূহ যাহার বীজ, অনন্তকর্ম্ম যাহার শত শত শাখারূপে প্রসারিত রহিয়াছে, ইন্দ্রিয়গ্রাম যাহার পত্র এবং স্বয়ং অনঙ্গ যাহার কুসুম, আমি সেই সংসারবৃক্ষে আরূঢ় হইয়া এখন পতিত হইতেছি, হে সলক্ষ্মীক নৃসিংহদেব! আমাকে করাবলম্বন প্রদান কর ॥ ৬ ॥

হে গরুড়বাহন! সংসাররূপ ভুজঙ্গ বদন ব্যাদান করিয়া আমাকে দংশন করিয়াছে, তাহার করাল দশনের উগ্রতর বিষে আমার সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হইয়া বিনষ্ট হইতেছে। হে ক্ষীরোদসাগরশায়িন্! হে শৌরে! হে সলক্ষ্মীক নৃসিংহদেব! আমাকে করাবলম্বন প্রদান কর ॥ ৭ ॥

সংসারদাবদহনাতুরভীকরোরু-জ্বালাবলীভিরতিদগ্ধতনূরুহস্য।
ত্বৎপাদপদ্মসরসীশরণাগতস্য, লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥৮॥
সংসারজালপতিতস্য জগন্নিবাস, সর্ব্বেন্দ্রিয়ার্থবড়িশার্থঝষোপমস্য।
প্রোৎখণ্ডিতপ্রচুরতালুকমস্তকস্য, লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥৯॥
সংসারভীকরকরীন্দ্রকরাভিঘাত-নিষ্পিষ্টমর্ম্মবপুষঃ সকলার্ত্তিনাশ।
প্রাণপ্রয়াণভবভীতিসমাকুলস্য, লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥১০॥
অন্ধস্য মে হৃতবিবেকমহাধনস্য, চৌরৈঃ প্রভো বলিভিরিন্দ্রিয়নামধেয়ৈঃ।
মোহান্ধকূপকুহরে বিনিপাতিতস্য, লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥১১॥
লক্ষ্মীপতে কমলাভ সুরেশ বিষ্ণো, বৈকুণ্ঠ কৃষ্ণ মধুসূদন পুষ্করাক্ষ।
ব্রহ্মণ্য কেশব জনার্দ্দন বাসুদেব, দেবেশ দেহি কৃপণস্য করাবলম্বম্ ॥১২॥

হে দেব! আমি সংসাররূপ দাবানলে কাতর হইয়াছি, সেই দাবানলের ভয়ঙ্করী শিখাবলী মদীয় গাত্ররোমসকল দগ্ধ করিতেছে, আমি আপনার পাদদ্বয়রূপ সরোবরে আশ্রয় লইলাম। হে সলক্ষ্মীক নৃসিংহদেব! আমাকে করাবলম্বন প্রদান কর ॥৮॥

হে জগন্নিবাস! আমি সংসারজালে মীনরূপে পতিত হইয়াছি, ইন্দ্রিয়ের বিষয়সকল বড়িশরূপে আমার শিরোপরি তালুপ্রদেশ খণ্ড খণ্ড করিতেছে। হে সলক্ষ্মীক নৃসিংহদেব! আমাকে করালবম্বন প্রদান কর ॥ ৯ ॥

হে সর্ব্বদুঃখহারিন্! সংসাররূপ ভীষণ গজেন্দ্র স্বীয় শুণ্ডাভিঘাতে আমার দেহের মর্ম্মস্থল নিষ্পেষণ করিতেছে, হে সর্ব্বশক্তিহারিন্! আমি প্রাণপ্রয়াণভয়ে অতীব ব্যাকুল হইয়াছি। হে সলক্ষ্মীক নৃসিংহদেব! আমাকে করাবলম্বন প্রদান কর ॥ ১০ ॥

হে প্রভো! আমি অজ্ঞানে অন্ধ হইয়াছি (হিতাহিত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না); ইন্দ্রিয় নামক প্রবল চৌরগণ মদীয় বিবেকরূপ মহাধন হরণ করিয়া মোহান্ধকূপের গভীরবিবরে আমাকে নিপাতিত করিয়াছে। হে সলক্ষ্মীক নৃসিংহদেব! আমাকে করাবলম্বন প্রদান কর ॥ ১১ ॥

হে লক্ষ্মীপতে! হে পদ্মনাভ! হে বিষ্ণো! হে বৈকুণ্ঠনাথ! হে কৃষ্ণ! হে মধুসূদন! হে কমললোচন! হে ব্রহ্মরূপিন্! হে কেশব! হে জনার্দ্দন! হে বাসুদেব! হে দেবেশ! এ দীনকে করাবলম্বন প্রদান কর॥ ১২ ॥

যন্মায়য়োর্জ্জিতবপুঃপ্রচুরপ্রবাহমগ্নার্থমাত্রনিবহোরুকরাবলম্বম্।
লক্ষ্মীনৃসিংহচরণাব্জমধুব্রতেন, স্তোত্রং কৃতং সুখকরং ভুবি শঙ্করেণ॥ ১৩
ইতি শ্রীৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং
সঙ্কটনাশনাশনলক্ষ্মীনৃসিংহস্তোত্রম্॥

ষট্‌পদীস্তোত্রম্।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

অবিনয়মপনয় বিষ্ণো দময় মনঃ শময় বিষয়মৃগতৃষ্ণাম।
ভূতদয়াং বিস্তারয় তারয় সংসারসাগরতঃ॥ ১॥
দিব্যধুনীমকরন্দে পরিমলপরিভোগসচ্চিদানন্দে।
শ্রীপতিপদারবিন্দে ভবভয়খেদচ্ছিদে বন্দে॥ ২॥
সত্যাপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীনস্ত্বম্।
সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ কচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ॥ ৩॥

ভ্রমরগণ যেমন মধুপানের আশায় সাধারণ পদ্মে অনুরক্ত হয়, শঙ্করাচার্য্য তদ্রূপ সলক্ষ্মীক নৃসিংহদেবের চরণে আসক্ত হইয়া সংসারপরিহারার্থ যাঁহার মায়াতে দেহ পরিগ্রহ করিতে হয়, সেই সলক্ষ্মীক নৃসিংহদেবের সুখকর এই প্রচুর প্রবাহযুক্ত গভীর অর্থ-সংবলিত করাবলম্বন-স্তব পাঠ করিয়াছিলেন॥ ১৩॥

সঙ্কটনাশনলক্ষ্মীনৃসিংহ-স্তব সমাপ্ত।

হে বিষ্ণো! আমার অবিনয় অপনয়ন কর, মনকে দমন কর, বিষয়মৃগতৃষ্ণার শান্তিবিধান কর, সর্ব্বজীবে দয়া বিতরণ কর এবং আমাকে অতি ভীষণ ভবসমুদ্র হইতে উদ্ধার কর॥ ১॥

সুরধুনী যে পাদপদ্মের মকরন্দস্বরূপ, যে পদের পরিমল উপভোগ করিলে সচ্চিদানন্দলাভ হয়, যে চরণদ্বয় সংসারভীতি ছেদন করে, সেই শ্রীপতির চরণাব্জ-যুগল বন্দনা করি॥ ২॥

হে নাথ! যখন দ্বৈতবুদ্ধি বিদূরিত হয়, তখন 'আমি তোমার' ও 'তুমি আমার' এইপ্রকার জ্ঞান থাকে না। যেরূপ সাগর ও তরঙ্গ একই পদার্থ, সুতরাং

উদ্ধৃতনগনগভিদনুজ দনুজকুলামিত্র মিত্রশশিদৃষ্টে।
দৃষ্টে ভবতি প্রভবতি ন ভবতি কিং ভবতিরস্কারঃ ॥ ৪॥
মৎস্যাদিভিরবতারৈরবতারবতাঽবতা সদা বসুধাম্।
পরমেশ্বরপরিপাল্যো ভবতা ভবতাপভীতোঽহম্ ॥ ৫ ॥
দামোদর গুণমন্দির সুন্দরবদনারবিন্দ গোবিন্দ।
ভবজলধিমথনমন্দর পরমং দরমপনয় ত্বং মে ॥ ৬ ॥
নারায়ণ করুণাময় শরণং করবাণি তাবকৌ চরণৌ।
ইতি ষট্‌পদী মদীয়ে বদনসরোজে সদা বসতু ॥ ৭ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং ষট্‌পদীস্তোত্রম্ ॥

সাগরের তরঙ্গ ও তরঙ্গের সাগর, এই প্রকার জ্ঞান হইতে পারে না, বাস্তবিক সাগর ও তরঙ্গ উভয়ই এক, তদ্রূপ তুমি ও আমি এক ॥ ৩ ॥

হে দেব! তুমি গোবর্দ্ধনপর্ব্বত উত্তোলন করিয়াছ, তুমি ইন্দ্রের অনুজ এবং দৈত্যগণের পরমশত্রু, চন্দ্র-সূর্য্য তোমারই চক্ষু, তুমি সকলের প্রভু, তোমাকে জানিতে পারিলে সংসার তিরস্কার বলিয়া বোধ হয় না কি? অর্থাৎ তোমার জ্ঞান হইলে সংসার অতি তুচ্ছ ঘৃণ্য বলিয়া অনুভূত হয় ॥ ৪ ॥

হে প্রভো! তুমি মীনাদি অবতার গ্রহণ পূর্ব্বক নিরন্তর বসুমতীকে রক্ষা করিতেছ। হে পরমেশ্বর! আমি তোমার পরিপাল্য,কিন্তু অধুনা সংসারতাপে ভীত হইয়াছি, তুমি আমার ভবতাপ দূর কর ॥ ৫ ॥

হে দামোদর! তুমি নিখিল গুণের আধার, তোমার মুখপদ্ম অতীব রমণীয়, হে গোবিন্দ! তুমি সংসারসমুদ্রমথনের মন্দরস্বরূপ, তুমি আমার পরম সংসারভয় নিবারণ কর ॥ ৬ ॥

হে নারায়ণ! হে করুণাময়! আমি ত্বদীয় পদদ্বয়ে শরণাপন্ন হইলাম, আমাকে আশ্রয় প্রদান কর। অধুনা আমার এই প্রার্থনা যে, তোমার এই ষট্‌পদী অর্থাৎ স্তোত্ররূপ ভ্রমর নিরন্তর আমার বদনরূপ পদ্মে অবস্থিতি করুক ॥ ৭ ॥

ষট্‌পদীস্তোত্র সমাপ্ত।

অচ্যুতাষ্টক।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

অচ্যুতাচ্যুত হরে পরমাত্মন্ রাম কৃষ্ণ পুরুষোত্তম বিষ্ণো।
বাসুদেব ভগবন্ননিরুদ্ধ, শ্রীপতে শময় দুঃখমশেষম্ ॥ ১॥
বিশ্বমঙ্গল বিভো জগদীশ, নন্দনন্দন নৃসিংহ নরেন্দ্র।
মুক্তিদায়ক মুকুন্দ মুরারে, শ্রীপতে শময় দুঃখমশেষম্ ॥ ২ ॥
রামচন্দ্র রঘুনায়ক দেব, দীননাথ দুরিতক্ষয়কারিন্।
যাদবেন্দ্র যদুভূষণ যজ্ঞ শ্রীপতে শময় দুঃখমশেষম্ ॥ ৩ ॥
দেবকীতনয় দুঃখদবাগ্নে, রাধিকারমণ রম্য সুমূর্ত্তে।
দুঃখমোচন দয়ার্ণব নাথ, শ্রীপতে শময় দুঃখমশেষম্ ॥ ৪ ॥

হে অচ্যুত! তুমি অব্যয়, হে হরে! তুমি পরমাত্মা, তুমিই রাম, তুমিই কৃষ্ণ, হে বিষ্ণো! তুমি সকল পুরুষের শ্রেষ্ঠ। হে বাসুদেব! হে অনিরুদ্ধ! হে শ্রীপতে! তুমি মদীয় অশেষ দুঃখের শান্তিবিধান কর ॥ ১ ॥

হে বিভো! তুমি জগতের কল্যাণসাধন কর, হে জগদীশ! হে নন্দনন্দন! হে নৃসিংহরূপিন্। হে নরেন্দ্র! তুমি ভক্তজনের মুক্তিবিধান কর। হে মুকুন্দ! হে মুরারে! হে শ্রীপতে! তুমি আমার অশেষ দুঃখের শান্তিবিধান করিয়া দাও ॥ ২ ॥

হে দেব! তুমি রামচন্দ্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছ, তুমিই রঘুবংশের অধীশ্বর, তুমি দীনব্যক্তির আশ্রয়, তুমি ভক্তবৃন্দের দুষ্কৃতির ক্ষয় কর, তুমি যাদবগণের ইন্দ্রস্বরূপ, তুমি যদুবংশের অলঙ্কার এবং তুমিই যজ্ঞবরাহরূপ ধারণ করিয়াছ। হে শ্রীপতে! তুমি আমার অশেষ দুঃখের শান্তিবিধান কর ॥ ৩ ॥

হে দেব! তুমি দেবকীর পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছ, তুমি মানবগণের দুঃখরূপ কাননের অগ্নিস্বরূপ। হে রাধিকারমণ! তোমার মূর্ত্তি অতি মনোহর, হে নাথ! তুমি সকলের দুঃখমোচন কর, তুমি কৃপার সাগর! হে শ্রীপতে! তুমি আমার অশেষ দুঃখের শান্তিবিধান কর ॥ ৪ ॥

গোপিকাবদনচন্দ্রচকোর, নিত্যনির্গুণ নিরঞ্জন জিষ্ণো।
পূর্ণরূপ জয় শঙ্কর শর্ব্ব, শ্রীপতে শময় দুঃখমশেষম্ ॥ ৫ ॥
গোকুলেশ গিরিধারণধীর, যামুনাচ্ছতটখেলবীর।
নারদাদিমুনিবন্দিতপাদ, শ্রীপতে শময় দুঃখমশেষম্ ॥ ৬ ॥
দ্বারকাধিপ দুস্তর গুণাব্ধে, প্রাণনাথ পরিপূর্ণ ভবারে।
জ্ঞানাগমং গুণসাগর ব্রহ্মন্, শ্রীপতে শময় দুঃখমশেষম্ ॥ ৭ ॥
দুষ্টনির্দ্দলন দেব দয়ালো, পদ্মনাভ ধরণীধরর ধীমন্।
রাবণান্তক রমেশ মুরারে, শ্রীপতে শময় দুঃখমশেষম্ ॥ ৮ ।

হে দেব! তুমি গোপিকার মুখশশধরের চকোরস্বরূপ, অর্থাৎ গোপীগণ তোমার মুখ দর্শনে অপার আনন্দলাভ করে। তুমি ত্রিগুণাতীত, নিত্য নিরঞ্জন, তুমি জয়শীল পূর্ণব্রহ্মরূপ, তুমি সকলের কল্যাণবিধান কর, তুমি সকলের উৎকর্ষবান্, হে শর্ব্ব! হে শ্রীপতে! তুমি আমার অশেষ দুঃখের শান্তিবিধান করিয়া দাও ॥ ৫ ॥

হে দেব! তুমি গোকুলের অধিপতি, গোবর্দ্ধনপর্ব্বত ধারণ করিয়াও অচলভাবে বিরাজিত ছিলে, তুমি যমুনার ঈষৎ শুষ্ক তটভূমে ক্রীড়া করিয়া থাক এবং তুমিই জগতের অদ্বিতীয় বীর। নারদাদি দেবর্ষিবৃন্দ সর্ব্বদা তোমার পাদপদ্ম সেবা করিতেছেন। হে শ্রীপতে! তুমি আমার অশেষ দুঃখের শান্তি কর ॥ ৬॥

হে দেব! তুমি দ্বারকাপুরীর অধিনায়ক, তুমি দুস্তর (কেহ তোমার মাহাত্ম্যের ইয়ত্তা করিতে পারে না) তুমি সমগ্র গুণের একাধার, তুমি প্রাণনাথ ও পূর্ণব্রহ্মস্বরূপ, তুমি মানবগণের সংসার বিনাশ কর। হে ব্রহ্মন্! তুমি একমাত্র জ্ঞানের গোচর এবং তুমি গুণসাগর। হে শ্রীপতে! তুমি আমার অশেষ দুঃখের শান্তিবিধান কর ॥ ৭ ॥

হে দেব! তুমি দুষ্টগণের নির্দ্দলন কর, তুমি অতিশয় কৃপালু, হে পদ্মনাভ! তুমি অনন্তরূপে বসুমতী ধারণ করিয়াছ, তুমি সর্ব্ববুদ্ধির আধার, তুমি রাবণের সংহারসাধন করিয়াছ, হে রমেশ! হে মুরারে! হে শ্রীপতে! তুমি আমার অশেষ দুঃখের শান্তিবিধান কর ॥ ৮ ॥

অচ্যুতাষ্টকমিদং রমণীয়ং, নির্ম্মিতং ভবভয়ং বিনিহন্তুম্।
যঃ পঠেদ্বিষয়বৃত্তিনিবৃত্তির্জ্জন্মদুঃখমখিলং স জহাতি ॥ ৯ ॥
ইতি শ্রীশঙ্করাচার্য্যবিরচিতমচ্যুতাষ্টকস্তোত্রম্ ॥

শিবাপরাধ-ক্ষমাপণস্তোত্র

শ্রীগণেশায় নমঃ।

আদৌ কর্ম্মপ্রসঙ্গাৎ কলয়তি কলুষং মাতৃকুক্ষৌ স্থিতং মাং,
বিণ্মূত্রামেধ্যমধ্যে ব্যথয়তি নিতরাং জাঠরো জাতবেদাঃ।
যদ্যদ্বৈ তত্র দুঃখং ব্যথয়তি নিতরাং শক্যতে কেন বক্তুং,
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥ ১ ॥
বাল্যে দুঃখাতিরেকোমললুলিতবপুঃ স্তন্যপানে পিপাসা,
নো শক্যশ্চেন্দ্রিয়েভ্যো ভবগুণজনিতা জন্তবো মাং তুদন্তি ॥

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য সংসারদুঃখসংহারার্থ পরম রমণীয় এই অচ্যুতাষ্টক স্তোত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। যিনি এই স্তোত্র পাঠ করেন, তিনি বিষয়ভোগবাসনার নিবৃত্তি করিয়া অখিল জন্মদুঃখ বিনাশ করিতে পারেন ॥ ৯ ॥

ইতি অচ্যুতাষ্টকস্তোত্র সমাপ্ত।

প্রথমতঃ কর্ম্মবন্ধ নিবন্ধন অনেক পাপফল ভোগ হইয়াছে, আমি যখন জননী-জঠরে নিবিষ্ট ছিলাম, তখন বিষ্ঠা ও মূত্রমধ্যে নানারূপ কষ্টভোগ করিতে হইয়াছে এবং মাতার জঠরাগ্নি আমাকে সর্ব্বদা নানারূপ ব্যথা দিয়াছে ; অতএব আমি যে দুঃখ পাইয়াছি, তাহা কে বর্ণন করিতে সমর্থ হইবে? এই সকল দুঃখই আমার অজ্ঞানকৃত অপরাধের ফল। হে শম্ভো! হে শিব! হে মহাদেব! আমার যাবতীয় অপরাধ ক্ষমা কর ॥ ১ ॥

যখন আমার বাল্যাবস্থা ছিল, তখনও অসীম দুঃখ ভোগ করিতে হইয়াছে, তৎকালে আমি মলমধ্যে নিপতিত থাকিতাম, আমার সর্ব্বাঙ্গ স্বীয় মলে পরিব্যাপ্ত ছিল, যখন স্তনপানে তৃষ্ণা জন্মিত, তখন ইচ্ছামত স্তনপান করিতে পারিতাম না, আমার ইন্দ্রিয়গ্রাম সত্ত্বেও তাহাদিগের কার্য্যে অশক্ত ছিলাম ; সুতরাং মশকাদি

নানারোগোগ্রদুঃখাদ্দুদরপরবশঃ শঙ্করং ন স্মরামি,
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো॥ ২॥
প্রৌঢ়োঽহং যৌবনস্থো বিষয়বিষধরৈঃ পঞ্চভির্মর্ম্মসন্ধৌ,
দষ্টো নষ্টো বিবেকঃ সুতধনযুবতীস্বাদসৌখ্যে নিষণ্ণঃ।
শৈবীচিন্তাবিহীনং মম হৃদয়মহো মানগর্ব্বাধিরূঢ়ং,
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো॥ ৩॥
বার্দ্ধক্যে চেন্দ্রিয়াণাং বিগতগতিমতিশ্চাধিদৈবাদিতাপৈঃ,
পাপৈরোগৈর্বিয়োগৈস্ত্বনবসিতবপুঃ প্রৌঢ়িহীনং চ দীনম্।
মিথ্যামোহাভিলাষৈর্ভ্রমতি মম মনো ধূর্জটের্ধ্যানশূন্যং,
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো॥ ৪॥

তমোগুণপ্রধান জীবগণ নিয়ত আমাকে হিংসা করিত, নানারোগে অসীম ক্লেশ ভোগ করিয়া নিরন্তর উদরপোষণে ব্যগ্র ছিলাম, কিন্তু একবার শঙ্করনাম স্মরণ করি নাই। হে শিব, হে শম্ভো, হে মহাদেব! এই সকলই আমার অজ্ঞানকৃত অপরাধ; অতএব আমার এই অপরাধ ক্ষমা কর॥ ২॥

আমার যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থা উপস্থিত হইলে বিষয়রূপ ভুজঙ্গমগণ আমার মর্ম্মসন্ধিতে দংশন করিত, তাহাতেই আমার বিবেক বিনষ্ট হইয়া যায়, তৎকালে নিরন্তর মন বিষয়ভোগে মত্ত ছিল, হিতাহিতবিবেচনাশক্তি ছিল না, কেবল ধন, পুত্র ও যুবতী-সম্ভোগের আস্বাদকে সুখজ্ঞান করিয়া তাহাতেই আসক্ত থাকিতাম। আমার চিত্ত শিবচিন্তাশূন্য হইয়া মান ও গর্ব্বের বশীভূত ছিল। এই সকলই আমার অজ্ঞানকৃত অপরাধের ফল। হে শিব! হে শম্ভো! হে মহাদেব! আমার অপরাধ ক্ষমা কর॥ ৩॥

অধুনা বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইয়াছে, ইন্দ্রিয়গ্রাম ক্রমে ক্রমে শিথিল হইতেছে, গতি মতি সকলই ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে, আধিদৈবিক প্রভৃতি তাপে নিরন্তর পরিতপ্ত হইতেছি, পাপ, তাপ, রোগ ও বিয়োগাদিতে সর্ব্বদা আমার দেহ অবসন্ন হইতেছে, আমার সেই উদ্ধতস্বভাব ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে, আমার মন মিথ্যা মোহের বশীভূত হইয়া ভ্রমণ করিতেছে। মন একবারও ধূর্জ্জটির ধ্যানে নিমগ্ন হয় না, এই সকলই আমার অজ্ঞানকৃত অপরাধের ফল; অতএব হে শিব! হে মহাদেব! হে শম্ভো! আমার অপরাধ ক্ষমা কর॥ ৪॥

নো শক্যং স্মার্ত্তকর্ম্ম প্রতিপদগহনপ্রত্যবায়াকুলাখ্যং,
শ্রৌতে বার্ত্তা কথং মে দ্বিজকুলবিহিতে ব্রহ্মমার্গে চ সারে।
নাস্থা ধর্ম্মে বিচারঃ শ্রবণমননয়োঃ কিং নিদিধ্যাসিতব্যং,
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥ ৫ ॥
স্নাত্বা প্রত্যূষকালে স্নপনবিধিবিধৌ নাহৃতং গাঙ্গতোয়ং,
পূজার্থং বা কদাচিদ্বহুতরগহনাৎ খণ্ডবিল্বীদলানি।
নানীতা পদ্মমালা সরসি বিকসিতা গন্ধধূপৈস্ত্বদর্থং,
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥ ৬ ॥
দুগ্ধৈর্ম্মধ্বাজ্যযুক্তৈর্দধিসিতসহিতৈঃ স্নাপিতং নৈব লিঙ্গং,
নো লিপ্তং চন্দনাদ্যৈঃ কনকবিরচিতৈঃ পূজিতং ন প্রসূনৈঃ।
ধূপৈঃ কর্পূরদীপৈর্ব্বিবিধরসযুতৈর্নৈব ভক্ষ্যোপহারৈঃ,
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥ ৭ ॥

আমি যখন কার্য্যক্ষম ছিলাম, তখন স্মৃত্যুক্তকার্য্যের অনুষ্ঠান করি নাই, ঐ সকল কার্য্য কায়িক পরিশ্রমসাধ্য মনে করিয়া প্রতিপদে উপেক্ষা করিয়াছি; সুতরাং দ্বিজগণের অবশ্য-কর্ত্তব্য ব্রহ্মলাভের পন্থাস্বরূপ জগতের সারভূত বৈদিক কার্য্যে আমার কিসে প্রবৃত্তি হইতে পারে? যখন ধর্ম্ম জানিয়াও তাহাতে আস্থা করি নাই এবং স্মৃতি ও বেদবিহিত কোন কর্ম্মই করি নাই, তখন আমার শ্রবণ, মনন বা নিদিধ্যাসন কিছুই হইতে পারে না; অতএব হে শিব! হে মহাদেব! হে শম্ভো! আমার অপরাধ ক্ষমা কর ॥ ৫ ॥

আমি স্নানবিধি অনুসারে প্রভাতে স্নানাচরণ করিয়া কখনও কোন অরণ্য মধ্যে গমন পূর্ব্বক বিল্বদল আহরণ করি নাই, আমি তোমার চরণে গন্ধপুষ্প প্রদান করিব, এই কামনা করিয়া কোন সরোবর হইতে বিকসিত কমলাবলী আনয়ন করি নাই, আমি তোমার নিমিত্ত ধূপ-দীপ আহরণও করি নাই। হে শিব! হে শম্ভো! হে মহাদেব! আমার অজ্ঞানকৃত অপরাধ ক্ষমা কর ॥ ৬ ॥

হে দেব! আমি কখনও দুগ্ধ, মধু, ঘৃত, দধি, শর্করা একত্র করিয়া কোন শিবলিঙ্গ স্নান করাই নাই, আমি কখনও সুবর্ণপুষ্প বা চন্দনদ্বারা তাঁহার পূজা করি নাই এবং ধূপ, কর্পূরপ্রদীপ ও বিবিধ রসযুক্ত ভক্ষণীয় বা কোন উপহারও প্রদান করি নাই। হে শিব! হে মহাদেব! হে শম্ভো! আমার অজ্ঞানকৃত অপরাধ ক্ষমা কর ॥ ৭ ॥

ধ্যাত্বা চিত্তে শিবাখ্যং প্রচুরতরধনং নৈব দত্তং দ্বিজেভ্যো,
হব্যং তে লক্ষসংখ্যৈর্হুতবহবদনে নার্পিতং বীজমন্ত্রৈঃ।
নো তপ্তং গাঙ্গতীরে ব্রতজপনিয়মৈ রুদ্রজাপ্যৈর্ন বেদৈঃ,
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥ ৮ ॥
স্থিত্বা স্থানে সরোজে প্রণবময়মরুৎকুম্ভকে সূক্ষ্মমার্গে,
শান্তে শান্তিপ্রলীনে প্রকটিতভবে জ্যোতিরূপে পরাখ্যে।
লিঙ্গং তে ব্রহ্মবাচ্যং সকলমভিমতং শঙ্করং ন স্মরামি,
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥ ৯ ॥
নগ্নো নিঃসঙ্গশুদ্ধস্ত্রিগুণবিরহিতো ধ্বস্তমোহান্ধকারো,
নাসাগ্রে ন্যস্তদৃষ্টির্বিদিতভবগুণো নৈব দৃষ্টঃ কদাচিৎ।
উন্মন্যাবস্থয়া ত্বাং বিগতকলিমলং শঙ্করং ন স্মরামি,
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥ ১০ ॥

হে মহেশ্বর! আমি কখন তোমাকে চিন্তা করিয়া তোমার প্রীতির নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণকে প্রচুর ধন প্রদান করি নাই, আমি কদাচ লক্ষসংখ্যক হোমীয়দ্রব্য তোমার উদ্দেশে বীজমন্ত্র উল্লেখ পূর্ব্বক অগ্নিতে আহুতি প্রদান করি নাই এবং আমি কখনও গঙ্গাতীরে বসিয়া কোন ব্রতাচরণ করি নাই, কোনরূপ রুদ্রমন্ত্র জপ করি নাই, কোন নিয়ম করি নাই, অথবা বেদপাঠ পূর্ব্বককোন তপস্যা করি নাই, এই সকলই আমার অজ্ঞানের কার্য্য। হে শিব! হে মহাদেব! হে শম্ভো! আমার সেই অজ্ঞানকৃত অপরাধ ক্ষমা কর ॥ ৮ ॥

হে শম্ভো! আমি কোন স্থানে অবস্থিত হইয়া আধারাদি ষট্পদ্মে তোমাকে ধ্যান করি নাই। তুমি পরব্রহ্মরূপী ও জ্যোতির্ম্ময়। মন শান্ত হইলেই তোমার স্বরূপ প্রকাশ পায়। আমি কদাচ সেই সূক্ষ্মমার্গে মন সমর্পণ পূর্ব্বক তোমাকে চিন্তা করি নাই, আমি বেদবাক্য বিশ্বাস করিয়া তোমার কোন লিঙ্গের পূজা করি নাই এবং তুমি যে সর্ব্বপ্রাণীর দেহে আত্মারূপে বিদ্যমান আছ, আমি তাহাও জানি নাই; হে শিব! হে মহাদেব! হে শম্ভো! এই সকলই আমার অজ্ঞানের কার্য্য, অতএব আমার অজ্ঞানকৃত অপরাধ ক্ষমা কর ॥ ৯ ॥

হে হর! তুমি নগ্ন অর্থাৎ দিগম্বর, তুমি নিঃসঙ্গ, শুদ্ধ, (সর্ব্ববিষয়ে অনাসক্ত ও নির্ব্বিকার) তুমি সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের অতীত, তোমাতে অজ্ঞানরূপ অন্ধকার নাই, আমি তোমাকে এইরূপ জানিয়াও কদাচ নাসাগ্রে দৃষ্টিস্থাপন-পূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে ধ্যান করি নাই,তোমাতে কোন কলিকালের পাপস্পর্শ নাই,

চন্দ্রোদ্ভাসিতশেখরে স্মরহরে গঙ্গাধরে শঙ্করে,
সর্পৈর্ভূষিতকণ্ঠকর্ণবিবরে নেত্রোত্থবৈশ্বানরে।
দন্তিত্বক্‌কৃতসুন্দরাম্বরধরে ত্রৈলোক্যসারে হরে,
মোক্ষার্থং কুরু চিত্তবৃত্তিমখিলামন্যৈস্তু কিং কর্ম্মভিঃ॥ ১১॥
কিং দানেন ধনেন বাজিকরিভিঃ প্রাপ্তেন রাজ্যেন কিং,
কিং বা পুত্রকলত্রমিত্রপশুভির্দ্দেহেন গেহেন কিম্।
জ্ঞাত্বৈতৎ ক্ষণভঙ্গুরং সপদি রে ত্যাজ্যং মনো দূরতঃ,
স্বাত্মার্থং গুরুবাক্যতো ভজ ভজ শ্রীপার্ব্বতীবল্লভম্॥ ১২॥
আয়ুর্নশ্যতি পশ্যতাং প্রতিদিনং যাতি ক্ষয়ং যৌবনং,
প্রত্যায়ান্তি গতাঃ পুনর্ন দিবসাঃ কালো জগদ্ভক্ষকঃ।
লক্ষ্মীস্তোয়তরঙ্গভঙ্গচপলা বিদ্যুচ্চলং জীবিতং,
তস্মাত্ত্বাং শরণাগতং শরণদ ত্বং রক্ষ রক্ষাধুনা॥ ১৩॥

তথাপি উন্মনী অবস্থায় আমি তোমাকে চিন্তা করি নাই, হে শিব! হে মহাদেব! হে শম্ভো! এই সকলই আমার অজ্ঞানের কার্য্য; অতএব আমার এই অজ্ঞানকৃত অপরাধ ক্ষমা কর॥ ১০॥

যাঁহার মৌলিপ্রদেশ চন্দ্রকিরণে প্রদীপ্ত আছে, যিনি কামদেবকে ভস্মীভূত করিয়াছেন, যিনি স্বীয় মস্তকে গঙ্গাকে ধারণ করিয়াছেন, যিনি সকলের মঙ্গল-সাধন করেন, যিনি সর্পদ্বারা কণ্ঠে ও কর্ণে ভূষণ পরিধান করিয়াছেন, যাঁহার নয়ন হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইয়াছে, যিনি গজচর্ম্ম দ্বারা সুন্দর অঙ্গ আবরণ করিয়াছেন, যিনি ত্রিভুবনের সারভূত মোক্ষলাভের নিমিত্ত, সেই হরে চিত্তবৃত্তি অর্পণ কর, অন্য কর্ম্মে প্রয়োজন কি? ১১॥

এই অতুল ধনদ্বারা কোন ফল হইবে না, হস্তী ও ঘোটকে কোন প্রয়োজন নাই, রাজ্যলাভ করিয়া কি উপকার হইবে? অথবা পুত্র, কলত্র, বন্ধু ও পশু দ্বারা কোন ফল হইবে না, এই দেহ বা গৃহ কোন পারমার্থিক মঙ্গলসাধন করিতে পারিবে না। এই ধনাদি ক্ষণভঙ্গুর, অতি অল্পকালেই নষ্ট হইবে, অতএব আশু মন হইতে এই ধনাদির অভিলাষ পরিত্যাগ কর এবং গুরুবাক্যানুসারে সেই পার্ব্বতীবল্লভকে ভজনা কর, তাহাতেই মোক্ষপ্রাপ্তি হইবে॥ ১২॥

দেখিতে দেখিতে প্রাণীর আয়ু বিনাশ পাইতেছে, এই যৌবন প্রতিক্ষণ ক্ষয় পাইতেছে, গত দিন পুনর্ব্বার আগমন করিবে না, সর্ব্বসংহারক কাল ত্রিভুবনের সকলই ভক্ষণ করে, এই যে সম্পদ, ইহাও সলিলতরঙ্গের ন্যায় চপল,

করচরণকৃতং বাক্কায়জং কর্ম্মজং বা, শ্রবণনয়নজং বা মানসং বাপরাধম্।
বিহিতমবিহিতং বা সর্ব্বমেতৎ ক্ষমস্ব,জয় জয় করুণাব্ধে শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥১৪॥

গাত্রং ভস্মসিতং সিতঞ্চ হসিতং হস্তে কপালং সিতং,
খট্বাঙ্গঞ্চ সিতং সিতশ্চ বৃষভঃ কর্ণে সিতে কুণ্ডলে।
গঙ্গাফেনসিতা জটা পশুপতেশ্চন্দ্রঃ সিতো মূর্দ্ধনি,
সোঽয়ং সর্ব্বসিতো দদাতু বিভবং পাপক্ষয়ং শঙ্করঃ ॥

পাণ্ডুরঙ্গাষ্টক।

মহাযোগপীঠে তটে ভীমরথ্যা, বরং পুণ্ডরীকায় দাতুং মুনীন্দ্রৈঃ।
সমাগত্য তিষ্ঠন্তমানন্দকন্দং, পরব্রহ্মলিঙ্গং ভজে পাণ্ডুরঙ্গম্ ॥ ১ ॥
তড়িদ্বাসসং নীলমেঘাবভাসং, রমামন্দিরং সুন্দরং চিৎপ্রকাশম্।
বরস্ত্বিষ্টকায়াং সমন্যস্তপাদং, পরব্রহ্মলিঙ্গং ভজে পাণ্ডুরঙ্গম্ ॥ ২ ॥

এই জীবন বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল। অতএব হে শরণাগতপালক! আমি তোমার শরণাগত হইলাম, এক্ষণে তুমি আমাকে রক্ষা কর ॥ ১৩ ॥

হে শম্ভো! হে মহাদেব! আমার হস্তকৃত,পাদকৃত, বাক্যকৃত,শরীরকৃত,কর্ম্মকৃত, শ্রবণকৃত, নয়নকৃত,ও মানসিক যে যে অপরাধ আছে এবং আমি বিহিত ও অবিহিত যাহা কিছু করিয়াছি, হে করুণাসাগর! সেই সকল অপরাধ ক্ষমা কর। হে শম্ভো! হে মহাদেব! তোমার সর্ব্বোৎকর্ষ সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকুক ॥ ১৪ ॥

যাঁহার গাত্র ভস্মানুলেপনে শ্বেতবর্ণ, হাস্য শ্বেতবর্ণ, হস্তে শ্বেতবর্ণ কপাল, যাঁহার খট্বাঙ্গ, বৃষ ও কর্ণকুণ্ডল শ্বেতবর্ণ, গঙ্গাফেনমিশ্রণে জটা শ্বেতবর্ণ, সেই সর্ব্বশ্বেত শঙ্করদেব পাপক্ষয় করিয়া বিভব প্রদান করুন।

[পুণ্ডরীক ভীমরথী নদীতটে মহাযোগপীঠে ভগবান্ বিষ্ণুর উপাসনা করিয়াছিলেন, নারায়ণ পুণ্ডরীককে বরপ্রদানার্থ সেই স্থানে আবির্ভূত হইয়া পাণ্ডুরঙ্গনামক লিঙ্গরূপে অবস্থান করেন। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য দিগ্বিজয়কালে সেই ভীমরথীতীরে উপস্থিত হইয়া উক্ত পাণ্ডুরঙ্গের স্তব করেন।] যিনি পুণ্ডরীককে বরপ্রদানের নিমিত্ত মুনিগণের সহিত আগমন করিয়া ভীমরথীতীরে মহাযোগপীঠে বিদ্যমান আছেন, সেই আনন্দকন্দস্বরূপ পরব্রহ্মলিঙ্গ পাণ্ডুরঙ্গকে ভজনা করি ॥১॥

যাঁহার দেহকান্তি বিদ্যুৎপুঞ্জের ন্যায় সমুজ্জ্বল, যাঁহার দেহ নবজলধরের ন্যায় নীলবর্ণ, যিনি লক্ষ্মীর আবাসস্থান, যাঁহার কলেবর অতি সুন্দর, যাঁহাকে দর্শন করিলে জ্ঞানের উদয় হয়, যিনি সকলের শ্রেষ্ঠ, যিনি ইষ্টকোপরি পাদবিন্যাস করিয়া বিদ্যমান আছেন, সেই পরব্রহ্মলিঙ্গ পাণ্ডুরঙ্গনামক নারায়ণকে ভজনা করি ॥২॥

প্রমাণং ভবাব্ধেরিদং মামকানাং, নিতম্বঃ করাভ্যাং ধৃতো যেন তস্মাৎ।
বিধাতুর্ব্বসত্যৈ ধৃতো নাভিকোষঃ, পরব্রহ্মলিঙ্গং ভজে পাণ্ডুরঙ্গম্ ॥ ৩ ॥
স্ফুরৎকৌস্তুভালঙ্কৃতং কণ্ঠদেশে, শ্রিয়া জুষ্টকেয়ূরকং শ্রীনিবাসম্।
শিবং শান্তমীড্যং বরং লোকপালং, পরব্রহ্মলিঙ্গং ভজে পাণ্ডুরঙ্গম্ ॥ ৪ ॥
শরচ্চন্দ্রবিম্বাননং চারুহাসং, লসৎকুণ্ডলাক্রান্তগণ্ডস্থলাঙ্গম্।
জবারাগবিম্বাধরং কঞ্জনেত্রং, পরব্রহ্মলিঙ্গং ভজে পাণ্ডুরঙ্গম্ ॥ ৫ ॥
কিরীটোজ্জ্বলৎসর্ব্বদিক্‌প্রান্তভাগং, সুরৈরর্চ্চিতং দিব্যরত্নৈরনর্ঘ্যৈঃ।
ত্রিভঙ্গাকৃতিং বর্হমাল্যাবতংসং, পরব্রহ্মলিঙ্গং ভজে পাণ্ডুরঙ্গম্ ॥ ৬ ॥
বিভুং বেণুনাদং চরন্তং দুরন্তং, স্বয়ং লীলয়া গোপবেশং দধানম্।
গবাং বৃন্দকানন্দদং চারুহাসং, পরব্রহ্মলিঙ্গং ভজে পাণ্ডুরঙ্গম্ ॥ ৭ ॥

যিনি একমাত্র ভবসাগরের প্রমাণ অর্থাৎ ত্রাণকর্ত্তা, যখন প্রলয়পয়োধিজলে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড নিমগ্ন হইয়াছিল, তখন যিনি করদ্বয়দ্বারা আমাদিগের নিতম্ব (আধারভূতা পৃথিবীকে) ধারণ করিয়াছিলেন, যিনি ব্রহ্মার বসতির নিমিত্ত নাভি-কোষ ধারণ করিয়াছেন, (প্রলয়কালে আপন নাভিদেশে ব্রহ্মাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন) সেই পরব্রহ্মলিঙ্গ পাণ্ডুরঙ্গনামক নারায়ণকে ভজনা করি ॥ ৩ ॥

যাঁহার কণ্ঠদেশে সমুজ্জ্বল কৌস্তুভমণি অলঙ্কাররূপে শোভা পাইতেছে, লক্ষ্মী যাঁহার কেয়ূরযুগল সর্ব্বদা সেবা করেন, যিনি লক্ষ্মীর আবাসস্থানস্বরূপ, যিনি সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ, যিনি সর্ব্বদা শান্তিপরায়ণ, যিনি সকলের আরাধ্য, যিনি সকলের শ্রেষ্ঠ, যিনি সকল লোক পালন করেন, সেই পরব্রহ্মলিঙ্গ পাণ্ডুরঙ্গনামক নারায়-ণকে ভজনা করি ॥ ৪ ॥

যাঁহার বদন শরৎকালীন চন্দ্রের ন্যায় অতিশয় শোভমান, যাঁহার বদনে অতি মনোহর হাস্য প্রকাশ পায়, যাঁহার গণ্ডস্থলে কুণ্ডল বিলসিত রহিয়াছে, যাঁহার অধর জবা-পুষ্পের ন্যায় লোহিতবর্ণে রঞ্জিত, যাঁহার নয়নযুগল পদ্মের ন্যায় সুশো-ভিত, সেই পরব্রহ্মলিঙ্গ পাণ্ডুরঙ্গনামক নারায়ণকে ভজনা করি ॥ ৫ ॥

যাঁহার মৌলিস্থিত কিরীটের উজ্জ্বল প্রভায় সমস্ত দিগন্ত আলোকিত হইয়াছে, দেবগণ যাঁহাকে অমূল্য দিব্যরত্ন দ্বারা অর্চ্চনা করেন, যিনি ত্রিভঙ্গাকারে বিদ্যমান আছেন, যিনি ময়ূরপুচ্ছ ও মালা দ্বারা বিভূষিত হইয়া থাকেন, সেই পরব্রহ্মলিঙ্গ পাণ্ডুরঙ্গনামক নারায়ণকে ভজনা করি ॥ ৬ ॥

যিনি জগতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর, যিনি সর্ব্বদা বেণুবাদন করিয়া বিচরণ করেন, যিনি সকলের দুষ্প্রাপ্য ও অন্তহীন, যিনি স্বয়ং লীলা প্রকাশ করিয়া গোপবেশ

অজং রুক্মিণীপ্রাণসংজীবনং তং, পরন্ধাম কৈবল্যমেকং তুরীয়ম্।
প্রসন্নং প্রপন্নার্ত্তিহং দেবদেবং, পরব্রহ্মলিঙ্গং ভজে পাণ্ডুরঙ্গম্॥ ৮॥
স্তবং পাণ্ডুরঙ্গস্য বৈ পুণ্যদং যে, পঠন্ত্যেকচিত্তেন ভক্ত্যা চ নিত্যম্।
ভবাম্ভোনিধিং তেঽপি তীর্ত্বান্তকালে, হরেরালয়ং শাশ্বতং প্রাপ্নুবন্তি॥ ৯॥

ইতি শ্রীমৎপরহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং
শ্রীপাণ্ডুরঙ্গাষ্টকস্তোত্রম্॥

নারায়ণস্তোত্র

শ্রীগণেশায় নমঃ।

করুণাপারাবারাবরুণালয়গম্ভীরা। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে॥ ১॥

ধারণ করিয়াছেন, যিনি গোবৎসগণের আনন্দবর্দ্ধন করেন, সেই সুচারু হাস্য বদন পরব্রহ্মলিঙ্গ পাণ্ডুরঙ্গনামক নারায়ণকে ভজনা করি॥ ৭॥

যিনি অজ অর্থাৎ জন্মরহিত, যিনি রুক্মিণীর প্রাণসঞ্জীবক, যিনি পরম ধাম অর্থাৎ একবারমাত্র যাঁহাতে লীন হইলে তাঁহা হইতে আর পতন হয় না, যিনি কৈবল্য প্রদান করেন, যিনি অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম, যিনি জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থা ত্রিতয়ের অতীত, যিনি প্রসন্ন হইলে শরণাগত ব্যক্তির সকল ক্লেশ নিবারিত হইয়া যায়, সেই দেবদেব পরমলিঙ্গ পাণ্ডুরঙ্গনামক নারায়ণকে ভজনা করি॥ ৮॥

যাঁহারা প্রতিদিন নিয়তচিত্ত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক মহাপুণ্যপ্রদ পাণ্ডুরঙ্গনামক নারায়ণের স্তব পাঠ করেন, তাঁহারা অন্তকালে এই ভবসাগর হইতে পরিত্রাণ পাইয়া পরমধাম বিষ্ণুলোকে গমন করিতে পারেন॥ ৯॥

ইতি পাণ্ডুরঙ্গস্তব সম্পূর্ণ॥

হে নারায়ণ! তোমার করুণা অরুণালয় (পূর্ব্ব) সাগরের ন্যায় অতীব গভীর, কেহ তোমার করুণার ইয়ত্তা করিতে পারে না। হে নারায়ণ! হে গোবিন্দ! হে হরে! হে নারায়ণ! হে গোপাল! হে হরে! তুমি জয় যুক্ত হও॥ ১॥

ঘননীরদসঙ্কাশা কৃতকলিকল্মষনাশা। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে॥ ২॥

যমুনাতীরবিহারা ধৃতকৌস্তুভমণিহারা। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে॥ ৩॥

পীতাম্বরপরিধানা সুরকল্যাণনিধানা। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে॥ ৪॥

মঞ্জুলগুঞ্জাভূষা মায়ামানুষবেশা। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দহরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে॥ ৫॥

রাধাধরমধুরসিকা রজনীকরকুলতিলকা। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে॥ ৬॥

মুরলীগানবিনোদা বেদস্তুতভূপাদা। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে॥ ৭॥

হে নারায়ণ! তোমার দেহকান্তি ঘনতর মেঘের ন্যায় উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, তুমি কলিকালের সকল পাপ বিনাশ কর। হে নারায়ণ! হে গোপাল! হে হরে! আর কাহারও তোমা হইতে উৎকর্ষ নাই॥ ২॥

হে নারায়ণ! তুমি যমুনাতীরে বিহার করিয়া থাক, তুমি কৌস্তুভমণি দ্বারা গলে হার পরিধান করিয়াছ, হে নারায়ণ! হে গোপাল! হে হরে! আর কাহারও তোমা হইতে উৎকর্ষ নাই॥ ৩॥

হে নারায়ণ! তুমি পীতবর্ণ বসন পরিধান করিয়াছ, তুমি সুরগণের মঙ্গল-সাধন করিয়া থাক। হে নারায়ণ! হে গোপাল! হে হরে! আর কাহারও তোমা হইতে উৎকর্ষ নাই॥ ৪॥

হে নারায়ণ! তুমি মনোহর গুঞ্জাদ্বারা অঙ্গবিভূষণ ধারণ কর, তুমি আপন মায়াবলে মানুষবেশ ধারণ করিয়াছ, হে নারায়ণ! হে গোপাল! হে হরে! আর কাহারও তোমা হইতে উৎকর্ষ নাই॥ ৫॥

হে নারায়ণ! তুমি রাধিকার অধরমধুর রসজ্ঞ এবং চন্দ্রবংশীয়গণের তিলক-রূপে বিদ্যমান আছ। হে নারায়ণ! হে গোপাল! হে হরে! আর কাহারও তোমা হইতে উৎকর্ষ নাই॥ ৬॥

হে নারায়ণ! তুমি বেণুবাদন পূর্ব্বক আমোদ করিয়া থাক, বেদসকল তোমারই চরণের স্তব করিয়াছে। হে নারায়ণ! হে গোপাল! হে হরে! আর কাহারও তোমা হইতে উৎকর্ষ নাই॥ ৭॥

বর্হিনিবহাচূড়া নটনাটকফণিক্রীড়া। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ৮ ॥

বারিজভূষাভরণা রাধারুক্মিণীরমণা। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ৯ ॥

জলরুহদলনিভনেত্রা জগদারম্ভকসূত্রা। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১০ ॥

পাতকরজনীসংহর করুণালয় মামুদ্ধর। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১১ ॥

অঘবকক্ষয় কংসারে কেশব কৃষ্ণ মুরারে। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১২ ॥

হাটকনিভপীতাম্বর অভয়ং কুরু মে মাধব। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১৩ ॥

হে নারায়ণ! তুমি ময়ূরপুচ্ছদ্বারা আপন চূড়া সুশোভিত করিয়াছ, নটনটিকাচ্ছলে সর্পদ্বারা ক্রীড়া করিয়া থাক। হে নারায়ণ! হে গোপাল! হে হরে! আর কাহারও তোমা হইতে উৎকর্ষ নাই ॥ ৮ ॥

হে নারায়ণ! তুমি সরোবরের পদ্মসকল আনিয়া আপন অঙ্গে ভূষণ পরিধান কর, তুমি রাধা ও রুক্মিণীর সহিত সর্ব্বদা ক্রীড়াকেলি করিয়া থাক। হে নারায়ণ! হে গোপাল! হে হরে! আর কাহারও তোমা হইতে উৎকর্ষ নাই ॥ ৯ ॥

হে নারায়ণ! তোমার নয়নদ্বয় পদ্মদলের ন্যায় মনোহর, তুমি এই ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তির মূলসূত্র। হে নারায়ণ! হে গোপাল! হে হরে! আর কাহারও তোমা হইতে উৎকর্ষ নাই ॥ ১০ ॥

হে নারায়ণ! তুমি এই পাপরূপ তামসী রাত্রিকে অর্থাৎ এই বিশ্বরূপমায়াপ্রপঞ্চকে সংহার কর। হে করুণাময়! আমাকে উদ্ধার কর। হে নারায়ণ! হে গোপাল! হে হরে! আর কাহারও তোমা হইতে উৎকর্ষ নাই ॥ ১১ ॥

হে নারায়ণ! তুমি অঘাসুর ও বকাসুরাক বিনাশ করিয়াছ। হে কেশব, হে কংসারে, হে কৃষ্ণ, হে মুরারে, হে নারায়ণ! হে গোপাল! হে হরে! আর কাহারও তোমা হইতে উৎকর্ষ নাই ॥ ১২ ॥

হে নারায়ণ! তুমি সুবর্ণের ন্যায় সমুজ্জ্বল পীতবসন পরিধান করিয়া থাক। হে মাধব! তুমি আমাকে অভয়দান কর, হে নারায়ণ! হে গোপাল! হে হরে! আর কাহারও তোমা হইতে উৎকর্ষ নাই ॥ ১৩ ॥

দশরথরাজকুমারা দানবমদসংহারা। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১৪ ॥
গোবর্দ্ধনগিরিরমণা গোপীমানসহরণা। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১৫ ॥
সরযূতীরবিহারা সজ্জনঋষিমন্দারা। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১৬ ॥
বিশ্বামিত্রমখত্রা বিবিধসুরাসুরচরিত্রা। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১৭ ॥
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশপাদা ধরণীসুতসহমোদা। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১৮ ॥
জনকসুতাপ্রতিপালা জয় সংস্থিতিলীলা। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১৯ ॥

হে নারায়ণ! তুমি রাজা দশরথের কুমাররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলে এবং তুমি দানবকুল সংহার করিয়াছ। হে নারায়ণ! হে গোপাল! হে হরে! আর কাহারও তোমা হইতে উৎকর্ষ নাই ॥ ১৪ ॥

হে নারায়ণ! তুমি গোবর্দ্ধনগিরি ধারণ করিয়াছিলে এবং গোপীগণের চিত্ত হরণ করিয়াছ। হে নারায়ণ! হে গোপাল! হে হরে! আর কাহারও তোমা হইতে উৎকর্ষ নাই ॥ ১৫ ॥

হে নারায়ণ! তুমি সরযূনদীর তীরে বিহার করিয়া জনক ঋষিকে কৃপা করিয়াছিলে। হে নারায়ণ! হে গোপাল! হে হরে! আর কাহারও তোমা হইতে উৎকর্ষ নাই ॥ ১৬ ॥

হে নারায়ণ! তুমি বিশ্বামিত্র ঋষির যজ্ঞ রক্ষা করিয়াছিলে, বিবিধ দেবাসুর কেবল তোমারই চরিত্রের অবভাসক। হে নারায়ণ! হে গোপাল! হে হরে! আর কাহারও তোমা হইতে উৎকর্ষ নাই ॥ ১৭ ॥

হে নারায়ণ! তোমার চরণে ধ্বজ, বজ্র ও অঙ্কুশচিহ্ন চিহ্নিত রহিয়াছে, তুমি ধরণীসুতা সীতার সহিত আমোদ করিয়া থাক। হে নারায়ণ! হে গোপাল! হে হরে! আর কাহারও তোমা হইতে উৎকর্ষ নাই ॥ ১৮ ॥

হে নারায়ণ! তুমি জনকতনয়া সীতাকে প্রতিপালন করিয়াছ। এই সংসারে তোমার অনন্তলীলা বিদ্যমান আছে। হে নারায়ণ! হে গোপাল! হে হরে! আর কাহারও তোমা হইতে উৎকর্ষ নাই ॥ ১৯ ॥

দশরথবাগ্ধৃতিভারা দণ্ডকবনসঞ্চারা। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২০ ॥

মুষ্টিকচাণূরসংহারা মুনিমানসবিহারা। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২১ ॥

বালীনিগ্রহশৌর্য্যা বরসুগ্রীবহিতার্য্যা। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২২ ॥

মা মুরলীকর ধীবর পালয় পালয় শ্রীধর। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২৩ ॥

জলনিধিবন্ধনধীরা রাবণকণ্ঠবিদারা। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২৪ ॥

তাটীমদদলনাঢ্যা নটগুণবিবিধনাট্যা। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২৫ ॥

হে নারায়ণ! তুমি দশরথের বাক্যে দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করিয়াছ! হে নারায়ণ! হে গোপাল! হে হরে! তোমা হইতে কাহারও উৎকর্ষ নাই ॥ ২০ ॥

হে নারায়ণ! তুমি মুষ্টিক ও চাণূর প্রভৃতি দৈত্য বিনাশ করিয়াছ এবং তুমিই মুনিগণের মানসসাগরের হংসস্বরূপে বিচরণ কর। হে নারায়ণ! হে গোপাল! হে হরে! আর কাহারও তোমা হইতে উৎকর্ষ নাই ॥ ২১ ॥

হে নারায়ণ! তুমি বালিকে বিনাশ করিয়া অপরিমিত বীর্য্য প্রকাশ করিয়াছ এবং সদ্গুনসম্পন্ন সুগ্রীবের অনেক হিতকার্য্য সাধন করিয়াছ। হে নারায়ণ! হে গোপাল! হে হরে! আর কাহারও তোমা হইতে উৎকর্ষ নাই ॥ ২২ ॥

হে নারায়ণ! তুমি শ্রুত্যাদি ধর্ম্ম নিরূপণ কর বা এ বিশ্বের একমাত্র পরিত্রাতাস্বরূপ বিদ্যমান আছ, তুমি ভবসাগরের কর্ণধার, আমাকে পরিত্রাণ কর। হে শ্রীধর! আমাকে রক্ষা কর। হে নারায়ণ! হে গোপাল! হে হরে! আর কাহারও তোমা হইতে উৎকর্ষ নাই ॥ ২৩ ॥

হে নারায়ণ! তুমি সাগরে সেতুবন্ধন করিয়া লঙ্কাতে গমনপূর্ব্বক রাবণের কণ্ঠ বিদারণ করিয়াছিলে। হে নারায়ণ! হে গোপাল! হে হরে! আর কাহারও তোমা হইতে উৎকর্ষ নাই ॥ ২৪ ॥

হে নারায়ণ! তুমি তাটীবনবিমর্দ্দক অসুরকে বিনাশ করিয়া নটনর্ত্তকীরূপে বিবিধ নৃত্য করিয়াছিলে। হে নারায়ণ! হে গোপাল! হে হরে! আর কাহারও তোমা হইতে উৎকর্ষ নাই ॥ ২৫ ॥

গৌতমপত্নীপূজন করুণাঘনাবলোকন। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২৬ ॥

সম্ভ্রমসীতাহারা সাকেতপুরবিহারা। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২৭ ॥

অচলোদ্ধৃতিচঞ্চৎকর ভক্তানুগ্রহতৎপর। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২৮ ॥

নৈগমগানবিনোদা রক্ষঃসুতপ্রহ্লাদা। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২৯ ॥

ভারতিযতিবরশঙ্কর নামামৃতমখিলান্তর। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং নারায়ণস্তোত্রম্ ॥

হে নারায়ণ! গৌতমপত্নী অহল্যা তোমার পূজা করিয়াছিল, তুমি তাহার প্রতি করুণাপূর্ণ-নয়নে অবলোকন করিয়াছিলে। হে নারায়ণ! হে গোপাল! হে হরে! আর কাহারও তোমা হইতে উৎকর্ষ নাই ॥ ২৬ ॥

হে নারায়ণ! তুমি সীতার সাদরকণ্ঠহারস্বরূপ, তুমি অযোধ্যানগরবিহারী। হে নারায়ণ! হে গোপাল! হে হরে! তোমা হইতে কাহারও উৎকর্ষ নাই ॥ ২৭ ॥

হে নারায়ণ। তুমি আপন করে অচল ধারণ করিয়া ভক্তগণের প্রতি বিশেষ অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়াছ। হে নারায়ণ! হে গোপাল! হে হরে! আর কাহারও তোমা হইতে উৎকর্ষ নাই ॥ ২৮ ॥

হে নারায়ণ! তুমি নিগম গান করিয়া বিনোদনতৎপর ছিলে, তুমি রাক্ষস-তনয়দিগকে প্রহার করিয়াছ। হে নারায়ণ! হে গোপাল! হে হরে! আর কাহারও তোমা হইতে উৎকর্ষ নাই ॥ ২৯ ॥

হে নারায়ণ! তুমি ভারতি প্রভৃতি যতিগণকে বশে রাখিয়াছিলে। তোমার নামামৃত অখিলজনের অন্তরে আনন্দবর্দ্ধন করে। হে নারায়ণ! হে গোপাল! হে হরে! আর কাহারও তোমা হইতে উৎকর্ষ নাই ॥ ৩০ ॥

এই শ্লোকস্থ "ভারতিযতিবরশঙ্কর" প্রভৃতি চরণে শ্লেষালঙ্কার ধ্বনিত হইতেছে। সুতরাং অলঙ্কারের আকাঙ্ক্ষা ধরিলে অনুবাদ লিখিত অর্থ ভিন্ন, "ভারতি-সম্প্রদায়ভুক্ত যতিবর শঙ্করের হৃদয় অহরহঃ তোমার নামামৃতে পূর্ণ রহিয়াছে" এই শ্লোকের এরূপ অর্থও পরিস্ফুট হইতে পারে।

ইতি নারায়ণস্তোত্র সম্পূর্ণ।

কৃষ্ণাষ্টক।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

শ্রিয়াশ্লিষ্টো বিষ্ণুঃ স্থিরচরগুরুর্ব্বেদবিষয়ো,
ধিয়াং সাক্ষী শুদ্ধো হরিরসুরহন্তাব্জনয়নঃ।
গদী শঙ্খী চক্রী বিমলবনমালী স্থিররুচিঃ,
শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোঽক্ষিবিষয়ঃ ॥ ১ ॥

যতঃ সর্ব্বং জাতং বিয়দনিলমুখ্যং জগদিদং,
স্থিতৌ নিঃশেষং যোঽবতি নিজসুখাংশেন মধুহা।
লয়ে সর্ব্বং স্বস্মিন্ হরতি কলয়া যস্ত স বিভুঃ,
শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোঽক্ষিবিষয়ঃ ॥ ২ ॥

অসূনায়ম্যাদৌ যমনিয়মমুখ্যৈঃ সুকরণৈ-
র্নিরুধ্যেদং চিত্তং হৃদি বিলয়মানীয় সকলম্।
যমীড্যং পশ্যন্তি প্রবরমতয়ো মায়িনমসৌ,
শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোঽক্ষিবিষয়ঃ ॥ ৩ ॥

যিনি চরাচর সকলের গুরু, যিনি বেদপ্রতিপাদ্য, যে বিষ্ণু সর্ব্বদা লক্ষ্মীকর্ত্তৃক আলিঙ্গিত আছেন, যিনি বুদ্ধির সাক্ষী অর্থাৎ সকলের অন্তর্যামী, যিনি অসুরগণের হন্তা, যাঁহার নয়ন পদ্মদলের ন্যায় শোভমান, যিনি শঙ্খ, চক্র ও গদাধারী, যিনি বিমল বনমালা ধারণ করেন, যাঁহার উজ্জ্বল দীপ্তি কখনও তিরোহিত হয় না, যিনি সকলের শরণ্য ও ত্রিভুবনের ঈশ্বর, সেই কৃষ্ণ আমার নয়নগোচর হউন ॥১॥

যাঁহা হইতে প্রধানতঃ আকাশ ও অনিলাত্মক সমগ্র জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, যিনি নিজসুখাংশ দ্বারা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পালন করিতেছেন, যিনি মধুদৈত্যকে বিনাশ করিয়াছেন, যিনি প্রলয়কালে বিশ্বান্তনিহিত আত্মশক্তির সহিত আপনাতে সকল বিলীন করেন, সেই বিষ্ণু সকলের শরণ্য ও লোকের ঈশ্বর, তিনি আমার নয়নগোচর হউন ॥ ২ ॥

শ্রেষ্ঠমতি মুনিগণ প্রথমতঃ প্রাণসংযম করিয়া যমনিয়মাদি সাধন পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়গ্রাম নিরোধ করত হৃদয়ে চিত্ত বিলয় করিয়া যে ত্রিলোকপূজ্য মায়াময় বিষ্ণুকে দর্শন করিতেন এবং যিনি সকলের শরণ্য ও ত্রিলোকের ঈশ্বর, সেই নারায়ণ আমার নয়নগোচর হউন ॥ ৩ ॥

পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ যো যময়তি মহীং বেদ ন ধরা.
যমিত্যাদৌ বেদো বদতি জগতামীশমমলম্।
নিয়ন্তারং ধ্যেয়ং মুনিসুরনৃণাং মোক্ষদমসৌ,
শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোঽক্ষিবিষয়ঃ ॥ ৪ ॥
মহেন্দ্রাদির্দ্দেবো জয়তি দিতিজান যস্য বলতো,
ন কস্য স্বাতন্ত্র্যং ক্বচিদপি কৃতৌ যৎকৃতিমৃতে।
কবিত্বাদের্গর্ব্বং পরিহরতি যোঽসৌ বিজয়িনঃ,
শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোঽক্ষিবিষয়ঃ ॥ ৫ ॥
বিনা যস্য ধ্যানং ব্রজতি পশুতাং শূকরমুখাং,
বিনা যস্য জ্ঞানং জনিমৃতিভয়ং যাতি জনতা।
বিনা যস্য স্মৃত্যা কৃমিশতজনিং যাতি স বিভুঃ,
শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোঽক্ষিবিষয়ঃ ॥ ৬ ॥
নরাতঙ্কোত্তঙ্কঃ শরণশরণো ভ্রান্তিহরণো,
ঘনশ্যামো রামো ব্রজশিশুবয়স্যোঽর্জ্জুনসখঃ।

নারায়ণ পৃথিবীতে অবস্থান করিয়া সমস্ত মহীমণ্ডল নিয়মিত করিয়াছেন, কিন্তু পৃথিবী তাঁহাকে জানে না। ঋগাদিবেদচতুষ্টয় যাঁহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করে, যিনি জগতে অদ্বিতীয় অধীশ্বর বলিয়া কথিত আছেন, যিনি অমল অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার বিকারশূন্য, যিনি সকলের নিয়ন্তা, মুনিগণ, দেবগণ ও রাজগণ যাঁহাকে নিয়ত ধ্যান করেন, যিনি সকলের মোক্ষদাতা, যিনি সকলের আশ্রয়, সেই ত্রিলোকীপতি ভগবান্ বিষ্ণু আমার নয়নগোচর হউন ॥ ৪ ॥

যাঁহার বলের সাহায্যে মহেন্দ্রাদি দেবগণ দানবদিগকে জয় করিয়াছেন, যাঁহার চেষ্টা ব্যতিরেকে কোন কালেও কোন কার্য্যে কাহারও স্বাতন্ত্র্য নাই, যাঁহার শক্তিসাহায্য ভিন্ন জগতে কেহ কোন কার্য্যই স্বাধীনভাবে সম্পন্ন করিতে সক্ষম হন না, যিনি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতবর্গের কবিত্বাদিগর্ব্ব হরণ করেন, যিনি জগতের আশ্রয় ও ত্রিভুবনের ঈশ্বর, সেই বিষ্ণু আমার নয়নগোচর হউন ॥ ৫ ॥

যাঁহাকে ধ্যান না করিলে সকল লোক জঘন্য পশুত্ব প্রাপ্ত হয়, যাঁহার জ্ঞান ব্যতিরেকে লোকসকল কেবল জন্মমৃত্যুর বশীভূত হইয়া থাকে, যাঁহাকে স্মরণ না করিলে প্রাণিগণ শত শত জন্মেও ক্রিমিযোনি প্রাপ্ত হয়, যিনি সকলের আশ্রয় ও ত্রিলোকের অদ্বিতীয় অধীশ্বর, সেই বিষ্ণু আমার নয়নগোচর হউন ॥ ৬ ॥

যিনি নরগণের ভীতি হরণ করেন, যিনি আশ্রয়েরও আশ্রয়, যিনি জগতের

স্বয়ম্ভূর্ভূতানাং জনক উচিতাচারসুখদঃ,
শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোঽক্ষিবিষয়ঃ ॥ ৭ ॥
যদা ধর্ম্মগ্লানির্ভবতি জগতাং ক্ষোভকরণী,
তদা লোকস্বামী প্রকটিতবপুঃ সেতুধৃগজঃ।
সতাং ধাতা স্বচ্ছো নিগমগুণগীতো ব্রজপতিঃ,
শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোঽক্ষিবিষয়ঃ ॥ ৮ ॥
ইতি হরিরখিলাত্মারাধিতঃ শঙ্করেণ,
শ্রুতিবিশদগুণোঽসৌ মাতৃমোক্ষার্থমাদ্যঃ।
যতিবরনিকটে শ্রীযুক্ত আবির্ব্বভূব,
স্বগুণবৃত উদারঃ শঙ্খচক্রাব্জহস্তঃ ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং কৃষ্ণাষ্টকম্ ॥

ভ্রান্তি হরণ করেন,যিনি নবঘনের ন্যায় শ্যামকলেবর,যিনি আত্মারাম বা রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যিনি ব্রজবালকদিগের বয়স্যরূপে বিরাজমান ছিলেন, যিনি অর্জ্জুনের সারথিত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, যাঁহার জনক নাই অথচ যিনি সকলের জনক, যিনি সদাচারীদিগকে যথোচিত সুখপ্রদান করিয়া থাকেন, যিনি সকলের আশ্রয় ও ত্রিলোকের ঈশ্বর, সেই বিষ্ণু আমার নয়নগোচর হউন ॥ ৭ ॥

যখন যখন এই ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হইয়া জগৎকে বিত্রস্ত করিয়াছে, তখনই যিনি সর্ব্বলোকের স্বামীরূপে আবির্ভূত হইয়া ধর্ম্মঘাতকদিগের বিনাশসাধনপূর্ব্বক শান্তিস্থাপন করিয়াছেন, যিনি এই জগতে সৎপদার্থমাত্রের বিধানকর্ত্তা, যিনি সর্ব্ববিকারশূন্য, নিগমাদি শাস্ত্রে যাঁহার গুণগান বর্ণিত আছে, সকলের আশ্রয় ত্রিলোকেশ্বর সেই বিষ্ণু আমার নয়নগোচর হউন ॥ ৮ ॥

পরিব্রাজকবর শ্রীশঙ্করাচার্য্য মাতার মোক্ষের নিমিত্ত উক্ত প্রকারে হরির আরাধনা করিয়াছিলেন। তদনন্তর শ্রুতিসকল যাঁহার বিশদগুণ কীর্ত্তন করিয়াছে, সেই সকলের আদীভূত জগতের পরমাত্মরূপী শঙ্খচক্রগদাপদ্মহস্ত স্বগুণবিশিষ্ট হরি যতিপ্রবর শঙ্করের নিকটে আবির্ভূত হইলেন ॥ ৯ ॥

ইতি কৃষ্ণাষ্টকস্তোত্র সম্পূর্ণ ॥

অচ্যুতাষ্টক।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

অচ্যুতং কেশবং রামং নারায়ণং কৃষ্ণং দামোদরং হরিম্।
শ্রীধরং মাধবং গোপিকাবল্লভং জানকীনায়কং রামচন্দ্রং ভজে॥ ১॥
অচ্যুতং কেশবং সত্যভামাধবং মাধবং শ্রীধরং রাধিকারাধিতম্।
ইন্দিরামন্দিরং চেতসা সুন্দরং দেবকীনন্দনন্দনং সন্দধে॥ ২॥
বিষ্ণবে জিষ্ণবে শঙ্খিনে চক্রিণে রুক্মিণীরাগিণে জানকীজানয়ে।
বল্লবীবল্লভায়ার্চ্চিতায়াত্মনে কংসবিধ্বংসিনে বংশিনে তে নমঃ॥ ৩॥
কৃষ্ণ গোবিন্দ হে রাম নারায়ণ শ্রীপতে বাসুদেবাজিত শ্রীনিধে।
অচ্যুতানন্ত হে মাধবাধোক্ষজ দ্বারকানায়ক দ্রৌপদীরক্ষক॥ ৪॥
রাক্ষসক্ষোভিতঃ সীতয়া শোভিতো দণ্ডকারণ্যভূপুণ্যতাকারণম্।
লক্ষ্মণেনান্বিতো বানরৈঃ সেবিতোঽগস্ত্যসম্পূজিতো রাঘবঃ পাতু মাম্॥ ৫

যিনি অচ্যুত, কেশব, রাম নারায়ণ, কৃষ্ণ, দামোদর বাসুদেব, হরি, শ্রীধর, মাধব, গোপিকাবল্লভ, জানকীনায়ক এবং রামচন্দ্র ইত্যাদি নামে অভিহিত হন, সেই নারায়ণকে ভজনা করি॥ ১॥

যিনি অচ্যুত ও কেশব নামে অভিহিত হন, সত্যভামার স্বামী, রাধিকার আরাধিত, যিনি লক্ষ্মীর আবাসস্থান, দেবকীনন্দন, সকলের আনন্দদায়ক, সেই জগন্মোহন নারায়ণকে চিন্তা করি॥ ২॥

যিনি বিষ্ণু, জয়শীল, শঙ্খধারী ও চক্রহস্ত, যিনি রুক্মিণীতে অনুরক্ত আছেন, যিনি জানকীর প্রিয়পতি, যিনি গোপীগণের প্রাণবল্লভ, যিনি ত্রিজগতের অর্চ্চিত, পরমাত্মরূপী, কংসধ্বংসকারী ও বংশীবাদনতৎপর, তাঁহাকে নমস্কার করি॥ ৩॥

হে কৃষ্ণ, হে গোবিন্দ, হে রাম, হে নারায়ণ, হে শ্রীপতে, হে বাসুদেব, হে অজিত, হে শ্রীনিবাস, হে অচ্যুত, হে অনন্ত, হে মাধব, হে অধোক্ষজ, হে দ্বারকানাথ, হে দ্রৌপদীরক্ষক! তোমার চরণে কোটি কোটি প্রণাম করি॥৪॥

শ্রীরামচন্দ্র রাক্ষসবংশ ধ্বংস করিয়া সীতাদেবীর সহিত আগমন করিয়া দণ্ডকারণ্য পবিত্র করিয়াছিলেন। অনন্তর রাঘব লক্ষ্মণের সহিত মিলিত হইয়া আগমন করিলে বানরগণ তাঁহার সেবা করে এবং অগস্ত্য মুনি তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়াছিলেন, সেই রঘুকুলতিলক নারায়ণ আমাকে রক্ষা করুন॥ ৫॥

ধেনুকারিষ্টকোনিষ্টকৃদ্দ্বেষিণাং কেশিহা কংসহৃদ্বংশিকাবাদকঃ।
পূতনাকোপকঃ সূরজাখেলনো বালগোপালকঃ পাতু মাং সর্ব্বদা ॥ ৬ ॥
বিদ্যুদুদ্দ্যোতবান্ প্রস্ফুরদ্বাসসং প্রাবৃড়ম্ভোদবৎপ্রোল্লসদ্বিগ্রহম্।
বন্যয়া মালয়া শোভিতোরঃস্থলং লোহিতাঙ্ঘ্রিদ্বয়ং বারিজাক্ষং ভজে ॥
কুঞ্চিতৈঃ কুন্তলৈর্ভ্রাজমানাননং চন্দ্রমৌলিং লসৎকুণ্ডলং গণ্ডয়োঃ।
হারকেয়ূরকং কঙ্কণপ্রোজ্জ্বলং কিঙ্কিণীমঞ্জুলং শ্যামলন্তং ভজে ॥ ৮ ॥
অচ্যুতস্যাষ্টকং যঃ পঠেদিষ্টদং প্রেমতঃ প্রত্যহং পূরুষঃ সস্পৃহম্।
বৃত্ততঃ সুন্দরং কর্ত্তৃ বিশ্বম্ভরং তস্য বশ্যো হরির্জ্জায়তে সত্বরম্ ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীশঙ্করাচার্য্যবিরচিতং অচ্যুতাষ্টকম্ ॥

যিনি ধেনুকাসুরকে বিনাশ করিয়াছেন, যিনি দ্বেষিদিগের অনিষ্টসাধন করেন, যিনি কেশী ও কংসাসুরকে নিপাত করিয়াছেন, যিনি সর্ব্বদা বংশীবাদনে অনুরক্ত থাকেন, যিনি পূতনার প্রতি কোপ করিয়া তাহার প্রাণবধ করিয়াছিলেন, যিনি বালগোপালবেশে যমুনাতে খেলা করিতেন, সেই নারায়ণ আমাকে রক্ষা করুন ॥৬॥

যাহার দেবকান্তি প্রকাশিত বিদ্যুৎপুঞ্জতুল্য সাতিশয় সমুজ্জ্বল, যিনি বর্ষাকালীন মেঘের ন্যায় প্রগাঢ় শ্যামকলেবর, যিনি বন্য কুসুমের মালায় আপন বক্ষঃস্থল শোভিত করিয়াছিলেন, যাঁহার চরণযুগল লোহিতবর্ণ এবং নয়নদ্বয় পদ্মদলের ন্যায় শোভাবিশিষ্ট, সেই নারায়ণকে ভজনা করি ॥৭॥

যাঁহার মুখমণ্ডল কুঞ্চিত কুন্তলসমূহে সমধিক সমুজ্জ্বল হইয়াছে, যাঁহার মৌলি-প্রদেশ চন্দ্রলাঞ্ছিত চূড়ামণি দ্বারা শোভমান এবং গণ্ডদ্বয়ে সুবর্ণকুণ্ডল বিরাজমান আছে, যাঁহার গলদেশে হার, বাহুতে কেয়ূর, করে কঙ্কণ এবং কটিদেশে মনোহর কিঙ্কিণী শোভা পাইতেছে, সেই শ্যামকলেবর গোপালকে ভজনা করি ॥ ৮ ॥

যে ব্যক্তি প্রতিদিন প্রণয়সহকারে ভক্তিপূর্ব্বক এই অচ্যুতাষ্টকস্তোত্র পাঠ করে, একবার আবৃত্তিমাত্র বিশ্বম্ভর হরি তাহার বশীভূত হইয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

ইতি অচ্যুতাষ্টকস্তোত্র সম্পূর্ণ ॥

ভগবন্মানসপূজা।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

হৃদম্ভোজে কৃষ্ণঃ সজলজলদশ্যামলতনুঃ,
সরোজাক্ষঃ স্রগ্বী মুকুটকটকাদ্যাভরণবান।
শরদ্রাকানাথপ্রতিমবদনঃ শ্রীমুরলিকাং,
বহন্ ধ্যেয়ো গোপীগণপরিবৃতঃ কুঙ্কুমচিতঃ॥ ১॥

পয়োঽম্ভোধের্দ্বীপান্মম হৃদয়মায়াহি ভগব-
ন্মণিভ্রাজৎকনকবরপীঠং ভজ হরে।
সুচিহ্নৌ তে পাদৌ যদুকুলজনেনেজ্মি সুজলৈ-
র্গৃহাণেদং দূর্ব্বাফলজলবদর্ঘ্যং মুররিপো॥ ২॥

ত্বমাচামোপেন্দ্র ত্রিদশসরিদম্ভোতি শিশিরং,
ভজস্বেমং পঞ্চামৃতরচিতমাপ্লাবমঘহন্।
দ্যুনদ্যাং কালিন্দ্যা অপি কনককুম্ভস্থিতমিদং,
জলং তেন স্নানং কুরু কুরু কুরুষ্বাচমনকম্॥ ৩॥

যে কৃষ্ণ জলপূর্ণ মেঘের ন্যায় শ্যামকলেবর, যাঁহার নয়নযুগল পদ্মসদৃশ, যিনি ট, মাল্য, কেয়ূর ও বলয়াদি বিভূষণ ধারণ করিয়াছেন, যাঁহার বদন শরৎকালীন চন্দ্রের ন্যায় শোভমান, যিনি মুরলীবাদনে তৎপর আছেন, সেই গোপীগণপরিবৃত কুঙ্কুমাঞ্চিতদেহ হরিকে হৃদয়কমলে ধ্যান কর॥ ১॥

হে ভগবন্! ক্ষীরোদসাগরের দ্বীপ হইতে আসিয়া আমার হৃদয়রূপ আসন আশ্রয় কর, হে হরে! সেই সুখাসনোপরি মণিখচিত কনকময় পীঠে উপবেশন কর। হে যদুকুলপ্রবর্ত্তক! তোমার সুচিহ্নিতপাদযুগলে যে পাদ্যরূপে সুনির্ম্মল জল প্রদান করিতেছি, তাহা গ্রহণ কর। হে মুরারে! আমি তোমাকে দূর্ব্বাদল, ফল ও জলসমন্বিত অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি, তাহা গ্রহণ কর॥ ২॥

হে উপেন্দ্র! আমি তোমাকে সুশীতল গঙ্গাজল আচমনীয়রূপে প্রদান করিতেছি, সেই জলদ্বারা আচমন কর, হে পাপহারিন্! আমি তোমাকে স্নানার্থ পঞ্চামৃতপ্লাবিত গঙ্গা ও যমুনার জল প্রদান করিলাম, তুমি মৎপ্রদত্ত সেই জলদ্বারা স্নান কর॥ ৩॥

তড়িদ্বর্ণে বস্ত্রে ভজ বিজয়কান্তাদিহরণ,
প্রলম্বারিভ্রাতর্মৃদুলমুপবীতং কুরু গলে।
ললাটে পাটীরং মৃগমদযুতং ধারয় হরে,
গৃহাণেদং মাল্যং শতদলতুলস্যাদিরচিতম্॥ ৪॥
দশাঙ্গং ধূপং সদ্বরদ চরণাগ্রেঽর্পিতময়ে,
মুখং দীপেনেন্দুপ্রভবরজসা দেবকলয়ে।
ইমৌ পাণী বাণীপতিনুতসকর্পূররজসা,
বিশোধ্যাগ্রে দত্তং সলিলমিদমাচাম নৃহরে॥ ৫॥
সদাতৃপ্যান্নং ষড্রসবদখিলব্যঞ্জনযুতং,
সুবর্ণাপাত্রে গোঘৃতচসকযুক্তে স্থিতমিদম্।
যশোদাসূনো ত্বৎপরমদয়য়াশান সখিভিঃ,
প্রসাদং বাঞ্ছদ্ভিঃ সহ তদনু নীরং পিব বিভো॥ ৬॥
সচন্দ্রং তাম্বূলং মুখরুচিকরং ভক্ষয় হরে,
ফলং স্বাদু প্রীত্যা পরিমলবদাস্বাদয় চিরম্।

হে বলানুজ! তুমি অরাতিবর্গকে বিজয় করিয়া অনেক কান্তা আহরণ করিয়াছ, এখন তোমাকে তড়িদ্বর্ণ বস্ত্রদ্বয় প্রদান করিতেছি, তুমি সেই বস্ত্রদ্বয়ের এক বস্ত্র পরিধান কর ও অপর বস্ত্রদ্বারা গলে উত্তরীয় ধারণ কর। হে হরে! ললাটে কস্তূরীমিশ্রিত চন্দন ধারণ কর এবং পদ্ম ও তুলসীনির্ম্মিত মালা প্রদান করিতেছি, তাহা গ্রহণ কর॥ ৪॥

হে সৎবর দাতা! আমি ত্বদীয় চরণসমীপে দশাঙ্গ-ধূপ অর্পণ করিতেছি, তোমার মুখসমীপে চন্দ্রপ্রভাসদৃশ দীপ প্রদান করিলাম, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত কর, হে ব্রহ্মাদিবন্দ্য, আর আমার এই করদ্বয় শোধন করিয়া তোমাকে কর্পূরবাসিত আচমনীয় জল প্রদান করিতেছি, সেই জলদ্বারা আচমন কর॥ ৫॥

হে যশোদানন্দন! আমি গব্যঘৃত ও পানপাত্র-সমন্বিত সুবর্ণপাত্র স্থাপিত করিয়া ষড়্‌রসসমন্বিত ব্যঞ্জনসহিত অন্ন প্রদান করিতেছি, তুমি আমার প্রতি পরমদয়া প্রকাশ করিয়া প্রসাদাকাঙ্ক্ষী সখিগণের সহিত সেই অন্ন ভোজন কর। হে বিভো! আমার অন্ন ভোজন করিয়া জল পান কর॥ ৬॥

হে হরে! আমি মুখরুচিকর তাম্বূল প্রদান করিতেছি, অনুকম্পাপুরঃসর তুমি সেই তাম্বূল ভক্ষণ কর, আর এই সুগন্ধি ও সুস্বাদু ফল প্রদান করিলাম,

সপর্য্যাপর্য্যাপ্ত্যৈ কনকমণিজাতং স্থিতমিদং,
প্রদীপৈরারার্ত্তিং জলধিতনয়াশ্লিষ্ট রচয়ে ॥ ৭ ॥
বিজাতীয়ৈঃ পুষ্পৈরতিসুরভিভির্ব্বিল্বতুলসী-
যুতৈশ্চেমং পুষ্পাঞ্জলিমজিত তে মূর্দ্ধ্নি নিদধে।
তব প্রাদক্ষিণ্যক্রমণমঘবিধ্বংসিরচিতং,
চতুর্ব্বারং বিষ্ণো জনিপথগতিশ্রান্ত বিহৃতা ॥ ৮ ॥
নমস্কারোঽষ্টাঙ্গঃ সকলদুরিতধ্বংসনপটুঃ,
কৃতং নৃত্যং গীতং স্তুতিরপি রমাকান্ত ত ইমম্।
তব প্রীত্যৈ ভূয়াদহমপি চ দাসস্তব বিভো,
কৃতং ছিদ্রং পূর্ণং কুরু কুরু নমস্তেঽস্তু ভগবন্ ॥ ৯ ॥
সদা সেব্যঃ কৃষ্ণঃ সজলঘননীলঃ করতলে,
দধানো দধ্যন্নং তদনু নবনীতং মুরলিকাম্।
কদাচিৎ কান্তানাং কুচকলসপত্রালিরচনা
সমাসক্তঃ স্নিগ্ধৈঃ সহশিশুবিহারং বিরচয়ন ॥ ১০ ॥

পূর্ব্বক সেই ফলাস্বাদন কর। হে লক্ষ্মীসমালিঙ্গিত-কলেবর! তোমার পূজাসিদ্ধ্যর্থ এই কনকমণিসকল স্থাপিত করিয়া প্রদীপদ্বারা আরতি করিতেছি, আমার এই আরাত্রিক গ্রহণ কর ॥ ৭ ॥

হে অজিত! আমি তোমার মস্তকে নানাবিধ সৌগন্ধ-পরিপূর্ণ পুষ্প ও তুলসী একত্র করিয়া পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলাম। হে বিষ্ণো! আমি জন্ম-মরণের ক্লেশ জানিয়া সেই ক্লেশের পরিহারার্থ চারিবার তোমাকে প্রদক্ষিণ করিলাম, আমার সকল পাপ বিনষ্ট হউক ॥ ৮ ॥

হে রমানাথ! আমি তোমাকে অষ্টাঙ্গ নমস্কার করিতেছি, আমার সকল দুরিত ধ্বংস হউক এবং আমি যে নৃত্যগীত ও স্তব করিতেছি, তাহাতে তোমার প্রীতি হউক, ইহাই প্রার্থনা। হে বিভো! আমি তোমার দাস হইয়া থাকি, আমার সকল পাপ বিনষ্ট কর, হে ভগবন্! তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৯।

যিনি প্রথমে করতলে দধ্যন্ন, তৎপর নবনীত, অনন্তর বংশীধারণ করিয়াছেন, সেই নবঘনশ্যামতনু শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করা কর্ত্তব্য। যিনি প্রিয়বয়স্যাদিগের সহিত বাল্যক্রীড়া করিয়া কখন কখন কামিনীগণের কুচকলসোপরি পত্রাবলিরচনায় সমাসক্ত ছিলেন, সেই কৃষ্ণ সকলের সেব্য ॥ ১০ ॥

মণিকর্ণীচ্ছয়া জাতমিদং মানসপূজনম্।
যঃ কুর্ব্বীতোষসি প্রাজ্ঞস্তস্য কৃষ্ণঃ প্রসীদতি ॥ ১১ ॥
ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং ভগবন্মানসপূজনম্।

হরিস্তুতি।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

স্তোষ্যে ভক্ত্যা বিষ্ণুমনাদিং জগদাদিং, যস্মিন্নেতৎ সংসৃতিচক্রং ভ্রমতীত্থম্।
যস্মিন্ দৃষ্টে নশ্যতি তৎ সংসৃতিচক্রং, তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ১ ॥
যস্যৈকাংশাদিত্থমশেষং জগদেতৎ, প্রাদুর্ভূতং যেন পিনদ্ধং পুনরিত্থম্।
যেন ব্যাপ্তং যেন বিবুদ্ধং সুখদুঃখং, তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ২ ॥
সর্ব্বজ্ঞো যো যশ্চ হি সর্ব্বঃ সকলো যো, যশ্চানন্দোঽনন্তগুণো যো গুণধামা।
যশ্চাব্যক্তো ব্যস্তসমস্তঃ সদসদ্যস্তং, সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৩ ॥

এই মানসপূজা ভগবান মণিকর্ণী বিষ্ণুর ইচ্ছায় উদ্ভূত। যে প্রাজ্ঞব্যক্তি প্রত্যূষ সময়ে উক্তরূপে বিষ্ণুর মানসপূজা করে, নারায়ণ তাহার প্রতি প্রসন্ন হন ॥ ১১ ॥
ইতি ভগবন্মানসপূজা সম্পূর্ণ।

যাঁহার আদি নাই, যিনি জগতের আদি এবং যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া এই সংসারচক্র নিরন্তর এইরূপে ভ্রমণ করিতেছে, যে হরিকে দর্শন করিলে সংসারচক্র বিনাশ পায়, আমি সেই সংসাররূপ অন্ধকারনাশী হরিকে স্তব করি ॥ ১ ॥

এই অশেষ জগৎ যাঁহার একাংশ হইতে এইরূপ ভাবে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, যিনি এই জগৎকে পুনরায় এইরূপভাবে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছেন, যিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছেন, যিনি জগতের সুখ-দুঃখ বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত অর্থাৎ যাঁহার সান্নিধ্য বশতই জীব সুখ-দুঃখাদি বোধ করিতে পারে। এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানান্ধকার বিনাশ করিয়া থাকেন, সেই হরিকে স্তব করি ॥ ২ ॥

যিনি সর্ব্বজ্ঞ, যিনি সর্ব্বময় হইয়াও কলাযুক্ত অর্থাৎ অংশবিভক্তরূপে প্রতীয়মান হয়েন, যিনি আনন্দস্বরূপ, যাঁহার গুণের অন্ত নাই, যিনি সকল গুণের আধার, যিনি অব্যক্তভাবে সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন, যিনি সদসৎ সমুদায় পদার্থস্বরূপ, যিনি এই বিশ্বস্থ পদার্থের পূর্ণসমষ্টি হইয়াও সর্ব্বগতত্বহেতু অংশে বিভক্ত, এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, সেই হরিকে স্তব করি ॥৩॥

যস্মাদন্যং নাস্ত্যপি নৈবং পরমার্থং, দৃশ্যাদন্যো নির্ব্বিষয়জ্ঞানময়ত্বাৎ।
জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়বিহীনোঽপি সদাজ্ঞস্তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৪ ॥
আচার্য্যেভ্যো লব্ধসুসূক্ষ্মাচ্যুততত্ত্বাবৈরাগ্যেণাভ্যাসবলাচ্চৈব দ্রঢ়িম্না।
ভক্ত্যৈকাগ্রধ্যানপরা যং বিদুরীশং, তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥৫॥
প্রাণানায়ম্যোমিতি চিত্তং হৃদি রুদ্ধা, নান্যৎ স্মৃত্বা তৎ পুনরত্রৈব বিলোপ্য।
ক্ষীণে চিত্তে ভাদৃশিরস্মীতি বিদুর্যং, তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৬ ॥
যং ব্রহ্মাখ্যং দেবমনন্যং পরিপূর্ণং, হৃৎস্থং ভক্তৈর্লভ্যমজং সূক্ষ্মমতর্ক্যম্।
ধ্যাত্বাত্মস্থং ব্রহ্মবিদো যং বিদুরীশং, তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৭ ॥
মাত্রাতীতং স্বাত্মবিকাশাত্মবিবোধং, জ্ঞেয়াতীতং জ্ঞানময়ং হৃদ্যুপলভ্যম্।
ভাবগ্রাহ্যানন্দমনন্যং চ বিদুর্যং, তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥৮॥

এই ব্রহ্মাণ্ডে যাঁহা ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ বা পরমার্থ আর নাই, যিনি নির্ব্বিষয় ও জ্ঞানময় বলিয়া দৃশ্যমান জগৎ হইতে ভিন্ন, যিনি জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়বিহীন হইয়াও সর্ব্বদা জ্ঞানময় এবং যিনি এই সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, আমি সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৪ ॥

আচার্য্যগণের নিকট সূক্ষ্ম অচ্যুততত্ত্ব জানিলে এবং বৈরাগ্য ও অভ্যাস বশতঃ দৃঢ়ভক্তিসহকারে একাগ্রচিত্তে ধ্যান করিলে, ব্রহ্মবিদ্‌গণ যাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া জানেন, যিনি সংসারে অজ্ঞানান্ধকার বিনাশ করেন, সেই হরিকে স্তব করি ॥৫॥

প্রাণায়াম করিয়া ওম্ শব্দ উচ্চারণ করত হৃদয়ে চিত্তনিরোধপূর্ব্বক অন্যস্মরণ পরিত্যাগ করিয়া যাঁহাতে বিলীন করিলে যখন চিত্তবৃত্তিসকল ক্ষীণ হইয়া থাকে, তখন যাঁহাকে তেজোময় অহংপদার্থ বলিয়া জানা যায় এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, আমি সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৬ ॥

যিনি ব্রহ্মনামে অভিহিত, যাঁহা হইতে অন্য দেব নাই, যিনি পরিপূর্ণ, সূক্ষ্ম, ভক্তগণের লভ্য, যাঁহার জন্ম নাই, সকলের হৃদয়স্থ থাকিলেও যাঁহার অধিষ্ঠান সহজে উপলব্ধি হয় না, ব্রহ্মবিৎগণ যাঁহাকে আত্মস্থ করিয়া ধ্যান করত ঈশ্বর বলিয়া জানেন, যিনি সংসারের অজ্ঞানান্ধনাশী, সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৭ ॥

যিনি মায়াতীত অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-জগতের অতীত, যিনি স্বপ্রকাশমান, যিনি আপনিই আপনাকে জানেন, যাঁহার জ্ঞেয় নাই, যিনি জ্ঞানময়, যাঁহাকে কেবল ভাবদ্বারাই গ্রহণ বা স্পর্শ করা যায় ও যিনি আনন্দময়, যাঁহাকে যোগিগণ অদ্বিতীয় বলিয়া জানেন এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, আমি সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৮ ॥

যদ্‌যদ্বেদ্যং বস্তু সতত্ত্বং বিষয়াখ্যং,তত্তদ্ ব্রহ্মৈবেতি বিদিত্বা তদহং চ।
ধ্যায়ন্ত্যেবং যং সনকাদ্যা মুনয়োঽজং, তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥৯॥
যদ্‌যদ্বেদ্যং তত্তদহং নেতি বিহায়, স্বাত্মজ্যোতির্জ্ঞানময়ানন্দমবাপ্য।
তস্মিন্নস্মীত্যাত্মবিদো যং বিদুরীশং, তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥১০॥
হিত্বা হিত্বা দৃশ্যমশেষং সবিকল্পং, মত্বা শিষ্টং ভাদৃশিমাত্রং গগনাভম্।
ত্যক্ত্বা দেহং যং প্রবিশন্ত্যচ্যুতভক্তাস্তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥১১॥
সর্ব্বত্রাস্তে সর্ব্বশরীরী ন চ সর্ব্বঃ, সর্ব্বং বেত্ত্যেবেহ ন যং বেত্তি চ সর্ব্বঃ।
সর্ব্বত্রান্তর্যামিতয়েত্থং যময়ন্ যস্তং, সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥১২॥
সর্ব্বং দৃষ্ট্বা স্বাত্মনি যুক্ত্যা জগদেতদ্ দৃষ্ট্বাত্মানং চৈবমজং সর্ব্বজনেষু।
সর্ব্বাত্মৈকোঽস্মীতি বিদুর্যং জনহৃৎস্থং, তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥১৩॥

যে যে বস্তু জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়, স্ব স্ব তত্ত্ব সহিত সেই সমুদায় বস্তুই ব্রহ্ম, এবং আমিও সেই ব্রহ্মপদার্থ, এইরূপে সনকাদি মুনিগণ যাঁহাকে ধ্যান করিয়াছেন এবং যিনি জন্মরহিত ও সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, আমি সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৯ ॥

যে যে বেদ্যবস্তু আছে, তাহার কিছুই আমি নহি, আমি তাহাতে সংবদ্ধ নাই, ইত্যাদি প্রকারে তন্ন তন্নরূপে আত্মজ্যোতিঃস্বরূপ জ্ঞানময় আনন্দলাভ করিয়া আত্মজ্ঞানীরা সকল পদার্থে যাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া জানেন,যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকারবিনাশী, সেই হরিকে স্তব করি ॥ ১০ ॥

এই জগতের দৃশ্য পদার্থসকল সবিকল্পক জ্ঞান করিয়া তন্ন তন্নরূপে পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিবেচনা করিলে যিনি একমাত্র অবশিষ্ট বলিয়া বোধ হয়,যিনি তেজোময়, গগনের ন্যায় অনন্ত, রূপহীন, চ্যুতিহীন, ব্রহ্মের ভক্তগণ দেহত্যাগান্তে যাঁহাতে প্রবেশ করে, যিনি সংসারের অজ্ঞানান্ধকারনাশী, সেই হরিকে স্তব করি ॥ ১১ ॥

ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বস্থানে, সকল জীবদেহে বর্ত্তমান থাকিলেও যিনি সর্ব্বজীব হইতে স্বতন্ত্র, যিনি সকল জানিলেও সকলে যাঁহাকে জানিতে পারে না, যিনি অন্তর্যামিরূপে সর্ব্বহৃদয়ে বিদ্যমান বলিয়া সংযম অবলম্বন করিলে যাঁহাকে জানিতে পারে, যিনি সংসারভ্রমরূপ অন্ধকারনাশী, সেই হরিকে স্তব করি ॥ ১২ ॥

স্বীয় আত্মাতে সকল জগৎ দর্শন করিয়াও যে সনাতন পুরুষকে সকলের আত্মা বলিয়া জানা যায় আর সকলের আত্মাই আমি, এবং সর্ব্বহৃদয়েই অধিষ্ঠিত আছি, এইরূপ জ্ঞানে ব্রহ্মবিদ্‌গণ যাঁহাকে জানিয়া থাকেন আর যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, আমি সেই হরিকে স্তব করি ॥ ১৩ ॥

সর্ব্বত্রৈকঃ পশ্যতি জিঘ্রত্যথ ভুঙ্‌ক্তে, দ্রষ্টা শ্রোতা বুধ্যতি চেত্যাহুরিমং যম্।
সাক্ষী চাস্তে কর্তৃষু পশ্যন্নিতি চান্যে, তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে॥ ১৪॥
পশ্যন্ শৃণ্বন্নত্র বিজানন্ রসয়ন্ সন্ জিঘ্রন্ বিভ্রদ্দেহমিমং জীবতয়েত্থম্।
ইত্যাত্মানং যং বিদুরীশং বিষয়জ্ঞং, তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে॥ ১৫॥
জাগ্রদ্দৃষ্ট্বা স্থূলপদার্থানথ মায়াং, দৃষ্ট্বা স্বপ্নেঽথাপি সুষুপ্তৌ সুখনিদ্রাম্।
ইত্যাত্মানং বীক্ষ্য মুদাস্তে চ তুরীয়ে, তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে॥১৬॥
পশ্যন্ শুদ্ধোঽপ্যক্ষর একো গুণভেদান্নানাকারান্ স্ফটিকবদ্ভাতি বিচিত্রঃ।
ভিন্নশ্ছিন্নশ্চায়মজঃ কর্ম্মফলৈর্যস্তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে॥ ১৭॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্রহুতাশৌ রবিচন্দ্রাবিন্দ্রো বায়ুর্যজ্ঞ ইতীদং পরিকল্প্য।
একং সন্তং যং বহুধাহুর্মতিভেদাত্তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে॥ ১৮॥

যে এক পুরুষ সর্ব্বত্র দর্শন করিতেছেন, আঘ্রাণ করিতেছেন, ভোজন করিতেছেন, দর্শন করিতেছেন, শ্রবণ করিতেছেন ও জানিতেছেন, এইরূপে যাঁহাকে জানা যায়, যিনি সকলের সাক্ষীরূপে বিদ্যমান আছেন, অপর সকলেই যাঁহাকে কর্ত্তা বলিয়া জানে এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, আমি সেই হরিকে স্তব করি॥ ১৪॥

যিনি একমাত্র এই জগতে দর্শনকর্ত্তা, শ্রবণকর্ত্তা, জ্ঞানকর্ত্তা, রসাস্বাদনকর্ত্তা, ঘ্রাণকর্ত্তা ও যিনি জীবরূপে এই দেহ ধারণ করিয়া বর্ত্তমান আছেন, এইরূপে যাঁহাকে আত্মা বলিয়া জানা যায়, যিনি সর্ব্ববিষয়জ্ঞ এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, আমি সেই হরিকে স্তব করি॥ ১৫॥

যিনি জাগরণকালে স্থূলপদার্থসকল দর্শন করেন, স্বপ্নাবস্থায় মায়ার আশ্রয় গ্রহণ করেন, সুষুপ্তিকালে সুখনিদ্রা ভোগ করেন, এইরূপে যিনি আপনাকে সর্ব্বপ্রাণীর আত্মা বলিয়া জানিয়া তুরীয় আনন্দ উপভোগ করেন এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, আমি সেই হরিকে স্তব করি॥১৬॥

যেমন এক স্ফটিকমণি বিবিধ বর্ণের সঙ্গবশতঃ নানারূপে প্রকাশ পায়, সেইরূপ যে অদ্বিতীয় এবং শুদ্ধ ও শাশ্বত জ্ঞানময় পুরুষ গুণভেদে নানাপ্রকারে প্রকাশ পাইতেছেন, যিনি অজন্মা হইয়াও কর্ম্মফলানুসারে ভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, আমি সেই হরিকে স্তব করি॥ ১৭॥

সেই সৎপুরুষ এক এবং অবিনাশী হইলেও বুদ্ধিভেদবশতঃ লোকে তাঁহাকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য, ইন্দ্র ও বায়ু ইত্যাদি নানাপ্রকারে কল্পনা

সত্যং জ্ঞানং শুদ্ধমনন্তং ব্যতিরিক্তং, শান্তং গূঢ়ং নিষ্কলমানন্দমনন্যম্।
ইত্যাহাদৌ যং বরুণোঽসৌ ভৃগবেঽজং,তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥১৯॥
কোশানেতান্ পঞ্চ রসাদীনতিহায়,ব্রহ্মাস্মীতি স্বাত্মনি নিশ্চিত্য দৃশিস্থঃ।
পিত্রাদিষ্টো বেদ ভৃগুর্যং যজুরন্তে, তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ২০ ॥
যেনাবিষ্টো যস্য চ শক্ত্যা যদধীনঃক্ষেত্রজ্ঞোঽয়ং কারয়িতা জন্তুষু কর্তুঃ।
কর্তা ভোক্তাত্মাত্র হি চিচ্ছক্ত্যাধিরূঢ়স্তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥২১॥
সৃষ্ট্বা সর্ব্বং স্বাত্মতয়ৈবেত্থমতর্ক্যং, ব্যাপ্যাথান্তঃ কৃৎস্নমিদং সৃষ্টমশেষম্।
সচ্চ ত্যচ্চাভূৎ পরমাত্মা স য একস্তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ২২ ॥
বেদান্তৈশ্চাধ্যাত্মিকশাস্ত্রৈশ্চ পুরাণৈঃ, শাস্ত্রৈশ্চান্যৈঃ সাত্বততন্ত্রৈশ্চ যমীশম্।
দৃষ্ট্বাথান্তশ্চেতসি বুদ্ধ্বা বিবিশুর্যং, তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ২৩ ॥

করিয়া অর্চ্চনা করিয়া থাকে এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, আমি সেই হরিকে স্তব করি ॥ ১৮ ॥

"যিনি সত্য, শুদ্ধ জ্ঞানময়, অনন্ত, সকলের অতিরিক্ত, শান্ত, গূঢ়, নিষ্কল, আনন্দময়" ইত্যাদিরূপে বরুণ ভৃগুকে যে সনাতন ব্রহ্মের উপদেশ করিয়াছেন, যিনি জন্মরহিত ও সংসারের অজ্ঞানান্ধকারবিনাশী, সেই হরিকে স্তব করি ॥১৯॥

বরুণতনয় ভৃগু পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পিতৃকর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া, আমি অন্নময়াদি পঞ্চকোশের অতীত এবং রসাদির অতিরিক্ত পরব্রহ্ম, এইরূপে আত্মাকে নিশ্চয় করিয়া সংযতদৃষ্টির সাহায্যে যাঁহাকে জানিয়া অন্তকালে অর্চ্চনা করিয়াছিলেন এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকারবিনাশক,আমি সেই হরিকে স্তব করি ॥২০॥

যৎকর্তৃক জীব আবিষ্ট হইয়া যাহার শক্তিতে বিদ্যমান আছে, এই আত্মা যাঁহার অধীন রহিয়াছে, যিনি জন্তুদিগের মধ্যে কর্তাকে প্রেরণ করেন, প্রকৃত পক্ষে যিনিই কর্তা, ভোক্তা ও চিৎশক্তিতে অধিরূঢ় আছেন এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, আমি সেই হরিকে স্তব করি ॥ ২১ ॥

যিনি সকল সৃষ্টি করিয়াছেন ও সকলের আত্মস্বরূপে আছেন, যিনি সর্ব্বব্যাপী অথচ সকলের অতর্ক্য ; যিনি সত্য, (তৎ) পরমাত্মা ও অদ্বিতীয় পুরুষ এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানান্ধকারবিনাশী, আমি সেই হরিকে স্তব করি ॥ ২২ ॥

বেদান্ত শাস্ত্র, আধ্যাত্মিক শাস্ত্র, পুরাণ শাস্ত্র এবং অন্যান্য সাত্বত তন্ত্রশাস্ত্র যাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছে, আত্মজ্ঞানিগণ যাঁহাকে আপন চিত্তমধ্যে জানিয়া তাঁহাতে প্রবেশ করিয়া থাকেন এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, আমি সেই হরিকে স্তব করি ॥ ২৩॥

শ্রদ্ধাভক্তিধ্যানশমাদৈর্যতমানৈর্জ্ঞাতুং শক্যো দেব ইহৈবাশু য ঈশঃ।
দুর্ব্বিজ্ঞেয়ো জন্মশতৈশ্চাপি বিনা তৈস্তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥২৪॥
যস্যাতর্ক্যং স্বাত্মবিভূতেঃ পরমার্থং, সর্ব্বং খল্বিত্যত্র নিরুক্তং শ্রুতিবিদ্ভিঃ।
তজ্জাদিত্বাদব্ধিতরঙ্গাভমভিন্নং, তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ২৫ ॥
দৃষ্ট্বা গীতাস্বক্ষরতত্ত্বং বিধিনাজং, ভক্ত্যা গুর্ব্ব্যা লভ্যং হৃদিস্থং দৃশিমাত্রম্।
ধ্যাত্বা তস্মিন্নস্ম্যহমিত্যত্র বিদুর্যং, তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ২৬ ॥
ক্ষেত্রজ্ঞত্বং প্রাপ্য বিভুঃ পঞ্চমুখৈর্যো ভুঙক্তেঽজস্রং ভোগ্যপদার্থান্ প্রকৃতিস্থঃ।
ক্ষেত্রে ক্ষেত্রেঽপ্স্বিন্দুবদেকো বহুধাস্তে,তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে॥২৭॥
যুক্ত্যালোড্য ব্যাসবচাংস্যত্র হি লভ্যঃ, ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞান্তরবিদ্ভিঃ পুরুষাখ্যঃ।
যোঽহংসোঽহসৌ সোঽস্ম্যহমেবেতি বিদুর্যং,তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥

শ্রদ্ধা, ভক্তি, ধ্যান ও শমদমাদি সাধন করিয়া বিশেষ যত্ন সহকারে চিন্তা করিলে ইহ জন্মে শীঘ্র যাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া জানা যায়, কিন্তু উক্ত শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রভৃতি ব্যতিরেকে শত শত জন্মেও যাঁহাকে জানা যাইতে পারে না এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, আমি সেই হরিকে স্তব করি ॥২৪॥

যাঁহার স্বরূপ অতর্ক্য এবং শ্রুতিবিৎ মুনিগণ "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এইরূপে যাঁহার স্বরূপ নিরূপণ করিয়াছেন, তজ্জাত সমুদায় পদার্থ ও তিনি, সাগর ও সাগরতরঙ্গের ন্যায় অভিন্ন এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, আমি সেই হরিকে স্তব করি ॥ ২৫ ॥

গীতাতে অক্ষরতত্ত্ব দর্শন করিলে বিধিপূর্ব্বক গুরুতর ভক্তি সহকারে যে সনাতন ব্রহ্ম হৃদিস্থ হইয়া উপলব্ধ হন,আর নিরন্তর যাঁহার ধ্যান করিলে, আমিই সেই পরংব্রহ্ম, এইরূপে যাঁহাকে জানা যায় এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, আমি সেই হরিকে স্তব করি॥ ২৬ ॥

প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া যে বিভু জীবাত্মভাব প্রাপ্তিপূর্ব্বক পঞ্চমুখে অনবরত ভোগ্যপদার্থসকল ভোজন করিতেছেন, আর যেমন একই চন্দ্র সকল জলে প্রতিবিম্বিত হন, সেইরূপ যিনি সর্ব্বদেহে আছেন এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, আমি সেই হরিকে স্তব করি ॥ ২৭ ॥

দেহ ও আত্মার ভেদাভিজ্ঞ ব্যক্তিরা যুক্তি সহকারে ব্যাসবাক্যসকল আলোচনা করিয়া যে পুরুষকে লাভ করিতে পারেন, আর যে পরমাত্মপুরুষকে "যে আমি, সেই তিনি, আমিই তিনি" ইত্যাদি বাক্যে জানা যায় এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, আমি সেই হরিকে স্তব করি ॥ ২৮ ॥

একীকৃত্যানেকশরীরস্থমিমং জ্ঞং, যং বিজ্ঞায়েহৈব স এবাশু ভবতি।
যস্মিঁল্লীনা নেহ পুনর্জন্ম লভন্তে, তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে॥ ২৯॥
দ্বন্দ্বৈকত্বং যচ্চ মধুব্রাহ্মণবাক্যৈঃ, কৃত্বা শক্রোপাসনমাসাদ্য বিভূত্যা।
যোঽসৌ সোঽহং সোঽস্ম্যহমেবেতি বিদুর্যং,তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে॥
যোঽয়ং দেবে চেষ্টয়িতান্তঃকরণস্থঃ সূর্য্যে চাসৌ তাপয়িতা সোঽস্ম্যহমেব।
ইত্যাত্মৈক্যোপাসনয়া যং বিদুরীশং, তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে॥ ৩১॥
বিজ্ঞানাংশো যস্য সতঃ শক্ত্যধিরূঢ়ো, বুদ্ধির্বুধ্যত্যত্র বহির্ব্বোধ্যপদার্থান্।
নৈবান্তঃস্থং বুধ্যতি যং বোধয়িতারং, তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে॥৩২॥
কোঽয়ং দেহে দেব ইতীত্থং সুবিচার্য্য, জ্ঞাতা শ্রোতানন্দয়িতা চৈষ হি দেবঃ।
ইত্যালোচ্য জ্ঞাংশ ইহাস্মীতি বিদুর্যং, তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে॥৩৩॥

বিজ্ঞব্যক্তিরা অনেকশরীরস্থ যে আত্মাকে এক বলিয়া জানিতে পারিলে ইহ-কালেই তত্ত্বজ্ঞানী হইতে পারে, যাঁহাতে একবারমাত্র লীন হইতে পারিলে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয় না এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, আমি সেই হরিকে স্তব করি॥ ২৯॥

বেদাদির বাক্যানুসারে জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য ভাবনা পূর্ব্বক ইন্দ্রাদির উপাসনা করিয়া "আমিই সেই আত্মা ও সেই আত্মাই আমি" এইরূপে যাঁহাকে জানিয়া থাকে এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, আমি সেই হরিকে স্তব করি॥ ৩০॥

যিনি দেবগণের অন্তঃকরণে অধিষ্ঠিত থাকিয়া চেষ্টা উৎপাদন করেন, যিনি সূর্য্যের অধিষ্ঠিত হইয়া তাপ প্রদান করিয়াছেন, আমিই সেই আত্মা, ইত্যাদি বাক্যে উপাসনা করিলে যাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া জানা যায় এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, আমি সেই হরিকে স্তব করি॥৩১॥

যে সৎপুরুষের শক্তি হইতে বিজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, যাঁহার শক্তিতে বুদ্ধি অন্তর্গতা হইয়াও বাহ্য বোধ্য পদার্থসকলের বোধ জন্মায়, কিন্তু সেই বুদ্ধি যে অন্তঃস্থ বোধয়িতা পুরুষকে জানাইতে পারে না এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, আমি সেই হরিকে স্তব করি॥ ৩২॥

এই দেহে কোন্ দেব আছেন? এইরূপে বিচার করিলে যিনি জ্ঞাতা, শ্রোতা ও আনন্দয়িতা, তিনি এই দেহের অধিষ্ঠিত দেব, এইরূপে আলোচনা করিলে আমিই সেই পরমাত্মা দেব, এই প্রকারে যাঁহাকে জানা যায় এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, আমি সেই হরিকে স্তব করি॥ ৩৩॥

কো হ্যেবান্যাদাত্মনি ন স্যাদয়মেষ, হ্যেবানন্দঃ প্রাণতি চাপানিতি চেতি।······
ইত্যস্তিত্বং বক্ত্যুপপত্ত্যা শ্রুতিরেষা, তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥৩৪॥
প্রাণো বাহং বাক্‌শ্রবণাদীনি মনো বা, বুদ্ধির্ব্বাহং ব্যস্ত উতাহোহপি সমস্তঃ।
ইত্যালোচ্য জ্ঞপ্তিরিহাস্মীতি বিদুর্যং, তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥৩৫॥
নাহং প্রাণো নৈব শরীরং ন মনোহহং, নাহং বুদ্ধির্নাহমহঙ্কারধিয়ৌ চ।
যোহত্র জ্ঞাংশঃ সোহস্ম্যহমেতি বিদুর্যং, তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥৩৬॥
সত্তামাত্রং কেবলবিজ্ঞানমজং সৎ, সূক্ষ্মং নিত্যং তত্ত্বমসীত্যাত্মসুতায়।
সাম্নামন্তে প্রাহ পিতা যং বিভূমাদ্যং, তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥৩৭॥

আত্মা ভিন্ন আর কে এমন আছে যে, এই দেহমধ্যে প্রাণাপানাদি বায়ুর কার্য্য করাইতে পারে, এক আত্মাই আনন্দময় ও তিনিই প্রাণাদি বায়ুর কার্য্য করাইতেছেন, ইত্যাদিরূপে উপপত্তি প্রদর্শন করিয়া শ্রুতি যাঁহার অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন,আমি সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৩৪ ॥

আমি প্রাণ, আমি বাক্য, আমি শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়, আমি মন,আমি বুদ্ধি অথবা এই প্রাণাদি পৃথক্‌রূপে ও সমস্তরূপে আমিই বিদ্যমান আছি, এইরূপে আলোচনা করিলে জ্ঞান হয় যে, আমি প্রাণাদির আশ্রয়রূপে আছি। এই প্রকারে যে হরিকে আত্মা বলিয়া জানা যায় এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, আমি সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৩৫ ॥

আমি প্রাণ নহি, শরীর নহি, মন নহি,বুদ্ধি নহি,অহঙ্কার নহি, চিত্তবৃত্তি নহি, যেহেতু, ঐ প্রাণাদি ভৌতিক পদার্থ ও দৃশ্য সাবয়ব ঘটনাদির ন্যায় উপচয়াপচয়শালী। বিশেষতঃ আমার প্রাণ ও আমার শরীর ইত্যাদি জ্ঞান হয়। তবে যিনি দৃশ্যত্বাদিধর্ম্মরহিত প্রাণাদির সাক্ষী এবং জ্ঞানময়, তিনিই আমি, এইরূপে যাঁহাকে জানা যায়, এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, আমি সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৩৬ ॥

যাঁহার সত্তামাত্র প্রতীতি হয়,যিনি অদ্বিতীয়, যিনি জ্ঞানময়, যাঁহার জন্ম নাই, যিনি সৎস্বরূপ সূক্ষ্ম ও নিত্য আর যিনি তত্ত্বমসি ইত্যাদি বাক্যের বিষয়, এইরূপে উদ্দালক স্বীয় পুত্র শ্বেতকেতুকে যে বিভু ও জগদাদীভূত হরিকে পরমাত্মা বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, আমি সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৩৭ ॥

মূর্ত্তামূর্ত্তে পূর্ব্বমপোহ্যার্থ সমাধৌ, দৃশ্যং সর্ব্বং নেতি চ নেতীতি বিহায়।
চৈতন্যাংশে স্বাত্মনি সন্তঞ্চ বিদুর্যং, তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥৩৮॥
ওতং প্রোতং যত্র চ সর্ব্বং গগনান্তং, যোঽস্থূলানন্বাদিষু সিদ্ধোঽক্ষরসংজ্ঞঃ।
জ্ঞাতাতোঽন্যো নেত্যুপলভ্যো ন চ বেদ্যস্তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥৩৯॥
তাবৎ সর্ব্বং সত্যমিবাভাতি তথেতদ্যাবৎ সোঽস্মীত্যাত্মনি যো জ্ঞো ন হি দৃষ্টঃ।
দৃষ্টে তস্মিন্ সর্ব্বমসত্যং ভবতীদং, তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥৪০॥
রাগমুক্তং লোহযুতং হেম যথাগ্নৌ, যোগাষ্টাঙ্গৈরুজ্জ্বলিতজ্ঞানময়াগ্নৌ।
দগ্ধ্বাত্মানং জ্ঞং পরিশিষ্টঞ্চ বিদুর্যং, তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৪১ ॥

আত্মতত্ত্বানুসন্ধানকারী যোগিগণ অগ্রে মূর্ত্তামূর্ত্ত সকল পদার্থ পরিত্যাগ করিয়া সমাধিকালেও দৃশ্য পদার্থসকলকে নেতি নেতি বাক্যে নিরাস পূর্ব্বক স্বীয় আত্মায় যাঁহাকে চৈতন্যময় বলিয়া জানিয়াছেন, যিনি এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে একমাত্র সৎস্বরূপ এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, আমি সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৩৮ ॥

যাঁহাতে ক্ষিতি,জল তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চ ভূত সর্ব্বতোভাবে পরিব্যাপ্ত আছে, যিনি "স্থূল নহেন বা সূক্ষ্ম নহেন" ইত্যাদি বাক্যে সিদ্ধ আছেন, যিনি অক্ষরসংজ্ঞক অর্থাৎ কোন কালেও যাঁহার ক্ষয়োদয় নাই, যিনি ভিন্ন আর কেহ সর্ব্বজ্ঞাতা নহেন,যাঁহাকে কেহ কখনও লাভ করিতে পারে না, যিনি জ্ঞানমাত্রের গম্য এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার নাশ করেন, আমি সেই হরিকে স্তব করি ॥৩৯॥

যাবৎ আমিই সেই পরমাত্মা, এইরূপে জ্ঞানী ব্যক্তির হৃদয়ে সেই পরমাত্মমূর্ত্তির দর্শন না হয়, তাবৎ সকল পদার্থই সত্য বলিয়া বোধ হইতে থাকে। অনন্তর যখন সেই পরমাত্মরূপী হরির জ্ঞান হয়, তখন সকলই অসত্য বলিয়া প্রতীতি হইয়া থাকে, অর্থাৎ কেবল একমাত্র যাঁহাকে সংসারের সার বলিয়া বোধ হয়, যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৪০ ॥

যেমন সুরঞ্জিত লৌহযুক্ত সুবর্ণকে অগ্নিতে দগ্ধ করিলে সেই রাগ ও লৌহ ভস্মীভূত হইয়া কেবল সুবর্ণমাত্র অবশিষ্ট থাকে, সেইরূপ অষ্টাঙ্গযোগসাধন দ্বারা সমুজ্জ্বল জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ করিলে কেবল একমাত্র পরমাত্মাই অবশিষ্ট থাকেন, এইরূপে যে পরাৎপর পরমাত্মরূপী হরিকে জানা যায় এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন,আমি সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৪১ ॥

যং বিজ্ঞানজ্যোতিষমাদ্যং সুবিভাতং, হৃদ্যর্কেন্দ্বগ্ন্যোকসমীড্যং তড়িদাভম্।
ভক্ত্যারাধ্যেহৈব বিশন্ত্যাত্মনি সন্তং, তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥৪২॥
পায়াদ্ভক্তং স্বাত্মনি সন্তং পুরুষং যো, ভক্ত্যা স্তৌতীত্যাঙ্গিরসং বিষ্ণুরিমং মাম্।
ইত্যাত্মানং স্বাত্মনি সংহৃত্য সদৈকস্তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৪৩ ॥
ইত্থং স্তোত্রং ভক্তজনেড্যং ভবভীতিধ্বান্তার্কাভং ভগবৎপাদীয়মিদং যঃ।
বিষ্ণোর্লোকং পঠতি শৃণোতি ব্রজতি জ্ঞো, জ্ঞানং জ্ঞেয়ং স্বাত্মনি চাপ্নোতি
মনুষ্যঃ ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতা হরিস্তুতিঃ ॥

যিনি বিজ্ঞানময়, জ্যোতিষ্মান্ ও সকলের আদীভূত এবং যিনি কেবল হৃদয়-মধ্যে প্রকাশ পাইয়া থাকেন, যিনি চন্দ্র সূর্য্য ও অগ্নির তেজোদাতা, যিনি বিদ্যু-তের ন্যায় তেজোময়, যাঁহাকে ভক্তিপূর্ব্বক ধ্যান করিলে যিনি ইহকালেই হৃদয়-মধ্যে প্রবেশ করেন. যিনি একমাত্র সৎস্বরূপ এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, আমি সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৪২ ॥

যে ভক্ত "আমিই বিষ্ণু" এইরূপে অভেদ জ্ঞানে স্বীয় হৃদয়ে সৎপুরুষকে ভক্তি পূর্ব্বক ধ্যান করে, তাঁহাকে যিনি অঙ্গের সারভূত রসস্বরূপ জ্ঞান করেন আর হৃদয় নিরোধ পূর্ব্বক আত্মস্বরূপে চিন্তা করিলে যিনি এক পুরুষমাত্র অবশিষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হন এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, আমি সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৪৩ ॥

যে ভক্ত উক্তপ্রকার ভগবৎ শঙ্করাচার্য্য-প্রণীত ভগবদ্ভক্তনের পূজ্য এবং সংসারভয়রূপ অন্ধকারের ভাস্বরস্বরূপ এবং ভগবানের পাদস্পর্শি এই স্তব পাঠ করে অথবা অন্যের পাঠকালে শ্রবণ করে, সেই ব্যক্তি বিষ্ণুলোকে গমন করিতে পারে। যিনি উক্ত স্তবের অর্থ জানিয়া পাঠ করেন, তিনি জ্ঞাতা জ্ঞেয় এবং জ্ঞান এই তিনটী পদার্থকেই আপনার আত্মায় পরিস্ফুটভাবে প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৪৪ ॥

ইতি হরিস্তোত্র সম্পূর্ণ।

হরিনামমালাস্তোত্র

ওঁ তৎসৎ।

গোবিন্দং গোকুলানন্দং গোপালং গোপীবল্লভম্।
গোবর্দ্ধনোদ্ধরং ধীরং তং বন্দে গোমতীপ্রিয়ম্॥ ১॥
নারায়ণং নিরাকারং নরবীরং নরোত্তমম্।
নৃসিংহং নাগনাথঞ্চ তং বন্দে নরকান্তকম্॥ ২॥
পীতাম্বরং পদ্মনাভং পদ্মাক্ষং পুরুষোত্তমম্।
পবিত্রং পরমানন্দং তং বন্দে পরমেশ্বরম্॥ ৩॥
রাঘবং রামচন্দ্রঞ্চ রাবণারিং রমাপতিম্।
রাজীবলোচনং রামং তং বন্দে রঘুনন্দনম্॥ ৪॥
বামনং বিশ্বরূপঞ্চ বাসুদেবঞ্চ বিঠ্‌ঠলম্।
বিশ্বেশ্বরং বিষ্ণুব্যাসং তং বন্দে দেববল্লভম্॥ ৫॥

যিনি গোবিন্দনামের প্রতিপাদ্য, যিনি গোকুলবাসিদিগের আনন্দ প্রদান করিয়াছেন, যিনি গোপালন এবং গোপ-গোপীগণের প্রীতিবর্দ্ধন করিতেন, যিনি ধীর অর্থাৎ অনন্তকালস্থায়ী এবং যিনি গোমতীর প্রিয়পাত্র, সেই নারায়ণকে আমি বন্দনা করি॥ ১॥

যিনি নারায়ণ অর্থাৎ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়, যিনি নিরাকার, যিনি নরগণের মধ্যে অদ্বিতীয় বীর, যিনি নরোত্তম, যিনি নৃসিংহরূপ ধারণ করিয়াছেন, যিনি নরগণের নাথ এবং ভক্তগণের নরক নিবারণ করিয়া থাকেন, সেই বিষ্ণুকে আমি বন্দনা করি॥ ২॥

যিনি পীতবসন পরিধান করিতেন, যাঁহার নাভি ও নয়ন পদ্মসদৃশ, যিনি সকল পুরুষের উত্তম, যিনি পবিত্রধামস্বরূপ এবং যিনি পরমানন্দময়, সেই পরমেশ্বরকে আমি বন্দনা করি॥ ৩॥

যিনি রামচন্দ্র নামে রঘুকুলে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, যিনি রাবণের বংশ নির্ম্মূল করিয়াছেন, যিনি স্বয়ং লক্ষ্মীর পতি, যাঁহার নয়নযুগল পদ্মসদৃশ, সেই রঘুকুলানন্দ শ্রীরামকে আমি বন্দনা করি॥ ৪॥

যিনি বিশ্বরূপ হইয়াও বামনরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যিনি বসুদেবের

দামোদরং দিব্যসিংহং দয়ালুং দীননায়কম্।
দৈত্যারিং দেবদেবেশং তং বন্দে দেবকীসুতম্॥ ৬॥
মুরারিং মাধবং মৎস্যং মুকুন্দং মুষ্টিমর্দ্দনম্।
মুঞ্জকেশং মহাবাহুং তং বন্দে মধুসূদনম্॥ ৭॥
কেশবং কমলাকান্তং কামেশং কৌস্তভপ্রিয়ম্।
কৌমোদকীধরং কৃষ্ণং তং বন্দে কৌরবান্তকম্॥ ৮॥
ভূধরং ভুবনানন্দং ভূতেশং ভূতনায়কম্।
ভাবনৈকং ভুজঙ্গেশং তং বন্দে ভবনাশনম্॥ ৯॥
জনার্দ্দনং জগন্নাথং জগজ্জাড্যবিনাশকম্।
জামদগ্নিং বরং জ্যোতিস্তং বন্দে জলশায়িনম্॥ ১০॥

তনয়রূপে দেহ পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, যিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অদ্বিতীয় ঈশ্বর, যিনি বিষ্ণুরূপে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত ও যিনি ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বা জগতের অংশকল্পনায় নিরত আছেন, যিনি দেবগণের বল্লভ, তাঁহাকে বন্দনা করি॥ ৫॥

যিনি দামোদররূপী, যিনি দিব্য সিংহরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, যিনি সকলের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন, যিনি দীনজনের আশ্রয়, যিনি দৈত্যগণকে বিনাশ করিয়াছেন, যিনি দেবদেবেরও ঈশ্বর, সেই দেবকীতনয়কে আমি বন্দনা করি॥ ৬॥

যিনি মুরনামা অসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন, যিনি লক্ষ্মীর প্রিয়পতি, যিনি মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া দেবগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন, যিনি ভক্তগণকে মুক্তি প্রদান করেন, যিনি মুষ্টিকাসুরকে মর্দ্দন করিয়াছিলেন, যাঁহার বাহুবীর্য্য অপরিমিত এবং যিনি মধুদৈত্যকে বিনাশ করিয়াছেন, আমি তাঁহাকে বন্দনা করি॥ ৭॥

যিনি কেশব নামে অভিহিত হন, যিনি কমলার প্রিয়পতি, যিনি কামদেবের ঈশ্বর, কৌস্তভমণি যাঁহার বক্ষে বিদ্যমান আছে, যিনি কৌমোদকী নামক গদা ধারণ করিতেন, যিনি কৃষ্ণরূপে কৌরবগণকে বিনাশ করিয়াছেন, তাঁহাকে আমি বন্দনা করি॥ ৮॥

যিনি অনন্তরূপে ভূমি ধারণ করিয়াছেন, যিনি ত্রিভুবনের আনন্দবর্দ্ধন করেন, যিনি সর্ব্বভূতের ঈশ্বর ও ভূতগণের অধিনায়ক, যিনি ভাবনার একমাত্র স্থল, যিনি ভুজঙ্গের ঈশ্বর, যিনি ভক্তগণের জন্ম-মরণ বিনাশ করিয়া মুক্তি প্রদান করেন, তাঁহাকে আমি নমস্কার করি॥ ৯॥

যিনি জনার্দ্দন নামের প্রতিপাদ্য, যিনি জগতের কর্ত্তা, যিনি জগতের জড়তা

চতুর্ভুজং চিদানন্দং মল্লচানূরমর্দ্দনম্।
চরাচরগতং দেবং তং বন্দে চক্রপাণিনম্॥ ১১॥
শ্রিয়ঃ করং শ্রিয়োনাথং শ্রীধরং শ্রীবরপ্রদম্।
শ্রীবৎসলধরং সৌম্যং তং বন্দে শ্রীসুরেশ্বরম্॥ ১২॥
যোগীশ্বরং যজ্ঞপতিং যশোদানন্দদায়কম্।
যমুনাজলকল্লোলং তং বন্দে যদুনায়কম্॥ ১৩॥
শালগ্রামশিলাশুদ্ধং শঙ্খচক্রোপশোভিতম্।
সুরাসুরসদাসেব্যং তং বন্দে সাধুবল্লভম্॥ ১৪॥
ত্রিবিক্রমং তপোমূর্ত্তিং ত্রিবিধাঘৌঘনাশনম্।
ত্রিস্থলং তীর্থরাজেন্দ্রং তং বন্দে তুলসীপ্রিয়ম্॥ ১৫॥

বিনাশ করিয়া থাকেন, যিনি পরশুরামরূপে জমদগ্নির গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যিনি পরম জ্যোতির্ম্ময় এবং যিনি ক্ষীরোদসাগরে শয়ন করিয়া আছেন, তাঁহাকে বন্দনা করি॥ ১০॥

যিনি চতুর্ভুজধারী ও সচ্চিদানন্দস্বরূপ, যিনি মল্ল চাণূর প্রভৃতি অসুরকে মর্দ্দন করিয়াছেন, যিনি স্থাবরজঙ্গমাদি সকল পদার্থে পরিব্যাপ্ত আছেন এবং যিনি চক্রপাণি, সেই আদিদেবকে আমি বন্দনা করি॥ ১১॥

যিনি ভক্তগণের সম্পদ্‌বৃদ্ধি করেন, যিনি শ্রীনাথ, শ্রীধর ও শ্রীর বরপ্রদ, যিনি বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন ধারণ করিয়াছেন এবং যিনি সৌম্যমূর্ত্তি, সেই সুরেশ্বরকে আমি বন্দনা করি॥ ১২॥

যিনি যোগিগণের ঈশ্বর, যিনি যজ্ঞের অধিপতি, যশোদার আনন্দপ্রদ, যিনি যমুনাজলে ক্রীড়া করিতেন এবং যিনি যদুবংশীয়দিগের অধিনায়ক, সেই বিষ্ণুকে আমি বন্দনা করি॥ ১৩॥

যিনি শালগ্রামশিলাতে অধিষ্ঠান করিয়া তাঁহা বিশুদ্ধ করিয়াছেন, যিনি শঙ্খ ও চক্র ধারণ করিয়া শোভা পাইতেছেন, সর্ব্বদা সুর ও অসুরগণ যাঁহার সেবা করে এবং যিনি সাধুগণের বল্লভ, তাঁহাকে আমি বন্দনা করি॥ ১৪॥

যিনি পাদবিক্ষেপ করিয়া স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল এই লোকত্রয়ে বিক্রম প্রকাশ করিয়াছেন, যিনি তপোময়মূর্ত্তি, যিনি আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ দুঃখ বিনাশ করেন, স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল এই ত্রিভুবনই যাঁহার স্থল অর্থাৎ যিনি ত্রিভুবনে পরিব্যাপ্ত, যিনি তীর্থসকলের অধীশ্বর, সেই তুলসীপ্রিয় নারায়ণকে বন্দনা করি॥ ১৫॥

অনন্তমাদিপুরুষমচ্যুতঞ্চ বরপ্রদম্।
আনন্দঞ্চ সদানন্দং তং বন্দে চাঘনাশনম্॥ ১৬॥
লীলয়া ধৃতভূভারং লোকসত্ত্বৈকবন্দিতম্।
লোকেশ্বরং চ শ্রীকান্তং তং বন্দে লক্ষ্মণপ্রিয়ম্॥ ১৭
হরিঞ্চ হরিণাক্ষঞ্চ হরিনাথং হরিপ্রিয়ম্।
হলায়ুধসহায়ঞ্চ তং বন্দে হনুমৎপতিম্॥ ১৮॥
হরিনামকৃতা মালা পবিত্রা পাপনাশিনী।
বলিরাজেন্দ্রেণ চোক্তা কণ্ঠে ধার্য্যা প্রযত্নতঃ॥ ১৯॥
ইতি শ্রীশঙ্করাচার্য্যবিরচিতং হরিনামমালাস্তোত্রম্॥

যাহার অন্ত নাই, যিনি জগতের আদিপুরুষ, যিনি অচ্যুত অর্থাৎ কোন কালেও যাহার ক্ষয় নাই, যিনি ভক্তগণকে বর প্রদান করেন, যিনি আনন্দময়, যিনি সদানন্দস্বরূপ, যিনি সর্ব্বপাপ বিনাশ করেন, তাঁহাকে আমি বন্দনা করি॥১৬॥

যিনি লীলা করিয়া ভূভার ধারণ করিয়াছেন, সর্ব্বলোক যাহাকে বন্দনা করে, যিনি সর্ব্বলোকের ঈশ্বর, যিনি লক্ষ্মীর প্রিয়পতি, যিনি লক্ষ্মণের প্রিয়, তাঁহাকে আমি বন্দনা করি॥ ১৭॥

যিনি হরিনামের প্রতিপাদ্য, যাঁহার নেত্রযুগল হরিণনয়নের ন্যায় সুদৃশ্য, যিনি রামাবতারে বানরগণের আশ্রয় ছিলেন এবং ঐ বানর যাহাকে অতি প্রিয় জ্ঞান করিত, হলায়ুধ বলরাম সর্ব্বদা যাঁহার সহচর ছিলেন এবং যিনি হনূমানের অধিপতি, সেই নারায়ণকে বন্দনা করি॥ ১৮॥

এই হরিনামমালা অতি পবিত্র এবং সকলের পাপ বিনাশ করে, এই হরিনামমালা বলিরাজ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, সুতরাং সকলেরই সাদরে ইহা কণ্ঠে ধারণ করা উচিত॥ ১৯॥

ইতি হরিনামমালা-স্তোত্র সম্পূর্ণ।

ত্রিপুরসুন্দরীস্তোত্র।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

কদম্ববনচারিণীং মুনিকদম্বকাদম্বিনীং,
নিতম্বজিতভূধরাং সুরনিতম্বিনী-সেবিতাম্।
নবাম্বুরুহ-লোচনামভিনবাম্বুদশ্যামলাং,
ত্রিলোচনকুটুম্বিনীং ত্রিপুরসুন্দরীমাশ্রয়ে ॥ ১ ॥
কদম্ববনবাসিনীং কনকবল্লধারিণীং,
মহার্হমণিহারিণীং মুখসমুল্লসদ্বারুণীম্।
দয়াবিভবকারিণীং বিশদলোচনীং চারিণীং,
ত্রিলোচনকুটুম্বিনীং ত্রিপুরসুন্দরীমাশ্রয়ে ॥ ২ ॥
কদম্ববনশালয়া কুচভরোল্লসন্মালয়া,
কুচোপমিতশৈলয়া গুরুকৃপালসদ্বেলয়া।
মদারুণকপোলয়া মধুরগীতবাচালয়া,
কয়াপি ঘনশীলয়া কবচিতা বয়ং লীলয়া ॥ ৩ ॥

যিনি কদম্ববনমধ্যে সর্ব্বদা বিচরণ করেন, যিনি মুনিগণের হৃদয়াকাশে মেঘমালাস্বরূপ, যাঁহার নিতম্ব ধরিত্রীকে জয় করিয়াছে, সুরনিতম্বিনীগণ সর্ব্বদা যাঁহার চরণসেবা করেন, যাঁহার নয়নযুগল নবোৎপন্ন কমলের ন্যায় সুদৃশ্য, যিনি নবীননীরদের ন্যায় শ্যামবর্ণা এবং যিনি ত্রিলোচনের গৃহিণী, সেই ত্রিপুরসুন্দরীকে (ভক্তি সহকারে) আমি সেবা করি ॥ ১ ॥

যিনি কদম্ববনে বাস করেন, যিনি কনকবল্লকী ধারণ করিতেছেন, যিনি মহামূল্য মণিসমূহদ্বারা আপন কণ্ঠে হার পরিধান করিয়াছেন, সর্ব্বদা যাঁহার মুখকমলে বারুণী আসক্ত থাকে, যিনি দয়া করিয়া ভক্তবৃন্দের বিভববৃদ্ধি করেন, যাঁহার লোচন অতি বিশাল, যিনি সর্ব্বদা সঞ্চরণশীলা এবং ত্রিলোচনের গেহিনী, সেই ত্রিপুরসুন্দরীকে আমি সেবা করি ॥ ২ ॥

যিনি কদম্ববনে বাসার্থ শালা স্থাপন করিয়াছিলেন যাঁহার স্তনযুগলে মণিময় হার বিরাজমান আছে, যাঁহার কুচযুগল গিরিবরের ন্যায়, যাঁহার মহতী কৃপা সর্ব্বত্র

কদম্ববনমধ্যগাং কনকমণ্ডলোপস্থিতাং,
ষড়ম্বুরুহবাসিনীং সততসিদ্ধিসৌদামিনীম্।
বিড়ম্বিতজবারুচিং বিকচচন্দ্রচূড়ামণীং,
ত্রিলোচনকুটুম্বিনীং ত্রিপুরসুন্দরীমাশ্রয়ে ॥ ৪ ॥
কুচাঞ্চিতবিপঞ্চিকাং কুটিলকুন্তলালঙ্কৃতাং,
কুশেশয়নিবাসিনীং কুটিলচিত্তবিদ্বেষিণীম্।
মদারুণবিলোচনাং মনসিজারিসম্মোহিনীং,
মতঙ্গমুনিকন্যকাং মধুরভাষিণীমাশ্রয়ে ॥ ৫ ॥
স্মরেৎ প্রথমপুষ্পিণীং রুধিরবিন্দুনীলাম্বরাং,
গৃহীতমধুপানিকাং মধুবিঘূর্ণনেত্রাঞ্চলাম্।
ঘনস্তনভরোন্নতাং গলিতচিকুরাং শ্যামলাং,
ত্রিলোচনকুটুম্বিনীং ত্রিপুরসুন্দরীমাশ্রয়ে ॥ ৬ ॥

বিদ্যমান আছে, যাঁহার কপোলদেশ মদভরে আরক্ত হইয়াছে, যিনি সর্ব্বদা মধুর গীতধ্বনি করিতেছেন, যিনি নবজলধরের ন্যায় নীলবর্ণা, সেই ত্রিপুরসুন্দরী আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন ॥ ৩ ॥

যিনি কদম্ববনবর্ত্তিনী, যিনি সুবর্ণমণ্ডলোপরি উপবিষ্টা আছেন, যিনি আধারাদি ষট্‌চক্রে বাস করেন, যিনি সর্ব্বদা ভক্তগণের সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন, যাঁহার দেহকান্তি জবাপুষ্পের শোভা তিরস্কৃত করিয়াছে, যাঁহার চূড়াতে পূর্ণচন্দ্র মণিস্বরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে, যিনি ত্রিলোচনের কুটুম্বিনী, আমি সেই ত্রিপুরসুন্দরীকে সেবা করি ॥ ৪ ॥

যিনি কুচোপরি বীণা রাখিয়া বাদন করিতেন, যিনি কুটিল কুন্তলে অলঙ্কৃতা ছিলেন, যিনি রক্তপদ্মোপরি বাস করেন, যিনি কুমতি লোকদিগের দ্বেষ করেন, যাঁহার লোচনযুগল সর্ব্বদা মদভরে আরক্ত রহিয়াছে, যিনি মদনান্তক মহাদেবকেও মোহিত করিয়াছেন, যিনি মতঙ্গমুনির কন্যারূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, আমি মধুরভাষিণী সেই ত্রিপুরসুন্দরীকে সেবা করি ॥ ৫ ॥

যাঁহাকে প্রথমপুষ্পিণী বলিয়া স্মরণ করে, যাঁহার নীলাম্বরে রুধিরবিন্দু বিরাজিত আছে, যিনি আপন করে মধুপাত্র ধারণ করিয়াছেন, মধুপানে যাঁহার লোচন সর্ব্বদা ঘূর্ণায়মান এবং স্তনদ্বয় অতি ঘন ও উন্নত, যাঁহার কেশপাশ আলুলায়িতভাবে বিন্যস্ত রহিয়াছে, যিনি শ্যামবর্ণা ও ত্রিলোচনের কুটুম্বিনী, সেই ত্রিপুরসুন্দরীকে সেবা করি ॥ ৬ ॥

সকুঙ্কুমবিলেপনামলকচুম্বিকস্তূরিকাং,
সমন্দহসিতেক্ষণাং সশরচাপপাশাঙ্কুশাম্।
অশেষজনমোহিনীমরুণমাল্যভূষাম্বরাং,
জবাকুসুমভাসুরাং জপবিধৌ স্মরাম্যম্বিকাম্॥ ৭॥
পুরন্দরপুরন্ধ্রিকাং চিকুরবন্ধসৈরিন্ধ্রিকাং,
পিতামহপতিব্রতাং পটুপটীরচর্চ্চরিতাম্।
মুকুন্দরমণীং মনোলসদলঙ্ক্রিয়াকারিণীং,
ভজামি ভুবনাম্বিকাং সুরবধূটিকাচেটিকাম্॥ ৮॥

ইতি শ্রীপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীশঙ্করাচার্য্যবিরচিতং ত্রিপুরসুন্দরীস্তোত্রম্।

দেব্যপরাধক্ষমাপণস্তোত্র।

ন মন্ত্রং নো যন্ত্রং তদপি চ ন জানে স্তুতিমহো,
ন চাহ্বানং ধ্যানং তদপি চ ন জানে স্তুতিকথাঃ।

যাঁহার অঙ্গে কুঙ্কুমাদি বিলেপন রহিয়াছে, যাঁহার অলকা কস্তূরীচূর্ণে রঞ্জিত আছে, যাঁহার বদন ও নয়ন মন্দ মন্দ হাস্যে সুশোভিত, যিনি চারি হস্তে বাণ, ধনু, পাশ ও অঙ্কুশ ধারণ করিয়াছেন, যিনি জগতের সকল জনকে মোহিত করেন, যিনি মাল্য ও রক্তবসনে বিভূষিতা আছেন, যাঁহার দেহকান্তি জবাপুষ্পের ন্যায় সাতিশয় সমুজ্জ্বল, সেই জগজ্জননী ত্রিপুরসুন্দরীকে জপকার্য্যে আমি স্মরণ করি॥ ৭॥

যিনি পুরন্দরপুরের পুরন্ধ্রীস্বরূপা, যিনি কেশবন্ধনে সৈরিন্ধ্রীরূপ ধারণ করিয়াছেন, যিনি ব্রহ্মার পতিব্রতা শক্তি, যিনি মণিময় ভূষণ ধারণ করেন, যিনি উত্তম চন্দনে অনুলিপ্তা, যিনি মুকুন্দের রমণীরূপা, যিনি নিখিল ভুবনের জননী এবং সুরবধূগণ যাঁহার দাসীকার্য্যে নিরত আছেন, তাঁহাকে সেবা করি॥ ৮॥

ইতি ত্রিপুরসুন্দরীস্তোত্র সম্পূর্ণ॥

হে মাতঃ! আমি তোমার মন্ত্র জানি না, যন্ত্র জানি না, স্তোত্র জানি না, আবাহন জানি না, ধ্যান জানি না, তোমার অর্চ্চনাতে যে সকল মুদ্রার বিধি আছে, তাহা আমি জানি না, তোমার স্তবে যে বাক্য প্রয়োগ করিতে হয়, তাহাও জানি

ন জানে মুদ্রাস্তে তদপি চ ন জানে বিলপনং,
পরং জানে মাতস্ত্বদনুসরণং ক্লেশহরণম্ ॥ ১ ॥
বিধেরজ্ঞানেন দ্রবিণবিরহেণালসতয়া,
বিধেয়াশক্যত্বাত্তব চরণয়োর্যা চ্যুতিরভূৎ।
তদেতৎ ক্ষন্তব্যং জননি সকলোদ্ধারিণি শিবে,
কুপুত্রো জায়েত কচিদপি কুমাতা ন ভবতি ॥
পৃথিব্যাং পুত্রাস্তে জননি বহবঃ সন্তি সরলাঃ,
পরং তেষাং মধ্যে বিরলতরলোঽহং তব সুতঃ।
মদীয়োঽয়ং ত্যাগঃ সমুচিতমিদং নো তব শিবে,
কুপুত্রো জায়েত কচিদপি কুমাতা ন ভবতি ॥ ৩
জগন্মাতর্মাতস্তব চরণসেবা ন রচিতা,
ন বা দত্তং দেবি দ্রবিণমতিভূয়স্তব ময়া।
তথাপি ত্বং স্নেহং ময়ি নিরুপমং যৎ প্রকুরুষে,
কুপুত্রো জায়েত কচিদপি কুমাতা ন ভবতি ॥ ৪

না, এবং তোমার নিকট যে কোন দুঃখ প্রকাশ করিয়া জানাইব, তাহাতেও আমার ক্ষমতা নাই। হে জননি! আমি এইমাত্র জানি যে, তোমার অনুসরণ করিলেই তুমি তাহার নিখিল ক্লেশ বিনাশ করিয়া থাক ॥ ১ ॥

হে মাতঃ! কি প্রকারে তোমার চরণের পূজা করিতে হয়, সে বিধি জানি না, আমার অর্থ নাই এবং নিরন্তর আলস্যের বশীভূত আছি, সুতরাং কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে,স্বীয় অসামর্থ্য বশতঃ তোমার পাদপদ্মে আমার যে সকল ত্রুটি ঘটিয়াছে, হে সকলজনোদ্ধারিণি কল্যাণময়ি জননি! আমার সে সকল ত্রুটি, সে সকল অপরাধ তুমি ক্ষমা কর। হে শিবে! তোমাকে আরও বলিতেছি, আমি তোমার কুপুত্র; জননি! কুসন্তান হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু মাতা কুত্রাপিও কু হন না ॥২॥

হে জননি! বসুধাতলে তোমার অনেক পুত্র আছে, তাহারা সকলেই সরলমতি, কিন্তু আমি তোমার সন্তানগণের মধ্যে অতি অধম। হে শিবে! আমি অধম পুত্র বলিয়া আমাকে পরিত্যাগ করা তোমার উচিত নহে। মাতঃ! সর্ব্বত্রই কুপুত্র দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কোন স্থলেও কুমাতা দৃষ্ট হয় না। ৩ ॥

হে জগজ্জননি! হে মাতঃ! আমি কদাচ তোমার চরণদ্বয়ের সেবা করি নাই, দেবি! তোমাকে প্রচুর অর্থ প্রদান করি নাই, তথাপি তুমি মৎপ্রতি

পরিত্যক্তা দেবা বিবিধবিধিসেবাকুলতয়া,
ময়া পঞ্চাশীতেরধিকমুপনীতে চ বয়সি।
ইদানীং মে মাতস্তব যদি কৃপা নাপি ভবিতা,
নিরালম্বো লম্বোদরজননি কং যামি শরণম্ ॥ ৫ ॥
শ্বপাকো যৎ পাকো ভবতি মধুপাকোপমগিরা,
নিরাতঙ্কো'রঙ্কো বিহরতি চিরং কোটিকনকৈঃ।
তবাপর্ণে কর্ণে বিশতি মনুবর্ণে ফলমিদং,
জনঃ কো জানীতে জননী জপনীয়ং জপবিধৌ ॥ ৬ ॥
চিতাভস্মালেপো গরলমশনং দিক্‌পটধরো,
জটাধারী কণ্ঠে ভুজগপতিহারী পশুপতিঃ।
কপালী ভূতেশো ভজতি জগদীশৈকপদবীং,
ভবানি ত্বৎপাণিগ্রহণপরিপাটীফলমিদম্ ॥ ৭ ॥

অসীম স্নেহ করিতেছ; জননি! অতএব জানিলাম, কুপুত্র হইয়া থাকে, কিন্তু কদাচ কুমাতা হয় না ॥ ৪ ॥

শিবে! ভিন্ন ভিন্ন দেবতার ভিন্ন ভিন্ন রূপ পূজাপদ্ধতি প্রচলিত আছে, বহুবিধ পূজাপদ্ধতির বিচিত্র বৈষম্যে সংমূঢ়চিত্ত হইয়া আমি সেই বিবিধ দেবতার উপাসনা পরিত্যাগ করিয়াছি। অধুনা আমার বয়স পঞ্চাশীতি বৎসরের অধিক হইয়াছে, সুতরাং নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়াছি; হে লম্বোদরজননি! এখন যদি তুমি মৎপ্রতি করুণা বিতরণ না কর, তাহা হইলে আমি আর কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিব ?৫॥

শ্বপচাদি অন্ত্যজাতিও মধুরবচনে তোমার স্তুতিবাদ করিয়া সিদ্ধ ও পবিত্র হইয়াছে, নির্ধন ব্যক্তিও তোমার কৃপায় কোটি সুবর্ণমধ্যে বিচরণ করিতেছে। হে অপর্ণে! তোমার মন্ত্রবর্ণ শ্রবণপুটে প্রবেশ করিলেই এইরূপ ফল হয়, কিন্তু বিধিপূর্ব্বক তোমার মন্ত্র জপ করিলে যে কি ফল হয়, তাহা কে জানিতে পারে ? ৬ ॥

মহাদেব নিরন্তর অঙ্গে চিতাভস্ম লেপন করেন, বিষপান করিয়া থাকেন, তিনি বসন পরিধান করেন না, তাঁহার শিরোদেশে জটাভার, কণ্ঠে ভুজঙ্গের হার এবং বাহন বৃষ। তাঁহার হস্তে নরকপাল, তদীয় পরিবার ভূতগণ তথাপি তিনি জগদীশ্বর বলিয়া পরিখ্যাত। হে শিবে! ইহাও তোমার পাণিগ্রহণের ফল। শিব তোমার পাণিগ্রহণ করিয়াই জগদীশ্বরত্বপদ লাভ করিয়াছেন ॥ ৭ ॥

ন মোক্ষস্যাকাঙ্ক্ষা ন চ বিভববাঞ্ছাপি চ,
ন মে ন বিজ্ঞানাপেক্ষা শশিমুখি সুখেচ্ছাপি ন পুনঃ।
অতস্ত্বাং সংযাচে জননি জননং যাতু মম বৈ,
মৃড়ানী রুদ্রাণী শিব শিব ভবানীতি জপতঃ ॥ ৮ ॥
নারাধিতাসি বিধিনা বিবিধোপচারৈঃ,
কিং ব্রহ্মচিন্তনপরৈর্ন কৃতং বচোভিঃ।
শ্যামে ত্বমেব যদি কিঞ্চন ময্যনাথে,
ধৎসে কৃপামুচিতমম্ব পরং তবৈব ॥ ৯ ॥
আপৎসু মগ্নঃ স্মরণং ত্বদীয়ং, করোমি দুর্গে করুণার্ণবেশি।
নৈতচ্ছঠত্বং মম ভাবয়েথাঃ, ক্ষুধাতৃষার্ত্তা জননীং স্মরন্তি ॥ ১০ ॥
জগদম্ব বিচিত্রমত্র কিং, পরিপূর্ণা করুণাস্তি চেন্ময়ি।
অপরাধপরম্পরাবৃতং ন হি মাতা সমুপেক্ষতে সুতম্ ॥ ১১ ॥

হে মাতঃ! আমি মুক্তি ইচ্ছা করি না, আমার সম্পত্তি হউক, এরূপ বাসনা নাই এবং আমার জ্ঞান হউক, এরূপ ইচ্ছাও রাখি না। হে চন্দ্রাননে! আমি সুখভোগ করিব, এরূপ আকাঙ্ক্ষাও আমার অন্তঃকরণে উদিত হয় না। জননি! আমি এইমাত্র প্রার্থনা করি যে, নিরন্তর মৃড়ানী, রুদ্রাণী ও ভবানী এই প্রকার জপ করিয়াই যেন আমার জীবনযাপন হয় ॥ ৮ ॥

হে মাতঃ! আমি তোমাকে বিবিধোপচারে যথাবিধি অর্চ্চনা করি নাই, পরন্তু ব্রহ্মচিন্তা করিতে করিতে কুবাক্যের দ্বারা কি কি অকার্য্য না করিয়াছি? হে কালি! আমি এখন নিরাশ্রয় হইয়াছি, যদি তুমি মৎপ্রতি করুণা বিতরণ না কর, তবে তাহা তোমার অনুচিত হইবে না অর্থাৎ আমার জ্ঞানকত পাতকের কথা স্মরণ করিলে আমার প্রতি তোমার অকৃপাই সমুচিত বলিয়া বিবেচিত হয় ॥ ৯ ॥

হে কৃপাসাগরেশ্বরি! হে দুর্গতিনাশিনি! আমি অধুনা আপদে নিমগ্ন হইয়া তোমাকে স্মরণ করিতেছি। মাতঃ! ইহা আমার শঠতা মনে করিও না। কারণ, সন্তান যখন ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হয়, তখনই মাতাকে স্মরণ করিয়া থাকে ॥ ১০ ॥

হে জগন্মাতঃ! তুমি যে আমার প্রতি সম্পূর্ণ করুণা করিবে, তাহা আশ্চর্য্য নহে, যদি শিশু মাতার নিকট শত অপরাধ করিয়াও তৎসমীপে উপস্থিত হয়, তাহা হইলেও মাতা সেই পুত্রকে উপেক্ষা করিতে পারেন না ॥ ১১ ॥

মৎসমঃ পাতকী নাস্তি পাপঘ্নী ত্বৎসমা ন হি।
এবং জ্ঞাত্বা মহাদেবি যথা যোগ্যং তথা কুরু॥ ১২

ইতি শ্রীমৎপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য-
বিরচিতং দেব্যপরাধক্ষমাপণস্তোত্রম্॥

আনন্দলহরীস্তোত্র।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

ভবানি স্তোতুং ত্বাং প্রভবতি চতুর্ভির্ন বদনৈঃ,
প্রজানামীশো নস্ত্রিপুরমথনঃ পঞ্চভিরপি।
ন ষড়্ভিঃ সেনানীর্দশশতমুখৈরপ্যহিপতি-
স্তদান্যেষাং কেষাং কথয় কথমস্মিন্নবসরঃ॥ ১॥
ঘৃতক্ষীরদ্রাক্ষামধুরিমা কৈরপি পদৈ-
র্বিশিষ্যানাখ্যেয়ো ভবতি রসনামাত্রবিষয়ঃ।

হে জননি! আমার তুল্য পাতকী আর নাই এবং তোমাম ন্যায় পাপহারিণীও আর দৃষ্ট হয় না, দেবি! ইহা বিবেচনা করিয়া তুমি যাহা উচিত বোধ কর, তাহাই কর॥ ১২॥

ইতি দেব্যপরাধক্ষমাপণ-স্তোত্র সম্পূর্ণ॥

ভবানি! প্রজাপতি চতুমুখ চতুর্মুখেও তোমার স্তব করিতে সমর্থ হন নাই, ত্রিপুরবিজয়ী পঞ্চানন পঞ্চমুখে তোমার স্তুতিবাদ করিতে পারেন নাই। এই প্রকার দেবসেনাপতি ষড়ানন ষণ্মুখে এবং ফণিপতি অনন্ত সহস্রমুখে বর্ণন করিয়াও তোমার মাহাত্ম্যের ইয়ত্তা করিতে পারেন নাই, সুতরাং অন্যান্য ব্যক্তি যে তোমার স্তব করিতে পারে, তাদৃশী শক্তি কাহারও নাই॥ ১॥

ঘৃত, ক্ষীর, দ্রাক্ষা ও মধু ইহাদিগের মাধুর্য্য যেরূপ কোন পদদ্বারা ব্যক্ত করা যায় না, উহা কেবল রসনামাত্রেরই বিষয়, অর্থাৎ ঘৃতাদির আস্বাদ কেবল জিহ্বাতেই অনুভূত হয়, কোনরূপ বাক্যপ্রয়োগ করিয়া তাহা অপরকে বুঝাইতে পারা যায় না, তদ্রূপ তোমার মাহাত্ম্য কোন বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা যাইতে পারে না, কেবল

তথা তে সৌন্দর্য্যং পরমশিবদৃঙ্‌মাত্রবিষয়ঃ,
কথং কারং ব্রূমঃ সকলনিগমাগোচরগুণে ॥ ২ ॥
মুখে তে তাম্বূলং নয়নযুগলে কজ্জলকলা,
ললাটে কাশ্মীরং বিলসতি গলে মৌক্তিকলতা।
স্ফুরৎকাঞ্চী শাটী পৃথুকটিতটে হাটকময়ী,
ভজামস্ত্বাং গৌরীং নগপতিকিশোরীমবিরতম্ ॥ ৩
বিরাজন্মন্দারদ্রুমকুসুমহারস্তনতটী,
নদদ্বীণানাদশ্রবণবিলসৎকুণ্ডলগুণা।
নতাঙ্গী মাতঙ্গী রুচিরগতিভঙ্গী ভগবতী,
সতী শম্ভোরম্ভোরুহচটুলচক্ষুর্ব্বিজয়তে ॥ ৪ ॥
নবীনার্কভ্রাজন্মণিকনকভূষাপরিকরৈ-
র্বৃতাঙ্গী সারঙ্গীরুচিরনয়নাঙ্গীকৃতশিবা।

যিনি পরমশিব, তিনিই তোমার মাহাত্ম্য পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ। যখন সমস্ত নিগমাদি শাস্ত্র তোমার গুণ প্রকাশ করিতে পারে না, তখন আমরা কিরূপে তোমার গুণকীর্ত্তন করিয়া স্তব করিতে পারি? ২ ॥

মাতঃ! তোমার মুখে তাম্বুল, নয়নদ্বয়ে কজ্জল, ললাটে কুঙ্কুমবিন্দু, গলে মৌক্তিকহার, বিপুল নিতম্বে কাঞ্চনময়ী সমুজ্জ্বল কাঞ্চী (চন্দ্রহার] ও কটিদেশে বিচিত্র শাটী সুশোভিত আছে, তুমি গৌরী নামে পর্ব্বতপতি হিমালয়ের কন্যারূপে আবির্ভূত হইয়াছিলে; হে জননি! আমরা তোমাকে অবিরত সেবা করি ॥ ৩ ॥

মাতঃ! তোমার স্তনদ্বয়োপরি মন্দারপুষ্পের হার শোভা পাইতেছে, ঝঙ্কারিণী বীণার স্বরলয়বিশুদ্ধ মধুর ঝঙ্কার তোমার শ্রবণযুগলে তোমার কুণ্ডলদ্বয়ের ন্যায় আন্দোলিত হইতেছে অর্থাৎ ক্রোড়স্থ মধুরনাদিনী বীণা যেন আপনার হৃদয় হইতে মধুর গীতিময় ধ্বনি নিঃসারিত করিয়া তোমার শ্রবণযুগলে গীতিময় কুণ্ডলদ্বয় রচনা করিয়া দিয়াছে। তোমার অঙ্গসকল সন্নত, করিণীর ন্যায় তোমার গতিভঙ্গী অতি মনোহর। জননি! তুমিই একমাত্র সৎস্বরূপা, তুমি শম্ভুর চঞ্চল কমললোচনা গৃহিণী, তুমি জয়যুক্তা হও ॥ ৪ ॥

মাতঃ! নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল মণিখচিত বিবিধ কাঞ্চনবিভূষণে তোমার অঙ্গসকল পরিবৃত, তোমার লোচনদ্বয় হরিণীর ন্যায় অতি সুদৃশ্য, শিবের অর্দ্ধাঙ্গভাগিনীরূপে তুমি সকলের কল্যাণবিধান কর, তুমি সৌদামিনীর ন্যায় পীতবর্ণ এবং পীতাম্বর ও মনোহর নূপুর পরিধান করিয়া শোভান্বিতা হইয়াছ; তুমি

তড়িৎপীতা পীতাম্বরললিতমঞ্জীরসুভগা,
মমাপর্ণা পূর্ণা নিরবধি সুখৈরস্তু সুমুখী ॥ ৫ ॥
হিমাদ্রেঃ সম্ভূতা সুললিতকরৈঃ পল্লবযুতা,
সুপুষ্পা মুক্তাভিভ্রর্মরকলিতা চালকভরৈঃ '
কৃতস্থাণুস্থানা কুচভরনতা সূক্তিসরসা,
রুজাং হন্ত্রী গন্ত্রী বিলসতি চিদানন্দলতিকা ॥৬॥
সপর্ণামাকীর্ণাং কতিপয়গুণৈঃ সাদরমিহ,
শ্রয়ন্ত্যন্যে বল্লীং মম তু মতিরেবং বিলসতি।
অপর্ণৈকা সেব্যা জগতি সকলৈর্যৎ পরিবৃতঃ,
পুরাণোঽপি স্থাণুঃ ফলতি কিল কৈবল্যপদবীম্ ॥৭॥

পূর্ণাশন মাত্র বিসর্জ্জন করিয়াছিলে, এই জন্য তুমি অপর্ণা নামে কীর্ত্তিত, একমাত্র তুমিই সৎস্বরূপা, তুমি আমাকে নিত্যসুখ প্রদান কর ॥ ৫ ॥

মাতঃ! তুমি হিমালয়ের গৃহে প্রাদুর্ভূতা হইয়াছিলে, তোমার সুললিত হস্তযুগল নবপল্লবের ন্যায়, তুমি সুশোভন কুসুম ও মুক্তাদ্বারা বিভূষিত হইয়াছ, ত্বদীয় বদনপদ্মে অলকা-সকল পতিত হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয় যেন, ভ্রমরবৃন্দ তোমাকে আকুল করিতেছে, তুমি মহেশ্বরের আশ্রয়ভূতা, কুচভরে তোমার অঙ্গ অবনত হইয়াছে, তোমার সুশোভন উক্তি অতি রসময়ী, তুমি ভক্তবৃন্দের সকল রোগ হরণ কর, তুমি সর্ব্বত্র চিদানন্দরূপে বিরাজিত রহিয়াছ ॥৬॥

জননি! অপরাপর ব্যক্তিরা পর্ণসমাযুক্তা ও কতিপয় গুণশালিনী দেব-শক্তিকে সাদরে সেবা করিয়া থাকেন, কিন্তু আমার মতে কেবল অপর্ণার সেবা করাই উচিত; কারণ, সকলপরিবৃত পুরাতন স্থাণুও (শাখাবিহীন বৃক্ষ) কৈবল্য দান করে অর্থাৎ অন্যান্য ব্যক্তিরা যে অন্যান্য দেবদেবীর সেবা করে, তাহা কর্ত্তব্য নহে, বাস্তবিক কেবল তোমার সেবা করিলেই মহেশ্বর তাহাকে মোক্ষ-পদ দান করিয়া থাকেন ॥ ৭ ॥ *

* এই শ্লোকস্থ 'সকলৈঃ পরিবৃতঃ পুরাণোঽপি স্থাণুঃ" এই পদে শ্লিষ্টালঙ্কার লক্ষিত হয়। স্থাণু শব্দের অর্থে মহাদেবকে বুঝায় ও শাখাহীন বৃক্ষকেও বুঝায়। সুতরাং অনুবাদস্থ অর্থ ব্যতীত এই শ্লোকটীর নিম্নলিখিত প্রকার অর্থও হইতে পারে, যথা—

যেরূপ অনন্ত শূন্যপরিবৃত পুরাতন শাখাহীন বৃক্ষও কালে সুন্দর ফল উৎপাদন করিয়া থাকে, সেইরূপ অনন্তপরিবৃত পুরাতন পুরুষও (মহাদেব) সাধককে কালে মোক্ষফল প্রদান করিয়া থাকেন।

বিধাত্রী ধর্ম্মাণাং ত্বমসি সকলাম্নায়জননী,
ত্বমর্থানাং মূলং ধনদনমনীয়াঙ্ঘ্রি কমলে।
ত্বমাদিঃ কামানাং জননি কৃতকন্দর্পবিজয়ে,
সতাং মুক্তের্ব্বীজং ত্বমসি পরমব্রহ্মমহিষী ॥ ৮ ॥
প্রভূতা ভক্তিস্তে যদপি ন মমালোলমনস-
স্ত্বয়া তু শ্রীমত্যা সদয়মবলোক্যোঽহমধুনা।
পয়োদঃ পানীয়ং দিশতি মধুরং চাতকমুখে,
ভৃশং শঙ্কে কৈর্ব্বা বিধিভিরনুনীতা মম মতিঃ ॥ ৯ ॥
কৃপাপাঙ্গালোকং বিতর তরসা সাধুচরিতে,
ন তে যুক্তোপেক্ষা ময়ি শরণদীক্ষামুপগতে।
নচেদিষ্টং দদ্যাদনুপদপরি মহো কল্পলতিকা,
বিশেষঃ সামান্যৈঃ কথমিতরবল্লীপরিকরৈঃ ॥ ১০ ॥
মহান্তং বিশ্বাসং তব চরণপঙ্কেরুহযুগে,
নিধায়ান্যত্রৈবাশ্রিতমিহ ময়া দৈবতমুখে।

মাতঃ! তুমিই সকল ধর্ম্মের বিধানকর্ত্রী, তুমিই বেদসমূহের জননীস্বরূপা, তুমিই অর্থের মূলকারণ, ধনপতি কুবেরও তোমার পাদপদ্ম সেবা করিয়া থাকেন। জননি! তুমিই কামনা-সকলের আদি, তুমিই সাধুবৃন্দের মুক্তিপ্রাপ্তির আদি কারণ এবং তুমিই পরমব্রহ্মের মহিষী ॥ ৮ ॥

জননি! আমি চঞ্চলমতি, তোমার প্রতি যদিও আমার সম্যক্ ভক্তি না থাকুক, তথাপি তুমি আমার প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিতেছ; চাতক জলদের প্রতি কোন ভক্তি প্রকাশ করে না, তথাপি জলধর চাতকগণের বদনে সুমধুর জলবর্ষণ করিয়া থাকে। অধুনা আমার এই আশঙ্কা হইতেছে যে, প্রারব্ধ কর্ম্ম নিবন্ধনই আমার এইরূপ বুদ্ধি হইয়া থাকিবে, আমি সেই কর্ম্মসূত্রে বদ্ধ হইয়া বিচরণ করিতেছি; তাহাতেই তোমার প্রতি যথোচিত ভক্তি হইতেছে ॥ ৯ ॥

হে সাধুচরিতে! তুমি আমার প্রতি শীঘ্র করুণা-কটাক্ষ নিক্ষেপ কর, আমি তোমার শরণগ্রহণ করিয়াছি, আমার প্রতি উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে। তুমি কল্পলতিকা হইয়াও যদি মদীয় অভিলষিত প্রদান না কর, তাহা হইলে সাধারণ-লতার সহিত কল্পলতার কি প্রভেদ রহিল? ১০ ॥

হে উমে! আমি তোমার শ্রীপাদপদ্মে সম্পূর্ণ বিশ্বাসস্থাপন করিয়াই অন্যান্য দেব-দেবীগণের সেবা করিয়া থাকি। মাতঃ! তথাপি যদি মৎপ্রতি তোমার চিত্তে

তথাপি ত্বচ্চেতো যদি ময়ি ন জায়েত সময়ং,
নিরালম্বো লম্বোদরজননি কং যামি শরণম্ ॥১১॥
অয়ঃস্পর্শে লগ্নং সপদি লভতে হৈমপদবীং,
যথা রথ্যাপাথঃ শুচি ভবতি গঙ্গৌঘমিলিতম্।
তথা তত্তৎপাপৈরতিমলিনমন্তর্ম্মম যদি,
ত্বয়ি প্রেম্নাসক্তং কথমিব ন জায়েত বিমলম্ ॥১২॥
ত্বদন্যস্মাদিচ্ছাবিষয়ফললাভেন নিয়ম-
স্বমর্থানামিচ্ছাধিকমপি সমর্থা বিতরণে।
ইতি প্রাহুঃ প্রাঞ্চঃ কমলভবনাদ্যাস্ত্বয়ি মন-
স্তদাসক্তং নক্তং 'দবমুচিতমীশানি কুরু তৎ ॥১৩॥
স্ফুরন্নানারত্নস্ফটিকময়-ভিত্তি-প্রতিফল-
ত্বদাকারং চঞ্চচ্ছশধরবিলাসৌঘশিখরম্।
মুকুন্দব্রহ্মেন্দ্রপ্রভৃতিপরিবারং বিজয়তে,
তবাগারং রম্যং ত্রিভুবনমহারাজগৃহিণি ॥১৪॥

করুনা না জন্মে, তবে আর আমি কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিব? হে গণেশ-জননি! আমি এখন নিরাশ্রয় হইয়াছি, তোমার আশ্রয় ব্যতিরেকে অন্য উপায়ান্তর নাই ॥১১॥

স্পর্শমণিতে সংলগ্ন হইলে যেরূপ লৌহ আশু সুবর্ণীভূত হয়, যেমন পথগত জলও গঙ্গাগর্ভে পতিত হইলে আশু বিশুদ্ধ হইয়া থাকে, সেইরূপ আমার অন্তর্গত রাশি রাশি পাপসত্ত্বেও যদি আমার অন্তঃকরণ তোমার ভক্তির সহিত সমাসক্ত হয়, তাহা হইলে সেই পাপাসক্ত অন্তঃকরণও বিশুদ্ধ হইবে না কেন? ১২ ॥

দেবি! তোমা ভিন্ন অন্য দেবগণের উপাসনা করিলে অভিলষিত ফললাভ হয়, এবং তোমার আরাধনা করিতে পারিলে ইচ্ছাধিক ফললাভ হইয়া থাকে, পদ্মযোনি প্রভৃতি প্রাচীন দেবগণ এইরূপ নিয়ম বলিয়াছেন। অতএব হে ঈশানি। যাহাতে আমার চিত্ত নিরন্তর তোমার পাদপদ্মে সমাসক্ত থাকে, তাহা কর ॥১৩॥

জননি! যিনি ত্রিভুবনের অদ্বিতীয় অধীশ্বর, তুমি তাঁহার গৃহিণী। তোমার আলয় সমুজ্জ্বল মণি ও স্ফটিকাদি রত্নরাজিতে পরিনির্ম্মিত, তাহাতে তোমার আকার সর্ব্বদা প্রতিফলিত হইয়া থাকে। চঞ্চল চন্দ্রমা-স্রোত নিয়ত তোমার আলয়ের শিখরদেশে প্রবাহিত হইতেছে এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র প্রভৃতি অমরবৃন্দ তোমার আলয়ের পরিবারস্বরূপ বিদ্যমান আছেন ॥১৪॥

নিবাসঃ কৈলাসে বিধিশতমখাদ্যাঃ স্তুতিকরাঃ,
কুটুম্বং ত্রৈলোক্যং কৃতকরপুটঃ সিদ্ধিনিকরঃ।
মহেশঃ প্রাণেশস্তদবনিধরাধীশতনয়ে,
ন তে সৌভাগ্যস্য কচিদপি মনাগস্তি তুলনা ॥১৫॥
বৃষো বৃদ্ধো যানং বিষমশনমাশানিবসনং,
শ্মশানং ক্রীড়াভূর্ভুজগনিবহো ভূষণবিধিঃ।
সমগ্রা সামগ্রী জগতি বিদিতৈব স্মররিপো-
র্যদেতস্যৈশ্বর্য্যং তব জননি সৌভাগ্যমহিমা ॥১৬॥
অশেষব্রহ্মাণ্ডপ্রলয়বিধিনৈসর্গিকমতিঃ,
শ্মশানেষ্বাসীনঃ কৃতভসিতলেপঃ পশুপতিঃ।
দধৌ কণ্ঠে হালাহলমখিলভূগোলকৃপয়া,
ভবত্যাঃ সঙ্গত্যাঃ ফলমিতি চ কল্যাণি কলয়ে ॥১৭॥

হে মাতঃ! তোমার সৌভাগ্যের তুলনাও হইতে পারে না। কারণ, কৈলাসপর্ব্বতে তোমার বসতি, ব্রহ্মা ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ নিরন্তর তোমার স্তব করিতেছেন, এই ত্রিলোকই তোমার কুটুম্ব, অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি নিয়ত তোমার নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে বিদ্যমান আছে, মহেশ্বর তোমার প্রাণপতি, যিনি ধরাধর-সমূহের অধীশ্বর, সেই হিমালয়পর্ব্বত তোমার পিতা, সুতরাং তোমার যেরূপ সৌভাগ্য দেখিতেছি, এরূপ সৌভাগ্য আর কাহারও সম্ভবে না ॥১৫॥

মহাদেবের যে এরূপ ঐশ্বর্য্য, তাহাও তোমার সৌভাগ্যের মাহাত্ম্য বলিতে হইবে, নতুবা তাঁহার এমন কোন বস্তু নাই যে, শিবের এতাদৃশ ঐশ্বর্য্য হইতে পারে। মহাদেবের যে সকল সামগ্রী দৃষ্ট হয়, তাহার কিছুই এইরূপ ঐশ্বর্য্যের কারণ হইতে পারে না। তাঁহার বাহন একটী বৃদ্ধ বৃষ, হলাহল তাঁহার আহা-রীয় দ্রব্য, শ্মশান তাঁহার ক্রীড়াভূমি, দিক্‌সকল শিবের পরিধেয় বসন, ভুজঙ্গগণ তাঁহার ভূষণ; সুতরাং মহাদেবের ঐশ্বর্য্যসামগ্রী সকলই জগতে প্রসিদ্ধ আছে। কেবল তোমার সৌভাগ্যবলেই মদনান্তকের এইরূপ অসীম ঐশ্বর্য্য হইয়াছে ॥১৬॥

হে কল্যাণকারিণি! অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়কার্য্যেই মহেশ্বর স্বভাবতঃ নিরত আছেন, নিরন্তর শ্মশানে উপবেশন করিয়া সর্ব্বাঙ্গে ভস্মলেপন করিয়া থাকেন, তিনি যে অনন্ত জগতের প্রতি করুণা করিয়া স্বীয় কণ্ঠে হলাহল ধারণ করিয়া-ছিলেন, মাতঃ! এই সকলই তোমার সহবাসের ফল ॥১৭॥

ত্বদীয়ং সৌন্দর্য্যং নিরতিশয়মালোক্য পরয়া,
ভীতৈবাসীদ্-গঙ্গাজলময়তনুঃ শৈলতনয়ে।
তদেতস্যাঃ স্তামাদ্বদনকমলং বীক্ষ্য কৃপয়া,
প্রতিষ্ঠামাতেনে নিজশিরসি বাসেন গিরিশঃ ॥ ১৮ ॥
বিশালশ্রীখণ্ডদ্রবমৃগমদাকীর্ণ-ঘুসৃণ-
প্রসূনব্যামিশ্রং ভগবতি তবাভ্যঙ্গসলিলম্।
সমাদায় স্রষ্টা চলিতপদপাংশূন্নিজকরৈঃ,
সমাধত্তে সৃষ্টিং বিবুধপুরপঙ্কেরুহদৃশাম্ ॥ ১৯ ॥
বসন্তে সানন্দে কুসুমিতলতাভিঃ পরিবৃতে,
স্ফুরন্না নাপদ্মে সরসি কলহংসালিসুভগে।
সখীভিঃ খেলন্তীং মলয়পবনান্দোলিতজলে,
স্মরেদ্যস্ত্বাং তস্য জ্বরজনিতপীড়াপসরতি ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীশঙ্করাচার্য্যবিরচিতা আনন্দলহরীস্তুতিঃ ॥

হে গিরিনন্দিনি! তোমার অনুপম সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়াই গঙ্গাদেবী ভয়ে সলিলময়ী হইয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার মুখপদ্ম উপেক্ষাভয়ে উদ্বেগপূর্ণ ও ক্লিষ্ট হইয়াছিল, ইহা অবলোকন করিয়াই গিরিশদেব অনুগ্রহ পূর্ব্বক গঙ্গাকে স্বীয় মস্তকে স্থান দান করিয়াছেন ॥ ১৮ ॥

ভগবতি! তুমি যে অতি মনোহর সৌগন্ধপূর্ণ তিলমিশ্রিত চন্দন, কুঙ্কুম, প্রসূন ও কস্তুরীজলদ্বারা স্বীয় অঙ্গে অভ্যঙ্গ করিতে এবং তোমার গমনসময়ে যে চরণ-কমল হইতে ধূলি প্রচলিত হইত, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, নিজ করে সেই জল ও সেই সকল ধূলি চয়ন করিয়াই সুরপুরবাসিনী কামিনীগণের সৃষ্টিবিধান করিয়াছেন ॥১৯॥

দেবি! আনন্দজনক বসন্ত ঋতুতে কুসুমিত লতাসকল সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইলে এবং সরোবরে কমলকুল প্রস্ফুটিত হইলে কলহংসগণ জলকেলি করিয়া সমন্তাৎ ভ্রমণ করিত এবং মন্দ মন্দ মলয়মারুতহিল্লোলে সরোবরের জল আন্দোলিত হইলে তুমি সখীগণের সহিত জলকেলি করিতে। যে সাধক এই মূর্ত্তি ধ্যান বা চিন্তা করিতে পারে, তাহার জ্বরজনিত পীড়া বিদূরিত হয় ॥ ২০ ॥

ইতি আনন্দলহরীস্তোত্র সম্পূর্ণ।

নির্ব্বাণদশক

শ্রীগণেশায় নমঃ।

ভূমির্ন তোয়ং ন তেজো ন বায়ুর্ন খং নেন্দ্রিয়ং বা ন তেষাং সমূহঃ।
অনৈকান্তিকত্বাৎ সুষুপ্ত্যেকসিদ্ধস্তদেকোঽবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোঽহম্ ॥ ১ ॥
ন বর্ণা ন বর্ণাশ্রমাচারধর্ম্মা ন মে ধারণাধ্যানযোগাদয়োঽপি।
অনাত্মাশ্রয়োঽহং মমাধ্যাসহানাত্তদেকোঽবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোঽহম্ ॥ ২ ॥
ন মাতা পিতা বা ন দেবো ন লোকা, ন বেদা ন যজ্ঞা ন তীর্থং ব্রুবন্তি।
সুষুপ্তৌ নিরস্তাতিশূন্যাত্মকত্বাত্তদেকোঽবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোঽহম্ ॥ ৩ ॥
ন সাঙ্খ্যং ন শৈবং ন তৎপাঞ্চরাত্রং, ন জৈনং মীমাংসকাদের্ম্মতং বা।
বিশিষ্টানুভূত্যা বিশুদ্ধাত্মকত্বাত্তদেকোঽবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোঽহম্ ॥ ৪ ॥

আমি ভূমি নহি, জল নহি, তেজ নহি, বায়ু নহি, শূন্য নহি, ইন্দ্রিয় নহি বা ইন্দ্রিয়সমষ্টিরূপ নহি। যিনি অনৈকান্তিকত্বনিবন্ধন সুষুপ্তিসময়েও সিদ্ধ থাকেন, মহাপ্রলয়াদিতেও যিনি একমাত্র অবশিষ্ট থাকেন, আমিও সেই অখিল-কল্যাণময় পরমাত্মা ॥ ১ ॥

আমি বিপ্রক্ষত্রিয়াদি কোন বর্ণের অন্তর্ভূত নহি, আমার বর্ণাশ্রমবিহিত কোন আচার বা ধর্ম্ম নাই, আমি ধারণা ও ধ্যানাদি যোগ করি না, আমার আত্মা নাই, আমিই সকলের আশ্রয়, আমার অধ্যাস নাই এবং যিনি মহাপ্রলয়েও একমাত্র অবশিষ্ট থাকেন, আমি সেই সর্ব্বকল্যাণময় পরমাত্মা ॥ ২ ॥

যাঁহার পিতা নাই, মাতা নাই, দেব নাই, লোক নাই, বেদ নাই, যজ্ঞ নাই, তীর্থ নাই, আর সুষুপ্তিসময়ে সকল নিরস্ত হইলেও যিনি শূন্যস্বরূপে বিরাজ করেন, মহাপ্রলয়েও একমাত্র এই পরমাত্মাই অবশিষ্ট থাকেন, সুতরাং আমি সেই সর্ব্বকল্যাণময় পরমাত্মা ॥ ৩ ॥

সাংখ্য, শৈব, পঞ্চরাত্রাদিযোগ ও জৈন বা মীমাংসকাদির মত আশ্রয় করি-লেও যাঁহাকে নিরূপণ করিতে পারা যায় না, বিশেষরূপ অনুভবদ্বারা যাঁহার কেবল বিশুদ্ধাত্মকত্ব প্রতীয়মান হয় এবং যিনি মহাপ্রলয়েও একমাত্র অবশিষ্ট থাকেন, আমিই সেই সর্ব্বকল্যাণময় পরমাত্মা ॥ ৪ ॥

ন শুক্লং ন কৃষ্ণং ন রক্তং ন পীতং ন পানং ন কুব্জং ন হ্রস্বং ন দীর্ঘম্।
অরূপং তথা জ্যোতিরাকারকত্বাত্তদেকোঽবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোঽহম্॥ ৫ ॥
ন জাগ্রন্ন মে স্বপ্নকো বা সুষুপ্তির্ন বিশ্বো ন বা তৈজসঃ প্রাজ্ঞকো বা।
অবিদ্যাত্মকত্বাত্রয়াণাং তুরীয়ং তদেকোঽবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোঽহম্॥ ৬॥
ন শাস্তা ন শাস্ত্রং ন শিষ্যো ন শিক্ষা, ন চ ত্বং ন চাহং ন চায়ং প্রপঞ্চঃ।
স্বরূপাববোধাব্ধিকল্পাসহিষ্ণুস্তদেকোঽবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোঽহম্॥ ৭ ॥
ন চোর্দ্ধং ন চাধো ন চান্তর্ন বাহ্যং ন মধ্যং ন তির্য্যঙ্ ন পূর্ব্বা পরা দিক্।
বিয়দ্ব্যাপকত্বাদখণ্ডৈকরূপস্তদেকোঽবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোঽহম্॥ ৮ ॥
অপি ব্যাপকত্বাদ্ধিতত্বাৎ প্রয়োগাৎ স্বতঃসিদ্ধভাবাদনন্যাশ্রয়ত্বাৎ।
জগত্তুচ্ছমেতৎ সমস্তং তদন্যস্তদেকোঽবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোঽহম্॥ ৯ ॥

যিনি শ্বেতবর্ণ নহেন, কৃষ্ণবর্ণ নহেন, লোহিতবর্ণ নহেন ও পীতবর্ণ নহেন এবং যিনি স্থূল নহেন, কুব্জ নহেন, হ্রস্ব নহেন ও দীর্ঘ নহেন, যাঁহার রূপ নাই, যিনি জ্যোতির্ম্ময় এবং মহাপ্রলয়েও একমাত্র অবশিষ্ট থাকেন, আমিই সেই সর্ব্বকল্যাণময় পরমাত্মা॥ ৫ ॥

জাগ্রৎ, স্বপ্ন বা সুষুপ্তি ইহার কোন অবস্থাই আমার নাই, আমি তৈজস বা প্রাজ্ঞ পুরুষ নহি। উক্ত বিশ্বাদিত্রয়ই অবিদ্যাত্মক, সুতরাং আমি এই প্রপঞ্চত্রিতয়ের অতীত তুরীয় ব্রহ্ম। আর যিনি একমাত্র মহাপ্রলয়েও অবশিষ্ট থাকেন, আমিই সেই সর্ব্বকল্যাণময় পরমাত্মা॥ ৬ ॥

আমার শাসনকর্ত্তা নাই, শাস্ত্র নাই, শিষ্য নাই, শিক্ষা নাই, এবং আমার তুমি আমি ইত্যাদি ভাব নাই বা অন্য কোন প্রপঞ্চ নাই, আমি স্বস্বরূপাববোধের সমুদ্রস্বরূপ, আমি সুখ-দুঃখাদি কোন ভাব সহ্য করি না, আর যিনি মহাপ্রলয়-সময়েও একমাত্র অবশিষ্ট থাকেন, আমিই সেই সর্ব্বকল্যাণময় পরমাত্মা॥ ৭ ॥

আমার উর্দ্ধ নাই, অধ নাই, অন্তর নাই, বাহ্য নাই, মধ্য নাই, বক্রভাব নাই এবং পূর্ব্বপশ্চিমাদি দিক্ নাই। আমি সর্ব্বত্র ব্যাপক; সুতরাং অখণ্ডৈকরূপ। আর যিনি মহাপ্রলয়সময়েও একমাত্র অবশিষ্ট থাকেন, আমিই সেই সর্ব্বকল্যাণময় পরমাত্মা॥ ৮ ॥

যে পরমাত্মা জগদ্ব্যাপক, সর্ব্বস্থানে বিস্তৃত, সকল স্থানেই যাঁহার নিয়োগ দৃষ্ট হয়, তিনি স্বতঃসিদ্ধ ও অনন্যাশ্রয়, অতএব তদ্ভিন্ন সকল জগৎই তুচ্ছ। আর যিনি মহাপ্রলয়সময়েও একমাত্র অবশিষ্ট থাকেন, আমিই সেই সর্ব্বকল্যাণময় পরমাত্মা॥ ৯ ॥

ন চৈকং তদন্যদ্দ্বিতীয়ং কুতঃ স্যান্ন চাকেবলত্বং ন বা কেবলত্বম্।
ন শূন্যং ন চাশূন্যমদ্বৈতকত্বাং, কথং সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধং ব্রবীমি॥ ১

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং নির্ব্বাণদশকস্তোত্রম্॥

কুত্রাপি পরমাত্মাতিরিক্ত দ্বিতীয় নাই, সর্ব্বত্রই কেবল পরমাত্মা অদ্বিতীয়রূপে বিরাজ করিতেছেন, অদ্বিতীয় বলিয়া তিনি কেবলও (একমাত্র অবস্থিত সত্তা) নহেন, অকেবলও নহেন, তিনি শূন্য বা অশূন্য নহেন, সেই পরমাত্মা অদ্বৈত, তাঁহাকেই সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধ বলা যায়। বেদান্তসকল যে একমাত্র পরমাত্মাকেই সাধন করিয়াছেন, আমিই সেই পরমাত্মা, আমি কেমন করিয়া তাঁহার বর্ণনা করিব? ১০॥

নির্ব্বাণদশকস্তোত্র সমাপ্ত।

অন্নপূর্ণাস্তোত্র।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

নিত্যানন্দকরী বরাভয়করী সৌন্দর্য্যরত্নাকরী,
নির্দ্ধূতাখিলঘোরপাবনকরী প্রত্যক্ষমাহেশ্বরী।
প্রালেয়াচলবংশপাবনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী,
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী॥ ১॥
নানারত্নবিচিত্রভূষণকরী হেমাম্বরাড়ম্বরী,
মুক্তাহারবিলম্বমানবিলসদ্বক্ষোজকুম্ভান্তরী।

দেবি অন্নপূর্ণে! তুমি নিরন্তর সকলের আনন্দবর্দ্ধন করিতেছ, স্বীয় হস্তে বর ও অভয় মুদ্রা ধারণ করিয়াছ, তুমি সৌন্দর্য্যরূপ রত্নের আকর, তুমি ভক্তবৃন্দের সকল পাপ ধ্বংস করিয়া তাহাদিগকে পবিত্র করিয়া থাক, তুমি সাক্ষাৎ মহেশ্বর, তুমি প্রলয়পর্ব্বত বা হিমাচলের বংশ পবিত্র করিয়াছ। তুমিই কাশীপুরীর অধী-শ্বরী এবং তুমি অন্নপূর্ণেশ্বরী ও জগতের জননী, আমাকে করুণা করিয়া ভিক্ষা প্রদান কর॥ ১॥

দেবি অন্নপূর্ণে! তুমি নানা প্রকার বিচিত্র রত্ন দ্বারা স্বীয় অঙ্গে অলঙ্কার ধারণ করিয়াছ, তুমি সুবর্ণখচিত বসন পরিধান করিয়া মুক্তাময় হীরকদ্বারা কুচযুগল সুশো-ভিত করিয়াছ, তোমার সর্ব্বাঙ্গে কুঙ্কুম ও অগুরু অনুলিপ্ত করিয়া স্বীয় দেহের কান্তি

কাশ্মীরাগুরুবাসিতা রুচিকরী কাশীপুরাধীশ্বরী,
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ২ ॥
যোগানন্দকরী রিপুক্ষয়করী ধর্ম্মার্থনিষ্ঠাকরী,
চন্দ্রার্কানলভাসমানলহরী ত্রৈলোক্যরক্ষাকরী।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যসমস্তবাঞ্ছিতকরী কাশীপুরাধীশ্বরী,
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ৩ ॥
কৈলাসাচলকন্দরালয়করী গৌরী উমা শঙ্করী,
কৌমারী নিগমার্থগোচরকরী ওঙ্কারবীজাক্ষরী।
মোক্ষদ্বারকপাটপাটনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী,
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী॥ ৪ ॥
দৃশ্যাদৃশ্যপ্রভূতবাহনকরী ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী,
লীলানাটকসূত্রভেদনকরী বিজ্ঞানদীপাঙ্কুরী।

রক্ষি করিয়াছি। তুমি কাশীপুরীর অধীশ্বরী এবং তুমিই অন্নপূর্ণেশ্বরী ও জগতের মাতা; তুমি করুণা করিয়া আমাকে ভিক্ষা প্রদান কর ॥ ২ ॥

দেবি! তুমি যোগিবৃন্দের আনন্দ প্রদান কর, ভক্তগণের শত্রু ধ্বংস কর, ধর্ম্মার্থসাধনে অনুরাগবর্দ্ধন কর, চন্দ্র, সূর্য্য এবং অগ্নির আভা ধারণ কর, ত্রিভুবনের রক্ষাবিধান কর, তোমার ভক্তবৃন্দ যাহা কামনা করে, তুমি তাহাদিগকে সেই সকল ঐশ্বর্য্য প্রদান কর। জননি! তুমি কাশীপুরীর অধীশ্বরী ও জগতের জননী; কৃপা করিয়া আমাকে ভিক্ষা প্রদান কর ॥ ৩ ॥

হে অন্নপূর্ণে! তুমি কৈলাসপর্ব্বতের কন্দরমধ্যে স্বীয় আলয় স্থাপন করিয়াছ। মাতঃ! তুমিই গৌরী, তুমিই উমা, তুমিই শঙ্করী এবং তুমি কৌমারীরূপ ধারণ করিয়াছ, তুমিই নিগমার্থ প্রকাশ করিয়াছ, তুমিই ওঙ্কারবীজস্বরূপা। দেবি! তুমি মোক্ষধামের দ্বারস্থ কপাট উদ্ঘাটন কর এবং তুমিই কাশীপুরীর অধীশ্বরী ও জগতের মাতা, জননি! তুমি আমার প্রতি করুণা প্রদর্শন করিয়া ভিক্ষা প্রদান কর ॥ ৪ ॥

দেবি! তুমি দৃশ্যাদৃশ্য অর্থাৎ স্থূল-সূক্ষ্ম সমস্ত জীবের আহার প্রদান করিতেছ, এই ব্রহ্মাণ্ড তোমারই জঠরমধ্যে নিহিত আছে, তোমারই লীলাতে সকল জীব নিজ নিজ কার্য্য করিতেছে, তুমিই বিজ্ঞানরূপ প্রদীপের অঙ্কুর-স্বরূপ, তুমি

শ্রীবিশ্বেশমনঃপ্রসাদনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী,
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ৫ ॥
উর্ব্বীসর্ব্বজনেশ্বরী ভগবতী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী,
বেণীনীলসমানকুন্তলহরী নিত্যান্নদানেশ্বরী।
সর্ব্বানন্দকরী দশাশুভকরী কাশীপুরাধীশ্বরী,
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ৬ ॥
আদীক্ষান্তসমস্তবর্ণনকরী শম্ভোস্ত্রিভাবাকরী,
কাশ্মীরাত্রিজনেশ্বরী ত্রিলহরী নিত্যাঙ্কুরাশর্ব্বরী।
কামাকাঙ্ক্ষকরী জনোদয়করী কাশীপুরাধীশ্বরী,
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ৭ ॥
দেবী সর্ব্ববিচিত্ররত্নরচিতা দাক্ষায়ণী সুন্দরী,
বামস্বাদুপয়োধরপ্রিয়করী সৌভাগ্যমাহেশ্বরী।

শ্রীবিশ্বনাথের প্রীতিবর্দ্ধন কর। মাতঃ অন্নপূর্ণেশ্বরি! তুমিই কাশীপুরীর অধীশ্বরী এবং জগতের মাতা; তুমি করুণা করিয়া আমাকে ভিক্ষা প্রদান কর ॥ ৫ ॥

হে অন্নপূর্ণে! তুমি অবনীমণ্ডলস্থ জনসমূহের ঈশ্বরী, তুমি ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী, তুমিই জগতের জননী, তুমিই সকলকে অন্নপ্রদান করিয়া থাক। তোমার নীলবর্ণ কুন্তলসকল বেণীরূপে শোভা পাইতেছে, তুমিই জীবগণের আনন্দবর্দ্ধন কর এবং তুমিই লোকের অবস্থার উন্নতিসাধন করিয়া থাক। হে জননি! তুমিই কাশীপুরীর অধীশ্বরী এবং জগতের মাতা; করুণা করিয়া আমাকে ভিক্ষা প্রদান কর ॥ ৬ ॥

দেবি! লোকে দীক্ষিত হইয়া যাহা কিছু শিক্ষা করিয়া থাকে, তাহা তুমিই বর্ণনা করিয়া উপদেশ প্রদান কর, তুমিই মহাদেবের ভাবত্রয় বিধান করিয়াছ, তুমিই স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল এই ত্রিভুবনের ঈশ্বরীরূপে বিদ্যমান রহিয়াছ। তুমিই গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী এই তিনরূপে অবনীতলে প্রবাহিতা হইতেছ, নিত্য বস্তু-সকলও তোমা হইতে সঞ্জাত হইয়াছে, তুমিই প্রলয়রাত্রিস্বরূপা। তুমিই পুরুষকে কামনাপ্রবণ কর ও কামনাশালী পুরুষের আকাঙ্ক্ষানুযায়ী ফল প্রদান কর এবং তুমিই সকলের উন্নতিবিধান করিতেছ। তুমিই কাশীপুরীর অধীশ্বরী ও জগতের মাতা। হে মাতঃ! তুমি করুণা করিয়া ভিক্ষা প্রদান কর ॥ ৭ ॥

দেবি! তুমি সর্ব্বপ্রকার বিচিত্র রত্নে অলঙ্কৃত হইয়াছ, তুমিই দক্ষরাজগৃহে তনয়া-রূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলে, তুমি একমাত্র জগতে সুন্দরী, তুমিই আপন সুস্বাদু বামপয়োধর প্রদান করিয়া জগতের প্রিয়কার্য্য সাধন করিতেছ, তুমি সকলকে

ভক্তাভীষ্টকরী দশাশুভকরী কাশীপুরাধীশ্বরী,
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ৮ ॥
চন্দ্রার্কানলকোটিকোটিসদৃশা চন্দ্রাংশুবিম্বাধরী,
চন্দ্রার্কাগ্নিসমানকুণ্ডলধরী চন্দ্রার্কবর্ণেশ্বরী।
মালাপুস্তকপাশাঙ্কুশধরী কাশীপুরাধীশ্বরী,
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ৯ ॥
ক্ষত্রত্রাণকরী মহাভয়করী মাতা কৃপাসাগরী,
সাক্ষান্মোক্ষকরী সদা শিবকরী বিশ্বেশ্বরশ্রীধরী।
দক্ষাক্রন্দকরী নিরাময়করী কাশীপুরাধীশ্বরী,
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ১০ ॥
অন্নপূর্ণে সদাপূর্ণে শঙ্করপ্রাণবল্লভে।
জ্ঞানবৈরাগ্যসিদ্ধ্যর্থং ভিক্ষাং দেহি চ পার্ব্বতি ॥ ১১ ॥

সৌভাগ্য প্রদান করিয়া মহেশ্বরী নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছ, তুমি ভক্ত সাধারণের অভীষ্ট প্রদান কর ও তাহাদের অবস্থার কল্যাণসম্পাদন করিতেছ। মাতঃ অন্নপূর্ণে! তুমি কশীপুরীর অধীশ্বরী এবং জগতের মাতা, করুণা করিয়া আমাকে ভিক্ষা প্রদান কর ॥ ৮ ॥

দেবি! তুমি কোটি কোটি চন্দ্র, সূর্য্য ও বহ্নির ন্যায় সমুজ্জ্বল প্রভাশালিনী, তুমি ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র ধারণ করিয়াছ, তুমি চন্দ্রার্কের বর্ণ প্রদান করিয়াছ, তুমি চন্দ্র সূর্য্য ও অনলের ন্যায় ভাস্বর কুণ্ডলযুগল কর্ণে ধারণ করিয়াছ। জননি! তুমি চতুর্ভুজা, মালা, পুস্তক, পাশ ও অঙ্কুশধারিণী, তুমি কাশীর অধীশ্বরী, আমাকে ভিক্ষা প্রদান কর ॥ ৯ ॥

মাতঃ! তুমি ক্ষত্রিয়কুল পরিত্রাণ করিয়াছ, তুমিই সকলকে অভয় প্রদান কর, তুমি জীবগণের জননী, তুমি করুণার সাগরস্বরূপা, তুমি ভক্তবৃন্দকে মোক্ষ প্রদান করিয়া থাক এবং নিরন্তর সকলের কল্যাণবর্দ্ধন কর। জননি! তুমি বিশ্বেশ্বরেরও শ্রীবর্দ্ধন করিতেছ, তুমিই দক্ষের যজ্ঞ ধ্বংস করিয়াছ এবং তুমিই ভক্তগণের রোগসকল বিনাশ কর। হে অন্নপূর্ণে! তুমি কশীপুরীর অধীশ্বরী, করুণা করিয়া আমাকে ভিক্ষা প্রদান কর ॥ ১০ ॥

হে অন্নপূর্ণে! তুমি নিয়ত পূর্ণরূপে বিরাজিতা আছ, তুমি মহাদেবের প্রাণ-তুল্য প্রিয়পত্নী। হে পার্ব্বতি! তুমি জ্ঞান ও বৈরাগ্যসিদ্ধির জন্য ভিক্ষা দান কর অর্থাৎ আমি যেন সংসারের অনুরাগ ত্যাগ করিয়া জ্ঞান ও বৈরাগ্য উপার্জ্জন বশতঃ মোক্ষ লাভ করিতে পারি, আমার এই বাসনা পূর্ণ কর ॥ ১১ ॥

মাতা চ পার্ব্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ।
বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্ ॥ ১২ ।

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং অন্নপূর্ণা-স্তোত্রম্

ধন্যাষ্টক-স্তোত্র

শ্রীগণেশায় নমঃ।

যজ্‌জ্ঞানং প্রশমকরং যদিন্দ্রিয়াণাং, তজ্‌জ্ঞেয়ং যদুপনিষৎসু নিশ্চিতার্থম্।
তে ধন্যা ভুবি পরমার্থনিশ্চিতেহাঃ, শেষাস্তু ভ্রমনিলয়ে পরিভ্রমন্তি ॥ ১ ॥
আদৌ বিজিত্য বিষয়ান্ মদমোহরাগদ্বেষাদি-শত্রুগণমাহৃতযোগরাজ্যাঃ।
জ্ঞাত্বামৃতং সমনুভূয় পরাত্মবিদ্যা, কান্তাসুখা বত গৃহে বিচরন্তি ধন্যাঃ ॥

পার্ব্বতী দেবী আমার মাতা, দেবাদিদেব মহাদেব পিতা, শিবভক্তবৃন্দ আমার বান্ধব এবং ত্রিলোকই আমার স্বদেশ ॥ ১২ ॥

ইতি অন্নপূর্ণাস্তোত্র সম্পূর্ণ ॥

যে জ্ঞানে ইন্দ্রিয়গ্রামের প্রশান্তি হয় অর্থাৎ যাহাতে ইন্দ্রিয়গ্রাম বশীভূত থাকে, সেই জ্ঞানই প্রশস্ত জ্ঞান, আর উপনিষদে যাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহাই জ্ঞেয় এবং যাঁহারা পরমার্থ-নিশ্চয়ে যত্নবান্, তাঁহারাই ধন্য, যাহাদের পরমার্থলাভে যত্ন নাই, তাহারা ভ্রমের বশ হইয়া পরিভ্রমণ করিতেছে ॥ ১ ॥

যাঁহারা ধন্য পুরুষ, তাঁহারা বিষয়বাসনা ত্যাগ করিয়া মদ, মোহ, রাগ, দ্বেষ, প্রভৃতি শত্রুগণকে পরাজয় করিয়া যোগরাজ্য করিয়াছেন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাম জয় করিয়া যোগসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, আর পরমাত্মবিদ্যা অনুভব করিয়া যাঁহারা মোক্ষজ্ঞানের অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহারা আদিতে কান্তাসুখ অনুভব করত গৃহে অবস্থিতি করেন ॥ ২ ॥

ত্যক্ত্বা গৃহে রতিমধোগতিহেতুভূতামাত্মেচ্ছয়োপনিষদর্থরসং পিবন্তঃ।
বীতস্পৃহা বিষয়ভোগপদে বিরক্তা, ধন্যাশ্চরন্তি বিজনেষু বিরক্তসঙ্গাঃ ॥ ৩ ॥
ত্যক্ত্বা মমাহমিতি বন্ধকরে পদে দ্বে, মানাবমানসদৃশাঃ সমদর্শিনশ্চ।
কর্ত্তারমন্যমবগম্য তদর্পিতানি, কুর্ব্বন্তি কর্ম্মপরিপাকফলানি ধন্যাঃ ॥ ৪ ॥
ত্যক্ত্বৈষণাত্রয়মবেক্ষিতমোক্ষমার্গা, ভৈক্ষ্যামৃতেন পরিকল্পিতদেহযাত্রাঃ।
জ্যোতিঃ পরাৎ পরতরং পরমাত্মসংজ্ঞং, ধন্যা দ্বিজা রহসি হৃদ্যবলোকয়ন্তি ॥৫॥
নাসন্ন সন্ন সদসন্ন মহন্ন চাণু, ন স্ত্রী পুমান্ন চ নপুংসকমেকবীজম্।
যৈর্ব্রহ্ম তৎ সমনুপাসিতমেকচিত্তৈ, ধন্যা বিরেজুরিতরে ভবপাশবদ্ধাঃ ॥ ৬ ॥
অজ্ঞানপঙ্কপরিমগ্নমপেতসারং, দুঃখালয়ং মরণজন্মজরাবসক্তম্।
সংসারবন্ধনমনিত্যমবেক্ষ্য ধন্যা, জ্ঞানাসিনা তদবশীর্য্য বিনিশ্চরন্তি ॥ ৭ ॥

ধন্য পুরুষেরা গৃহে রতিসুখ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক স্বইচ্ছায় উপনিষদের অর্থরস পান করত ত্যক্তবাসনা ও বিষয়ভোগে বিরক্ত হইয়া সর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া বিজন প্রদেশে বিচরণ করেন ॥ ৩ ॥

যাঁহারা ধন্য পুরুষ, তাঁহারা ভববন্ধনের হেতুভূত "আমি, আমার" এই দুই পদের ব্যবহার ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ অহংজ্ঞান বিসর্জ্জন পূর্ব্বক মানাপমানে সমভাবাপন্ন ও সর্ব্বত্র সমদর্শী হন এবং অন্য কর্ত্তা আছে, এই প্রকার জ্ঞান করিয়া সেই সর্ব্বকর্ত্তাতে কর্ম্মপরিপাকফল সমর্পণ করিয়া থাকেন ॥ ৪ ॥

যাঁহারা ধন্য পুরুষ, তাঁহারা ইহকালের সুখ দীর্ঘজীবন ও স্বর্গাদি অপবর্গ লাভ এই চেষ্টাত্রয় বিসর্জ্জন পূর্ব্বক মোক্ষপদের অনুসন্ধান করেন এবং ভিক্ষাচরণ দ্বারা দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, আর নির্জ্জনে বসিয়া স্বকীয় হৃদয়ে পরাৎপর পরমাত্ম-জ্যোতি দর্শন করেন ॥ ৫ ॥

পরব্রহ্ম সৎ নহেন, অসৎ নহেন, সদসৎ নহেন, মহৎ নহেন, সূক্ষ্ম নহেন, স্ত্রী নহেন, পুরুষ নহেন, ক্লীব নহেন, তিনি একমাত্র জগতের কারণ, ধন্য পুরুষেরা এই প্রকারে সেই পরব্রহ্মোপাসনায় আসক্ত থাকেন এবং যাহারা ব্রহ্মানুরক্ত নহেন, তাহারা সংসারবন্ধনে বদ্ধ হইয়া আছে ॥ ৬ ॥

যাঁহারা ধন্য পুরুষ, তাঁহারা অজ্ঞানরূপ পঙ্কে পরিমগ্ন সারশূন্য দুঃখের আকর-স্বরূপ জন্ম-মৃত্যু-জরাপরিপূর্ণ অনিত্য ভববন্ধনকে জ্ঞানরূপ অসি দ্বারা ছেদন করিয়া স্বাধীন বা পরিমুক্তভাবে পরিভ্রমণ করেন ॥ ৭ ॥

শান্তৈরনন্যমতিভির্ম্মধুরস্বভাবৈরেকত্বনিশ্চিতমনোভিরপেতমোহৈঃ।
সাকং বনেষু বিজিতাত্মপদস্বরূপং, শাস্ত্রেষু সম্যগনিশং বিমৃশন্তি ধন্যাঃ॥ ৮॥
অহিমিব জনযোগং সর্ব্বদা বর্জ্জয়েদ্যঃ, কুণপমিব সুনারীং ত্যক্তুকামো বিরাগী।
বিষমিব বিষয়ান্ যো মন্যমানো দুরন্তান্, জয়তি পরমহংসো মুক্তিভাবং সমেতি॥৯॥

সম্পূর্ণং জগদেব নন্দনবনং সর্ব্বেঽপি কল্পদ্রুমা,
গাঙ্গং বারি সমস্তবারিনিবহঃ পুণ্যাঃ সমস্তাঃ ক্রিয়াঃ।
বাচঃ প্রাকৃতসংস্কৃতাঃ শ্রুতিগিরো বারাণসী মেদিনী,
সর্ব্বাবস্থিতিরস্য বস্তুবিষয়া দৃষ্টে পরে ব্রহ্মণি॥ ১০॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকচার্য্যশ্রীমশঙ্করাচার্য্যবিরচিতং ধন্যাষ্টকস্তোত্রম্॥

যাঁহারা ধন্য পুরুষ, তাঁহারা প্রশান্তমনে অনন্যচিত্ত, শান্তস্বভাব, একত্বনিশ্চয়-কারী, নিবৃত্তমোহ যোগিগণের সহিত অরণ্যে অবস্থিতি করিয়া শাস্ত্রপর্য্যালোচনা করত পরমব্রহ্মপদ অনুসন্ধান করেন॥ ৮॥

যিনি নিরন্তর সর্পবৎ জনসংসর্গ ত্যাগ করেন, সুন্দরী নারীকে মৃতদেহবৎ পরিত্যাগ করিয়া সংসারবৈরাগ্য লাভ করিয়াছেন, বিষয়সকলকে বিষবৎ জ্ঞান করিয়া দুরন্ত কামাদি রিপুসমূহকে জয় করিতে পারেন, তিনিই পরমহংস এবং তিনিই মুক্তিপদ প্রাপ্ত হন॥ ৯॥

যখন ভাগ্যবশে কোন ব্যক্তির পরব্রহ্মদর্শন হয়, তখন এই নিখিল জগৎই আনন্দকানন বলিয়া বোধ হইয়া থাকে, সকল বৃক্ষই কল্পবৃক্ষবৎ জ্ঞান হয়, সমস্ত জলই গঙ্গাজলবৎ পবিত্র বোধ হয়, সকল ক্রিয়াই পবিত্র, সকল বাক্যই সংস্কৃত শ্রুতিবাক্য তুল্য, সকল পৃথিবীই বারাণসী এবং সর্ব্বত্র অবস্থিতিই সুখকর বোধ হইয়া থাকে॥ ১০॥

ইতি ধন্যাষ্টকস্তোত্র সম্পূর্ণ॥

দ্বাদশপঞ্জরিকাস্তোত্র

মূঢ় জহীহি ধনাগমতৃষ্ণাং, কুরু সদ্‌বুদ্ধিং মনসি বিতৃষ্ণাম্।
যল্লভসে নিজকর্ম্মোপাত্তং, বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্তম্॥ ১ ॥
অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং, নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যম্।
পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ, সর্ব্বত্রৈষা বিহিতা নীতিঃ ॥ ২ ॥
কা তে কান্তা কস্তে পুত্রঃ, সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ।
কস্য ত্বং বা কুত আয়াতস্তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ ॥ ৩ ॥
মা কুরু জনধনযৌবনগর্ব্বং, হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বম্।
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা, ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা ॥ ৪ ॥

অহে মূর্খচিত্ত! তুমি অধিক ধনলাভের আশা পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মবুদ্ধি দ্বারা সদসদ্বিবেচনা করিয়া মানসিক দুরাশা পরিত্যাগ কর এবং আপন শক্তি অনুসারে কর্ম্ম করিয়া সেই কর্ম্মে যাহা লাভ হইবে, তাহাতে চিত্ত সন্তুষ্ট কর ॥ ১॥

এই জগতে যত অর্থ আছে, সকলই অনর্থের কারণ বলিয়া জ্ঞান কর। এই লৌকিক অর্থ দ্বারা কিঞ্চিন্মাত্র প্রকৃত সুখ হইতে পারে না, বরং নানা প্রকার অনিষ্টই সাধিত হইয়া থাকে, পরন্ত সর্ব্বত্রই দেখা যাইতেছে যে, যাঁহারা ধন-লোভী, তাঁহারা আপন পুত্রকেও ভয় করিয়া থাকেন, সুতরাং ধনাশা পরিত্যাগ করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইতেছে ॥ ২ ॥

হে ভ্রাতঃ! এই সংসারে সকলই আশ্চর্য্য অর্থাৎ ইহা কেবল ঐন্দ্রজালিক মায়াবৎ, প্রকৃত পক্ষে কিছুই সত্য নহে। একবার সূক্ষ্মরূপে চিন্তা করিয়া দেখ দেখি, তোমার কান্তা কে, তোমার পুত্র কে এবং তুমিই বা কাহার ও কোথা হইতে আসিয়াছ? এই সকল যথার্থরূপে চিন্তা করিয়া দেখিলে সকল সংসারই অসার বলিয়া বোধ হইবে ॥ ৩ ॥

হে ভ্রাতঃ! ধন, জন ও যৌবনের গর্ব্ব করিও না, জগদন্তকারী কাল নিমেষ-মধ্যেই সকল হরণ করিতে পারে। আর এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডই মায়াময়, সুতরাং এই অনিত্য সংসার পরিত্যাগ করিয়া শীঘ্র ব্রহ্মপদে প্রবেশ কর। এই সংসার সকলই ক্লেশকর, একমাত্র ব্রহ্মপরিজ্ঞানই সর্ব্ববিষয়ে শান্তি প্রদান করে ॥ ৪ ॥

কামং ক্রোধং মোহং লোভং, ত্যক্ত্বাত্মানং ভাবয় কোঽহম্ ।
আত্মজ্ঞানবিহীনা মূঢ়াস্তে পচ্যন্তে নরকে নিগূঢ়াঃ ॥ ৫ ॥
সুরমন্দিরতরুমূলনিবাসঃ, শয্যা ভূতলমজিনং বাসঃ ।
সর্ব্বপরিগ্রহভোগত্যাগঃ, কস্য সুখং ন করোতি বিরাগঃ ॥ ৬ ॥
শত্রৌ মিত্রে পুত্রে বন্ধৌ, মা কুরু যত্নং বিগ্রহসন্ধৌ ।
ভব সমচিত্তঃ সর্ব্বত্র ত্বং, বাঞ্ছস্যচিরাদ্‌যদি বিষ্ণুত্বম্ ॥ ৭ ॥
ত্বয়ি ময়ি চান্যত্রৈকো বিষ্ণুর্ব্যর্থং কুপ্যসি ময্যসহিষ্ণুঃ ।
সর্ব্বস্মিন্নপি পশ্যাত্মানং, সর্ব্বত্রোৎসৃজ ভেদজ্ঞানম্ ॥ ৮ ॥
প্রাণায়ামং প্রত্যাহারং, নিত্যানিত্যবিবেকবিচারম্ ।
জাপ্যসমানসমাধিবিধানং, কুর্ব্ববধানং মহদবধানম্ ॥ ৯ ॥

কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহ এই সকল পরিত্যাগ করিয়া আত্মতত্ত্ব চিন্তা কর এবং "আমি কে ?" ইহার তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও। আত্মতত্ত্বপরিজ্ঞান ব্যতিরেকে এই জগতে আর সার পদার্থ নাই, পরন্তু যাহারা আত্মতত্ত্ব-পরিজ্ঞানে পরাঙ্মুখ, তাহারা নিরন্তর নরকভোগ করে ॥ ৫ ॥

দেবালয়স্থিত তরুতলে অবস্থান পূর্ব্বক চর্ম্ম পরিধান করিয়া ভূতলশয্যায় শয়ন করিলেও কালযাপন করা যাইতে পারে। বাস্তবিক বিবিধ বিলাসবস্তু-ভোগাপেক্ষায় তরুতলে বাসই সুখকর এবং সর্ব্বপ্রকার ভোগ্যবস্তু পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য আশ্রয় করিতে পারিলে কাহার না পরমসুখ লাভ হইতে পারে ? ৬ ॥

যদি তোমার অচিরকালমধ্যে বিষ্ণুত্ব-প্রাপ্তির অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে শত্রু, মিত্র, পুত্র ও বন্ধু ইহাদিগের প্রতি কোনরূপ বিশেষ যত্ন করিও না, সর্ব্বত্র সমদর্শী হও অর্থাৎ শত্রুমিত্রাদিতে সমজ্ঞান কর, লোকের সহিত প্রীতি বা দ্বন্দ করিতে যত্নবান্ হইও না, কাহারও প্রতি যত্নের ইতরবিশেষ করিও না, তাহা হইলে শীঘ্র বিষ্ণুপদ পাইতে পারিবে ॥ ৭ ॥

তোমাতে, আমাতে ও অন্যান্য ব্যক্তিতে একই বিষ্ণু বিদ্যমান আছেন, তবে তুমি আমার প্রতি অসহিষ্ণু হইয়া বৃথা কোপ করিতেছ কেন ? কারণ, তুমি, আমি ও অপর সকলেই এক। অতএব তুমি সর্ব্বত্রই আত্মজ্ঞান কর এবং সর্ব্বত্র ভেদজ্ঞান পরিত্যাগ কর ॥ ৮ ॥

এক্ষণে তোমাকে ব্রহ্মপ্রাপ্তির সদুপায় বলিতেছি, তাহাই আচরণ কর। সর্ব্বদা প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার সাধন কর, কোন্ বস্তু সৎ এবং কোন্ বস্তু অসৎ, তাহার বিবেচনা কর এবং জপের সহিত সমাধির অনুষ্ঠান কর ॥ ৯ ॥

নলিনীদলগতসলিলং তরলং, তদ্বজ্জীবিতমতিশয়চপলম্।
বিদ্ধি ব্যাধ্যভিমানগ্রস্তং, লোকং শোকহতঞ্চ সমস্তম্॥ ১০॥
কা তেঽষ্টাদশদেশে চিন্তা, বাতুল তব কিং নাস্তি নিয়ন্তা।
যস্তাং হস্তে সুদৃঢ়নিবদ্ধং, বোধয়তি প্রভবাদিবিরুদ্ধম্॥ ১১॥
গুরুচরণাম্বুজনির্ভরভক্তঃ, সংসারাদচিরাদ্ভব মুক্তঃ।
ইন্দ্রিয়মানসনিয়মাদেবং, দ্রক্ষ্যসি নিজহৃদয়স্থং দেবম্॥ ১২॥
দ্বাদশপঞ্জরিকাময় এবঃ, শিষ্যাণাং কথিতো হ্যপদেশঃ।
যেষাং চিত্তে নৈব বিবেকস্তে পচ্যন্তে নরকমনেকম্॥ ১৩॥
ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং দ্বাদশপঞ্জরিকাস্তোত্রম্॥

যেমন পদ্মপত্রস্থিত জল চঞ্চল, তোমার জীবনও সেইরূপ চঞ্চল অর্থাৎ পদ্মপত্রগত জল যেমন অল্পকারণেই পতিত হইতে পারে, সেইরূপ তোমার জীবনও অতি সহজে বিনাশ পাইতে পারে। আর এই সকল লোকই ব্যাধি ও অভিমানগ্রস্ত এবং শোকাভিভূত; অতএব জীবনের অস্তিত্ববিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র বিশ্বাস না করিয়া আত্মতত্ত্বপরিজ্ঞানলাভে যত্নবান্ হও॥ ১০॥

তুমি বাতুলের ন্যায় দেশবিদেশে চিন্তা করিয়া ভ্রমণ করিও না, তোমার কি কোন নিয়ন্তা নাই? যিনি তোমাকে হস্তে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছেন, তিনিই তোমার প্রবোধ জন্মাইয়া দিবেন। তুমি ইতস্ততঃ পর্য্যটন পরিত্যাগ করিয়া বিশ্বনিয়ন্তা বিশ্বেশ্বরের আরাধনা কর, তাহা হইলেই তোমার ভবপাশ ছিন্ন হইয়া যাইবে সন্দেহ নাই॥ ১১॥

শ্রীগুরুর চরণাম্বুজে নির্ভর করিয়া তুমি অচিরে সংসার হইতে মুক্ত হও, গুরুদেবে ভক্তি রাখিয়া তাঁহার উপদেশানুসারে কার্য্য করিলেই তুমি ইন্দ্রিয়গণ ও মনের সংযম করিতে পারিবে এবং তাহা হইলে আপন হৃদয়মধ্যে সেই অনাদি অনন্ত পরমদেব পরংব্রহ্মকে দেখিতে পাইবে॥ ১২॥

এই দ্বাদশ পঞ্জরিকাময় ঈশ্বরস্তোত্র আমি শিষ্যবর্গের উপদেশার্থ প্রকাশ করিলাম, যাহাদিগের চিত্তে বিবেকশক্তি নাই, তাহারা নরকে নানা প্রকার ক্লেশভোগ করে, কিন্তু এই স্তোত্র পাঠ করিয়া ইহার মর্ম্মাবগতি করিতে পারিলে তাহার কোনরূপ ক্লেশ থাকিতে পারে না॥ ১৩॥

ইতি দ্বাদশপঞ্জরিকাস্তোত্র সম্পূর্ণ॥

চর্পটপঞ্জরিকাস্তোত্র।

দিনমপি রজনী সায়ং প্রাতঃ, শিশিরবসন্তৌ পুনরায়াতঃ।
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ুস্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ।
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে!
প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে, ন হি ন হি রক্ষতি ডুকৃঞ্‌করণে॥ ১।
অগ্রে বহ্নিঃ পৃষ্ঠে ভানু রাত্রৌ চিবুকসমর্পিতজানুঃ।
করতলভিক্ষা তরুতলবাসস্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাপাশঃ।
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে!
প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে, ন হি ন হি রক্ষতি ডুকৃঞ্‌করণে॥ ২
যাবদ্বিত্তোপার্জ্জনশক্তস্তাবন্নিজপরিবারো রক্তঃ।
পশ্চাদ্‌যাবতি জর্জ্জরদেহে, বার্ত্তাং পৃচ্ছতি কোঽপি ন গেহে।

দিন, রজনী, সায়ংকাল, প্রাতঃসময়, শিশির ও বসন্ত ঋতু এই সকলই পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতেছে, কাল ক্রীড়া করিতেছে, আয়ুঃ ক্ষয় পাইতেছে, তথাপি আশাবায়ু পরিত্যক্ত হইতেছে না। হে মূঢ়মতে! সর্ব্বদা গোবিন্দের আরাধনা কর, তোমার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না। তুমি যে "ডুকৃঞ্‌করণে" ইত্যাদি ধাতু বিচার পূর্ব্বক শাস্ত্রপর্য্যালোচনা করিতেছ, মরণসময় উপস্থিত হইলে কিছুতেই তোমার মরণনিবৃত্তি হইবার নহে, সেই "ডুকৃঞ্‌করণে" তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না॥ ১॥

হে মূঢ়মতে! তোমার শীতনিবারক বস্ত্রাদির অভাবে সম্মুখে অগ্নি এবং পৃষ্ঠে রৌদ্র লইয়া দিনপাত করিয়া থাক, রজনীযোগে চিবুকে জানু বিন্যস্ত করিয়া কায়ক্লেশে যামিনী যাপন কর, তোমার ভিক্ষাপাত্র নাই, করতলে ভিক্ষা গ্রহণ কর, তোমার বাসগৃহ নাই, তরুতলে অবস্থান কর, তথাপি তোমার আশা পরিত্যাগ হইতেছে না, অতএব সর্ব্বদা গোবিন্দের আরাধনা কর, মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে "ডুকৃঞ্‌করণে" তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না॥ ২॥

হে মূঢ়মতে! যাবৎ তোমার বিত্তোপার্জনে শক্তি থাকিবে, তাবৎ তোমার পরিবারবর্গ অনুগত রহিবে, পরে যখন তোমার দেহ জরীভূত হইবে, ধনোপার্জ্জ-নের ক্ষমতা থাকিবে না, তখন কেহই তোমার গৃহে উপস্থিত হইয়া একটী কথাও

ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে!
প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে, ন হি ন হি রক্ষতি ডুকৃঞ্‌করণে॥ ৩॥
ইন্দ্রিয়গ্রামবিমোহিতচেতাঃ, সংসারাড়ম্বরমোহিতবোধঃ,
জটিলমণ্ডী লুঞ্চিতকেশঃ, কাষায়াম্বরবহুকৃতবেশঃ।
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে!
প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে, ন হি ন হি রক্ষতি ডুকৃঞ্‌করণে॥ ৪॥
ভগবদ্গীতা কিঞ্চিদধীতা, গঙ্গাজললবকণিকা পীতা।
সকৃদপি যস্য মুরারিসমর্চা, তস্য যমঃ কিং কুরুতে চর্চা।
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে!
প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে, ন হি ন হি রক্ষতি ডুকৃঞ্‌করণে॥ ৫॥
অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং, দশনবিহীনং জাতং তুণ্ডম্।
বৃদ্ধো যাতি গৃহীত্বা দণ্ডং, তদপি ন মুঞ্চত্যাশাপিণ্ডম্।

জিজ্ঞাসা করিবে না, অতএব এইক্ষণ শক্তি থাকিতে থাকিতে গোবিন্দের আরাধনা কর, মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে "ডুকৃঞ্‌করণে" তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না॥ ৩॥

হে মূঢ়মতে! তুমি ইন্দ্রিয় দ্বারা বিমুগ্ধচিত্ত, কখন বা সংসারাড়ম্বরে হতজ্ঞান থাক, উদরপোষণের নিমিত্ত কখন মস্তকে জটাভার বহন করিতেছ, কখন বা মস্তক মুণ্ডন করিতেছ, কখন কেশবিন্যাস করিয়া থাক, কখন কাসায়বস্ত্র পরিধান করিয়া বিবিধ বেশে সাজিতেছ, এইক্ষণ এই সকল পরিত্যাগ করিয়া গোবিন্দের আরাধনা কর, মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে "ডুকৃঞ্‌করণে" তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না॥ ৪॥

যে ব্যক্তি ভগবদ্গীতার কিয়দংশ অধ্যয়ন করিয়াছে, যে ব্যক্তি কণিকামাত্র গঙ্গাজল পান করিয়াছে কিংবা একবারমাত্র মুরারির অর্চ্চনা করিয়াছে, যম তাহার কিছুই করিতে পারে না; অতএব হে মূঢ়মতে! গোবিন্দের আরাধনা কর, মৃত্যুকালে "ডুকৃঞ্‌করণে" তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না॥ ৫॥

বৃদ্ধকালে অঙ্গসকল শিথিল হইয়া যায়, মস্তকের কেশগুলি শুভ্রবর্ণ হয়, মুখ দন্তবিহীন হয় এবং দণ্ড ধরিয়া গমন করিতে হয়, তথাপি আশা পরিত্যক্ত হয় না। সংসারের আশাপাশে বদ্ধ হইয়া থাকিলে কোন কালেও ক্লেশের নিবৃত্তি

ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে!
প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে, ন হি ন হি রক্ষতি ডুকৃঞ্করণে ॥ ৬ ॥
বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তস্তরুণস্তাবত্তরুণীরক্তঃ।
বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ, পরমে ব্রহ্মণি কোঽপি ন লগ্নঃ।
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে!
প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে, ন হি ন হি রক্ষতি ডুকৃঞ্করণে ॥ ৭ ॥
পুনরপি জননং পুনরপি মরণং, পুনরপি জননীজঠরে শয়নং,
ইহ সংসারে খলু দুস্তারে, কৃপাপারাবারে পাহি মুরারে!
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে!
প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে, ন হি ন হি রক্ষতি ডুকৃঞ্করণে ॥ ৮ ॥
পুনরপি রজনী পুনরপি দিবসঃ, পুনরপি পক্ষঃ পুনরপি মাসঃ,
পুনরপ্যয়নং পুনরপি বর্ষং, তদপি ন মুঞ্চত্যাশামর্ষম্।

হইবে না, অতএব হে মূঢ়মতে! গোবিন্দের আরাধনা কর, মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে "ডুকৃঞ্করণে" তোমায় রক্ষা করিতে পারিবে না ॥ ৬ ॥

যাবৎ বাল্যকাল থাকে, তাবৎ ক্রীড়া-কৌতুকে আসক্ত হয়, পরে যৌবনকাল উপস্থিত হইলে যুবতীর প্রেমে অনুরক্ত থাকে, অবশেষে বৃদ্ধকাল সমাগত হইলে নানা প্রকার চিন্তায় নিমগ্ন হয়, কেহই পরমব্রহ্মচিন্তনে অনুরক্ত হয় না; অতএব হে মূঢ়মতে! তুমি এই সময়ে গোবিন্দের আরাধনা কর, মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে 'ডুকৃঞ্করণে' তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না ॥ ৭ ॥

এই সংসারে একবার জন্ম হয়, পরে মরণ হয় এবং পুনর্ব্বার জননীর জঠরে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয়, এই দুস্তর সংসার পার হইতে কাহারও সাধ্য নাই। "হে মুরারে! তুমি কৃপা করিয়া উদ্ধার না করিলে অন্য উপায় নাই" এইরূপে মুকুন্দের উপাসনা করিলেই হরি তাহাকে রক্ষা করেন; অতএব হে মূঢ়মতে! তুমি গোবিন্দের আরাধনা কর, মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে "ডুকৃঞ্করণে" তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না ॥ ৮ ॥

একবার দিবা ও একবার রাত্রি হয়, এইরূপে পুনঃ পুনঃ দিবারাত্রি হইতেছে; ইহাতে এক পক্ষ হইয়া থাকে। এই প্রকারে দুই পক্ষে একমাস, দুই মাসে এক ঋতু, ছয় ঋতুতে এক অয়ন এবং দুই অয়নে এক বৎসর হইয়া থাকে। এইরূপে দিন, পক্ষ, মাস, ঋতু, অয়ন ও বৎসর পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতেছে, কিন্তু আশা

ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে !
প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে, ন হি ন হি রক্ষতি ডুকৃঞ্‌করণে ॥ ৯ ॥
বয়সি গতে কঃ কামবিকারঃ, শুষ্কে নীরে কঃ কাসারঃ,
নষ্টে দ্রব্যে কঃ পরিবারো, জ্ঞাতে তত্ত্বে কঃ সংসারঃ।
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে !
প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে, ন হি ন হি রক্ষতি ডুকৃঞ্‌করণে ॥ ১০ ॥
নারীস্তনভবনাভিনিবেশং, মিথ্যামায়ামোহাবেশম্,
এতন্মাংসবসাদিবিকারং, মনসি বিচারয় বারংবারম্।
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে !
প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে, ন হি ন হি রক্ষতি ডুকৃঞ্‌করণে ॥ ১১ ॥
কস্ত্বং কোঽহং কুত আয়াতঃ, কা মে জননী কো মে তাতঃ,
ইতি পরিভাবয় সর্ব্বমসারং, বিশ্বং ত্যক্ত্বা স্বপ্নবিচারম্।

পরিত্যাগ হইতেছে না। এইরূপ আশাপাশে বদ্ধ থাকিলে কোন কালেও ক্লেশের নিবৃত্তি হইবে না; অতএব হে মূঢ়মতে! তুমি সর্ব্বদা গোবিন্দের আরাধনা কর, মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে 'ডুকৃঞ্‌করণে' তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না ॥৯॥

বয়স বৃদ্ধ হইলে যেমন কামানুরাগ থাকে না, জল শুষ্ক হইলে যেমন সরোবর নাম থাকে না, দ্রব্যাভাব হইলে যেমন পরিবার থাকে না, সেইরূপ ব্রহ্মপরিজ্ঞান হইলে সংসারানুরাগ থাকে না। একমাত্র গোবিন্দের আরাধনাই ব্রহ্মতত্ত্ব-পরিজ্ঞানের কারণ, অতএব হে মূঢ়মতে! তুমি এইক্ষণ গোবিন্দের আরাধনা কর, মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে 'ডুকৃঞ্‌করণে' তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না ॥১০॥

নারীগণের স্তনে যে অনুরাগ হয়, উহা কেবল মিথ্যা মায়ার কার্য্য, মোহে অভিভূত হইয়াই মানবগণ যুবতীর স্তনে অনুরক্ত থাকে। বাস্তবিক ঐ স্তন মেদ ও মাংসের বিকারমাত্র। ইহা বারংবার বিচার করিয়া দেখ এবং সর্ব্বদা গোবিন্দের আরাধনা কর, মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে 'ডুকৃঞ্‌করণে' তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না ॥ ১১ ॥

তুমি কে? আমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছ? তোমার জননী কে? পিতা কে? ইহা সর্ব্বদা চিন্তা কর। সম্যক্‌রূপে ঐ সকল বিচার করিয়া দেখিলে

ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে !
প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে, ন হি ন হি রক্ষতি ডুকৃঞ্‌করণে ॥ ১২ ॥
গেয়ং গীতানামসহস্রং, ধ্যেয়ং শ্রীপতিরূপমজস্রং,
নেয়ং সজ্জনসঙ্গে চিত্তং, দেয়ং দীনজনায় চ বিত্তম্ ।
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে !
প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে, ন হি ন হি রক্ষতি ডুকৃঞ্‌করণে ॥ ১৩ ॥
যাবজ্জীবো নিবসতি দেহে, কুশলং তাবৎ পৃচ্ছতি গেহে,
গতবতি বায়ৌ দেহাপায়ে, ভার্য্যা বিভ্যতি তস্মিন্ কায়ে।
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে !
প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে, ন হি ন হি রক্ষতি ডুকৃঞ্‌করণে ॥ ১৪ ॥
সুখতঃ ক্রিয়তে রামাভোগঃ, পশ্চাদ্ধন্ত শরীরে রোগঃ,
যদ্যপি লোকে মরণং শরণং, তদপি ন মুঞ্চতি পাপাচরণম্ ।

অখিল সংসারই স্বপ্নবৎ অসার বলিয়া বোধ হইবে। হে মূঢ়মতে ! তুমি স্বপ্নবৎ অসার সংসার পরিত্যাগ করিয়া গোবিন্দের আরাধনা কর, মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে 'ডুকৃঞ্‌করণে' তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না ॥ ১২ ॥

সাংসারিক গানের মধ্যে নারায়ণের সহস্র নামগান, ধ্যানের মধ্যে অনবরত শ্রীপতির রূপচিন্তা, সজ্জনসঙ্গে মনোনিবেশ এবং দীনজনকে ধনদান, এই কয়েটীই সার ; অতএব হে মূঢ়মতে ! তুমি উক্ত কার্য্যসকল করিয়া গোবিন্দের আরাধনা কর, মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে, "ডুকৃঞ্‌করণে" তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না ॥ ১৩ ॥

যাবৎ দেহে জীবন বিদ্যমান থাকে, তাবৎ সকলেই গৃহে আসিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করে, পরে যখন প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেলে দেহের বিনাশ উপস্থিত হয়, তখন আপন প্রাণপ্রিয়া ভার্য্যাও সেই দেহ দেখিয়া ভীত হয় ; সুতরাং এই সংসারে সকলই অনিত্য বলিয়া জানা যাইতেছে ; অতএব হে মূঢ়মতে ! তুমি এই অনিত্য সংসারবাসনা পরিত্যাগ করিয়া গোবিন্দের আরাধনা কর, মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে "ডুকৃঞ্‌করণে" তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না ॥ ১৪ ॥

মানবগণ সুখলালসায় যুবতী-সম্ভোগ করে, পরে রোগাভিভূত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যদিও সংসারে মরণই একরূপ মনুষ্যের নিয়ত অদৃষ্ট, তথাপি লোকে পাপাচরণ পরিত্যাগ করিতে পারিতেছে না। হে মূঢ়মতে ! আমি

ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে!
প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে, ন হি ন হি রক্ষতি ডুকৃঞ্‌করণে॥ ১৫॥
রথ্যাচর্পটবিরচিতকন্থঃ, পুণ্যাপুণ্যবিবর্জ্জিতপন্থঃ,
নাহং ন ত্বং নায়ং লোকস্তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ।
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে!
প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে, ন হি ন হি রক্ষতি ডুকৃঞ্‌করণে॥ ১৬॥
কুরুতে গঙ্গাসাগরগমনং, ব্রতপরিপালনমথবা দানং,
জ্ঞানবিহীনে সর্ব্বমনেন, মুক্তির্ন ভবতি জন্মশতেন।
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে!
প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে, ন হি ন হি রক্ষতি ডুকৃঞ্‌করণে॥ ১৭॥
ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং চর্পটপঞ্জরিকাস্তোত্রম্।

তোমাকে সদুপদেশ দিতেছি, তুমি এইক্ষণ পাপাচরণ পরিত্যাগ করিয়া গোবিন্দের আরাধনা কর, মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে, "ডুকৃঞ্‌করণে" তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না॥ ১৫॥

হে মূঢ়মতে! পথস্থিত জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডবিরচিত কন্থা ধারণ করিয়া পাপপুণ্য-বিবর্জিত পথে গমন কর, তুমি, আমি ও এই লোক ইহাদিগের কিছুই সত্য নহে, তবে কি নিমিত্ত শোক করিতেছ? এইক্ষণ এই অসার সংসারের আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া গোবিন্দের আরাধনা কর, মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে, "ডুকৃঞ্‌করণে" তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না॥ ১৬॥

গঙ্গাসাগরসঙ্গমস্থানে গমন করুক, নানাবিধ ব্রতপালন করুক কিংবা দান করুক, জ্ঞান ব্যতিরেকে শত শত জন্মেও কিছুতেই মুক্তিলাভ হইবার নহে। একমাত্র জ্ঞানই মুক্তির কারণ, সেই জ্ঞানও গোবিন্দের আরাধনা অপেক্ষা করে; অতএব হে মূঢ়মতে! তুমি গোবিন্দের আরাধনা কর, মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে "ডুকৃঞ্‌করণে" তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না॥ ১৭॥

ইতি চর্পটপঞ্জরিকাস্তোত্র সম্পূর্ণ॥

মণিকর্ণিকাষ্টকস্তোত্র।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

ত্বত্তীরে মণিকর্ণিকে হরিহরৌ সাযুজ্যমুক্তিপ্রদৌ,
বাদন্তৌ কুরুতঃ পরস্পরমুভৌ জন্তোঃ প্রয়াণোৎসবে।
মদ্রূপো মনুজোঽয়মস্তু হরিণা প্রোক্তঃ শিবস্তৎক্ষণা-
ত্তন্মধ্যাদ্ ভৃগুলাঞ্ছনো গরুড়গঃ পীতাম্বরো নির্গতঃ ॥ ১ ॥
ইন্দ্রাদ্যাস্ত্রিদশাঃ পতন্তি নিয়তং ভোগক্ষয়ে যে পুন-
র্জায়ন্তে মনুজাস্ততোঽপি পশবঃ কীটাঃ পতঙ্গাদয়ঃ।
যে মাতর্মণিকর্ণিকে তব জলে মজ্জন্তি নিষ্কল্মষাঃ,
সাযুজ্যেঽপি কিরীটকৌস্তুভধরা নারায়ণাঃ স্যুর্নরাঃ ॥ ২ ॥
কাশী ধন্যতমা বিমুক্তিনগরী সালঙ্কৃতা গঙ্গয়া,
তত্রেয়ং মণিকর্ণিকা সুখকরী মুক্তির্হি তৎকিঙ্করী।

হে মণিকর্ণিকে! তোমার তীরে কোন জন্তু প্রাণত্যাগ করিলে তৎক্ষণাৎ হরি ও হরের বিবাদ আরম্ভ হয়। হরি বলেন, 'আমি ইহাকে মুক্তি প্রদান করিব' এবং হরও বলেন, 'ইহার মুক্তিপ্রদানে আমারই সম্পূর্ণ অধিকার।' এইরূপে বিবাদ প্রবৃত্ত হইলে হরি হরকে বলেন, 'এই মনুষ্য আমার স্বরূপ প্রাপ্ত হউক।' তৎক্ষণাৎ সেই মৃতদেহের মধ্য হইতে বক্ষঃস্থলে ভৃগুপদচিহ্নিত পীতাম্বর-ধারী গরুড়বাহন পুরুষ নির্গত হইয়া বিষ্ণুদেহে লীন হয় ॥ ১ ॥

যাহারা তপোবলে ইন্দ্রত্বাদি প্রাপ্ত হয়, তাহারাও আপন আপন ভোগ-কালের অবসান হইলে পতিত হয়, পুনর্ব্বার মানবাদি যোনিতে জন্মগ্রহণ করে এবং কালান্তরে কর্ম্মবশতঃ সেই সকল মনুষ্য পশুযোনি প্রাপ্ত হইয়া পরে কীট-পতঙ্গাদি হইয়া থাকে, কিন্তু মাতঃ মণিকর্ণিকে! যে সকল মনুষ্য তোমার জলে একবারমাত্র নিমগ্ন হয়, তাহারা সাযুজ্যমুক্তি প্রাপ্ত হইয়া কিরীট ও কৌস্তুভধারী নারায়ণ হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

কাশীপুরী অতি ধন্যা অর্থাৎ সকলের প্রধান, ইহাকেই মুক্তিনগরী বলিয়া থাকে, ইনিও গঙ্গা দ্বারা অলঙ্কৃতা হইয়াছেন, সেই কাশীর সমীপেই মণিকর্ণিকা আছেন, ইনি সকলের সুখ প্রদান করেন, আর মুক্তিও এই মণিকর্ণিকার আজ্ঞা-

স্বর্লোকস্তুলিতঃ সহৈব বিবুধৈঃ কাশ্যা সমং ব্রহ্মণা,
কাশী ক্ষৌণিতলে স্থিতা গুরুতরা স্বর্গো লঘুঃ খে গতঃ ॥ ৩ ॥
গঙ্গাতীরমনুত্তমং হি সকলং তত্রাপি কাশ্যুত্তমা,
তস্যাং সা মণিকর্ণিকোত্তমতমা যত্রেশ্বরো মুক্তিদঃ।
দেবানামপি দুর্লভং স্থলমিদং পাপৌঘনাশক্ষমং,
পূর্ব্বোপার্জ্জিতপুণ্যপুঞ্জগমকং পুণ্যৈর্জনৈঃ প্রাপ্যতে ॥ ৪ ॥
দুঃখাম্ভোনিধিমগ্নজন্তুনিবহাস্তেষাং কথং নিষ্কৃতি-
র্জ্ঞাত্বা তদ্ধি বিরিঞ্চিনা বিরচিতা বারাণসী শর্ম্মদা।
লোকাঃ স্বর্গসুখাস্ততোঽপি লঘবো ভোগান্তপাতপ্রদাঃ,
কাশী মুক্তিপুরী সদা শিবকরী ধর্ম্মার্থকামোত্তরা ॥ ৫ ॥

বশ্যা কিঙ্করী অর্থাৎ মণিকর্ণিকার আদেশেই জীবের মুক্তি হইয়া থাকে। একদিন ব্রহ্মা দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া কাশী ও স্বর্গ এই উভয়কে তুলাদণ্ডে তোলিত করিয়াছিলেন, তাহাতে কাশীর গুরুত্ব প্রযুক্ত কাশী ক্ষিতিতলে অবস্থিতা হইলেন এবং স্বর্গ লঘু বলিয়া তাহা উর্দ্ধদেশে গমন করিল ॥ ৩ ॥

গঙ্গাতীর সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম স্থান, সেই গঙ্গাতীর হইতেও কাশীকে উত্তমা বলিয়া জানিবে, আর এই কাশী হইতেও মণিকর্ণিকার প্রাধান্য আছে, যেহেতু, এই মণিকর্ণিকাতে প্রাণত্যাগ করিলেই স্বয়ং ঈশ্বর তৎক্ষণাৎ সেই জীবকে মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। আর এই মণিকর্ণিকা স্থান দেবগণেরও দুর্লভ এবং সর্ব্ব প্রকার পাপবিনাশে দক্ষ। পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত বহুপুণ্যবলেই এই মণিকর্ণিকা-স্থানে গমন করিতে পারে এবং যাহারা অতি পুণ্যাত্মা, তাহারাই ইহাকে লাভ করিয়া থাকে ॥ ৪ ॥

যে সকল জন্তু নিরন্তর দুঃখার্ণবে নিমগ্ন আছে, তাহারা কিরূপে সেই দুঃখ-সাগর হইতে নিষ্কৃতি পাইবে, ইহা চিন্তা করিয়াই বিরিঞ্চি দুঃখার্ণবনিমগ্ন জন্তু-গণের সুখসম্ভোগার্থ এই বারাণসী পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সকল লোকেই স্বর্গসুখাভিলাষী, বাস্তবিক ইহারা অতি লঘুচেতা, যেহেতু, ভোগকালের অবসান হইলেই স্বর্গ হইতে পতিত হইয়া থাকে, কিন্তু কাশীপুরী ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম প্রদান করিয়া অবশেষে মুক্তি দিয়া থাকে; সুতরাং বারাণসী যে জন্তুগণের সর্ব্বদা মঙ্গল-সাধন করে, তাহাতে সংশয় নাই ॥ ৫ ॥

একো বেণুধরো ধরাধরধরঃ শ্রীবৎসভূষাধরো,
যোঽপ্যেকঃ কিল শঙ্করো বিষধরো গঙ্গাধরো মাধবঃ।
যে মাতর্ম্মণিকর্ণিকে তব জলে মজ্জন্তি তে মানবা,
রুদ্রা বা হরয়ো ভবন্তি বহবস্তেষাং বহুত্বং কথম্॥ ৬ ॥
ত্বত্তীরে মরণন্তু মঙ্গলকরং দেবৈরপি শ্লাঘ্যতে,
শক্রস্তং মনুজং সহস্রনয়নৈর্দ্রষ্টুং সদা তৎপরঃ।
আয়ান্তং সবিতা সহস্রকিরণৈঃ প্রত্যুদ্গতোঽভূৎ সদা,
পুণ্যোঽসৌ বৃষগোঽথ বা গরুড়গঃ কিং মন্দিরং যাস্যতি ॥ ৭ ॥
মধ্যাহ্নে মণিকর্ণিকাস্নপনজং পুণ্যং ন বক্তুং ক্ষমঃ,
স্বীয়ৈরব্দশতৈশ্চতুর্ম্মুখধরো বেদার্থদীক্ষাগুরুঃ।
যোগাভ্যাসবলেন চন্দ্রশেখরস্তৎপুণ্যপারং গত-
স্ত্বত্তীরে প্রকরোতি সুপ্তপুরুষং নারায়ণং বা শিবম্॥ ৮ ॥

যিনি গিরিগোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছেন এবং যাঁহার বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন ভূষণ-রূপে বিদ্যমান আছে, সেই মুরলীধর হরিও এক, আর যিনি শিরোদেশে গঙ্গাকে বহন করিতেছেন, সেই নীলকণ্ঠ শঙ্করও এক, কিন্তু মাতঃ মণিকর্ণিকে! যাহারা তোমার জলে নিমগ্ন হয়, তাহারা সকলেই রুদ্র বা হরিস্বরূপ হইয়া থাকে; তবে কিরূপে ইঁহাদিগের বহুত্ব হইতে পারে? অর্থাৎ তোমার মাহাত্ম্যবলে এক হরি ও এক শঙ্করও অনেক হইয়া থাকেন॥ ৬ ॥

দেবি মণিকর্ণিকে! তোমার তীরে মরণও মঙ্গলকর, দেবগণও এই মরণের গৌরবপূর্ব্বক আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। আর যে ব্যক্তি তোমার তীরে প্রাণ-ত্যাগ করে, দেবরাজ সহস্রনয়ন দ্বারা তাহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত সমুৎসুক থাকেন। তোমার তীরে মৃত ব্যক্তি যখন আগমন করিতে থাকে, তখন সূর্য্য-দেব তাহাকে সহস্রকিরণ দ্বারা প্রত্যুদ্গমন করেন। ঐ ব্যক্তি বিষ্ণুত্ব কিংবা শিবত্ব প্রাপ্ত হইয়া কোন্ পুণ্যপুরে না প্রবেশ করিতে পারে? ৭ ॥

চতুরানন বেদার্থের দীক্ষাগুরু, ইনি স্বীয় পরিমাণে শত বৎসরেও মধ্যাহ্ন-কালীন মণিকর্ণিকা-স্নানের ফল বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারেন নাই, কেবল একমাত্র চন্দ্রশেখর যোগাভ্যাসবলে তোমার পুণ্যমাহাত্ম্য জানিতে পারেন। যাহারা তোমার তীরে মহানিদ্রায় প্রসুপ্ত হয়, তাহাদিগের বিষ্ণুত্ব বা শিবত্ব-প্রাপ্তি হইয়া থাকে॥ ৮ ॥

কৃচ্ছ্রৈঃ কোটিশতৈঃ স্বপাপনিধনং যচ্চাশ্বমেধৈঃ ফলং,
তৎসর্ব্বং মণিকর্ণিকাস্নপনজে পুণ্যে প্রবিষ্টং ভবেৎ।
স্নাত্বা স্তোত্রমিদং নরঃ পঠতি চেৎ সংসারপাথোনিধিং,
তীর্ত্বা পল্বলবৎ প্রয়াতি সদনং তেজোময়ং ব্রহ্মণঃ॥ ৯॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং মণিকর্ণিকাষ্টকম্॥

গঙ্গাষ্টক

শ্রীশ্রীগণেশায় নমঃ।

ভগবতি ভবলীলামৌলিমালে তবাম্ভঃকণমণুপরিমাণং প্রাণিনো যে স্পৃশন্তি।
অমরনগরনারীচামরগ্রাহিণীনাং, বিগতকলিকলঙ্কাতঙ্কমঙ্কে লুঠন্তি॥ ১॥
ব্রহ্মাণ্ডং খণ্ডয়ন্তী হরশিরসি জটাবল্লীমুল্লাসয়ন্তী,
স্বর্লোকাদাপতন্তী কনকগিরিগুহাগণ্ডশৈলাৎ স্খলন্তী।

বহু বহু ক্লেশকর তপস্যা ও শত শত কোটি অশ্বমেধযজ্ঞ করিলে যেরূপ পাপবিনাশ হইয়া পুণ্যসঞ্চয় হয়, একবারমাত্র মণিকর্ণিকাতে স্নান করিলে সেইরূপ পাপবিনাশ ও পুণ্যসঞ্চয় হইতে পারে, আর যে ব্যক্তি স্নান করিয়া এই স্তোত্র পাঠ করে, সেই মনুষ্য ক্ষুদ্র জলাশয়ের ন্যায় সংসারসাগরে পার হইয়া তেজোময় ব্রহ্মসদনে গমন করিয়া থাকে॥ ৯॥

ইতি মণিকর্ণিকাষ্টক সম্পূর্ণ॥

হে ভগবতি গঙ্গে! তুমি হরের মস্তকস্থিত লীলামালাস্বরূপ, যদি কোন প্রাণী তোমার কণামাত্র জল স্পর্শ করে, তাহা হইলে সেই প্রাণী কলিকালীন সর্ব্ববিধ পাপ ও পাপজনিত ভয় বিনাশ করিয়া চামরধারিণী সুরনারীগণের ক্রোড়ে নিরাতঙ্কে বাস করিতে পারে অর্থাৎ একবারমাত্র গঙ্গাজলকণা স্পর্শ করিলেও তাহার ভূলোকে জন্ম হয় না॥ ১॥

দেবি গঙ্গে! তুমি আকাশগঙ্গারূপে ব্রহ্মাণ্ডকে খণ্ডিত করিয়াছ, তুমি ব্রহ্ম-কমণ্ডলু হইতে নির্গত হইয়া মহাদেবের মস্তকোপরি বাস করত হরের জটা-সকলকে সমুল্লাসিত করিতেছ, তুমি স্বর্গলোক হইতে অবতরণ করিয়া সুবর্ণময়

ক্ষোণীপৃষ্ঠে লুঠন্তী দুরিতচমূঃ নির্ভরং ভর্ৎসয়ন্তী,
পাথোধিং পূরয়ন্তী সুরনগরসরিৎপাবনী নঃ পুনাতু ॥
মজ্জন্মাতঙ্গকুম্ভচ্যুতমদমদিরামোদমত্তালিজালং,
স্নানৈঃ সিদ্ধাঙ্গনানাং কুচযুগবিগলৎকুঙ্কুমাসঙ্গপিঙ্গম্।
সায়ং প্রাতর্ম্মুনীনাং কুশকুসুমচয়ৈশ্ছন্নতীরস্থনীরং,
পায়ান্নো গাঙ্গমম্ভঃ করিকরভকরাক্রান্তরংহস্তরঙ্গম্ ॥
আদাবাদিপিতামহস্য নিয়মব্যাপারপাত্রে জলং,
পশ্চাৎ পন্নগশায়িনো ভগবতঃ পাদোদকং পাবনম্।
ভূয়ঃ শম্ভুজটাবিভূষণমণির্জহ্নোর্মহর্ষেরিয়ং,
কন্যা কল্মষনাশিনী ভগবতী ভাগীরথী ভূতলে ॥ ৪ ॥

সুমেরু-পর্ব্বতের গুহামধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক সেই গণ্ডশৈল ভেদ করিয়া নির্গত হইয়াছ, অনন্তর ধরণীপৃষ্ঠে প্রবাহিত হইতেছ, তুমি জগতের জীবগণের পাপরাশি বলপূর্ব্বক বিনাশ করিতেছ, তুমি সাগরকে পূর্ণ করিয়াছ, তুমি সুরপুরীর নদী-স্বরূপে স্বর্গলোক পবিত্র করিয়াছ। দেবি! তুমি অধুনা আমাকে পবিত্র কর ॥২॥

গঙ্গে! তোমার সলিলমধ্যে মত্তমাতঙ্গগণ অবগাহন করিত, তাহাতে ঐ সকল করিদিগের কুম্ভ হইতে মদিরাস্রাব হইলে অলিকুল সেই মধুপানলোভে মত্ত হইয়া সেই জলোপরি ভ্রমণ করে, আর সিদ্ধাঙ্গনাগণ তোমার সলিলে স্নান করিত এবং তাহাদিগের কুচকুম্ভস্থিত কুঙ্কুমলেপে তোমার জলসকল পিঙ্গল-বর্ণ ধারণ করিত। মুনিগণ প্রাতঃকালে ও সায়ংসময়ে যে কুশ-কুসুমদ্বারা দেব-পিতৃগণের অর্চ্চনা করিতেন, তাহাতে সেই সকল কুশ-কুসুমে তীরসমীপস্থ জল আচ্ছিন্ন থাকিত, তোমার জলতরঙ্গ করিমকরাদি কর্ত্তৃক আক্রান্ত আছে, সেই জল আমাদিগকে পবিত্র করুক ॥ ৩ ॥

দেবি! তুমি অগ্রে অনন্তশয্যাশায়ী ভগবান্ নারায়ণের পাদোদকরূপে জগৎ পবিত্র করিয়াছ, পরে আদি-পিতামহ ব্রহ্মার কমণ্ডলুমধ্যে জলরূপে নিয়মিত ছিলে, পরে মহাদেবের জটার ভূষণরূপে অবস্থিতি করিয়াছ, অনন্তর জহ্নুমুনির তনয়ারূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলে। তুমি কলিকালের সকল পাপ বিনাশ কর, রাজা ভগীরথ তোমাকে ভূতলে আনয়ন করিয়াছেন ॥ ৪ ॥

শৈলেন্দ্রাদবতারিণী নিজজলে মজ্জজ্জনোত্তারিণী,
পারাবারবিহারিণী ভবভয়শ্রেণীসমুৎসারিণী।
শেষাঙ্গৈরনুকারিণী হরশিরোবল্লীদলাকারিণী,
কাশীপ্রান্তবিহারিণী বিজয়তে গঙ্গা মনোহারিণী ॥ ৫ ॥
কুতো বীচির্বীচিস্তব যদি গতা লোচনপথং,
ত্বমাপীতা পীতাম্বরপুরনিবাসং বিতরসি।
ত্বদুৎসঙ্গে গঙ্গে পততি যদি কায়স্তনুভৃতাং,
তদা মাতঃ শাতক্রতবপদলাভোঽপ্যতিলঘুঃ ॥ ৬ ॥
ভগবতি তব তীরে নীরমাত্রাশনোঽহং,
বিগতবিষয়তৃষ্ণঃ কৃষ্ণমারাধয়ামি।
সকলকলুষভঙ্গে স্বর্গসোপানসঙ্গে,
তরলতরতরঙ্গে দেবি গঙ্গে প্রসীদ ॥ ৭ ॥

গঙ্গাদেবী পর্ব্বতরাজ হিমালয় হইতে অবতরণ করিয়াছেন এবং যাহারা সেই গঙ্গাজলে স্নান করে, তাহাদিগকে পরিত্রাণ করেন, তিনি সাগরে বিহার করেন, জন্মমরণাদি নানাবিধ ভয় বিনাশ করেন, ইনি সর্পবৎ বক্রগতিতে সর্ব্বত্র বিচরণ করেন, মহেশ্বরের শিরঃস্থিত জটারূপ লতার দলরূপে বিদ্যমান আছেন, কাশীপুরীর প্রান্তভাগে বিহার করিতেছেন এবং এই গঙ্গাদেবী সকলের মনোহারিণীরূপে বিরাজমানা রহিয়াছেন ॥ ৫ ॥

দেবি গঙ্গে! যদি তোমার এই তরঙ্গমালা কাহারও নয়নপথে পতিত হয় অথবা কোন ব্যক্তি তোমার জল পান করে, তাহা হইলে তুমি তাহাকে বৈকুণ্ঠপুরীতে বসতি প্রদান কর, আর যদি কোন তনুধারী ব্যক্তি তোমার ক্রোড়ে আপন দেহ অর্পণ করিতে পারে, তাহা হইলে ইন্দ্রত্বপদও তাহার নিকট অতি তুচ্ছ বোধ হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

দেবি! আমি তোমার তীরে উপবেশন করিয়া জলমাত্রাশনপূর্ব্বক সমস্ত বিষয়-বাসনাতে বিতৃষ্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণদেবের আরাধনা করিতেছি, তুমি সর্ব্বপ্রকার পাপ বিনাশ কর, তুমি স্বর্গারোহণের সোপানস্বরূপ, তোমার অঙ্গ অতি তরল। মাতঃ! এক্ষণে আমার প্রতি প্রসন্না হও ॥ ৭ ॥

মাতঃ শাম্ভবি শম্ভুসঙ্গমিলিতে মৌলৌ নিধায়াঞ্জলিং,
ত্বত্তীরে বপুষোঽবসানসময়ে নারায়ণাঙ্ঘ্রিদ্বয়ম্।
স্মরতো ভবিষ্যতি মম প্রাণপ্রয়াণোৎসবে ভূয়া-
দ্ভক্তিরবিচ্যুতা হরিহরাদ্বৈতাত্মিকা শাশ্বতা॥ ৮॥
গঙ্গাষ্টকমিদং পুণ্যং যঃ পঠেৎ প্রয়তো নরঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥ ৯॥

ইতি শ্রীপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীশঙ্করাচার্য্যবিরচিতং গঙ্গাষ্টকস্তোত্রম্।

নর্ম্মদাষ্টকস্তোত্র

শ্রীশ্রীগণেশায় নমঃ।

সবিন্দুসিন্ধুসুস্খলত্তরঙ্গভঙ্গরঞ্জিতদ্বিষৎসু, পাপজাতজাতকারিবারিসংযুতম্।
কৃতান্তদূতকালভূতভীতিহারিশর্ম্মদে, ত্বদীয়পাদপঙ্কজং নমামি দেবি নর্ম্মদে॥ ১॥

মাতঃ! তুমি শম্ভুর অঙ্গে সম্মিলিত আছ। আমি মৌলিপ্রদেশে অঞ্জলি স্থাপন পূর্ব্বক এই প্রার্থনা করিতেছি, যখন আমার প্রাণপ্রয়াণসময় উপস্থিত হইবে, তখন তোমার তীরে যেন স্বীয় শরীর বিন্যস্ত করিয়া আনন্দ সহকারে নারায়ণের চরণ স্মরণ করিতে পারি এবং আমার যেন অদ্বৈত হরিহরাত্মক ব্রহ্মে অচলা ভক্তি থাকে॥ ৮॥

যে ব্যক্তি নিয়মিতচিত্তে এই পুণ্যপ্রদ গঙ্গাষ্টক স্তোত্র পাঠ করে, সেই ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার ঐহিক পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া অন্তিমে বিষ্ণুলোকে গমন করিতে পারে সন্দেহ নাই॥ ৯॥

ইতি গঙ্গাষ্টক স্তোত্র সম্পূর্ণ।

দেবি! তোমার জলবিন্দু সাগরমধ্যে প্রবেশ করিয়া উত্তুঙ্গ তরঙ্গমালারূপে অতি মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে, তোমার জল স্পর্শ করিলে তাহার পুনর্জন্ম নিবৃত্তি পায়। হে সুখদায়িনি! তোমার জলকণা কৃতান্তদূতের ভয় নিবারণ করে; অতএব হে দেবি নর্ম্মদে! তোমার চরণকমলে নমস্কার করি॥ ১॥

ত্বদম্বুলীনদীনমীনদিব্যসম্প্রদায়কং, কলৌ মলৌঘভারহারি সর্ব্বতীর্থনায়কম্।
সুমৎস্যকচ্ছনক্রচক্রবাকশর্ম্মদে, ত্বদীয়পাদপঙ্কজং নমামি দেবি নর্ম্মদে ॥ ২ ॥
মহাগভীরনীরপূরপাপধূতভূতলং, ধ্বনৎসমস্তপাতকারিদারিতাপদাচলম্।
জগল্লয়ে মহাভয়ে মৃকণ্ডুসূনুশর্ম্মদে, ত্বদীয়পাদপঙ্কজং নমামি দেবি নর্ম্মদে ॥ ৩ ॥
গতং তদৈব মে ভয়ং ত্বদম্বু বীক্ষিতং যদা, মৃকণ্ডুসূনুশৌনকাসুরারিসেবি সর্ব্বদা।
পুনর্ভবাব্ধিজন্মজং ভবাব্ধিদুঃখবর্ম্মদে, ত্বদীয়পাদপঙ্কজং নমামি দেবি নর্ম্মদে ॥ ৪ ॥
অলক্ষলক্ষকিন্নরামরাসুরাদিপূজিতং, সুলক্ষনীরতীরধীরপক্ষিলক্ষকূজিতম্।
বশিষ্ঠশিষ্টপিপ্পলাদিকর্দ্দমাদিশর্ম্মদে, ত্বদীয়পাদপঙ্কজং নমামি দেবি নর্ম্মদে ॥ ৫ ॥
সনৎকুমারনাচিকেতকশ্যপাত্রিষট্পদৈর্ধৃতং স্বকীয়মানসেষু নারদাদিষট্পদৈঃ।
রবীন্দুরন্তিদেবদেবরাজকর্ম্মশর্ম্মদে, ত্বদীয়পাদপঙ্কজং নমামি দেবি নর্ম্মদে ॥ ৬ ॥

হে দেবি! তোমার জলমধ্যে মীনাদি নানাবিধ জলচর বাস করিতেছে এবং ঐ জল কলিকালের রাশি রাশি পাপ বিনাশ করে। দেবি! তোমার জল সর্ব্বতীর্থের অধিনায়ক অর্থাৎ তোমার জলে স্নান করিলে সর্ব্বতীর্থস্নানের ফল হয়। তোমার জলমধ্যে যে সকল কচ্ছপ, কুম্ভীর ও চক্রবাকাদি বাস করে, তুমি তাহাদিগকে সুখপ্রদান কর.অতএব হে দেবি নর্ম্মদে! তোমার চরণকমলে নমস্কার ॥২॥

দেবি! তোমার মহা গভীর জলদ্বারা ভূতল ধৌত হইয়া নিষ্পাপ ও পবিত্র হইয়াছে, তোমার জলস্পর্শে সমস্ত পাপ পলায়ন করে, মহাপ্রলয়কালে তুমি মার্কণ্ডেয় মুনিকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলে; অতএব হে দেবি নর্ম্মদে! তোমার চরণকমলে নমস্কার করি ॥ ৩ ॥

দেবি! আমি যখন তোমার-জল দর্শন করিয়াছি, তখনই আমার ভয় অপগত হইয়াছে, মার্কণ্ডেয়-শৌনকাদি-মুনিগণ ও অসুরগণ সকলেই সর্ব্বদা তোমার সেবা করেন। মাতঃ! যে তোমার চরণসেবা করে, তাহার সংসারে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় না এবং তাহার সর্ব্বপ্রকার সংসারদুঃখে নিবৃত্তি পায়, অতএব হে দেবি নর্ম্মদে! তোমার চরণকমলে নমস্কার করি ॥ ৪ ॥

মাতঃ! অসংখ্য কিন্নর,অমর ও অসুরাদিরা নিয়ত তোমার চরণসেবা করিতেছে,লক্ষ লক্ষ পক্ষী তোমার তীরে নীড়সংস্থাপন করিয়া প্রশান্তভাবে শব্দ করিতেছে, বশিষ্ঠাদি শিষ্ট মুনিগণ তোমার সুখকর কর্দ্দমদ্বারা অঙ্গানুলেপন করিয়া থাকেন: অতএব হে দেবি নর্ম্মদে! তোমার চরণকমলে নমস্কার করি ॥ ৫ ॥

দেবি! সনক,সনৎকুমার, নাচিকেতা, কশ্যপ, অত্রি প্রভৃতি মহা মহা মুনিগণ সর্ব্বদা স্বকীয় হৃদয়ে তোমার পাদপদ্ম ধ্যান করিতেছেন, নারদাদি মুনিগণও

অলক্ষলক্ষলক্ষপাপলক্ষসারসায়ুধং, ততস্তু জীবজন্তুভুক্তিমুক্তিদায়কম্।
বিরিঞ্চিবিষ্ণুশঙ্করস্বকীয়ধামবর্ম্মদে, ত্বদীয়পাদপঙ্কজং নমামি দেবি নর্ম্মদে ॥ ৭ ॥
অহোঽমৃতং স্বনং শ্রুতং মহেশকেশজাতটে, কিরাতসূতবাড়বেষু পণ্ডিতে শঠে।
দুরন্তপাপতাপহারি সর্ব্বজন্তুশর্ম্মদে. ত্বদীয়পাদপঙ্কজং নমামি দেবি নর্ম্মদে ॥ ৮ ॥
ইদন্তু নর্ম্মদাষ্টকং ত্রিকালমেব যে সদা, পঠন্তি তে নিরন্তরং ন যান্তি দুর্গতিং কদা।
সুলভ্যদেহদুর্লভং মহেশধামগৌরবং, পুনর্ভবা নরা ন বৈ বিলোকয়ন্তি রৌরবম্ ॥ ৯॥
ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং নর্ম্মদাষ্টকস্তোত্রম্ ॥

তোমার চরণকমল সেবা করিয়া থাকেন, তুমি চন্দ্র, সূর্য্য, ইন্দ্র প্রভৃতির স্ব স্ব কর্ম্মে সুখ বিতরণ কর; অতএব হে দেবি নর্ম্মদে! তোমার চরণকমলে নমস্কার করি ॥৬॥

দেবি! তোমার চরণযুগল জ্ঞাতাজ্ঞাত লক্ষ লক্ষ পাপের অস্ত্রস্বরূপ এবং ঐ চরণ জীবজন্তুগণকে মুক্তি প্রদান করে, আর তুমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শঙ্কর প্রভৃতির স্ব স্ব আবাসে বিশেষ সুখ প্রদান করিতেছ; অতএব হে দেবি নর্ম্মদে! তোমার চরণকমলে নমস্কার করি ॥ ৭ ॥

দেবি! তোমার শব্দ শ্রুত হইয়া অমৃতের ন্যায় সুখ প্রদান করিতেছে, তুমি মহেশের কেশকলাপে বাস কর। তুমি কিরাতাদি পাপকারী জীবগণেরও দুরন্ত পাপতাপ হরণ কর এবং সর্ব্বজন্তুকে সুখ প্রদান করিয়া থাক; অতএব হে দেবি নর্ম্মদে! তোমার চরণকমলে নমস্কার করি ॥ ৮ ॥

দেবি! যে ব্যক্তি প্রতিদিন প্রাতঃকালাদি সন্ধ্যাত্রয়ে ভক্তিপূর্ব্বক এই নর্ম্মদাষ্টক পাঠ করে, সে কদাচ দুর্গতিভোগ করে না এবং এই দেহে দুর্লভ মহেশ্বরলোকের গৌরব লাভ করে, আর সেই ব্যক্তি পুনর্ব্বার সংসারযাতনা ভোগ করে না এবং কখনও তাহার নরকদর্শন হয় না ॥ ৯ ॥

ইতি নর্ম্মদাষ্টক স্তোত্র সম্পূর্ণ ॥

যমুনাষ্টক।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

মুরারিকায়কালিমাললামবারিধারিণী,
তৃণীকৃতত্রিবিষ্টপা ত্রিলোকশোকহারিণী।
মনোঽনুকূলকূলকুঞ্জপুঞ্জধূতদুর্মদা,
ধুনোতু মে মনোমলং কলিন্দনন্দিনী সদা॥ ১॥

মলাপহারিবারিপূরিভূরিমণ্ডিতামৃতা,
ভৃশং প্রপাতকপ্রপঞ্চনাতিপণ্ডিতানিশা।
সুনন্দনন্দিনাঙ্গসঙ্গরাগরঞ্জিতা হিতা,
ধুনোতু মে মনোমলং কলিন্দনন্দিনী সদা॥ ২॥

লসত্তরঙ্গসঙ্গধূতভূতজাতপাতকা, নবীনমাধুরীধুরীণভক্তিজাতচাতকা।
তটান্তবাসদাসহংসসংসৃতাহিকামদা,
ধুনোতু মে মনোমলং কলিন্দনন্দিনী সদা॥ ৩॥

যিনি শ্রীকৃষ্ণের দেহের ন্যায় শ্যামবর্ণা, যিনি সর্ব্বোত্তম বারিধারণ করেন, যাঁহার নিকট স্বর্গপৃথ্বীও তৃণবৎ অতি তুচ্ছ, যিনি ত্রিলোকের শোক হরণ করেন, যিনি স্বীয় তীরস্থিত মনোহর কুঞ্জবনের সর্ব্বপ্রকার মল ধৌত করেন, সেই কলিন্দনন্দিনী যমুনা আমার মনোগত সকল প্রকার পাপরূপ মল ধৌত করুন॥ ১॥

যাঁহার জল সর্ব্ববিধ পাপ হরণ করে, যিনি বহুল জলসমূহে পরিপূরিতা হইয়া শোভা পাইতেছেন, যিনি রাশি রাশি পাতকের বিনাশসাধন করেন এবং যিনি পাতকের মহানিশাস্বরূপ, যিনি নন্দনন্দনকামিনীগণের অঙ্গরাগে রঞ্জিতা আছেন, সেই কলিন্দনন্দিনী যমুনা আমার মনোগত পাপরূপ মল ধৌত করুন॥ ২॥

যাঁহার তরঙ্গমালা প্রাণিগণের পাপরাশি ধৌত করে, যাঁহার নবীন জলমাধুর্য্য-লোভে চাতক সকলও ভক্তিপূর্ব্বক সেবা করে, হংসকুল যাঁহার তটে দাসবৎ বাস করে এবং যিনি সেই হংসগণের বাসনা পরিপূর্ণ করেন, সেই কলিন্দনন্দিনী যমুনা আমার মনোগত সকল প্রকার পাপরূপ মল ধৌত করুন॥ ৩॥

বিহাররাসখেদভেদধীরতীরমারুতা, গতা গিরামগোচরে যদীয়নীরচারুতা ।
প্রবাহসাহচর্য্যপূতমেদিনীনদানদা, ধুনোতু মে মনোমলং কলিন্দনন্দিনী সদা ॥৪॥
তরঙ্গসঙ্গসৈকতান্তরান্বিতং সদাসিতা, শরন্নিশাকরাংশুমঞ্জুমঞ্জরীসভাজিতা ।
ভবার্চ্চনাপ্রচারণাম্বুনাধুনা বিশারদা, ধুনোতু মে মনোমলং কলিন্দনন্দিনী সদা ॥৫॥
জলান্তকেলিকারিচারুরাধিকাঙ্গরাগিণী, স্বভর্ত্তুরন্যদুর্লভাঙ্গতাঙ্গতাংশভাগিনী ।
স্বদত্তসুপ্তসপ্তসিন্ধুভেদিনাতিকোবিদা, ধুনোতু মে মনোমলং কলিন্দনন্দিনী সদা ॥৬॥

জলচ্যুতাচ্যুতাঙ্গরাগলম্পটালিশালিনী,
বিলোলরাধিকাকচান্তচম্পকালিমালিনী ।
সদাবগাহনাবতীর্ণভর্তৃভৃত্যনারদা,
ধুনোতু মে মনোমলং কলিন্দনন্দিনী সদা ॥ ৭ ॥

যাঁহার মন্দ মন্দ মারুত-হিল্লোলে তটবিহারিণীদিগের নিদাঘজনিত তাপ নিবারণ হয়, যাঁহার জলশোভা বাক্যের অগোচর এবং যাঁহার জলপ্রবাহে মেদিনীমণ্ডলস্থ নদনদীসকল পবিত্র হইয়াছে, সেই কলিন্দনন্দিনী যমুনা আমার মনোগত সকল প্রকার পাপরূপ মল ধৌত করুন্ ॥ ৪ ॥

যাঁহার তরঙ্গমালা বালুকাপূর্ণ পুলিনভূমির প্রভাজালে জগতের তমোরাশি বিনাশ করে, যাঁহার শোভা শরৎকালীন নিশাকরের কিরণমালার ন্যায় অতি মনোহর, যাঁহার জলদ্বারা মহাদেবের অর্চ্চনা করিলে সর্ব্ববিধ পাপ বিনাশ পায়, সেই কলিন্দনন্দিনী যমুনা আমার মনোগত সকল প্রকার পাপরূপ মল ধৌত করুন্ ॥ ৫ ॥

যাঁহার জলমধ্যে কেলি করিয়া রাধিকার অঙ্গরাগের চারুতা বৃদ্ধি পাইয়াছে, যিনি স্বীয় ভর্ত্তা ব্যতিরেকে অন্যের দুর্ল্লভ এবং যিনি স্বীয় ভর্ত্তার অর্দ্ধাংশভাগিনী, যিনি সপ্তসাগরকে জল প্রদান করিয়াছেন, সেই কলিন্দনন্দিনী যমুনা আমার মনোগত সকল প্রকার পাপরূপ মল ধৌত করুন ॥ ৬ ॥

যাঁহার জলে শ্রীকৃষ্ণ অবগাহন করিলে সেই অচ্যুতের অঙ্গচ্যুত অঙ্গরাগস্পর্শে রাধিকা কৃষ্ণের প্রণয়পাশে বদ্ধ হইয়াছিলেন, রাধিকার চঞ্চল কেশকলাপ হইতে পতিত চম্পকমালায় যিনি শোভিতা হইতেন, যাঁহার জলে অবগাহন করিলে ভর্তৃভৃত্যভাব বিদূরিত হয়, সেই কলিন্দনন্দিনী যমুনা আমার মনোগত সকল প্রকার পাপরূপ মল ধৌত করুন্ ॥ ৭ ॥

সদৈব নন্দিনন্দকেলিশালিকুঞ্জমঞ্জুলা,
তটোত্থফুল্লমল্লিকাকদম্বরেণুসুজ্জ্বলা।
জলাবগাহিনাং নৃণাং ভবাব্ধিসিন্ধুপারদা,
ধুনোতু মে মনোমলং কলিন্দনন্দিনী সদা॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং যমুনাষ্টকস্তোত্রম্ ॥

প্রকারান্তর

যমুনাষ্টকস্তোত্র।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

কৃপাপারাবারাং তপনতনয়াং তাপশমনীং,
মুরারিপ্রেয়স্যাং ভবভয়দবাং ভক্তিবরদাম্।
বিয়জ্জ্বালামুক্তাং শ্রিয়মপি সুখাপ্তেঃ পরিদিনং,
সদা ধীরো নূনং ভজতি যমুনাং নিত্যফলদাম্ ॥ ১ ॥

যাঁহার জলে কেলি করিয়া সকলেই সর্ব্বদা আনন্দ লাভ করে, যিনি কুঞ্জ-সকলের অতিশয় শোভা বর্দ্ধন করিয়াছেন, যিনি তটস্থিত প্রফুল্ল মল্লিকা-চম্পকাদি পুষ্পের রেণুসমূহে সমুজ্জ্বল থাকেন, মানবগণ যাঁহার জলমধ্যে অবগাহন করিলে ভবপারাবারের পারে গমন করিতে পারে, সেই কলিন্দনন্দিনী যমুনা আমার মনোগত সকল প্রকার পাপরূপ মল ধৌত করুন্ ॥ ৮ ॥

ইতি যমুনাষ্টক সম্পূর্ণ ॥

যিনি কৃপাসাগররূপা, যিনি সূর্য্যদেবের তনয়ারূপে আবির্ভূতা হইয়াছেন, যিনি প্রাণিগণের তাপশান্তি করেন, যিনি শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রেয়সী, যিনি ভবভয়ের দাবাগ্নিস্বরূপ, যিনি ভক্তগণকে বরপ্রদান করেন, আকাশমার্গেও যাঁহার প্রভা প্রকাশিত আছে, যিনি সুখপ্রাপ্তির আদি কারণ এবং যিনি নিত্য ফল প্রদান করেন, ধীরগণ সেই যমুনার সেবা করিয়া থাকেন ॥ ১ ॥

মধুবনচারিণি ভাস্করবাহিনি জাহ্নবীসঙ্গিনি সিন্ধুসুতে,
মধুরিপুভূষিণি মাধবতোষিণি, গোকুলভীতিবিনাশকৃতে।
জগদঘমোচনি মানসদায়িনি কেশবকেলিদানগতে,
জয় যমুনে জয় ভীতিনিবারিণি সঙ্কটনাশিনি পাবয় মাম্॥ ২॥
অয়ি মধুরে মধুমোদবিলাসিনি শৈলবিদারিণি বেগভরে,
পরিজনপালিনি দুষ্টনিসূদিনি বাঞ্ছিতকামবিলাসধরে।
ব্রজপুরবাসিজনার্জ্জিতপাতকহারিণি বিশ্বজনোদ্ধারিকে,
জয় যমুনে জয় ভীতিনিবারিণি সঙ্কটনাশিনি পাবয় মাম্॥ ৩॥
অতিবিপদম্বুধিমগ্নজনং ভবতাপশতাকুলমানসকং,
গতিমতিহীনমশেষভয়াকুলমাগতপাদসরোজযুগম্।
ঋণভয়ভীতিমনিষ্কৃতিপাতককোটিশতাযুতপুঞ্জতরং,
জয় যমুনে জয় ভীতিনিবারিণি সঙ্কটনাশিনি পাবয় মাম্॥ ৪॥

দেবি! তুমি মধুবনমধ্যে বিচরণ করিতেছ, তুমি ভাস্করকে বহন করিয়া থাক, তুমি গঙ্গার সহচারিণীরূপে বিদ্যমান আছ, তুমি সিন্ধুতনয়ারূপে আবির্ভূতা, তুমি মধুদৈত্যাপহারী কৃষ্ণের ভূষণস্বরূপা, তুমি মাধবের সন্তোষবর্দ্ধন কর, তুমি গোকুলবাসিগণের ভয়ভঞ্জন করিয়া থাক, তুমি জগতের পাপবিমোচন কর, তুমি ভক্তগণের মানসসিদ্ধি কর, তুমি কেশবের ক্রীড়া-কেলির প্রধান কারণ। তুমি সকলের প্রধানা এবং ভবভয় ও সঙ্কটনাশিনী আমাকে পবিত্র কর॥ ২॥

দেবি! তুমি মধুময় জলে পরিপূর্ণা আছ, তুমি বসন্তকালীন আমোদ ও বিলাস প্রদান কর, তুমি শৈলবিদারণ করিয়া নির্গত হইয়াছ, তুমি বেগভরে প্রবাহিত হইতেছ, তুমি পরিজনবর্গকে প্রতিপালন করিতেছ, তুমি দৈত্যাদি দুষ্ট-প্রাণিগণকে বিমর্দ্দন কর, তুমি ভক্তগণের বাঞ্ছা পূর্ণ কর, তুমি ব্রজবাসিগণের পাপ-বিনাশ কর এবং বিশ্বজনকে উদ্ধার কর; হে যমুনে! তুমি সকলের প্রধানা এবং ভবভয় নিবারণ ও সঙ্কট বিনাশ করিয়া থাক; এক্ষণে আমাকে পবিত্র কর॥৩॥

দেবি! আমি অপার বিপদসাগরে নিমগ্ন, শত শত সাংসারিক যন্ত্রণায় সর্ব্বদা আমার মানস আকুলিত। আমি গতিহীন, আমার বুদ্ধিবৃত্তি প্রণষ্ট হইয়াছে, বহুবিধ ভয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া আমি তোমার পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াছি, আমি সর্ব্বদা ঋণভয়ে ভীত যে সকল পাপের নিষ্কৃতি নাই, এবম্ভূত শত শত কোটি পাপে আমি অভিভূত হে যমুনে! তুমি সকলের প্রধানা এবং ভবভয় ও সঙ্কট নাশিনী আমাকে পবিত্র কর॥ ৪॥

নবজলদদ্যুতিকোটিলসত্তনুহেমময়াভরণাঞ্চিতকে,
তড়িদবহেলিপদাঞ্চলচঞ্চলশোভিতপীতসুচেলধরে।
মণিময়ভূষণচিত্রপটাসনরঞ্জিতগঞ্জিতভানুকরে,
জয় যমুনে জয় ভীতিনিবারিণি সঙ্কটনাশিনি পাবয় মাম্॥ ৫॥
শুভপুলিনে মধুমত্তযদূদ্ভবরাসমহোৎসবকেলিভরে,
উচ্চকুলাচলরাজিতমৌক্তিকহারময়াভররোধসিকে।
নবমণিকোটিকভাস্বরকঞ্চুকিশোভিততারকহারযুতে,
জয় যমুনে জয় ভীতিনিবারিণি সঙ্কটনাশিনি পাবয় মাম্॥ ৬॥
করিবরমৌক্তিকনাসিক-ভূষণবাতচমৎকৃতচঞ্চলকে,
মুখকমলামলসৌরভচঞ্চলমত্তমধুব্রতলোচনিকে।
মণিগণকুণ্ডললোলপরিস্ফুরদাকুলগণ্ডযুগামলকে,
জয় যমুনে ভীতিনিবারিণি সঙ্কটনাশিনি পাবয় মাম্॥ ৭॥

দেবি! তোমার শরীর নবীন মেঘমালার ন্যায় প্রগাঢ় নীলবর্ণ, দেহকান্তি স্বর্ণভূষণের দ্বারা শোভান্বিত হইতেছে, তোমার সূর্য্যালোকদীপ্ত বিবিধ সুবর্ণভূষণ, মণিময় বিচিত্র পট্টবস্ত্রের প্রভা সূর্য্যকিরণকে পরাজিত করিয়াছে, হে যমুনে! তুমি সকলের প্রধানা এবং ভবভয়নিবারণ ও সঙ্কটবিনাশ করিয়া থাক, এক্ষণে আমাকে পবিত্র কর॥ ৫॥

দেবি! তোমার পুলিনভূমি অতি মনোহর, তাহাতে যদুপতি মধুপানে মত্ত হইয়া রাসমহোৎসবকালে অশেষ কেলি করিয়া থাকেন, তোমার তীরে যে সকল অত্যুচ্চ কুলাচলশ্রেণী আছে, তাহারা তোমার মুক্তাময় হাররূপে শোভা পাইতেছে, তোমার মধ্যে যে সকল মণি আছে, তাহাতে সূর্য্যকিরণ পতিত হইলে অতিশয় প্রদীপ্ত হইয়া তোমার তারাহারের কার্য্য করে; হে যমুনে! তুমি সকলের প্রধানা এবং ভবভয় নিবারণ ও সঙ্কট বিনাশ করিয়া থাক, এক্ষণে আমাকে পবিত্র কর॥ ৬॥

দেবি! তুমি যে গজমুক্তা দ্বারা নাসিকায় ভূষণ ধারণ করিয়াছ, তাহা বায়ু-হিল্লোলে চঞ্চল হইয়া অতি আশ্চর্য্য শোভা বর্দ্ধন করিতেছে, তোমার মুখকমলের সৌরভে মধুকরগণ মত্ত হইয়া লোচনযুগলের চাঞ্চল্য বৃদ্ধি করিতেছে। তোমার কুণ্ডলে যে সকল মণি আন্দোলিত হইতেছে, তাহার চঞ্চল প্রভা নিরন্তর গণ্ডযুগলকে রাগযুক্ত করিতেছে। হে যমুনে! তুমি সকলের প্রধানা এবং ভবভয় নিবারণ ও সঙ্কট বিনাশ করিয়া থাক; এক্ষণে আমাকে পবিত্র কর॥ ৭॥

কলরবনূপুরহেমময়াচিতপাদসরোরুহসারুণিকে,
ধিমিধিমিধিমিধিমিতালবিনোদিতমানসমঞ্জুলপাদগতে।
তব পদপঙ্কজমাশ্রিতমানবচিত্তসদাখিলতাপহরে,
জয় যমুনে জয় ভীতিনিবারিণি সঙ্কটনাশিনি পাবয় মাম্ ॥ ৮
ভবোত্তাপাম্ভোধৌ নিপতিতজনো দুর্গতিযুতো,
যদি স্তৌতি প্রাতঃ প্রতিদিনমনন্যাশ্রয়তয়া।
হয়াহ্রেষৈঃ কামং করকুসুমপুঞ্জৈ রবিসুতাং,
সদা ভোক্তা ভোগান্মরণসময়ে যাতি হরিতাম্ ॥ ৯ ॥
ইতি শ্রীমৎপরমহংসশ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং যমুনাষ্টকম্ ॥

দেবি! তোমার অরুণবর্ণ চরণসরসীরুহে কলরবপূর্ণ হেমময় নূপুর শোভা পাইতেছে, তোমার গতিকালে যে পাদতলে "ধিমি ধিমি" শব্দ হয়, ঐ মনোহর শব্দে জনগণের চিত্তের আনন্দবর্দ্ধন হইয়া থাকে। আর যে সকল মানব তোমার পদপঙ্কজ আশ্রয় করে, তুমি তাহাদিগের চিত্তের সমস্ত তাপ হরণ কর। হে যমুনে, তুমি সকলের প্রধানা এবং ভবভয় নিবারণ ও সঙ্কট বিনাশ করিয়া থাক; এক্ষণে আমাকে পবিত্র কর ॥ ৮ ॥

যদি কোন দুর্গতিযুক্ত মনুষ্য সংসারসাগরে পতিত হইয়া প্রতিদিন প্রাতঃকালে অনন্যচিত্তে এই স্তব পাঠ করে এবং আপন হস্তে কুসুমাঞ্জলি লইয়া আদিত্যনন্দিনী যমুনার অর্চ্চনা করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি ইহকালে বিবিধ ভোগে কালযাপন করিয়া পরকালে বিষ্ণুপদ পাইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

ইতি যমুনাষ্টকস্তোত্র সম্পূর্ণ ॥

কাশীপঞ্চকস্তোত্র

শ্রীশ্রীগণেশায় নমঃ।

মনোনিবৃত্তিঃ পরমোপশান্তিঃ, সা তীর্থবর্য্যা মণিকর্ণিকা চ।
জ্ঞানপ্রবাহা বিমলাদিগঙ্গা, সা কাশিকাহং নিজবোধরূপা ॥ ১ ॥

বিষয় হইতে মনের নিবৃত্তি হইলে যে সর্ব্ববিষয়ের শান্তি হয়, তাহাই তীর্থপ্রধানা মণিকর্ণিকা, আর সর্ব্ববিষয়ে যে জ্ঞান জন্মে, তাহাই বিমলা গঙ্গা, সুতরাং

যস্যামিদং কল্পিতমিন্দ্রজালং, চরাচরং ভাতি মনোবিলাসম্।
সচ্চিৎসুখৈকা পরমাত্মরূপা, সা কাশিকাহং নিজবোধরূপা ॥ ২ ॥

কোশেষু পঞ্চস্বধিরাজমানা, বুদ্ধির্ভবানী প্রতিদেহগেহম্।
সাক্ষী শিবঃ সর্ব্বগতোঽন্তরাত্মা, সা কাশিকাহং নিজবোধরূপা ॥ ৩ ॥

কাশ্যাং হি কাশতে কাশী কাশী সর্ব্বপ্রকাশিকা।
সা কাশী বিদিতা যেন তেন প্রাপ্তা হি কাশিকা ॥ ৪ ॥

কাশীক্ষেত্রং শরীরং ত্রিভুবনজননী ব্যাপিনী জ্ঞানগঙ্গা,
ভক্তিঃ শ্রদ্ধা গয়েয়ং নিজগুরুচরণধ্যানযোগঃ প্রয়াগঃ।
বিশ্বেশোঽয়ং তুরীয়ঃ সকলজনমনঃসাক্ষিভূতোঽন্তরাত্মা,
দেহে সর্ব্বং মদীয়ে যদি বসতি পুনস্তীর্থমন্যৎ কিমস্তি ॥ ৫

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং কাশীপঞ্চকস্তোত্রম্ ॥

আত্মতত্ত্বপরিজ্ঞানই কাশীর তুল্য অর্থাৎ কাশীও যেরূপ মুক্তি প্রদান করেন, আত্মতত্ত্বপরিজ্ঞান হইলেও সেইরূপ মুক্তি হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

আত্মতত্ত্বপরিজ্ঞান হইলে এই চরাচর বিশ্ব ইন্দ্রজালবৎ কল্পিত বোধ হয় এবং তখনই নিত্য-সুখের আবির্ভাব হইয়া থাকে আর চিৎস্বরূপের প্রকাশ হয়, সুতরাং আত্মতত্ত্বপরিজ্ঞানই কাশীর তুল্য ॥ ২ ॥

অন্নময়াদি পঞ্চকোষে যে বুদ্ধি বিরাজমান হয়, ঐ বুদ্ধিই ভবানীস্বরূপা, আর উহা দেহরূপ প্রতি গৃহেই আছে এবং যিনি সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বান্তর্যামী পরমাত্মা, তিনিই শিব, সুতরাং আত্মতত্ত্বপরিজ্ঞানই কাশীর তুল্য অর্থাৎ কাশীও যেরূপ মুক্তি প্রদান করেন, আত্মতত্ত্বপরিজ্ঞান হইতেও সেইরূপ মুক্তি হইয়া থাকে। ৩ ॥

জ্ঞানেই কাশীর প্রকাশ হয় এবং সেই জ্ঞানরূপ কাশীই সকলকে প্রকাশ করে। এইরূপ জ্ঞানকাশীকে যিনি জানিতে পারেন, তিনিই সর্ব্বপ্রকার কাশী লাভ করিয়া থাকেন, জ্ঞানের উদয় হইলে আর কাশ্যাদির প্রয়োজন নাই ॥ ৪ ॥

প্রকৃতপক্ষে বিবেচনা করিয়া দেখিলে মানবের শরীরই কাশীক্ষেত্র, জ্ঞানরূপ গঙ্গাই ত্রিভুবনজননী, ভক্তি ও শ্রদ্ধা ইহারাই গয়া, নিজ গুরুর চরণধ্যানই প্রয়াগ এবং সর্ব্বজনের মনঃসাক্ষীভূত অন্তরাত্মাই বিশ্বেশ্বর তুরীয় ব্রহ্ম ; সুতরাং আমার শরীরমধ্যেই সকলে বাস করিতেছে, তবে আর অন্য তীর্থে প্রয়োজন কি ? ৫ ॥

ইতি কাশীপঞ্চকস্তোত্র সম্পূর্ণ ॥

সমাপ্ত